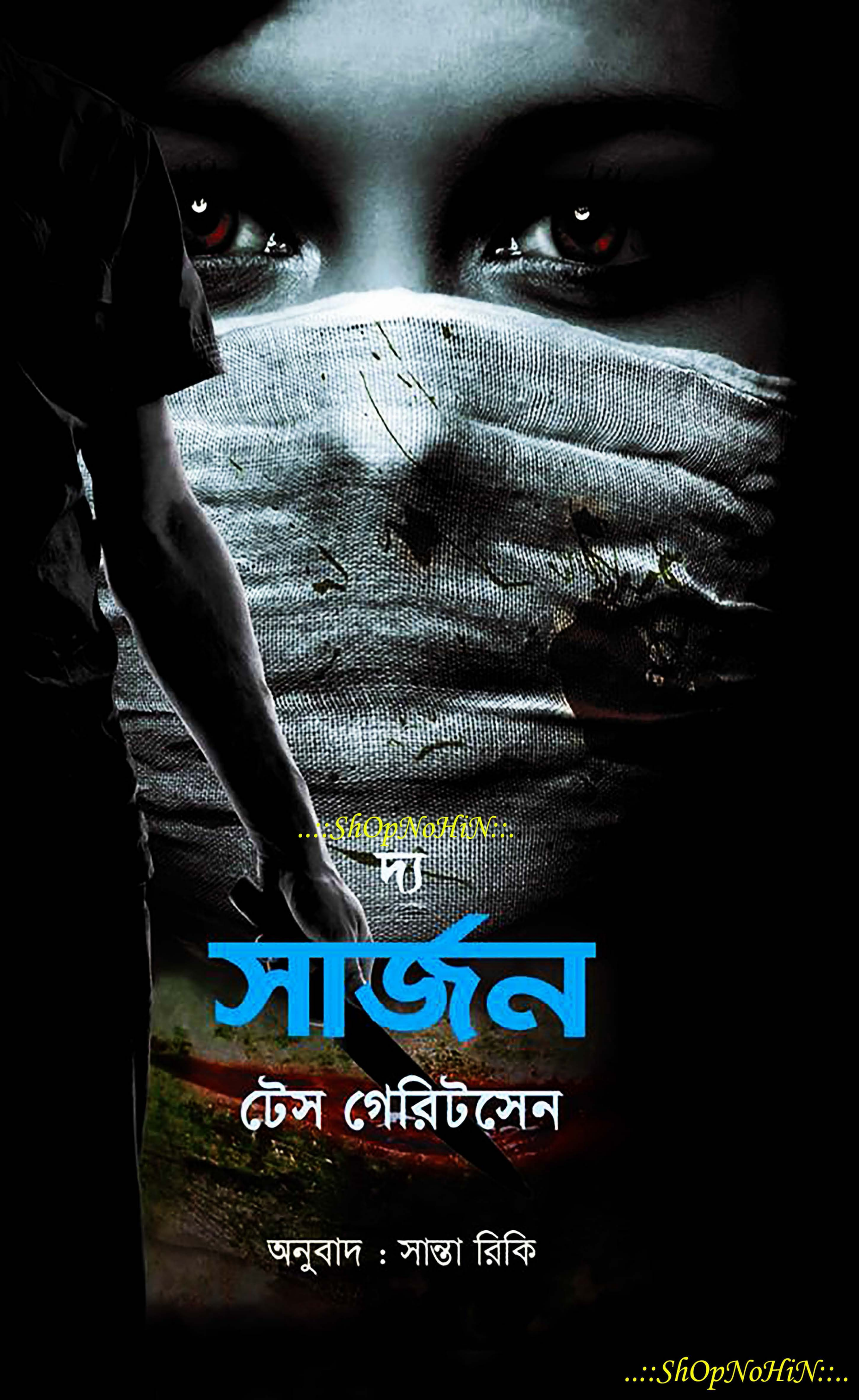

..::ShOpNoHiN::..
দ্য
সার্জন
টেস গেরিটসেন
অনুবাদ : সান্তা রিকি
..::ShOpNoHiN::..

বোস্টনে বিকারগ্রস্ত এক খুনি রাতের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমন করছে মেয়েদের। মেডিকেল জ্ঞানের দক্ষতার কারণে সংবাদমাধ্যম এই লোমহর্ষক খুনির নামকরণ করে 'সার্জন।' বোস্টন হোমিসাইড ইউনিটের ডিটেক্টিভ টমাস মুর এবং তার পার্টনার জেন রিজোলি এমন একটি বিষয় আবিষ্কার করে যা এই কেসটাকে অন্য একটি জটিল রহস্যের দিকে ধাবিত করে। বছর দুয়েক আগে সাভানাতে এক সিরিয়াল কিলার ঠিক একই প্রক্রিয়ায় তার শিকারদের হত্যা করতো। কিন্তু দুর্ধর্ষ সেই খুনি নিজের শেষ শিকারের হাতে খুন হয় বছর দুয়েক আগেই। তার শেষ শিকার একজন ট্রমা সার্জন। খুনগুলোর সাথে কি সর্ম্পক এই সার্জনের? কপিক্যাট কিলার কেন এসব করছে–কি উদ্দেশ্য তার?

টেস গেরিটসেনের মাস্টারপিস *দ্য সার্জন*-এর প্রত্যেক পৃষ্ঠা রহস্যকে আরও ঘনীভুত করবে আর চরম টুইস্টসম্পন্ন পরিসমাপ্তিতে পৌছে দেবে পাঠককে।

'দ্রুত বেগে বিন্যস্ত, লোমহর্ষক এবং উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ একটি কাজ, যা পাঠককে ধীরে ধীরে টানটান উত্তেজনা এবং আতঙ্কের চরমসীমায় নিয়ে যাবে।'

–পিপল

'একটি উচ্চমার্গিয় থৃলার...চরিত্রের প্রখর বিন্যাস পাঠকের চোখকে বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে সহজে সরে যেতে দেবে না, রাত জেগে পড়তে বাধ্য করবে।'

–কারকাস রিভিউ

'এক শব্দে, ভয়ঙ্কর...তবে পাঠক এর শক্তিশালি খপ্পর থেকে সহজে মুক্তি পাবেন না।'

–শিকাগো ট্রিবিউন

'দক্ষ কোন সার্জনের হাতে থাকা স্কালপেলের মত উপন্যাসটি গেরিটসেনের লেখনি দক্ষতায় চমৎকার একটি সাসপেন্স-থৃলার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।'

–পাবলিশার্স উইকলি

টেস গেরিটসেনের জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোতে। শৈশব থেকেই লেখিকা হওয়ার স্বপ্ন থাকলেও পরিবাবের ইচ্ছেয় অন্য কোন পেশা বেছে নিতে হয়েছিলো তাকে। ১৯৭৫ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে নৃতত্ত্বে গ্র্যাজুয়েশন করেন। এরপর সান ফ্রান্সিসকোর ইউনিভার্সিটিতে মেডিসিনে ভর্তি হন এবং ১৯৭৯ সালে এম.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাদার ডাক্তার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ফিকশন লেখা শুরু করেন। সেই সময়ে স্থানীয় এক ম্যাগাজিনে তার লেখা গল্প *অন চুজিং দ্য রাইট ক্রাক সিড* প্রথম পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম রোমান্টিক থৃলার *কল আফটার মিডনাইট*।

টেসের সৃষ্ট রিজোলি এবং আইয়েল্স সিরিজের প্রথম উপন্যাস *দ্য সার্জন*। উপন্যাস লেখার পাশাপাশি *আইড্রিফট* নামের একটি চিত্রনাট্য লেখার কাজও করেছেন তিনি। ডাক্তারি পেশা থেকে অবসর নিয়ে এখন স্বামি-সন্তানসহ বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেইনে।

দ্য

সার্জন

টেস গেরিটসেন

অনুবাদ : সান্তা রিকি

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য সার্জন

মূল : টেস গেরিটসেন

অনুবাদ : সান্তা রিকি

The Surgeon

Copyright©2016 by Tess Gerritsen

অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

..::ShOpNoHiN::..

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: অনুবাদক

মূল্য : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

লেখকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এক বাক্যে আমি যাদের কাছে ঋণী :

ব্রুস ব্লেক, বোস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ডিটেক্টিভ ওয়েন আর. রক এবং ক্রিস মিশালেক (এম.ডি) টেকনিক্যাল বিষয়গুলোতে আমাকে সাহায্যের জন্য।
আমার এই উপন্যাসের প্রথম খসড়া দেখে যে তিনজন উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য করেছিলো : সেই জেন বার্কি, ডন ক্লিয়ারি এবং অ্যান্ড্রিয়া সিরিল্লোকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আরো ধন্যবাদ জানাই, আমার প্রকাশক লিন্ডা ম্যারো, ধৈর্যের সাথে আমাকে পথ দেখিয়েছে যে।
আমার গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল মেগ রুলি। (প্রত্যেক লেখকেরই মেগ রুলির মত একজন মানুষের সাহচর্যের প্রয়োজন!)

অবশেষে আমার স্বামী জ্যাকবকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। সবসময় আমার পাশে ছিলো এই মানুষটি।

দ্য সার্জন

মূলঃ টেস গ্যারিটসেন

অনুবাদঃ সান্তা রিকি

SCAN & EDITEDBY:

..:::ShOpNoHiN:::..

অনুবাদকের উৎসর্গ :

ছোটভাই বাবুইকে...

যার আগ্রহে টেস গেরিটসেনের 'দ্য সার্জন' অনুবাদ করার কাজ শুরু করেছিলাম।

মুখবন্ধ

আজকে তারা মেয়েটির লাশ খুঁজে পাবে।

ঘটনাগুলো ঠিক কিভাবে ঘটবে আমি জানি। মনে মনে কল্পনা করতে পারছি সব স্পষ্টভাবেই, সন্নিবেশ করতে পারছি ঠিক কিভাবে তার লাশটি আবিষ্কৃত হবে সেই মুহূর্তগুলোকে। সকাল নয়টার সময় 'কেন্ডাল অ্যান্ড লর্ড ট্র্যাভেল এজেন্সি'র নাকউঁচু স্বভাবের মেয়েগুলো তাদের নিজ নিজ ডেস্কে চলে আসবে, পরিপাটি করে ম্যানিকিউর করা নখগুলোর সাহায্যে কম্পিউটারের কিবোর্ডে নিজেদের মত টাইপের কাজ শুরু করবে তারা। হয় মিসেস স্মিথের জন্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ক্রুজের ব্যবস্থা করবে, নয়তো মি. জোন্‌সের জন্য ক্লোস্টারে স্কি-ভ্যাকেশনের। মিস্টার এবং মিসেস ব্রাউনের জন্য এ বছর নতুন কিছু ব্যবস্থা থাকছে তাদের তরফ থেকে, যা কিনা অন্যান্য বছরের থেকে একেবারে আলাদা হবে। হয় তাদেরকে চিয়াং মাই-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করবে, নয়তো মাদাগাস্কার, কিন্তু বিরক্তিকর কোন জায়গায় পাঠানো হবে না। মোট কথা, তারা ভ্রমণের ক্ষেত্রে আরামদায়ক এবং রোমাঞ্চকর বিষয়টি নিশ্চিত করে। কেন্ডাল অ্যান্ড লর্ডের মূলনীতি : 'আরামদায়ক রোমাঞ্চকর ভ্রমণ।' খুব ব্যস্ত এজেন্সি এটা, কম সময়ই এখানে কোন ফোনের রিং বাজতে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

অন্যান্য ডেস্কে থাকা মেয়েগুলো খুব কম সময়ের মধ্যেই বুঝতে সক্ষম হবে, তাদের সহকর্মি ডায়ানা নিজের ডেস্কে নেই আজ। তাদের মধ্যে কেউ ডায়ানার ব্যাক-বের বাড়িতে ফোন করবেই করবে, আর ফোনটা ক্রমাগত রিং হতে থাকা অবস্থায় পাবে তারা। প্রথমে ধরে নেবে, ডায়ানা গোসলে রয়েছে, শুনতে পায়নি ফোনের রিং। অথবা সে এরইমধ্যে অফিসের আসার পথে আছে। এক ডজন সম্ভাব্য চিন্তা ফোন করা মানুষটির মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকবে। কিন্তু দিন গড়াবে, আর বারবার ফোন করার পরও তারা কোন সাড়া পাবে না। এভাবেই সবার মনে ভয়ঙ্কর একটি চিন্তা চলে আসবে।

আমি ধারণা করছি বিল্ডিং সুপারিন্টেন্ডেটই সর্বপ্রথম ডায়ানার কোন একজন সহকর্মিকে অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সুযোগ করে দেবে। আমি দেখতে পাচ্ছি লোকটা উদ্বিগ্ন হয়ে তার নিজের কাছে রাখা চাবি দিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়ানার অ্যাপার্টমেন্টের লক খুলতে খুলতে বলছে : "আপনি ডায়ানার বন্ধু, তাই না? আপনি কি নিশ্চিত, এভাবে তার বাড়িতে ঢুকলে সে কিছু মনে করবে না? কারণ আমার তো তাকে বলতে হবে, আমিই আপনাকে তার বাসায় এভাবে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছি।"

এভাবে অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করার পর সহকর্মিটি জোর গলায় বলবে, "ডায়ানা? তুমি কি বাসায় আছো?" হল থেকে হাঁটতে শুরু করবে তারা ফ্রেমে বাঁধানো

ট্র্যাভেলের পোস্টারগুলোকে পাশ কাটিয়ে। সুপারিনটেন্ডেট লোকটি নজর রেখে এগোবে সহকর্মি মেয়েটির উপরে যাতে সে কোন কিছু চুরি করতে না-পারে।

এরপর লোকটি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে বেডরুমটা সরাসরি দেখতে পাবে। ডায়ানা স্টার্লিংকে এভাবেই পেয়ে যাবে তারা। এরপরে আর লোকটার মাথায় চুরির মত ছোটখাট ব্যাপারগুলো কাজ করবে না। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শুধু পালিয়ে যেতে চাইবে সে প্রাণেপণে।

পুলিশ আসার পরের মুহূর্তটুকু দেখার খুব ইচ্ছে আমার, কিন্তু তাই বলে আমি বোকাও নই। আমি জানি তারা এই এলাকার পাশ দিয়ে যাওয়া প্রত্যেকটি গাড়ি চেক করবে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা ঘটনাটা দেখেছ তাদের সবাইকে তলব করবে। তারা খুব ভালোভাবেই জানে, ক্রাইম-সিনে আমার আবারও ফিরে যাওয়ার আগ্রহ অনেক বেশি প্রবল। এমনকি এই মুহূর্তে, স্টারবাকসে বসে জানালা দিয়ে উজ্জ্বল দিনটির দিকে তাকিয়ে আমি অনুভব করতে পারছি ডায়ানার সেই ঘরটি আমাকে আবারও ডাকছে। কিন্তু আমি ইউলিসিসের মত, প্রতিকূল অবস্থায়ও নিজেকে জাহাজের মাস্তুলের সাথে বেঁধে রাখতে সক্ষম, সাইরেনের শব্দ শুনবো এভাবেই। নিজেকে পাথরের সাথে বাড়ি খাওয়ার মত কোন অবস্থায় নিয়ে যাবো না কোনভাবেই। সেই ধরণের ভুল করার মত মানুষ নই আমি।

তার বদলে এখানে বসে আমি নিজের কফিটুকু শেষ করবো, যতক্ষণ পর্যন্ত না বোস্টন শহরটা আস্তে আস্তে জেগে ওঠে। কফির কাপে তিন চা-চামচ চিনি মিশিয়ে নিলাম; কড়া মিষ্টি কফি খেতে পছন্দ করি। আমার পছন্দ এরকমই। নিখুঁত হতে হবে সবকিছু।

হঠাৎ দূরে কোথাও থেকে ভেসে আসা সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, যেন ডাকছে আমাকে। নিজেকে ইউলিসিসের মত মনে হচ্ছে, শক্ত হয়ে থাকা দড়ির উপর ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে যে।

আজকে তারা মেয়েটির লাশ খুঁজে পাবে।

আর আজকেই তারা জানতে পারবে আমরা ফিরে এসেছি।

BOIGHAR.COM

অধ্যায় ১

এক বছর পরে

ডিটেক্টিভ টমাস মুর লেটেক্সের গন্ধ খুবই অপছন্দ করে, যখন এই ধরণের একজোড়া গ্লাভস নিয়ে সেটাতে কিছুটা ট্যালকম ঝেড়ে নেয়, সবকিছু মিলিয়ে বমি বমি লাগে তার। মুরের মতে এই গন্ধটি তার চাকরির সব থেকে বিরক্তিকর অংশ, পাভলভের কুকুরের লালা ফেলার মত এই রাবারের সাথে লেগে থাকা রক্ত আর সালিভার কটু গন্ধ নেয়ার জন্য নিজেকেও আজ বিনা কারণে প্রস্তুত করতে হবে। অলফ্যাক্টরি স্নায়ুর পক্ষ থেকে এটাকে সতর্কতা বললেও হয়ত কম বলা হবে।

এই মুহূর্তে, অটোপসি রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে। অবশেষে ভেতরে প্রবেশ করলো অতিরিক্ত উষ্ণ পরিবেশের সান্নিধ্য কাটিয়ে, খেয়াল করলো এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যেই ঘেমেটেমে একাকার হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার, জুলাই মাসের ১২ তারিখ, বিকেলটা কেমন যেন আর্দ্র, একইসাথে গুমোট। বোস্টনের পুরো শহর জুড়ে এয়ার কন্ডিশনারের ঘড়ঘড় শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, তাপদাহ যেন আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। টবিন ব্রিজে গাড়িগুলো একের পর এক জড়ো হয়ে উত্তরে মেইনের ঠাণ্ডা বনাঞ্চলের দিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মুর সেসব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে পড়ে না। তাকে তার ছুটি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত এক লোমহর্ষক ঘটনার সম্মুখিন করতে।

এরইমধ্যে মর্গের লিলেন কার্ট থেকে নেয়া সার্জিক্যাল গাউনটা পরে ফেলেছে সে। এখন মাথার চুলগুলো ঢেকে ফেলার জন্য পেপার ক্যাপ পরে নিচ্ছে আর জুতোর উপর পেপার বুটি, কারণ সে জানে অটোপসির টেবিল থেকে মাঝেমধ্যে কি ধরণের জিনিস মাটিতে পড়ে থাকে—রক্ত, টিস্যুর দলা। সে যে খুব পরিষ্কার থাকতে ভালবাসে তা নয়, কিন্তু তাই বলে অটোপসি রুমের এই নমুনাগুলো জুতোর সাথে লাগিয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতেও ফিরতে চায় না মুর। দরজার কাছে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে গভিরভাবে দম নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরটায় প্রবেশ করলো সে।

টেবিলের উপরে লাশটি রক্তাক্ত একটি কাপড়ে ঢাকা। আকার দেখে মনে হচ্ছে লাশটি মেয়ের। মুর শিকারের দিকে বেশিসময় না তাকিয়ে ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য মানুষের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। মেডিকেল এক্সামিনার ড. অ্যাশফোর্ড টিয়ার্নি আর একজন মর্গ সহকারি ট্রে-তে তাদের প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি সাজিয়ে নিচ্ছে। টেবিলের একপাশে মুর থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে জেন রিজোলি, বোস্টন হোমিসাইড ইউনিটের সদস্য সে-ও। তেত্রিশ বছর বয়সি রিজোলি, ছোটখাট গড়নের চৌকো মুখবিশিষ্ট। কোঁকড়ানো চুলের কিছু অংশ পেপার ও.আর ক্যাপে ঢাকা রয়েছে। এই কালো চুলগুলো তার কঠিন হয়ে থাকা মুখে কিছুটা কোমল ভাব এনে দেয়। তার চোখজোড়া গভির এবং রহস্যময়। ছয় মাস আগেই তাকে ভাইস অ্যান্ড

নারকোটিক্স থেকে হোমিসাইডে বদলি করা হয়েছে। হোমিসাইড ইউনিটে সে-ই একমাত্র নারী সদস্য, এরইমধ্যে অন্যান্য ডিটেক্টিভদের সাথে তার বেশ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কখনও যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে তো কখনও অনবরত খোঁচা মারার অভ্যাসের। মুর ঠিক বুঝতে পারে না, সে রিজোলিকে মানুষ হিসেবে পছন্দ করে কিনা বা রিজোলি তাকে পছন্দ করে কিনা। যতদূর সম্ভব তারা নিজেদের সম্পর্কটাকে কাজরে মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। মুরের মতে এটাই ভাল।

রিজোলির পাশে তার পার্টনার ব্যারি ফ্রস্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসিখুশি আরনরম স্বভাবের একজন পুলিশ সে, দাঁড়িহীন পরিস্কার মুখের এই মানুষটিকে তার ত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বয়সি বলে মনে হয়। ফ্রস্ট রিজোলির সাথে প্রায় দু-মাস ধরে কাজ করছে কোন অভিযোগ ছাড়াই। সেই ইউনিটের একমাত্র মানুষ যে তার উগ্র মেজাজ হাসিমুখেই সহ্য করে।

মুর টেবিলের দিকে এগোলে রিজোলি বলল, "আমরা ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম কখন তোমার দেখা মিলবে, টমাস।"

"তুমি যখন বিপ্ করেছিলে আমি তখন মেইনের টার্নপাইকে ছিলাম।"

"আমরা এখানে পাঁচটা থেকে অপেক্ষা করছি তোমার জন্য।"

"আমি এরইমধ্যে ইন্টারনাল এক্সাম শুরুও করে দিয়েছি," ড. টিয়ার্নি বলল। "এটা বলতেই হয় ডিটেক্টিভ টমাস মুর এখানে সঠিক সময়েই এসে পৌছেছেন।" মানুষটি যেন মুরের পক্ষ নিয়ে সাফাই গাইলো। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করে দেয়ার পরেও, ক্ল্যাং নড়বড় করতে লাগলো। খুব কম সময়েই নিজের বিরক্তি প্রকাশ করে টিয়ার্নি, যা সে আজকে করলো। ড. টিয়ার্নি স্থানিয় জর্জিয়ান, সংস্কারবদ্ধ ভদ্রলোকগোষ্ঠীর অংশ যে মনে করে মেয়েমানুষের উচিত তাদের নিজস্ব আদব-কায়দায় অন্যের সাথে ব্যবহার করা। উড়ুউড়ু স্বভাবের জেন রিজোলির সাথে সে কাজ করতে খুব একটা পছন্দ করে না।

মর্গের সহকারি যন্ত্রপাতি ভরা ট্রে-টা ঠেলে অটোপসি টেবিলের দিকে এগোল, তার দৃষ্টি মুরের উপর এমনভাবে পড়লো যেন সে বলতে চাইছে, বিশ্বাস করতে পারছ, এই কুত্তিটা এখানে!

"দুঃখিত, তোমার মাছ ধরার ট্রিপের জন্য," মুরকে বলল টিয়ার্নি। "দেখে মনে হচ্ছে তোমার ছুটি মাঠে মারা গেছে।"

"তুমি কি নিশ্চিত এটা আমাদের সেই খুনির কাজ?"

জবাবে টিয়ার্নি লাশ ঢেকে রাখা রক্তাক্ত কাপড় তুলে উন্মুক্ত করলো। "এই মেয়ের নাম এলিনা অর্টিজ।"

যদিও মুর এই দৃশ্য দেখতে চাইছিল না তারপরেও লাশের যে দিকটা তার প্রথম নজরে পড়লো তা আর কিছু নয়, শারীরিক আঘাতের চিহ্ন। মেয়েটির কালো চুলগুলো রক্তে স্নাত হয়ে আছে, নীল মার্বেলের মত মুখ থেকে যেন সজারুর কাঁটার মত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে সেগুলো। ঠোঁটদুটো খোলা দেখে মনে হচ্ছে ঘটনা ঘটার

BOIGHAR.COM

মাঝপথেই মুহূর্তেই হিম হয়ে গেছে অংশটি। এরমধ্যেই দেহ থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়েছে রক্ত, ধূসর হয়ে যাওয়া চামড়ায় ক্ষতগুলো বেগুনি আভার সৃষ্টি করেছে। দুটো ক্ষত দেখা যাচ্ছে তার দেহে। একটা কণ্ঠে, বাম কানের নীচে, এর ফলে বাম ক্যারোটিড ধমনি ছিন্নভিন্ন হয়ে ল্যারিঞ্জিয়াল কার্টিলেজ বের হয়ে গেছে। *ক্যু দ্য গ্রেস* বলা হয়ে থাকে একে। দ্বিতীয় জখমটি করা হয়েছে পেটের নীচে। এর কারণে মেয়েটি খুন হয়নি; বরং এখানে জখমের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু হতে পারে বলে ধারণা করলো তারা।

মুর ঢোক গিলে বলল, "আমি বুঝতে পারছি তুমি কেন আমাকে ছুটি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছো।"

"আমি এই কেসের প্রধান," রিজোলি বলল।

তার বাক্যের মাঝে কিছুটা হুঁশিয়ার করে দেয়ার মত শব্দ শুনতে পেলো সে; নিজের অবস্থান সংরক্ষিত করতে চাইছে যেন রিজোলি। মুর বুঝতে পারলো তার এরকম করার কারণ। নারী-পুলিশ হওয়ার দরুণ তাকে অবিরত খোঁচা সহ্য করতে হয়। সত্যি বলতে, তার নিজেরও কোন ইচ্ছে নেই তাকে চ্যালেঞ্জ করার। এই কেসে তাদেরকে একসাথে কাজ করতে হবে।

খুব সতর্কভাবে নিজের কণ্ঠে শ্রদ্ধাবোধ ফুটিয়ে কথা বলার চেষ্টা করল সে। "তুমি কি আমাকে ঘটনাটা সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা করবে?"

রিজোলি সায় দিয়ে মাথা নাড়ালো। "সাউথএন্ডের ওরসেস্টার স্ট্রিটে তার অ্যাপার্টমেন্টে মেয়েটাকে আজ সকাল নয়টায় পাওয়া গেছে। সচরাচর সকাল ছয়টার মধ্যেই বাসা থেকে কিছু দূরে অবস্থিত সেলেব্রেশন ফ্লোরিস্টে কাজে চলে যায় সে। এটা তাদের পারিবারিক ব্যবসা, তার বাবা-মাই মালিক। এলিনাকে সকালবেলায় দেখতে না পেয়ে তার বাবা-মা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার ভাই খোঁজ নিতে চলে যায় তার বাসায়। সে-ই তাকে প্রথম এই অবস্থায় বেডরুমে আবিষ্কার করে। ড. টিয়ার্নি ধারণা করছে, খুনটা মধ্যরাত অথবা ভোর চারটার মধ্যে করা হয়েছে। তার পরিবারের মতে, বর্তমানে তার কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল না, আশেপাশের কেউই তার এই অ্যাপার্টমেন্টে কোন পুরুষ মানুষকে ঢুকতে দেখেনি কখনও। সে বেশ কর্মঠ আর গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলো।"

মুর মেয়েটার কব্জির দিকে তাকিয়ে বলল, "তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো।"

"হ্যা। তার কব্জি আর গোড়ালির অংশ ডাক্ট টেপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। তাকে নগ্ন অবস্থায় পেয়েছি আমরা। শুধু কিছু অলঙ্কার ছিলো তার দেহে।"

"কি ধরণের অলঙ্কার?"

"একটা নেকলেস, আঙটি আর কানের দুল। শোবার ঘরের অলঙ্কারের বাক্স কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। আর কিছু হলেও ডাকাতি করা মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না।"

মুর লাশের কোমরে থাকা দাগের দিকে তাকাল। "ওর কোমরও কি বেঁধে রাখা হয়েছিলো?"

"কোমর আর উরুসন্ধির উপরের অংশ ডাক্ট টেপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিলো... মুখও।"

গভিরভাবে দম নিলো সে। "হায় ঈশ্বর!" এলিনা অর্টিজের দিকে তাকিয়ে অন্য একটি মেয়ের সাথে ঘটে যাওয়া একই ধরণের ঘটনা মনে পড়লো মুরের। অন্য একটি লাশ, ঠিক তার মতই–এক ব্লন্ডের, তাকে পাওয়া গিয়েছিলো রক্তাক্ত মাংসের দলা হিসেবে, গলা আর পেট কাটা অবস্থায় ছিল।

"ডায়ানা স্টার্লিং," বিড়বিড় করে বলল সে।

"আমি এরইমধ্যে স্টার্লিংয়ের অটোপ্সি রিপোর্ট বের করে ফেলেছি," টিয়ার্নি বলল। "যদি সেটা তোমার কোন সাহায্যে লাগে তো।"

কিন্তু মুরের সেটা প্রয়োজন পড়লো না; স্টার্লিংয়ের কেসে সে প্রধান ডিটেক্টিভ ছিলো, সেই ঘটনা তার মন থেকে কখনই পুরোপুরি মিলিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এক বছর আগে *কেন্ডাল অ্যান্ড লর্ড* নামের ট্র্যাভেল এজেন্সির কর্মি ত্রিশবছর বয়সি ডায়ানা স্টার্লিংকে নগ্ন আর ডাক্ট টেপের সাহায্যে নিজের বিছানায় বাঁধা অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলো তারা। গলা এবং পেটের নিম্নাংশ কাটা হয়েছিলো তার। খুনটা এখনও অমীমাংসিত অবস্থায়ই রয়ে গেছে।

ড. টিয়ার্নি এক্সাম-লাইট ফেললো এলিনা অর্টিজের পেটের উপরে। এখানকার রক্ত মুছে ফেলা হয়েছে আগেই, আর কাটা অংশের ধারটি হাল্কা গোলাপি হয়ে আছে।

"ট্রেস এভিডেন্স?" মুর জানতে চাইলো।

"আমরা মেয়েটার লাশ পরিস্কার করার আগে কিছু ফাইবার জাতীয় জিনিস কালেক্ট করেছি। সেখানে কিছু চুলের নমুনাও পাওয়া গেছে...ক্ষতের মধ্যে।"

মুর খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "মেয়েটির নাকি?"

"উহু, ছোট চুল। হাল্কা বাদামি রঙের।"

এলিনা অর্টিজের চুলের রঙ কালো।

রিজোলি বলল, "আমরা ইতিমধ্যে যারা লাশের কাছে এসেছিলো তাদের চুলের নমুনা দিতে বলেছি।"

টিয়ার্নি তাদের সবার মনোযোগ ক্ষতের দিকে আনার চেষ্টা করলো। "ক্ষতটি সমান্তরালভাবে করা হয়েছে। সার্জনরা একে 'মেলার্ড ইন্সিশন' বলে থাকে। পেটের প্রাচীরের প্রত্যেকটি অংশ স্তরে স্তরে কাটা এখানে। প্রথমে চামড়া, এরপর সুপারফিসিয়াল ফ্যাসিয়া, তারপর পেশি, সবশেষে পেলভিক পেরিটোনিয়াম।"

"ঠিক স্টার্লিংয়ের মত," মুর বলল।

"হ্যা। স্টার্লিংয়ের মতই। কিন্তু কিছু পার্থক্যও আছে।"

"কিসের পার্থক্য?

"ডায়ানা স্টার্লিংয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতের কাটা দাগ কিছুটা অমসৃণ ছিল, মনে

হয়েছিলো আমাদের খুনি অনেক দ্বিধা নিয়ে কাজটা করেছে। তুমি এখানে সেটা দেখতে পাবে না। দেখ, চামড়াটা কত সুনিপুণভাবে কাটা হয়েছে। কোন অমসৃণ ভাব নেই। কাজটা আত্মবিশ্বাসের সাথেই করেছে সে।" টিয়ার্নির দৃষ্টি পড়লো মুরের উপর। "আমাদের খুনি শিখছে। নিজের কৌশল দিনকে দিন উন্নত করছে।"

"যদি এই ঘটনার উদ্দেশ্য আবারও আগের ঘটনার মতই অজানা থেকে যায় তাহলে?" রিজোলি বলল।

"না, আরও অনেক মিল রয়েছে। ক্ষতে এই স্কোয়ারর্ড অব মার্জিন দেখতে পাচ্ছ কি? এটা স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, ডান থেকে বামদিকে কাটা হয়েছে। স্টার্লিংয়ের মত। এই ক্ষত সৃষ্টি করতে যে ব্লেড ব্যবহার করা হয়েছে তা সিঙ্গেল এজ্‌ড আর নন সিরেটেড। একই ধরণের ব্লেড স্টার্লিংয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়েছিলো।"

"স্কালপেল?"

"স্কালপেলের মতোই কিছু হবে। কাটা অংশটা পরিস্কার বলে দিচ্ছে, আর যা-ই হোক, ব্লেডটাতে কোন এবড়োথেবড়ো অংশ ছিলো না। হয় শিকার অবচেতন ছিলো নয়তো তাকে এত শক্তভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিলো যে, সে ধ্বস্তাধস্তিও করতে পারেনি। এ কারণেই খুনি খুব সোজাসুজি ব্লেড চালাতে পেরেছে।"

ব্যারি ফ্রস্টকে দেখে মনে হলো সে বুঝি এখনই বমি করে দেবে। "অউফ! দয়া করে বলো, লোকটা যখন তার সাথে এগুলো করেছিলো ততক্ষণে মেয়েটা মারা গিয়েছিল।"

"আমার মনে হয় না এটা পোস্টমর্টেমের ফলে সৃষ্ট ক্ষত," সার্জিক্যাল মাস্কের উপর দিয়ে টিয়ার্নির ক্ষুব্ধ সবুজ চোখ দেখা গেলো।

"তাহলে এই রক্তক্ষরণ অ্যান্টেমর্টেমের ফলে হয়েছে?" মুর জানতে চাইলো।

"পেলভিক ক্যাভিটিতে রক্ত জমে গেছে। এর মানে, মেয়েটার হৃৎপিণ্ড সচল ছিলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ত কে যখন কাটাছেঁড়া করছিল তখনও সে বেঁচেই ছিল।"

মুর মেয়েটির দাগ পড়ে যাওয়া কব্জির দিকে তাকালো। একইরকম দাগ তার পায়ের গোড়ালিতেও আছে। চামড়ার নীচে জমাটবদ্ধ রক্তের রেখা দেখতে পেলো সে–পিনপয়েন্ট স্কিন হেমোরেজ–কোমরের অংশ পুরোটা জুড়েই। এলিনা অর্টিজ তার বাঁধনগুলো ছেঁড়ার চেষ্টা করেছিলো।

"এসব বাদেও আরও কিছু প্রমাণ রয়েছে যা দেখে বোঝা যায় মেয়েটা তার উপরে চলা কাটাকুটির সময় বেঁচে ছিলো," বলল টিয়ার্নি। "টমাস, তোমার হাত ক্ষতের ভেতরে ঢোকাতে পারবে। আমার মনে হয় তুমি জানো তুমি কি পাবে সেখানে।"

এ কথা শুনে মুর নিজের গ্লাভস পরা হাত ক্ষতের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। দীর্ঘসময়ব্যাপি হিমায়িত অবস্থায় রাখার কারণে দেহের মাংস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মনে হলো যেন টার্কির পেটের ভেতরের অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে হাত নাড়াচ্ছে সে। কব্জি অবধি

হাত ঢুকিয়ে আঙুলগুলো ক্ষতের দাগ বরাবর চালনা করতে লাগলো মুর। ব্যাপারটা তার কাছে আপত্তিকর মনে হলো, কারণ সে মেয়েটার গোপন আর সংবেদনশীল অংশে খোঁচাখুঁচি করছে। এলিনা অর্টিজের মুখের দিকে তাকাতে পারলো না সে কোনভাবেই। এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখে নিজের কাজে মনোনিবেশ করতে পারে।

"গর্ভাশয় তো নেই!" মুর টিয়ার্নির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

মেডিকেল এক্সামিনার তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো, "সেটা বের করে নেয়া হয়েছে।"

মুর হাতটা লাশের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে এসে অবাকদৃষ্টিতে ক্ষতের দিকে তাকিয়ে থাকল। এরপর রিজোলি সেই ক্ষতে নিজের হাত ঢুকিয়ে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করলো।

"আর কিছু বের করে নেয়া হয়নি?" জানতে চাইলো সে।

"উহু, শুধু গর্ভাশয়," টিয়ার্নি জবাবে বলল। "মূত্রথলি আর অন্ত্রসগুলোর কোনরকম ক্ষতি হতে দেয়নি সে।"

"এটা কি জিনিস আমার হাতের কাছে...বামদিকে শক্ত ধরণের গিঁটের মত মনে হচ্ছে?" রিজোলি জানতে চাইল।

"এটা এক ধরণের সেলাই। সে রক্তের শিরাগুলোকে এই পদ্ধতিতে আটকে দিয়েছে।"

রিজোলি বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। "এটা সার্জিক্যাল নট?"

"টু-ওহ্ প্লেইন ক্যাটগাট," কথাটা বলে টিয়ার্নির সম্মতির জন্য তার দিকে তাকালো মুর।

মাথা নেড়ে সায় দিল টিয়ার্নি। "এ ধরণের সেলাই আমরা ডায়ানা স্টার্লিংয়ের দেহেও পেয়েছিলাম।"

"টু-ওহ্ ক্যাটগাট?" ফ্রস্ট নিস্প্রভস্বরে জানতে চাইলো। টেবিলের কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ঘরের এক কোণায় চলে গেছে সে অনেক আগেই, সিঙ্কের দিকে ঝুঁকে আছে এখন। "এটা কি কোন ব্র্যান্ড নেম, নাকি সে-ধরণের কিছু?"

"না, কোন ব্র্যান্ড নেম না," টিয়ার্নি বলল। "ক্যাটগাট একধরণের সার্জিক্যাল সুতো, গরু আর ভেড়ার অন্ত্র থেকে তৈরি করা হয়।"

"তাহলে এটাকে ক্যাটগাট বলা হয় কেন?" জানতে চাইলো রিজোলি।

"এটার সাথে মধ্যযুগের একটা বিশেষ বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে। তখনকার সময় প্রাণীদের অন্ত্র দিয়ে তৈরি তার বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহৃত হত। সঙ্গিতকারেরা তাদের বাদ্যযন্ত্রকে কিট বলতো আর তারকে বলতো কিটগাট। এই শব্দটা দিনকে দিন পরিবর্তিত হয়ে ক্যাটগাট হয়ে গেছে। সার্জারিতে এ ধরণের সুতো দিয়ে সাধারণত ক্যানেকটিভ টিস্যুর পুরু স্তরগুলো সেলাই করা হয়ে থাকে। পরে সেই সেলাই নিজে

থেকেই ছিঁড়ে গিয়ে মিশে যায়।”

“সে এই ক্যাটগাট সেলাই সম্পর্কে কোত্থেকে জানতে পারলো?” মুরের দিকে তাকাল রিজোলি। “তুমি কি স্টার্লিংয়ের কেসটার সময় এটার উৎস কোথায় জানতে পেরেছিলে?”

“নির্দিষ্ট কোন উৎস খুঁজে পাওয়া অনেক দুরূহ ব্যাপার,” মুর বলল। “ক্যাটগাটের সুতো অনেক কোম্পানি তৈরি করে থাকে, বিশেষ করে এশিয়ায় এটা প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। অনেক বিদেশি হাসপাতালেও বর্তমানে এটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।”

“শুধু বিদেশি হাসপাতালগুলোতে?”

টিয়ার্নি বলল, “এখন এর তুলনায় অনেক ভাল বিকল্প পদ্ধতিও বেরিয়েছে। ক্যাটগাটের স্থায়িত্ব আর টেকসই ক্ষমতা সিনথেটিক সুতোর মত নয়। আমার মনে হয় আমেরিকার খুব কম সার্জনই বর্তমানে এটা ব্যবহার করে থাকে।”

“তাহলে আমাদের খুনি এটা ব্যবহার করেছে কেন?”

“দেখে আনন্দ পাওয়ার জন্য। দীর্ঘসময়ব্যাপি রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য এই কাজটি করেছিল, যেন ভালভাবে সে দেখতে পায় কি করেছে। আমাদের খুনি অনেক পরিপাটি মানুষ।”

কাটা জায়গা থেকে নিজের হাতটা উঠিয়ে নিল রিজোলি। উজ্জ্বল লাল বিন্দুর মত জমে থাকা রক্ত তার গ্লাভস পরা হাতে দেখা গেল। “তার দক্ষতা ঠিক কেমন ধরণের? আমরা কি কোন ডাক্তারকে খুঁজছি? নাকি কোন কসাইকে?”

“পরিস্কারভাবে বলতে গেলে, অ্যানাটমির বিষয়ে তার ভালো জ্ঞান রয়েছে,” টিয়ার্নি বলল। “আমার কোন সন্দেহ নেই, সে এই কাজ আগেও করেছে।”

মুর টেবিল থেকে একধাপ সরে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল এলিনা অর্টিজ ঠিক কি ধরণের ঘটনার সম্মুখিন হয়েছে। কোনভাবেই তার সাথে সংঘটিত ঘটনাগুলোর ছবি মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারল না সে। ঘটনার ফলাফল তার সামনে খোলা চোখে শায়িত আছে।

ট্রে-তে রাখা যন্ত্রপাতির শব্দে সে সম্বিত ফিরে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। মর্গের সহকারি ট্রে-টা ড. টিয়ার্নির পাশে রেখেছে Y ইন্সিশনের জন্য। এরপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পেটের কাটা অংশটার দিকে একভাবে চেয়ে রইল।

“কি হয়েছে এখানে?” জানতে চাইল সে। “গর্ভাশয় বের করে নেয়ার পর খুনি ওটা দিয়ে কি করেছে?”

“আমরা জানি না,” উত্তর দিল টিয়ার্নি। “এ পর্যন্ত সে এভাবে যেসব অঙ্গ বের করে নিয়েছে তা কখনও পাওয়া যায়নি।”

অধ্যায় ২

এলিনা অর্টিজের লাশ যেখানে পাওয়া গেছে সেই সাউথএন্ডের ফুটপাতে এলিনার প্রতিবেশিদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুর। একসময় এই রাস্তাটা পরিচিত ছিল সস্তাদরের ভাড়াটে বাড়ির এলাকা হিসেবে। এটি বোস্টনের পানিবেষ্টিত এমন একটি এলাকা ছিল যাকে উত্তর অংশ থেকে আলাদা করে রাখত একটি রেললাইন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শহর অনেকটা ক্ষুধার্ত জীবের মত হয়, সবসময় নতুন ভূমি গ্রাসের জন্য মুখিয়ে থাকে, এসব ক্ষুধার্ত ডেভেলপারদের কাছে রেললাইনটি কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। নব্য বোস্টনিয়ানরা এভাবেই সাউথএন্ডের মত জায়গার সন্ধান পেয়েছে আর পুরনো ভাড়াটে বাড়িগুলো আস্তে আস্তে পরিণত হয়েছে অ্যাপার্টমেন্টে।

এলিনা অর্টিজও এরকম একটি বিল্ডিঙে বসবাস করত। যদিও তার দোতলার অ্যাপার্টমেন্টটি থেকে খুব একটা ভাল দৃশ্য দেখা যায় না–রাস্তার একধারের লন্ড্রোম্যাট অভিমুখে রয়েছে একটি জানালা–এরপরেও বিল্ডিংটিতে একটি দুর্লভ সুবিধা রয়েছে যা এই বোস্টন শহরে সচরাচর মেলে না–ভাড়াটিয়াদের গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য গলির মত একটি জায়গা।

মুর সেই গলিতে এসে অ্যাপার্টমেন্টগুলোর জানালার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল এই মুহূর্তে তাকে কেউ দেখছে কিনা সেখান থেকে। জানালার কাঁচে এমনকিছু নড়াচড়ার হলফ পেল না সে। যেসব ভাড়াটিয়াদের বাড়ি এই গলি ঘেঁষে রয়েছে এরইমধ্যে তাদের সবার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে; কেউই এমন কোন তথ্য দিতে পারেনি যা তাদের কোন সাহায্য করতে পারে।

এলিনা অর্টিজের বাথরুমের জানালার নিচে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মুর, তার উপরে থাকা ফায়ার-এস্কেপের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানকার মই আগের জায়গা থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখা হয়েছে। যে রাতে এলিনা অর্টিজ মারা গিয়েছিল, একজন ভাড়াটিয়ার গাড়ি এই ফায়ার-এস্কেপের নিচে পার্ক করা ছিল। ঘটনার পর গাড়ির ছাদের উপরে ৮.৫ সাইজের জুতোর ছাপ পেয়েছিল পুলিশ। খুনি হয়ত গাড়িটাকে ফায়ার-এস্কেপের নাগাল পাবার জন্য সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

মুর দেখল বাথরুমের জানালা এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে। এলিনাকে যখন খুনি পাকড়াও করে তখন জানালাটা হয়ত বন্ধ ছিল না।

গলির অংশ থেকে বেরিয়ে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে, কিছু সময় পরে বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করল।

এলিনা অর্টিজের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা জুড়ে উজ্জ্বল বর্ণের পুলিশের টেপ লাগানো রয়েছে। দরজার তালা খুললে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডারের কণা এসে লাগলো তার হাতে। অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময় টেপের অংশ তার ঘাড়ের কাছে ঝুলে পড়ল।

BOIGHAR.COM

লিভিং রুমটাকে সেভাবেই পেলো সে যেমনটা আগের দিন রিজোলির সাথে এসে দেখে গিয়েছিল। প্রথমবার এখানে আসার ঘটনাটা তার কাছে মোটেও প্রীতিকর ছিল না, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের একটা সূচনা হয়েছিল যেন তাদের মধ্যে। অর্টিজের কেস শুরু হয়েছে রিজোলিকে প্রধান ডিটেক্টিভ হিসেবে নিয়োগ করে, মেয়েটি তার এই ক্ষমতা নিয়ে যথেষ্ট নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছে এরইমধ্যে। কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে তার হাত থেকে কেসটা যেন চলে না যায়, বিশেষত একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ কর্মকর্তার কাছে, এটা নিয়ে মানসিক টানাপোড়েনে থাকে সে সবসময়। যদিও তারা এখন একই টিমে রয়েছে, এই টিমের সদস্যসংখ্যা পাঁচজনে উন্নীত করা হয়েছে, তারপরেও এই কেসে নিজেকে একজন আগন্তুক হিসেবে মনে হচ্ছে মুরের। আর এই কারণে অনেক চিন্তাভাবনা করে অনেক মেপে কথা বলার চেষ্টা করছে সে। তার কোন ইচ্ছে নেই কারও সাথে আত্মাভিমানের লড়াইয়ে নামার, তারপরেও অনেকাংশেই যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেছে সামান্য একটি কেস। গতকাল সে ক্রাইম-সিনে মনোযোগ দেয়ার অব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রিজোলির অসন্তোষ তার সেই উদ্দ্যমেও ভাটা ফেলে দিয়েছে।

কেবল এখন, একাকি, সে তার পুরো মনোযোগ এলিনা অর্টিজের লাশ যেখানে পাওয়া গেছিলো সেই অ্যাপার্টমেন্টে দিতে পারবে। লিভিং রুমে একটা কফি টেবিলের আশেপাশে অনেকগুলো বেমানান আসবাবপত্র দেখতে পেলো সে। এক কোণায় রয়েছে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার। মেঝেতে পেতে রাখা ক্রিম রঙের গালিচাটি আঙুলর পাতা আর ফুলের প্যাটার্নে কারুকার্য করা। রিজোলির মতে খুন হওয়ার পর এই ঘরের কোন কিছু সরানো হয়নি। দিনের শেষ আলোটুকু মিইয়ে যেতেই জানালা দিয়ে দেখতে পেল মুর, তারপরও সে আলো জ্বালানোর প্রয়োজনবোধ করল না। অনেকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, এমনকি নিজের মাথা পর্যন্ত নড়ালো না শুধুমাত্র এই কারণে, যাতে ঘরে পুরোপুরি স্থির পরিবেশ তৈরি হয়। এবারই প্রথম সে এই ক্রাইম-সিনে একদম একা আসার সুযোগ পেয়েছে, এই প্রথমবার আশেপাশের কোন শব্দ, মানুষের চেহারা তার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না। বাতাসের অণুগুলোতে সে নিজের উপস্থিতি অনুভব করার চেষ্টা করল। এই বাড়িতে প্রবেশ করার সময় যে দিকভ্রান্ত ভাবটা ছিল সেটা যেন থিতু হচ্ছে ধীরে ধীরে। সে চায় ঘরটা তাকে কিছু বলুক।

কিন্তু কিছুই অনুভব করতে পারল না–না শয়তানের অনুপ্রবেশ, না লোমহর্ষক ঘটনার কোন নীরবগাঁথা।

খুনি আর যাই হোক, দরজা দিয়ে প্রবেশ করেনি এই বাড়িতে। এমনকি সে মেয়েটির ভবেরলীলা সাঙ্গ করার পর বেরিয়ে যাওয়ার জন্যেও তা ব্যবহার করেনি। পুরোটা সময় তার মনোযোগ ছিল শুধু বেডরুমেই।

মুর ছোট্ট কিচেনের পাশ দিয়ে হলওয়ের দিকে চলে এলো। অনুভব করল বাড়ির

পরিবেশের ছোঁয়ায় তার ঘাড়ের চুলগুলো হঠাৎ করেই খাড়া হয়ে গেছে। হলওয়ের একটা দরজার দিকে এগিয়ে বাথরুমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। সেখানকার লাইট জ্বালিয়ে দিল।

বৃহস্পতিবার রাতের আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে গরম ছিল। পুরো শহর জুড়ে এমন ভ্যাপসা আবহাওয়া বিরাজ করছিল সেদিন যে, জানালা ক্ষণিকের জন্য হলেও একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য খোলার প্রয়োজন হয়েছিল হয়তো। তুমি ফায়ার-এস্কেপ দিয়ে এসেছিলে সেদিন। গরমে তোমার গাঢ় রঙের জামাকাপড় ঘামে ভিজে গিয়েছিল। বাথরুমের দিকে তাকিয়ে ছিলে তুমি। কোন শব্দ পাওনি; মেয়েটি নিজের বেডরুমে ঘুমাচ্ছিল সেই সময়। সকালে ওঠার তাড়া ছিল তার ফ্লোরিস্টের দোকানে কাজের প্রয়োজনে আর সময়ের চক্রাবর্তে সে হয়ত তার ঘুমের গভিরতম ধাপেই ছিল। তখন তার জেগে ওঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সে চাকু দিয়ে তোমার স্ক্রিন কাটার শব্দটাও হয়ত শুনতে পায়নি সেই রাতে।

মুর ছোট ছোট লাল গোলাপের কুঁড়ি সমৃদ্ধ একটি ওয়ালপেপারের দিকে তাকাল। এটা কোন ছেলেমানুষের পছন্দ হতেই পারে না, এটা অনেক বেশিমাত্রায় মেয়েলি। স্ট্রবেরির গন্ধযুক্ত শ্যাম্পু থেকে শুরু করে সিঙ্কের নিচে রাখা ট্যামপ্যাক্সের বক্স আর মেডিসিন ক্যাবিনেটে অগোছালো কসমেটিকস, সবকিছুর ধরণ দেখে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, এটা কোন মেয়ের বাথরুম। অ্যাকুয়া আই-শ্যাডো ধরণের মেয়ে।

তুমি জানালা বেয়ে এসেছিলে, তোমার নেভি-ব্লু শার্টের কিছু অংশ ছিঁড়ে ওটার ফ্রেমের সাথে লেগে যায়। পলিস্টার। তোমার স্নিকার, ৮.৫ সাইজের, সাদা লিনোলিয়াম ফ্লোরে তার ছাপ থেকে গেছে। সেখানে আরো পাওয়া গেছে জিপসামের ক্রিস্টাল মিশ্রিত বালুর ট্রেস। বোস্টনের রাস্তায় পাওয়া সাধারণ জিনিস যা চলতে ফিরতে গেলেই এমনি চলে আসে। তেমন বিশেষ কিছু নয়।

হয়ত কিছু সময় বিরতি নিয়েছিলে তুমি, অন্ধকারে কান পেতে কিছু শোনার আশায়। মেয়েটির ঘরের ভেতরকার মিষ্টি ঘ্রাণ নিয়েছিলে। অথবা কোন সময় নষ্ট না করেই নিজের কাজে নেমে পড়েছিলে।

বেডরুমে।

খুনির পদক্ষেপ চিন্তা করতে করতে এগোতে থাকার সময় মুর টের পেলোপ ঘরের কটুগন্ধ যেন ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এই অনুভূতিটা স্বয়ং শয়তানের কাল্পনিক চিন্তার থেকেও এক ধাপ এগিয়ে। কটুগন্ধ।

বেডরুমের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। তার ঘাড়ের চুলগুলো এরইমধ্যে কোন এক অজানা কারণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভালো করেই জানে, ঘরটাতে কি দেখতে পাবে। কিন্তু তারপরেও সবকিছুর সম্মুখিন হতে প্রস্তুত সে। ঘরের লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিতেই ভয়ার্ত ভাবটা তাকে যেন আরও একবার আঘাত করল।

BOIGHAR.COM

ঘরটাকে যেন প্রথমবার দেখছে সে।

রক্ত ছিটাগুলো প্রায় দু-দিনের পুরনো। ক্লিনিং-সার্ভিস এখনও এগুলো সাফ করতে আসেনি। কিন্তু ডিটারজেন্ট, স্টিম ক্লিনার আর সাদা পেইন্ট দিয়েও তারা এই জায়গায় ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনাটি পুরোপুরি মুছে দিতে পারবে না, কারণ এ ঘরের বাতাসে একধরণের স্থায়ি ভয়ার্তভাব জেঁকে বসেছে।

তুমি দরজা দিয়ে এ ঘরে প্রবেশ করেছিলে। সুতির পর্দাগুলো অনেক বেশি ফিনফিনে হওয়ায় বাইরের রাস্তার লাইট সহজেই পর্দা ভেদ করে বিছানায় এসে পড়েছিল ঘুমন্ত মেয়েটির উপরে। নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, তুমি কিছু সময় দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখেছিলে। আনন্দের সাথেই নিজের কাজগুলো একে একে সাজিয়ে নিচ্ছিলে। কারণ এ কাজটা তোমাকে অনেক আনন্দ দেয়! তুমি আরও বেশি উৎসাহি হয়ে পড়েছিলে ধীরে ধীরে। ঘটনার রোমাঞ্চ তোমার ধমনিতে যেন ড্রাগের মত প্রবাহিত হয়েছিল, প্রতিটি স্নায়ু আস্তে আস্তে সচেতন হয়ে পড়েছিল, যতক্ষণ না তোমার আঙুলগুলো পূর্ণোদ্যমে নাড়া দিয়েছিল।

এলিনা অর্টিজ চিৎকার করার মতও কোন সময় পায়নি। অথবা, সে যদি তা করেও থাকে, কোন মানুষ তার শেষ আর্তনাদ শুনতে পায়নি। তার সামনের বাড়ির প্রতিবেশিরা কিংবা তার নিচের অ্যাপার্টমেন্টের দম্পতিরাও নয়।

অনুপ্রবেশকারি তার কাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিয়ে এসেছিল। ডাক্ট টেপ, ক্লোরোফর্মে ভেজানো ছোট ন্যাকড়া আর অনেকগুলো সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কাজ করেছে সে। এলিনা অর্টিজের জ্ঞান ফিরেছিল হয়ত এরমধ্যে কিছু সময়ের জন্য। তার কব্জি এবং গোড়ালির চামড়া ছিঁড়ে যাওয়া অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর অর্থ, সে নিজেকে শেষরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। ভয় আর অসহায় অবস্থার কারনে তার মূত্রথলিতে চাপের সৃষ্টি হয়, ফলে ম্যাট্রেসে রক্তমিশ্রিত প্রসাবের ট্রেস পাওয়া গেছে। অপারেশনটা অনেক বেশি সুকৌশলে করেছিল খুনি, কাজটা ঠিকঠাকভাবে করার জন্য সে সর্বোচ্চ সময় নিয়েছিল। আর নিজের প্রয়োজনের তুলনায় বেশিকিছু বের করে নেয়নি।

মেয়েটিকে সে ধর্ষণও করেনি; হতে পারে সে এ কাজে অক্ষম।

যখন সে এক্সিশনের ভয়াবহ কাজটি করে ক্ষান্ত হয়েছিল, মেয়েটি তখনও জীবিত ছিল। পেলভিকের ক্ষত থেকে ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয়েই চলছিল, হৃদযন্ত্র সচল ছিল তার। ঠিক কতক্ষণ? ড. টিয়ার্নির মতে, প্রায় আধঘণ্টা সে ঐরকম অবস্থাতেই ছিল। এই আধঘণ্টা এলিনা অর্টিজের কাছে অনন্তকাল হিসেবেই মনে হয়েছিল তখন।

তুমি সেই সময় কি করছিলে? যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিচ্ছিলে? একটি জারে নিজের ট্রফি প্যাক করে নেয়ার কাজ করছিলে? অথবা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের তৈরি করা ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আনন্দ পাচ্ছিলে?

শেষ কাজটা অনেক বেশি সূক্ষ্ম, আরও বেশি সুকৌশলি ছিল। এলিনা অর্টিজের উৎপীড়ক যা চেয়েছিল তা পেয়েই গিয়েছিল, এরপরে সে শেষের কাজটুকুও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে। বিছানার প্রান্তে বসে বামহাত দিয়ে মেয়েটির মাথার একগোছা চুল ধরে সে এমনভাবে টান দিয়েছিল যে, তার হাতে দুই ডজনের বেশি চুল উঠে এসেছিল। পরবর্তি সময়ে এগুলো বালিশ আর মেঝেতে ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। শেষ মুহূর্তের জন্য রক্তের আরও কিছু খেলা বাকি রেখেছিল সে। মাথা বেঁধে রেখে, কণ্ঠের দিকটা উন্মুক্ত করে বাম চোয়ালের নিচ থেকে ডানদিকে একটা গভির আর সরু ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে মেয়েটির বাম ক্যারোটিড ধমনি এবং ট্রাকিয়া ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রক্তস্নাত হয়ে পড়ে জায়গাটি। বিছানার বামদিকের দেয়ালে ঘন রক্তের অবনমিত ফোঁটা দেখতে পেল সে। ট্রাকিয়া ছিন্নভিন্ন হবার ফলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হওয়ার নমুনা হিসেবে থেকে গেছে ওগুলো। বালিশ আর বেডসিট ভিজে গিয়েছিল সেই রক্তে। এছাড়া, এমন অনেক রক্তের দাগ চোখে পড়ল মুরের যা খুনির ব্লেড তুলে নেয়ার সময় ছিটকে পড়েছিল এদিক-ওদিক, এমনকি জানালার কপাটেও।

এলিনা অর্টিজ দীর্ঘক্ষণ বেঁচে ছিল নিজের রক্তের খেলার দর্শক হয়ে। কিভাবে তার নিজের রক্ত ফিনকি দিয়ে দেয়ালে পড়েছে, সবকিছুই দেখেছিল সে। নিজের ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া ট্রাকিয়া থেকে রক্ত বের হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিল, ফুসফুসের গোঙানি টের পেয়েছিল, এমনকি রক্তমিশ্রিত কাশি ফেলে দেয়ার চেষ্টাও করেছিল মেয়েটি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেঁচেছিল শুধুমাত্র এটা বোঝার জন্য, সে মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে গেছে।

সবকিছু শেষ হয়ে যাবার পর তুমি আমাদের জন্য একটি কলিং কার্ড রেখে দিয়েছিলে। খুব সুন্দরভাবে তুমি মেয়েটার নাইট-গাউন গুছিয়ে ড্রেসারে রেখে দিয়েছিলে। কেন? এটা কি কোন ধরণের রহস্যময় শ্রদ্ধাবোধের প্রতীক যে মেয়েটিকে তুমি পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছ? নাকি এটা আমাদের সাথে করা তোমার একধরণের ইয়ার্কি? অথবা আমাদেরকে জানানোর কোন প্রক্রিয়া যে, তুমি নিজেকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারো?

মুর লিভিং রুমে ফিরে এসে আর্মচেয়ারে বসল। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরের পরিবেশ ভ্যাপসা গরম হওয়া সত্ত্বেও তার কাঁপুনি হচ্ছে। সে জানে না, হিমশীতল ভাবটা ঠিক কোন কারণে হচ্ছে। এটা কি শারীরিক, না মানসিক? উরু এবং কাঁধের দিকটাতে হঠাৎ ব্যথা অনুভব করল সে। হয়ত কোন ভাইরাসের প্রভাবেও হতে পারে এটা। অনেক বিরক্তিকর একটা বিষয় হলো এই সামার ফ্লু। মুহূর্তের মধ্যে সে সব জায়গার কথা চিন্তা করতে থাকল যেখানে সে থাকতে পারত, কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মেইন লেকের অ্যাড্রিফটে মাছ মারার জন্য বড়শি পানিতে ফেলছে সে। অথবা কোন

BOIGHAR.COM

সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে জমাটবদ্ধ কুয়াশার খেলা দেখছে। যেকোন জায়গায় পরিভ্রমণ করতে চাইল সে শুধু এই খুনোখুনির জায়গা ছাড়া।

বিপারের শব্দে তার সম্বিত ফিরে এলো। ওটা বন্ধ করে রাখার পর খেয়াল করল তার বুক ধড়ফড় করছে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল ফোনটা বের করার আগে। কিছুক্ষণ পর একটা নাম্বারে ডায়াল করল।

"রিজোলি," প্রথম রিং বাজতেই কলটা রিসিভ করল সে। বুলেটের মত তার সম্ভাষণের বাক্যগুলোও যেন তীক্ষ্ণ।

"তুমি আমাকে পেজ করেছিলে?"

"তুমি আমাকে কখনও জানাওনি, তুমি ভিআইসিএপি'তে খোঁজ নিয়েছিলে," জানতে চাইল সে।

"কি খুঁজেছিলাম?"

"ডায়ানা স্টার্লিংয়ের ব্যাপারে। আমি তার মার্ডার বুক খুঁজে বের করেছি।"

ভায়োলেন্ট ক্রিমিন্যালস আপ্রিহেনশন প্রোগ্রামকে সংক্ষেপে ভিআইসিএপি বলে থাকে তারা, এটি একটি ন্যাশনাল ডাটাবেজ যাতে দেশের সব জায়গায় বিভিন্ন হোমিসাইড এবং নির্যাতনের কেসগুলোর খুঁটিনাটি তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। খুনিরা মাঝেমধ্যে একই ধরণের প্যাটার্ন মেনে চলে, এই ডাটা-ভাণ্ডার একই খুনির একই জাতীয় অপরাধগুলোকে খুব সহজে চিহ্নিত করতে পারে। রুটিন অনুযায়ি মুর আর তার তখনকার পার্টনার রাস্টি স্টিভাক ভিআইসিএপিতে একটি বিষয় সন্ধানের জন্য দিয়েছিল সেই সময়।

"আমরা নিউ ইংল্যান্ডে এ ধরণের মিল খুঁজে পাইনি," বলল মুর। "প্রত্যেক হোমিসাইডে কাটাকুটি করা, রাতের বেলায় অনুপ্রবেশ আর ডাক্ট টেপ দিয়ে বেঁধে রাখার ঘটনাগুলো আমরা আগেই খতিয়ে দেখেছি। স্টার্লিংয়ের প্রোফাইলের সাথে কোনটারই কোন মিল পাওয়া যায়নি।"

"জর্জিয়ার সেই সিরিজ খুনের ব্যাপারে কি বলবে তুমি? তিন বছর আগে, চারজন শিকার...একজন আটলান্টাতে, তিনজন সাভানায়। প্রত্যেকের ডিটেইল্‌স ভিসিএআইপি ডাটাবেজে রয়েছে।"

"আমি সে-সব কেস আবার খতিয়ে দেখেছি। কোনভাবেই ঐ খুনি আমাদের এই খুনি হতে পারে না।"

"এখন আমার কথা শোন, মুর। বাইশ বছর বয়সি ডোরা চিক্কোনি এমোরির গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিল। তাকে রোহিপনোল দিয়ে অবচেতন করে নাইলনের কর্ড দিয়ে বিছানার সাথে বাঁধা হয়েছিল–"

"আমাদের খুনি এখানে ক্লোরোফর্ম আর ডাক্ট টেপ ব্যবহার করেছে।"

"সে তার পেটের নিম্নাংশ কেটেছিল। তার গর্ভাশয়ও বের করে নিয়েছিল। তার উপরেও ক্যুপ ডি গ্রেস মেথড প্রয়োগ করেছিল সে–কণ্ঠ জুড়ে একটা গভির সরু

ক্ষত। সবশেষে, মেয়েটির রাতের পোশাক ভাঁজ করে বিছানার পাশের চেয়ারে পরিপাটি করে রেখে এসেছিল। আমি তোমাকে বলছি, ঘটনাগুলোর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।"

"জর্জিয়ার সেই কেসগুলো ক্লোজড করা হয়ে গেছে," মুর জানাল। "প্রায় দুই বছর আগে কেসগুলোর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেই খুনিও মারা গেছে।"

"যদি সাভানার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের এটা সাজানো ঘটনা হয় তো? যদি সে খুনি না হয় তো?"

"তাদের কাছে প্রমাণ হিসেবে ডিএনএ রয়েছে। ফাইবার, চুল, এমনকি সেই ঘটনাগুলোর একজন প্রত্যক্ষদর্শিও আছে। সে একজন বেঁচে যাওয়া শিকার।"

"ওহ্, সত্যি। বেঁচে যাওয়া মানুষ। পাঁচ নম্বর শিকার।" রিজোলির স্বরে এক অদ্ভুত ধরণের খোঁচার আভাস পেল মুর।

"খুনির পরিচয় নিশ্চিত করেছিল সে-ই," মুর তাকে বলল।

"সে নিজেই তাকে গুলি করে হত্যা করেছে।"

"তাহলে তুমি তার ভুতকে গ্রেফতার করতে চাইছ?"

"তুমি কি সেই বেঁচে যাওয়া শিকারের সঙ্গে কখনও কথা বলেছিলে?" রিজোলি জানতে চাইল।

"না।"

"কেন?"

"কি হত তাতে?"

"হয়ত তুমি এমন কিছু চমকপ্রদ তথ্য পেতে যা আমাদের কাজে লাগত। যেমন তার উপর আক্রমণের কিছুদিন পরেই সে সাভানা ছেড়ে দিয়েছিল। একটু ধারণা করো তো, এখন কোথায় বসবাস করছে সেই মানুষটি?"

সেলফোনের হিসহিসানি শব্দ ছাড়াও নিজের হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়ার শব্দ যেন শুনতে পেল মুর। "বোস্টনে?" আস্তে করে বলল সে।

"তার জীবিকার কথা জানতে পারলে তুমি কিছুটা হলেও অবাক হবে।"

BOIGHAR.COM

অধ্যায় ৩

ড. ক্যাথারিন কর্ডেল তাড়াহুড়ো করে হাসপাতালের করিডর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তার রানিংশুয়ের সোল মেঝেতে শব্দ তুলছে মাঝে মাঝে। দুটো দরজা পার করে অবশেষে এমার্জেন্সি রুমে প্রবেশ করল সে।

একজন নার্স বলল, "ড. কর্ডেল, ট্রমা টু-তে রয়েছে তারা!"

"আমি সেখানেই যাচ্ছি তাহলে," এ কথা বলে ক্যাথারিন ট্রমা টু-র দিকে এগিয়ে গেল উদ্যত মিসাইলের মত।

ঘরে প্রবেশ করতে না করতেই প্রায় হাফ ডজন মুখ তার দিকে ঘুরে তাকাল প্রশান্তির ঝলক নিয়ে। এক ঝলক দেখে পুরো ঘটনাটা বুঝে নেয়ার চেষ্টা করল সে। চকচকে যন্ত্রপাতিগুলো ট্রে-তে অগোছালোভাবে সাজানো আছে, রিঙ্গার'স ল্যাক্টেটের ব্যাগ আইভি পোলের সাথে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যেন স্টিলের রডের গাছে ভারি কোন ফল। রক্তে ভেজা গজ আর তার ছেঁড়া প্যাকেটগুলো মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কার্ডিয়াক মনিটরে র‍্যাপিড সাইনাস রিদমের রেখাগুলো ফুটে উঠছে–এই ইলেক্ট্রিক্যাল প্যাটার্ন দেখে বোঝা যায় মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলতে থাকা হৃদযন্ত্রের গতিবিধি।

"কি পেলাম তাহলে আমরা?" সহকারি তাকে জায়গা করে দেয়ার জন্য পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ক্যাথারিন জিজ্ঞেস করল।

সিনিয়র সার্জিক্যাল রেসিডেন্ট রন লিটম্যান তাকে চটজলদি একটি রিপোর্ট পড়ে শোনাল। "আমাদের জন ডো একজন পথচারি, গাড়ি চাপার কেস। এমার্জেন্সি রুমে নেয়ার আগে থেকেই সে অচেতন। চোখের তারা ঠিকঠাক প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, ফুসফুসও অক্ষত আছে, কিন্তু পেটের নিচের দিকটা ফুলে উঠেছে তার। পেট থেকে কোন ধরণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। রক্তচাপ ষাটের নিচে নেমে গেছে। আমি তার দেহে প্যারাসেন্টেসিস করেছি। তার পেটের ভেতরে রক্ত জমে গেছে। সেন্ট্রাল লাইন আর রিঙ্গার'স ল্যাক্টেট দেয়ার পরেও রক্তচাপ বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

"ও নেগেটিভ আর ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা কখন এসে পৌছাবে?"

"যেকোন মুহূর্তে।"

টেবিলে শোয়ানো লোকটাকে তার পোশাক-আশাক খুলে নগ্ন করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার সংবেদনশীল অঙ্গটিও অগোচরে নেই এখন। ইনটিউবেটেড আর ভেন্টিলেটর দিয়ে রাখা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। হাড় জিরজিরে পা দুটোতে পেশিগুলো যেন ভারি বোঝার মত, আর বুকের হাড়গুলো ব্লেডের মত বেরিয়ে আছে। অনেক আগে থেকেই কঠিনব্যাধিতে আক্রান্ত সে; তার ধারণা লোকটার ক্যান্সার রয়েছে। ফুটপাতে ঘষা খেয়ে তার ডানহাত এবং কোমরের

বেশ কিছু জায়গার চামড়া ছিলে রক্তাক্ত হয়ে আছে। ডানদিকে বুকের নিচের দিকে সাদা চামড়ায় কালশিটে পড়ে বেগুনি হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ কোন ক্ষতের চিহ্ন নেই তার শরীরে।

ক্যাথারিন তার স্টেথোস্কোপটি নিয়ে রেসিডেন্টের বলা কথাগুলো যাচাই করার জন্য উদ্যত হলো। কোন ধরণের শব্দ শুনতে পেল না সে পেটে। গরগর বা টুকটাক কোন ধরণেরই শব্দ নেই সেখানে।

একজন নার্স হঠাৎ বলে উঠল, "আমি তার সিস্টোলিক চাপ পঞ্চাশের বেশি পাচ্ছি না।"

সময় যেন ভয়াবহতার দিকে ধাবিত হতে লাগল।

"আমাকে গাউন আর গ্লাভস দাও," ক্যাথারিন বলল। "ল্যাপারোটমি ট্রে নিয়ে এসো।"

"তাকে অপারেটিং রুমে নিয়ে যেতে সমস্যা কি?" লিটম্যান জানতে চাইল।

"কোন রুম আপাতত খালি নেই। তাই বলে তো আমরা অপেক্ষা করতে পারি না।" কেউ একজন তাকে একটি পেপার ক্যাপ দিল। খুব পরিপাটি করে নিজের কাঁধ অবধি লাল চুলগুলো বেধে মুখে একটি মাস্ক পরে নিল সে। একজন স্ক্রাব নার্স একটি জীবাণুনাশক সার্জিক্যাল গাউন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাথারিন তার হাতদুটো স্লিভ্‌সে ঢুকিয়ে গ্লাভস পরে নিল। স্ক্রাব করার মত সময় নেই এখন। তার উপরেই এখন জন ডো'র জীবন নির্ভর করছে।

রোগির বুক এবং পেলভিস জীবাণুনাশক ড্রেপ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ট্রে থেকে একটি হেমোস্ট্যাট তুলে নিয়ে সে ড্রেপটিকে শক্ত করে আটকে রাখার ব্যবস্থা করল।

"রক্ত কোথায়?" আশেপাশের একজনকে জিজ্ঞেস করল সে।

"আমি এখনই ল্যাবে খোঁজ নিয়ে দেখছি," নার্স বলল।

"রন, তুমি আমাকে প্রথম সহকারি হিসেবে সাহায্য করবে।" ক্যাথারিন লিটম্যানকে বলল। ঘরের এদিক-ওদিক তাকালে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্যাকাশে চেহারার কমবয়সি এক ছেলের দিকে চোখ পড়লো তার। নেমট্যাগে লেখা রয়েছে : জেরেমি বারোজ, মেডিকেল স্টুডেন্ট। "এই যে, তুমি?" ক্যাথারিন ডাকল তাকে। "তুমি আমার দ্বিতীয় সহকারি হিসেবে কাজ করবে এখন।"

কমবয়েসি ছেলেটার চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। কিন্তু...আমি মেডিকেলে সবেমাত্র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আমি এখানে শুধু—"

"এখানে কি আর কোন সার্জিক্যাল রেসিডেন্ট আছে?"

লিটম্যান না-সূচক মাথা নাড়াল। "প্রায় প্রত্যেকে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ট্রমা ওয়ানে মাথায় আঘাত পাওয়া রোগি আর হলে কোড-ডাউন নিয়ে ব্যস্ত আছে সবাই।"

"ঠিক আছে।" আবারো ছাত্রটির দিকে তাকাল সে। "বারোজ, তুমিই তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। নার্স, ওকে একটা গাউন আর এক জোড়া গ্লাভস এনে দাও।"

"আমাকে কি করতে হবে? আমি কিন্তু সত্যিই কিছু জানি না–"

"তুমি কি ডাক্তার হতে চাও? তাহলে গ্লাভস পরে নাও দেরি না করেই!"

চিন্তায় মুখ লাল হয়ে গেল তার এবং গাউন পরে নিল দেরি না করেই। মনে মনে ভীত সে, কিন্তু ক্যাথারিন দাম্ভিক ছাত্রের তুলনায় উদ্বিগ্ন ছাত্রদেরই প্রাধান্য দেয় সবসময়। ডাক্তারের মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে অনেক রোগিকে বিনা কারণে মরে যেতে দেখেছে সে।

ইন্টারকমে একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো, ট্রমা টু? ল্যাব থেকে বলছি। আমরা জন ডো'র হেমাটোক্রিট বিশ্লেষণ করে দেখেছি। তার রক্তে এটি পনের শতাংশ রয়েছে।"

তার দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, ক্যাথারিন ভাবল। "আমাদের এই মুহূর্তে ও-নেগেটিভ রক্তের ভীষণ প্রয়োজন!"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে যাবে।"

ক্যাথারিন একটি স্কালপেল নিল হাতে। এটা নিজের হাতের কোন বর্ধিত অংশ বলেই মনে হয় তার কাছে। অ্যালকোহল আর গ্লোভ ট্যাঙ্কের গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস নিল সে। এরপর পেটের মধ্যভাগ বরাবর স্কালপেলের ব্লেড বসিয়ে চামড়া ভেদ করল সেই অংশটির।

"সাকশন আর ল্যাপারোটমি প্যাড তৈরি করো," বলল সে। "রোগির পেটে প্রচুর পরিমাণে রক্ত জমে আছে।"

"রক্তচাপ পঞ্চাশের উপর কোনমতেই পৌছাচ্ছে না তার।"

"ও নেগেটিভ রক্ত আর ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা চলে এসেছে! আমি এখনই লাগিয়ে দিচ্ছি তা।"

"কেউ রিদমের দিকে নজর রাখ। আমাকে জানাও কি অবস্থা সেটার," ক্যাথারিন বলল।

"সাইনাস ট্যাক। রেট একশো পঞ্চাশ দেখাচ্ছে।"

চামড়া এবং সাবকিউটিনাস চর্বি কেটে ফেলল সে, পেটের দেয়াল থেকে রক্তক্ষরণের বিষয়টি আমল না দিয়েই। ছোটখাট রক্তক্ষরণে কখনও বেশি মাথা ঘামায় না ক্যাথারিন; বড় ধরণের হেমোরেজ পেটের অভ্যন্তরে রয়েছে আর তাকে সেটাই রুখতে হবে। প্লীহা অথবা যকৃত ফেঁটে যাওয়া এই ঘটনার উৎস হতে পারে বলে তার মনে হচ্ছে।

"অপ্রত্যাশিত কিছুর জন্য তৈরি হতে হবে আমাদের," সবাইকে জানিয়ে দিল সে, ব্লেড দিয়ে জায়গাটা কাটার আগে। যদিও সজোরে বেরিয়ে আসা তরলের জন্য

মানসিকভাবে প্রস্তুত আছে, তারপরেও মেমব্রেন ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ তাকে যেন আকস্মিক উদ্বিগ্নতায় ফেলে দিল। ড্রেপটা ভিজে গেল রক্তে, এমনকি মেঝেও। ক্যাথারিনের গাউনও রঞ্জিত হয়ে পড়লো নিমেষে। তার স্লিভস দিয়ে কপারের মত উষ্ণ গন্ধ টের পেল সে। এরপরও রক্তেরপাত কোনমতেই আটকাতে পারল না তারা।

সে রিট্রাক্টারের সাহায্যে ক্ষতের প্রশস্ততা বাড়াল। সেখানে সাকশন ক্যাথেটার ঢুকিয়ে দিল লিটম্যান। টিউবের মধ্যে দিয়ে রক্ত বের হয়ে গ্লাস রিজার্ভারের মধ্যে লোহিত রক্তের ধারা জমা হতে থাকল।

"আরও ল্যাপারোটমি প্যাড লাগবে!" ক্যাথারিন সাকশনের শব্দ ভেদ করে উচ্চস্বরে জানাল। প্রায় হাফ ডজন অ্যাবজর্বটিভ প্যাড ক্ষতের মধ্যে দিয়েছে সে এরইমধ্যে, দেখছে চোখের নিমেষেই সেগুলো ভিজে জপজপে হয়ে যাচ্ছে। পুরনোগুলো তুলে নিয়ে নতুন কিছু প্যাড দিয়ে দিল সে।

একজন নার্স বলল, "মনিটরে তার প্রিম্যাচিউর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন দেখছি!"

"শিট, আমি এরমধ্যেই সাকশনের মাধ্যমে দুই লিটারের মত রক্ত রিজার্ভারে ট্রান্সফার করে ফেলেছি," লিটম্যান বলল।

ক্যাথারিন দেখল, আইভিতে লাগানো ও-নেগেটিভ রক্তের ব্যাগ আর ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমার ব্যাগ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। যেন রক্ত কোন চালুনিতে ঢালা হচ্ছে। শিরার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেগুলো সহজেই ক্ষতের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। তারা কোনভাবেই সেটা আটকাতে পারছে না। ক্যাথারিন রক্তপাত থামাতে পারছে না রক্তনালীগুলোতে ক্ল্যাম্প আটকিয়েও।

ল্যাপ প্যাডগুলো তুলে নিয়ে আরও কিছু প্যাড দিল ক্যাথারিন সেই জায়গায়। কয়েক সেকেন্ডেই যেন তার কাছে অমূল্য হয়ে দাঁড়াল এই কাজটার সময়। রক্ত যকৃত থেকে বের হচ্ছে কিন্তু সেখানে কোন ধরণের আঘাত দেখতে পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পুরো প্রত্যঙ্গটি থেকেই যেন রক্ত বের হচ্ছে।

"তার রক্তচাপ কমে আসছে!" একজন নার্স বলে উঠল।

"ক্ল্যাম্প!" ক্যাথারিন বলার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটা তার হাতে একজন তুলে দিল। "আমি তার শরীরে প্রিঙ্গেল ম্যানুয়েভার করব। বারোজ, আরও প্যাড নিয়ে তৈরি হয়ে যাও।"

একটু উদ্ভ্রান্ত হয়েই মেডিকেলের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রটি ট্রে-র কাছে এসে ল্যাপারোটমির অনেকগুলোর প্যাড নিতে গিয়ে ফেলে দিল। ভয়ার্ত চোখে উল্টে পড়ে থাকা প্যাডের দিকে তাকাল সে।

একজন নার্স আরেকটি নতুন প্যাকেট খুলতে খুলতে বলল, "এগুলো রোগির প্রয়োজনে লাগে, ঘর মোছার কাজে না!" রাগান্বিত হয়ে তার হাতে দিয়ে দিল সেগুলো। ক্যাথারিনের সাথে নার্সের চোখাচোখি হলো হঠাৎ, দু-জন নারীর মধ্যেই যেন সমজাতীয় চিন্তার প্রতিফলন ফুটে উঠল।

BOIGHAR.COM

এই ছেলেই কি একদিন ডাক্তার হবে?

“আমি এগুলো কোথায় দেব?” বারোজ জানতে চাইল।

“জায়গাটা পরিস্কার কর। আমি রক্তের কারণে ঠিকমতো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!”

ক্যাথারিন তাকে কয়েক সেকেন্ড দিল ক্ষত থেকে রক্ত পরিস্কার করার জন্য, এরপর এগিয়ে গিয়ে রোগির নিম্ন ওমেন্টাম ছিঁড়ে ফেলল। বামদিক দিয়ে ক্ল্যাম্পটিকে ঢুকিয়ে হেপাটিক পেডিকল খুঁজে বের করল সে, যেখানে লিভারের ধমনির সাথে পোর্টাল শিরার সংযোগ ঘটেছে। এটা শুধুমাত্র সাময়িক ব্যবস্থা, যদি এখানকার রক্তপাত কোনমতে আটকাতে পারে, তাহলে হেমোরেজও সামলে নিতে পারবে। এভাবেই হয়ত তারা এই রোগির রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে সক্ষম হবে, আরও কিছু রক্ত এবং প্লাজমা দেহে প্রবেশ করাতে পারবে নির্বিঘ্নে।

সে ক্ল্যাম্পটি পেডিকলের শিরাগুলোর উপরে চেপে ধরলে তা সহজেই আটকে গেল। কিন্তু তার চিন্তাকে ভুল প্রমাণিত করে রক্তপাত চলতেই থাকলো বাধাহীনভাবে।

“তুমি কি নিশ্চিত, তুমি পেডিকলই খুঁজে পেয়েছিলে?” লিটম্যান জানতে চাইল।

“আমি জানি আমি সেটা পেয়েছি। আমি এটাও জানি, রক্তক্ষরণটা রেট্রোপেরিটোনিয়াম থেকে আসছে না।”

“তাহলে হয়ত হেপাটিক ভেইন থেকে হচ্ছে?”

ক্যাথারিন ট্রে থেকে দুটো ল্যাপ প্যাড নিয়ে সেগুলোকে যকৃতের উপর চেপে ধরল।

“কি করছে সে?” বারোজ জিজ্ঞেস করল।

“হেপাটিক কম্প্রেশন,” জবাবে বলল লিটম্যান। “কখনও কখনও এটা হিডেন রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে, ফলে মৃত্যুও প্রতিহত করতে পারে।”

ক্যাথারিনের কাঁধ এবং হাতের প্রত্যেকটি পেশি টেনে ধরল চাপ প্রয়োগের সময়।

“রক্তপাত তো বন্ধ হচ্ছে না,” লিটম্যান বলে উঠল। “কোন কাজই হচ্ছে না।”

ক্ষতের দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন বুঝতে পারল, রক্ত ক্রমাগত জমা হচ্ছেই জায়গাটিতে। কোত্থেকে এত রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাহলে? ভাবল সে। হুট করেই খেয়াল করল, রক্ত অন্যান্য দিক থেকেও বেরিয়ে এসে এক জায়গায় জমা হচ্ছে। শুধু যকৃত নয়, মেসেন্টারি অর্থাৎ পেটের প্রাচীরসংলগ্ন জায়গা থেকেও রক্ত আসছে।

রোগির বামহাতের দিকে তাকাল সে। যা জীবাণুনাশক ড্রেপের নিম্নাংশ দিয়ে বের হয়ে রয়েছে। ইন্ট্রাভেনাস সাইটটি যেখানে লাগানো রয়েছে সেখানকার গজ রক্তে ভিজে আছে।

“আমার ছয় ইউনিট প্লেটলেট এবং ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা স্ট্যাট চাই।” নির্দেশ

দিল সে। "হেপাটিক ইনফিউশন শুরু করো। দশ হাজার ইউনিট ইন্ট্রাভেনাস বোলাস, এরপর আস্তে আস্তে সেটার মাত্রা কমিয়ে ঘণ্টায় এক হাজার ইউনিট করবে।"

"হেপারিন?" বারোজ যেন ধাঁধাঁয় পড়ে গেল। "কিন্তু তার তো প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে–"

"এটা ডিসসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন," ক্যাথারিন বলল। "তার অ্যান্টি কোয়াগুলেশনের প্রয়োজন।"

লিটম্যান তার দিকে অবাকদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "আমরা তো এখনও ল্যাবকে এই ব্যাপারে জানাইনি, তাহলে তুমি কিভাবে বলতে পারলে, এটা ডিআইসি?"

"কোয়াগ স্টাডি অনেক সময়সাধ্য ব্যাপার, ততক্ষণে মেলা দেরি হয়ে যাবে। যা করার আমাদের এখনই করতে হবে।" নার্সের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়াল সে। "দাও সেটা।"

এমন সময় মনিটরে চোখ পড়ল ক্যাথারিনের। উঁচুনিচু দাঁতের মত রেখা দেখতে পেল সে স্ক্রিনে।

"সিপিআর চালু করো। লিটম্যান, কোডের চার্জে তুমি থাকবে।"

ঘরে মানুষের সমাগম যেন হঠাৎ করেই বেড়ে গেল। ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা আর প্লেটলেটের ক্যুরিয়ার এসে পৌঁছেছে। ক্যাথারিন শুনতে পেল লিটম্যান কাকে যেন উদ্দেশ্য করে কিছু কার্ডিয়াক ওষুধ আনার নির্দেশ দিচ্ছে। একজন নার্স রোগির স্টার্নাম অঞ্চলে হাত রেখে ক্রমাগত পাম্প করতে লাগলো, ফলে তার মাথা একবার সোজা হয়ে আবার সজোরে আছড়ে পড়ছে বালিশে। প্রত্যেকবার কার্ডিয়াক কম্প্রেশনের সাথে সাথে তার মস্তিস্কে রক্ত ছড়িয়ে পড়তে থাকলে সেই জায়গাগুলোর কোষ যেন জীবন ফিরে পেল। এভাবে হেমোরেজের মাত্রাও কমতে থাকলো।

ক্যাথারিন রোগির পেটের নিম্নাংশের গহ্বরের দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও সে ক্রমাগত যকৃতে চাপ প্রয়োগ করছে রক্তপাত আটকানোর জন্য। রক্তমাখা আঙুলের মাঝে হঠাৎ করে সে রক্তপ্রবাহের মাত্রা কমতে দেখল, এটা কি সে কল্পনা করছে নাকি সত্যি হচ্ছে কিছুসময়ের জন্য বুঝতে পারল না।

"শক দেয়া হোক তাহলে–" লিটম্যান বলল। "একশো জুল–"

"না, একটু অপেক্ষা করো। তার রিদম ফিরে এসেছে!"

ক্যাথারিন মনিটরের দিকে তাকাল। সাইনাস ট্রাকিকার্ডিয়া! হৃদযন্ত্র আবারও সচল হতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও তা ধমনির দিকে রক্ত প্রবাহিত করে চলছে।

"রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে কি?" সে একজনের কাছে জানতে চাইল। "রক্তচাপ কত?"

"হ্যা, প্রবাহিত হচ্ছে। রক্তচাপ...৯০/৪০।"

"রিদম স্থির অবস্থায় এসেছে। সাইনাস ট্যাক রক্ষা করছে।"

ক্যাথারিন হা-হয়ে থাকা পেটটির দিকে তাকাল। রক্তক্ষরণ কমে যেতে শুরু

BOIGHAR.COM

করেছে। হাতে যকৃত ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে, মনিটরের সুস্থির বিপের দিকে কর্ণপাত করল। যেন গান শুনছে।

ক্যাথারিন বলল, "আমার মনে হয়, আমরা এই রোগির জীবনরক্ষা করতে পেরেছি।"

রক্তমাখা গাউন আর গ্লাভস খুলে জন ডোকে বহন করে নিয়ে যাওয়া গার্নি অনুসরণ করতে করতে ট্রমা টু থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। তার কাঁধের পেশি ক্লান্তিতে যেন নুয়ে পড়ছে, তারপরও এই ধরণের ক্লান্তি ভালো লাগে তার। বিজয়ের ক্লান্তি এটা। সদ্য সার্জারি করা রোগিকে সার্জিক্যাল ইন্টেসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়ার জন্য নার্সগুলো গার্নি ঠেলে এলিভেটরের দিকে যাচ্ছে। ক্যাথারিন এলিভেটরে পা দিতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে।

ফিরে তাকালে দেখতে পেল একজন পুরুষ আর নারী এগিয়ে আসছে তার দিকে। মেয়েটা ছোটখাট গড়নের কিন্তু তীক্ষ্ণ চেহারার, কালো চোখের ব্রুনেটের দৃষ্টি যেন ঠিক লেজারের মত। গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরে আছে সে, দেখে মনে হচ্ছে, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য। পাশের লোকটার তুলনায় মেয়েটাকে যেন ঠিক বামনের মত দেখাচ্ছে। লোকটার বয়স মধ্য-চল্লিশের বেশি হবে না, গাঢ় রঙের চুলের মাঝে মাঝে কিছু রূপালি চুল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চোখে ধরা পড়ার মত সুদর্শন চেহারায় অন্যমাত্রার পূর্ণবয়সি মানুষের পরিপক্কতার রেখা ফুটে উঠেছে। তার চোখের দিকেই এতসময় ক্যাথারিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। ধূসর চোখ দুটো যেন দুর্বোধ্য।

"আপনি কি ড. কর্ডেল," জিজ্ঞেস করল সে।

"হ্যা।"

"আমি ডিটেক্টিভ টমাস মুর। ইনি হলেন ডিটেক্টিভ রিজোলি। আমরা হোমিসাইড ইউনিট থেকে এসেছি।" নিজের ব্যাজ তুলে দেখাল সে, কিন্তু সেটা এক টুকরো প্লাস্টিক ছাড়া আর কিছু বলে মনে হল না। ক্যাথারিন ভ্রুক্ষেপ করল না সেটার দিকে, তার দৃষ্টি আটকে আছে মুরের উপর।

"আমরা কি আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে পারি?"

এলিভেটরে জন ডো'কে নিয়ে অপেক্ষারত নার্সদের দিকে এক পলক তাকাল ক্যাথারিন। "তোমরা এগোও। ড.লিটম্যান অর্ডার লিখে দেবে।"

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার পরেই সে ডিটেক্টিভ মুরের দিকে এগিয়ে গেলো। "আপনারা কি এখানে এসেছেন গাড়ি অ্যাকসিডেন্টের কেসটা নিয়ে কথা বলার জন্য? চিন্তার কিছু নেই। মনে হচ্ছে, লোকটা বেঁচে যাবে।"

"আমরা এখানে কোন রোগির জন্য আসিনি।"

"তাহলে আপনি যে বললেন আপনারা হোমিসাইড থেকে এসেছেন?"

"হ্যা।" তার গলার প্রশান্ত ভাবটা ক্যাথারিনকে যেন আরও বেশি চিন্তিত করে তুলল। তার জন্য কি তাহলে কোন খারাপ খবর নিয়ে এসেছে?

"ওহ্ ঈশ্বর! আশা করি এটা এমন কারও ব্যাপারে নয় যাকে আমি চিনি?"

"আমরা অ্যান্ড্রু ক্যাপরার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। সাভানাতে আপনার সাথে ঠিক কি হয়েছিল সেটা জানতে চাই।"

কিছু সময়ের জন্য তার মুখ থেকে কোন কথায় বেরোল না। পা-দুটো হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ল, কোনরকমে কাছেধারের একটি দেয়ালের কাছে চলে গেল সে, যেন নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে চাইছে।

"ড. কর্ডেল?" উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করল ডিটেক্টিভ মুর। "আপনি কি ঠিক আছেন?"

"আমার মনে হয়, আমাদের অফিসে গিয়ে বাকি কথাগুলো বলা উচিত," তার স্বর অনেক ক্ষীণ শোনাল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে এমার্জেন্সি রুম থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, ঘুরে দেখারও প্রয়োজনবোধ করল না ডিটেক্টিভ দু-জন তাকে অনুসরণ করছে কিনা। দরজার কাছে আসতেই তার পেছনে ডিটেক্টিভদ্বয়ের পদধ্বনি শুনতে পেল।

আপনার সাথে সাভানাতে কি হয়েছিল?

সে ওসব ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে চায় না। আশা করেছিল সাভানার ব্যাপারে আর কোনদিনও কারও সাথে কোন কথা বলবে না, কখনই না। কিন্তু এই পুলিশ অফিসারদেরকে কোনমতেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না।

সবশেষে তারা একটি স্যুটে পৌছে গেল যেখানে দুটো নামবিশিষ্ট একটি ফলক রয়েছে :

পিটার ফ্যাল্কো, এম. ডি

ক্যাথারিন কর্ডেল, এম.ডি

জেনারেল অ্যান্ড ভাস্কুলার সার্জারি।

ফ্রন্ট অফিসে ঢুকলে রিসিপশনিস্ট তাকে দেখে একটা সুন্দর হাসি দিয়ে বিনয়ী অভিবাদন জানাল। মেয়েটির মুখের হাসি মাঝপথে আটকে গেল যখন ক্যাথারিনের মুষড়ে পড়া মুখ আর তার পেছনে আসা দু-জন মানুষকে দেখতে পেল।

"ড. কর্ডেল, কোন সমস্যা হয়েছে কি?"

"আমরা আমার অফিসে বসছি, হেলেন। আমার কল তুমি হোল্ড করে রাখবে।"

"আপনার প্রথম রোগি আজ দশটার সময় আসবে। মি. স্যাং, সেপ্লনেক্টোমি করার পর এই প্রথমবার দেখা করতে আসছে—"

"বাতিল করে দাও আজকের মিটিংটা।"

"কিন্তু সে অনেক দূর থেকে আসছে। হয়ত এরমধ্যে রওয়ানাও দিয়ে দিয়েছে।"

"ঠিক আছে, তাহলে তাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে বলবে। কিন্তু দয়া করে কোন কল ভেতরে পাঠাবে না।"

হেলেনের উদ্ভ্রান্ত চেহারার দিকে আর না তাকিয়ে সোজা নিজের অফিসে চলে গেল ক্যাথারিন। মুর এবং রিজোলি তাকে অনুসরণ করলো।

BOIGHAR.COM

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে ক্যাথারিন ল্যাব কোট খুঁজতে লাগল। অবশেষে ফাইল ক্যাবিনেটের উপর মুচড়ে রাখা অবস্থায় পেল সে। কোটটা তার ডেস্কের পেছনে রেখে স্বস্তিবোধ করলো।

ঘরটা বেশ পরিপাটি করে রাখা হয়েছে, দেখে সহজেই ধারণা করা গেল ক্যাথারিন তার জীবনের সবকিছু গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করে। অগোছালো কিছু পছন্দ নয় তার। ফাইলগুলো ডেস্কের উপর এ কারণেই সুন্দরভাবে দু-ভাগে ভাগ করে গুছিয়ে রেখেছে সে। বইগুলো তাকের উপর লেখকের নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজিয়ে রাখা। কম্পিউটারটা মাঝেমধ্যে চালু থাকার কথা জানান দিচ্ছে মনিটরে স্ক্রিন সেভারটা বিভিন্ন জ্যামিতিক প্যাটার্ন তৈরির মাধ্যমে। ল্যাব কোটটা পরে নিল সে যাতে তার রক্ত লেগে থাকা টপসটি দেখা না যায়।

ডেস্কের পেছনে থাকা চেয়ারে বসে পড়লে সে দেখল মুর এবং রিজোলি তার ঘরটা ভালো করে দেখে নিচ্ছে। এক নজরে সব কিছু নিরীক্ষণ করে নেয়াটা কি সব পুলিশ অফিসারদের জন্য একটি বাঁধাধরা নিয়ম? এই চিন্তা মাথায় আসতেই ক্যাথারিনের নিজেকে কিছুটা শঙ্কিত বলে মনে হল।

"আমি জানি ওই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাওয়াটা আপনার জন্য অনেক বেশি কষ্টকর," একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসার সময় মুর বলল।

"আপনার কোন ধারণাই নেই ওটা কতটা পীড়াদায়ক হতে পারে। দু-বছর পার হয়ে গেছে এরইমধ্যে। এখন আবার কেন ওই ঘটনাটা নিয়ে কথা বলতে এসেছেন?"

"বোস্টনে ঘটে যাওয়া দুটো অমিমাংসিত হোমিসাইডের সাথে এর কানেকশান রয়েছে, তাই।"

ক্যাথারিনের ভ্রু কপালে উঠে গেল। "কিন্তু আমার সাথে ঘটনাটি তো সাভানাতে ঘটেছিল।"

"হ্যা, আমরা সেটা জানি। আমাদের একটি জাতীয় ডাটাবেজ রয়েছে যাকে আমরা ভিআইসিএপি বলে থাকি। যখন আমরা ভিআইসিএপিতে আমাদের এখানকার ঘটনার মতো কোন ঘটনা সার্চ করেছিলাম তখন অ্যান্ড্রু ক্যাপরার নাম উঠে এসেছে।"

ক্যাথারিন কিছু সময়ের জন্য নীরব হয়ে গেল এটা শোনার পর। একটু পর যেসব প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে তার জন্যে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে সে। এরপর খুব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "কি ধরণের সাদৃশ্যের ব্যাপারে বলতে চাইছেন, আপনি?"

"যে প্রক্রিয়াতে মেয়েগুলোকে বেঁধে রেখে তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে..." মুর থেমে গেল হঠাৎ করে, যেন নিজের কথাগুলো কিছুটা গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। "মানে, তাদের উপর নিপীড়নের ধরণের কথা বলছিলাম," কথাটা এভাবেই শেষ করল সে।

ক্যাথারিন ডেস্কটাকে দু-হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে, যেন নিজের দুর্বল দিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে সে। ডেস্কে পরিপাটি করে রাখা ফাইলগুলোর দিকে

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ল্যাব কোটের স্লিভে নীল কালির ছোপ ছোপ দাগ হঠাৎ চোখে পড়ল তার। যতই তুমি তোমার জীবনকে পরিপাটি করে রাখার চেষ্টা করো না কেন, যতই তুমি সচেতন থাক না কেন, নিজের ভুল আর ত্রুটিগুলোকে ঢাকার চেষ্টা করো না কেন, এমন কিছু না কিছু ঘটবেই যা গভির দাগ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

"আমাকে তাদের ব্যাপারে বলুন," বলল ক্যাথারিন। "মানে, ঐ দু-জন মেয়ের কথা বলুন।"

"আপনাকে সব কিছু জানানোর অনুমতি নেই আমাদের।"

"তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"সানডে গ্লোবে ঠিক যতটুকু এসেছে আমরা আপনাকে সেটুকুই জানাতে পারি।"

মুরের সদ্য বলা কথা বোঝার জন্য কিছু সময় নিল সে। অবিশ্বাসে যেন স্থবির হয়ে পড়েছে। "বোস্টনের খুনগুলো কি ইদানিং ঘটেছে?"

"শেষ খুনটা হয়েছে গত শুক্রবার।"

"তাহলে তো এটার সাথে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার কোন সম্পর্ক থাকারই কথা না! এমনকি আমার সাথেও নয়।"

"তাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।"

"তাহলে সেগুলো হয়ত একেবারেই কাকতালিয়। আমার মনে হয়েছিল আপনারা পুরনো কোন কেস নিয়ে কথা বলতে এসেছেন। ক্যাপরা যে খুনগুলো করেছে সেগুলো বহু বছর আগেকার ঘটনা।" নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল ক্যাথারিন। "আমি তো বুঝতে পারছি না, আমি আপনাদের কিভাবে সাহায্য করবো?"

"ড. কর্ডেল, আমাদের এই খুনি সেই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাগুলো জানে, অথচ এগুলো কখনও কোথাও প্রকাশ করা হয়নি।"

"তাহলে আপনার তাদের কারও সাথে যোগাযোগ করেন। মানে, যাদেরকে আপনারা চেনেন।"

"ড. কর্ডেল, আপনি হয়ত তাদের মধ্যে একজন।"

"যদি ভুলে গিয়ে না থাকেন, আমি কিন্তু ক্যাপরার শিকার করা মেয়েদের একজন ছিলাম।"

"আপনি কি আপনার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি আর কারও সাথে শেয়ার করেছিলেন?"

"না, শুধু সাভানার পুলিশ জানে বিষয়টা।"

"আপনি আপনার কোন বন্ধুবান্ধবের সাথে এটা নিয়ে কোন কথা বলেননি তাহলে?"

"না।"

"পরিবারের কারোর সাথে?"

"না।"

"এমন কাউকে যাকে আপনি অনেক বেশি বিশ্বাস করতেন?"

"আমি এ ব্যাপারে কারও সাথেই কথা বলিনি। কখনই না।"

মুর অবিশ্বাসের সাথে ক্যাথারিনের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল। "কখনও না?"

অন্যদিকে তাকিয়ে বলল সে, "না।" তার কণ্ঠস্বর অনেকটা দুর্বল শোনাল।

এরপর অনেকক্ষণ ধরে নীরবতা বিরাজ করল ঘরে। অবশেষে মুর বিনয়ের সাথে তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এলিনা অর্টিজ নামের কাউকে চিনতেন?"

"না।"

"ডায়ানা স্টার্লিং?"

"না। এই মেয়েগুলোই কি..."

"হ্যা, তারাই নতুন শিকারে পরিণত হয়েছে।"

তার কণ্ঠের কাছে কথা যেন আটকে গেল। "আমি তাদের নাম কখনও শুনিনি।"

"আপনি এই খুনগুলো সম্পর্কেও জানেন না?"

"আমি এরকম ঘটনা কখনই দেখি না। এসব জিনিস আমি মেনে নিতে পারি না।" গভিরভাবে দম ছাড়ল সে। "আপনাকে বুঝতে হবে, আমাকে এমার্জেন্সি রুমে অনেক বেশি ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখিন হতে হয়। দিনশেষে যখন বাসায় ফিরি, কিছু সময়ের জন্য একটু শান্তির পরশ খুঁজি। আমি সুরক্ষিত থাকতে চাই। পৃথিবীতে যেসব হামলা, নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে সেগুলো আমি কখনও পড়তে চাই না।"

মুর নিজের জ্যাকেট হাতড়ে দুটো ছবি বের করে ডেস্কের উপরে রাখল। "আপনি কি এই দু-জন মেয়েকে কখনও দেখেছেন বলে মনে হয়?"

ক্যাথারিন মুখগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বামের মেয়েটির চোখ গাঢ় রঙের, মুচকি হাসি দেখা যাচ্ছে তার মুখে, চুলগুলো আলগোছে উড়ছে। অপরজন স্বর্গীয় চেহারার ব্লন্ড, স্বপ্নালু দৃষ্টি তার, কিছুটা অমিশুক বলে মনে হচ্ছে।

"গাঢ় চুলের মেয়েটির নাম এলিনা অর্টিজ," মুর বলল। "অপরজনের নাম ডায়ানা স্টার্লিং। ডায়ানা প্রায় এক বছর আগে খুন হয়েছে। আপনার কাছে কি এই মুখ দুটো পরিচিত বলে মনে হচ্ছে?"

অসম্মতিতে মাথা নাড়ল ক্যাথারিন।

"ডায়ানা স্টার্লিং ব্যাক বে'তে থাকত, ওটা আপনার বাসা থেকে কিছু দূরেই। আর এলিনা অর্টিজের অ্যাপার্টমেন্টও এই হাসপাতাল থেকে দক্ষিণ দিকে দুই ব্লক পরে। আপনার তো কখনও না কখন দেখা হয়ে থাকতে পারে তাদের সাথে? আপনি কি নিশ্চিত, এই দু-জনের একজনকেও চেনেন না?"

"আমি তাদেরকে কখনও দেখিনি।" ছবিগুলোকে মুরের দিকে ঠেলে দেয়ার সময় দেখল তার হাত হঠাৎ কাঁপতে শুরু করেছে। নিশ্চিতভাবে লোকটা তার হাতের এই অবস্থা লক্ষ্য করেছে ছবিগুলো তুলতে গিয়ে। সে চিন্তা করল এই বিষয়টি এ

ধরণের পুলিশের কাছে অনেক বিরাট বলে মনে হবে। নিজের বিভ্রান্তিকর খেয়ালের রাজ্যে এতটা বেমালুম হারিয়ে গেল যে, সামনের মানুষটার দিকে ভালোভাবে দৃষ্টিপাতই করল না। অনেক বেশি নম্র আর ভদ্র স্বভাবের মানুষটাকে দেখে কোনরকমের কোন ভীতি অনুভব করল না সে। কেবলই খেয়াল করল, লোকটি তাকে গভিরভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করছে, ক্যাথারিন কর্ডেলের ভেতরের সত্ত্বাকে খুঁজে পেতে চাইছে যেন কোনভাবে। সুদক্ষ ট্রমা সার্জন হিসেবে নয়, অথবা ঠাণ্ডা মাথার আভিজাত্য লালচুলের অধিকারিণী হিসেবেও নয়, বরং সেই নারীকে খুঁজছে লোকটা যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।

ডিটেক্টিভ রিজোলি কথা বলল এবার, মুরের তুলনায় একেবারে বিপরীত ভঙ্গিতে। প্রশ্নগুলো কোমল স্বরে করার কোন চেষ্টা করল না সে, তাকে দেখে মনে হল সে সময় নষ্ট করতেও চাইছে না। "আপনি বোস্টনে কবে এসেছেন, ড. কর্ডেল?"

"আমার উপর হামলা হবার এক মাসের মাথায় আমি সাভানা ছেড়ে দিয়েছিলাম," রিজোলির দৃঢ় কণ্ঠের সাথে নিজেকে মিলিয়ে ক্যাথারিন বলল।

"আপনি এত জায়গা থাকতে বোস্টনে কেন এলেন?"

"কেন, এখানে আসলে সমস্যা কি?"

"দক্ষিণাঞ্চল থেকে তো এই জায়গাটা অনেকদূরে।"

"আমার মা ম্যাসাচুসেটসে বেড়ে উঠেছে। প্রত্যেক গ্রীষ্মে সে আমাদেরকে নিয়ে নিউ ইংল্যান্ডে আসত। সেই সময় আমার মনে হত আমি যেন নিজের বাড়িতেই এসেছি।"

"তাহলে আপনি এখানে গত দু-বছর ধরে করছেন।"

"হ্যা।"

"কি করছেন এখানে?"

ক্যাথারিন ভ্রূকুটি করল হতবুদ্ধিকর প্রশ্নটা শুনে। "এখানে আমি ট্রমা সার্ভিসে ড. ফ্যাল্কোর সাথে কাজ করি।"

"তাহলে গ্লোবের সেই খবর ভুল ছিল?"

"দুঃখিত, আমি আপনার কথা বুঝতে পারিনি।"

"আমি আপনার সম্পর্কে সপ্তাহ কয়েক আগে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। নারী সার্জনদের উপরে ছিল ওটা। আপনার অনেক সুন্দর একটা ছবিও সেখানে ছাপা হয়েছিল। ওখানে বলা হয়েছিল, আপনি এই পিলগ্রিম হাসপাতালে মাত্র এক বছর ধরে আছেন।"

ক্যাথারিন নীরব হয়ে পড়ল কিছু সময়ের জন্য। এরপর আবারও শান্তস্বরে উত্তর দিল সে, "আর্টিকেলটা ঠিকই লিখেছে। সাভানার সেই ঘটনার পরে আমি কিছু সময় নিয়েছিলাম..." একটু কেশে নিজের গলা পরিস্কার করে নিল। "আসলে গত জুলাই মাস থেকে ড. ফ্যাল্কোর সাথে এখানে কাজ করছি।"

BOIGHAR.COM

"তাহলে বোস্টনে আসার পর প্রথম বছর আপনি কি করেছিলেন?"

"আমি কোন জায়গায় কাজের চেষ্টা করিনি।"

"কি করতেন তখন?"

"কিছুই না।"

মনে যা এসেছিল, উত্তরটি স্পষ্টভাবেই বলে দিল সে। তার প্রথম বছর ঠিক কেমনভাবে কেটেছে এই মানহানিকর সত্য সে প্রকাশ করতে চাইল না। অ্যাপার্টমেন্টে একাকি ভয়ার্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে দিন কখন যে সপ্তাহে গড়িয়েছে সে বুঝতে পারত না। রাতে ক্ষীণতম শব্দেও চমকে উঠত, ভয়ে কাঁপতে থাকত। বাইরের পৃথিবীতে আসার কথা মনে হলেই পা আটকে যেত তার, কষ্ট হত অনেক, এলিভেটরে করে ওঠা-নামার সময় বা রাতের বেলা নিজের গাড়ির কাছে আসার সময় সাহস যেন উল্টোপথে চলে যেত। নিজের এই দুর্বল দিকটা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে ক্যাথারিন। এখনও লজ্জা পাচ্ছে সে এই একই কারণে। তার আত্মাভিমান কখনও এই বিষয়গুলো কারও কাছে প্রকাশ হতে দেয় না।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল। "একজন রোগির সাথে সাক্ষাতের সময় হয়ে গেছে। আমার সত্যিই আর কিছু বলার নেই।"

"আমাকে আরও কিছু জিনিস আবারও দেখাতে হবে," রিজোলি একটা ছোট আকারের স্পাইরাল-বাইন্ড নোটবুক বের করল। "দু-বছর আগে, জুন মাসের পনের তারিখ রাতে আপনার উপরে ড. অ্যান্ড্রু ক্যাপরা আক্রমণ করেছিল। ওই মানুষটিকে আপনি আগে থেকেই চিনতেন। হাসপাতালে আপনার সাথেই কাজ করত, একজন ইন্টার্ন ডাক্তার ছিল সে।" কথাগুলো বলে ক্যাথারিনের দিকে তাকাল রিজোলি।

"আপনি এরইমধ্যে সব উত্তর পেয়ে গেছেন।"

"সে ড্রাগ দিয়ে আপনাকে অচেতন করে পোশাক খুলে ফেলেছিল। এরপর বিছানার সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখে আপনাকে, ভয় পাইয়ে দেবার জন্য।"

"আমি এখানে তো এমন কিছু—"

"আপনাকে ধর্ষণ করেছিল সে।"

শব্দগুলো মৃদুভাবে উচ্চারিত হলেও কথাগুলোর প্রভাব যেন ক্যাথারিনের কাছে চপেটাঘাতের মত লাগল। কোন কথা বলল না সে।

"শুধু এটা করেই সে ক্ষান্ত দেয়নি," রিজোলি বলতে থাকল।

হে ঈশ্বর, তুমি তাকে এখানেই থামিয়ে দাও।

"সে আপনাকে ইচ্ছেমত জঘন্যভাবে কাটাকুটি করতে চেয়েছিল। জর্জিয়াতে আরও চারজন মেয়ের সাথে এমনটা করেছিল সে। তাদেরকে কেটে ফেলে রেখে গিয়েছিল। একটা মেয়েকে নারীত্ব দান করে যে জিনিস সেটা খুব সুনিপুণভাবে নষ্ট করেছিল খুনি।"

"চুপ করো!" মুর বলে উঠল।

কিন্তু রিজোলি নির্দয়ের মত বলতেই থাকল, "এটা তো আপনার সাথেও ঘটতে পারত, ড. কর্ডেল?"

ক্যাথারিন নিজের মাথা ঝাঁকাল। "আপনি কেন এসব বলছেন?"

"ড. কর্ডেল, এই খুনিকে খুব তাড়াতাড়ি হাতেনাতে ধরা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমার মনে হয় এ কাজে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারবেন। আপনিই পারবেন আর কোন মেয়ের সাথে যেন এরকম ঘটনা না ঘটে সেটা থামাতে।"

"এগুলোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অ্যান্ড্রু ক্যাপরা মৃত। দু-বছর আগেই সে মারা গেছে।"

"হ্যা, আমি তার অটোপসি রিপোর্ট পড়েছি।"

"এমনিতেও আমি নিশ্চয়তা দিয়েই বলতে পারি, সে মৃত।" ক্যাথারিন সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে এসে বলল। "কারণ আমিই ঐ কুত্তার বাচ্চাকে নিজের হাতে খুন করেছিলাম।"

BOIGHAR.COM

বইঘর.কম

অধ্যায় ৪

মুর এবং রিজোলি গাড়ির ভেতরে ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বসে ঘেমে যাচ্ছে অবিরাম। এসি থেকে যেন গরম বাতাসের হল্কা বের হচ্ছে। দশ মিনিট ধরে তারা ট্র্যাফিক জ্যামে আটকা পড়েছে, গাড়ির ভেতরের পরিবেশ কোনভাবেই ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

"ট্যাক্সদাতারা এর থেকে বেশি কিছু পেতে পারে না," রিজোলি বলল। "এটা একটা ভাঙ্গারি গাড়ি।"

মুর এসি বন্ধ করে দিয়ে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল। গরম ফুটপাত থেকে ভেসে আসা গুমোট গন্ধ আর বাইরের গরম হাওয়া গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে লাগল। সে ঘেমেটেমে অস্থির হয়ে গেছে পুরোপুরি। রিজোলি কিভাবে ব্লেজার পরেও এই পরিবেশে স্বস্তিতে রয়েছে বুঝতে পারছে না।

পিলগ্রিম মেডিকেল সেন্টার থেকে বের হয়ে আসার পথে নিজের জ্যাকেটটা মাথার উপরে দিয়ে আসার সময় প্রবল উত্তাপের দরুণ তার মনে হচ্ছিল, সে মাথার উপরে কম্বল দিয়ে রেখেছে। মুর জানে, রিজোলিও তাপের দাবদাহ টের পাচ্ছে, কারণ তার উপরের ঠোঁটে ঘামের ঝলমলে কণা দেখতে পাচ্ছে সে। লিপস্টিকের সাথে এই ঠোঁটের পরিচিতি হয়ত কখনও হয়নি। রিজোলি দেখতে যে খুব খারাপ তা নয়, কিন্তু অন্যান্য মেয়েরা যেখানে নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মেকআপ দিয়ে নিজেদেরকে সাজাতে পছন্দ করে অথবা চুলে ক্লিপ দেয়, কিংবা কানে দুল পরে, সেখানে সে নিজের চেহারার আকর্ষণীয় দিকটার দিকে কখনও নজর দেয় না। গাঢ় স্যুট পরে সে, এটা তার ছোটখাট দেহে একদম বেমানান লাগে। কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো বেশিরভাগ সময়েই এলোমেলো করে রাখে সে। যেমনটা হতে চেয়েছিল, সে ঠিক তাই, আর যদি তুমি এভাবে তাকে গ্রহণ করো তো ঠিক আছে নয়তো জাহান্নামে যাও। মুর বোঝে কেন তার মধ্যে এ ধরণের মনোভাব গড়ে উঠেছে। হয়ত সে এভাবেই নারী সদস্য হিসেবে পুলিশ বিভাগে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে চায়। রিজোলি আর কিছু না হলেও নতুনভাবে বেঁচে ওঠা মানুষের পথিকৃৎ।

ঠিক যেমন ড. ক্যাথারিন কর্ডেল।

কিন্তু ড. কর্ডেল নিজেকে উজ্জীবিত করার জন্য নতুন কৌশল খুঁজে নিয়েছে : নিজের অন্ধকার অতীতকে ভুলে, সবকিছু থেকে নিজের একটা দূরত্ব সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে। সাক্ষাৎকারের সময় মুরের মনে হচ্ছিল সে যেন ক্যাথারিনকে বরফের কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখছে, কেমন যেন একটা বিচ্ছিন্ন ভাব কাজ করছিল তার মধ্যে।

এটা সেই বিচ্ছিন্নভাব যা রিজোলির কাছে বিরক্তির বিষয়ে পরিণত গিয়েছিল। "তার কোন সমস্যা তো অবশ্যই রয়েছে," বলল সে। "আবেগ-অনুভূতির বিষয়গুলো তার ক্ষেত্রে কেমন যেন ফাঁপা ফাঁপা বলে মনে হল আমার।"

"সে একজন ট্রমা সার্জন। নিজেকে যেকোন অবস্থাতেই ঠাণ্ডা রাখার জন্য

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।"

"প্রথমে সেখানে ঠাণ্ডা ছিল, এরপর হিমশীতল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দু-বছর আগে তাকে বেঁধে ধর্ষণ করে, পেটটা প্রায় কেটে ফেলে রেখে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছিল। এ ব্যাপারে সে অন্ততপক্ষে এতটা শান্ত থাকতে পারে না। এটাই আমাকে অবাক করেছে বেশি।"

মুর ব্রেক করার জন্য লাল লাইট জ্বালাল, গ্রিডলকড ইন্টারসেকশনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। কাঁধের অংশে ঘাম পড়ল তার। বেশি গরম সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। গরমে তার গা ঘিনঘিন করে, নিজেকে অনেক বেশি বোকা বলে মনে হয়। শীতের প্রথম তুষারপাতের জন্য সে সারাটা গ্রীষ্মকাল এ কারণে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে।

"হেই," রিজোলি বলল, "তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"হুম। সে নিজেকে অনেক বেশি সংযত করে রাখতে সক্ষম," ক্যাথারিনের হয়ে জবাব দিল যেন মুর। কিন্তু তাই বলে বরফের মত শীতলও নয়। ভাবল সে, ক্যাথারিনের কর্ডেলের হাত কিভাবে তাকে ছবিগুলো ফেরত দেয়ার সময় কেঁপে উঠেছিল।

নিজের ডেস্কে ফিরে আসার পর, মুর কোকে চুমুক দিতে দিতে কয়েক সপ্তাহ আগের বোস্টন গ্লোবের সেই আর্টিকেলটি দেখতে লাগল "সার্জিক্যাল ছুরি হাতে দক্ষ যে নারীরা'। আর্টিকেলটিতে বোস্টনের তিনজন নারী সার্জনকে তুলে ধরা হয়েছে—তাদের সাফল্য, কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা, তাদের বিশেষ ক্ষেত্রে তারা যে সমস্ত বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, এগুলো সব আছে সেখানে। তিনটি ছবির মধ্যে, কর্ডেলেরটাই নজর কাড়ছে বেশি। এটা সত্যের থেকেও এক ধাপ বেশি যে, কর্ডেল অনেক বেশি আকর্ষণীয়; তার চাহনিতে যে দম্ভ আর স্পষ্টভাব রয়েছে একদৃষ্টে দেখে মনে হচ্ছে যেন ক্যামেরাকে চ্যালেঞ্জ করছে সে। খুব শক্তিশালিভাবেই আর্টিকেলের মত ছবিটাও এই ধারণার জন্ম দেয়, এই মেয়েটি নিজের জীবনের প্রতি এক অন্য ধরণের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

নিজের পাশে আর্টিকেলটি রেখে সে ভাবতে লাগল তাদের প্রথম পরিচয়ের ধরণটা ঠিক কতটা ভুল ছিল। কেমনভাবে একটা মৃদু হাসি দিয়েই জীবনের গুরুতর কষ্টগুলো ঢাকা দেয়া যায় কিছুটা উন্নাসিক থেকে।

এরপর সে একটি নতুন ফাইল বের করল। গভির দম নিয়ে আবার ড.অ্যান্ড্রু ক্যাপরার পুলিশি রিপোর্ট পড়তে শুরু করল।

ক্যাপরা যখন আটলান্টার এমোরি ইউনিভার্সিটিতে সিনিয়র মেডিকেল ছাত্র ছিল তখন তার প্রথম খুন সম্পর্কে জানা যায়। তার শিকারে পরিণত হওয়া মেয়েটির নাম ডোরা চিক্কোনি, বাইশ বছর বয়সি এমোরি গ্র্যাজুয়েট ছাত্রি ছিল সে। ক্যাম্পাস থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত ডোরার অ্যাপার্টমেন্টেই তার লাশ বিছানার সাথে বেঁধে রাখা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। অটোপসির সময় তার দেহে ডেট-রেপ ড্রাগ রোহিপনোলের

BOIGHAR.COM

ট্রেস পাওয়া গেছে। অ্যাপার্টমেন্টে কারও জোর করে অনুপ্রবেশের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

শিকার নিজেই তার খুনিকে বাড়িতে আমন্ত্রন করে নিয়ে এসেছিল।

ড্রাগ গ্রহণের পর ডোরাকে তার বিছানার সাথে নাইলনের কর্ড দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল, মুখে ডাক্ট টেপ লাগিয়ে রাখার কারণে সে চিৎকার করার মত অবস্থাতেও ছিল না। প্রথমে খুনি তাকে ধর্ষণ করে, এরপর তাকে কাটাছেঁড়ার কাজ সেরেছিল।

অপারেশনের সময় ডোরা বেঁচে ছিলো।

খুনি তার এক্সিশনের কাজ শেষ করে ট্রফিটা বের করে নেয়ার পর মেয়েটার উপরে ক্যুপ ডি গ্রেসের ধারালো কোপ চালিয়েছে   বাম থেকে ডানদিকে কণ্ঠনালী বরাবর একটামাত্র গভির সরু ক্ষত। যদিও পুলিশ খুনির বীর্য থেকে ডিএনএ পেয়েছিল কিন্তু এছাড়া তাদের কাছে আর কোন আশাব্যঞ্জক সূত্র ছিল না তাদের কাছে। তদন্ত আরও বেশি জটিল হয়ে পড়েছিল শুধু এই কারণে যে, ডোরা সেই এলাকায় পার্টিগার্ল হিসেবে খ্যাত ছিল। ওর আনাগোনা স্থানিয় প্রত্যেকটি বারেই ছিল, আর একবার দেখা হলেই সে পুরুষসঙ্গিকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসত।

যে রাতে সে মারা যায় সে রাতে যে পুরুষটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সে ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্র অ্যান্ড্রু ক্যাপরা। কিন্তু ক্যাপরার নাম পুলিশের নজরে ততদিন পর্যন্ত আসেনি যতদিন না সেখান থেকে প্রায় দুইশত মাইল দূরে সাভানায় একইভাবে আরও তিনটি মেয়েকে হত্যা করেছিল সে।

অবশেষে, জুন মাসের এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে তার হত্যালীলা শেষ হয়।

একত্রিশ বছর বয়সি ক্যাথারিন কর্ডেল সাভানার রিভারল্যান্ড হাসপাতালে চিফ মেডিকেল রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিল। সন্ধ্যেবেলায় তার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলে সে অবাকই হয়েছিল কিছু সময়ের জন্য। দরজা খুললে অ্যান্ড্রু ক্যাপরাকে দেখতে পায় নিজের বারান্দায়। অ্যান্ড্রু ছিল তার সার্জারি ইন্টার্নদের একজন। সেদিন হাসপাতালে অ্যান্ড্রুকে একটি ভুলের জন্য প্রচণ্ড বকুনি দিয়েছিল ক্যাথারিন। আর সে তার কাছে এসেছিল সেই ভুল থেকে নিজেকে মুক্ত করার আশায়।

আমি কি ভেতরে আসতে পারি আপনার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে?

বিয়ার খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তারা ক্যাপরার ইন্টার্ন হিসেবে পারফর্ম্যান্স পর্যালোচনা করে। তার কি ধরণের ভুল হয়েছে, তার অবহেলার কারণে কতজন রোগির অবস্থা শঙ্কায় পড়েছে, সবকিছু। ক্যাথারিনের এই কঠিন সত্য গ্রহণ করতে কিছুটা সময় লেগেছিল যে : ক্যাপরাকে ফেল করিয়ে দেয়া হয়েছে, সে যাতে সার্জারি প্রোগ্রাম শেষ না করতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেই সন্ধ্যায় কিছু সময় পরে, ক্যাথারিন ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল বাথরুম ব্যবহারের প্রয়োজনে। এরপর সে ফিরে এসে আবার কথাবার্তা শুরু করে বিয়ারটিও শেষ করে।

এরপর যখন তার জ্ঞান ফেরে নিজেকে নগ্ন এবং বিছানার সাথে নাইলনের কর্ড দিয়ে বাঁধা অবস্থায় আবিষ্কার করে ক্যাথারিন।

হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তার যে ছবিগুলো তোলা হয়েছে সেখানে এমন এক মেয়েকে দেখা যাচ্ছে যার চোখেমুখে লোমহর্ষক ঘটনার প্রভাব তখনও কাটেনি, কালশিটে পড়া মুখে গালের অংশ ভয়াবহভাবে ফুলে রয়েছে। মুর ছবিতে যা দেখল, তাতে করে তাকে একটিমাত্র বর্গের সদস্য হিসেবেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় : শিকার।

এটা নিছক কোন শব্দ নয় যা এই মেয়েটির দুর্বিষহ অবস্থার ব্যাখ্যা করতে পারে।

এরপর, সে আবারো কর্ডেলের জবানবন্দি পড়া শুরু করলে মাথার মধ্যে মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল যেন। শব্দগুলো কোন অচেনা শিকারের নয়, বরং এমন কারোর যার চেহারা সে ভালোভাবেই চেনে।

'আমি জানি না আমি আমার হাত কিভাবে মুক্ত করেছিলাম। আমার কব্জি ছিলে গেছে। যতটুকু মনে হয়, সজোরে নাইলনের কর্ডটি হয়ত টেনে ধরেছিলাম। আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার মাথায় পরিষ্কারভাবে এখন আর কিছুই আসছে না। যতটুকু মনে পড়ছে, আমি হাতের কাছে একটি স্কালপেল পেয়েছিলাম। নিজেকে বলেছিলাম, ট্রে থেকে স্কালপেলটি হাতে তুলে নিতে হবে। এই নাইলনের কর্ডটা কেটে ফেলতে হবে, আর সেটা করতে হবে অ্যান্ড্রু ক্যাপরা ফিরে আসার আগেই...

'আমার মনে পড়ছে, আমি বিছানার একদিকে পাশ ফিরে শুয়েছিলাম। মেঝেতে পড়ে গেছিলাম আমি টাল খেয়ে, মাথায় আঘাত পেয়েছিলাম। এরপর আমি বন্দুক খুঁজতে শুরু করি। সেটা আমার বাবার বন্দুক ছিল। সাভানায় তৃতীয় মেয়েটির খুনের ঘটনার পর সে আমাকে বন্দুকটা নিজের সাথে সবসময় রাখতে বলেছিল।

'আমি মনে করতে পারছি, বিছানার নিচে হাত দিয়ে বন্দুকটা খুঁজেছিলাম। কিছু সময় পরে বন্দুকের নাগাল পেয়েও গেছিলাম আমি। মনে পড়ছে, ঠিক তখনই পায়ের শব্দ পাই। এরপর খুব একটা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না। আমি তাকে গুলি করেছিলাম সম্ভবত। হ্যা, আমার এটুকুই মনে পড়ে। তারা আমাকে জানিয়েছিল, আমি ক্যাপরাকে দু-বার গুলি করেছিলাম। আমার ধারণা, হয়ত এটাই সত্য।'

মুর কিছু সময়ের জন্য বিরতি দিল। জবানবন্দির কিছু জিনিস তার কাছে বেখাপ্পা বলে মনে হলো। ব্যালিস্টিকরা নিশ্চিত করে বলেছিল, দুটো গুলিই একই বন্দুক থেকে ফায়ার করা হয়েছে। আর সেটা ক্যাথারিনের বাবার নামে নিবন্ধন করা ছিল। বন্দুকটা তারা বিছানার পাশে পড়ে থাকা অবস্থায় পায়। হাসপাতাল থেকে তার ব্লাড টেস্টের ফলাফলে দেখা যায়, তার রক্তে রোহিপনোল নামের এক ধরণের স্মৃতি নষ্ট করে দেয়া ওষুধ পাওয়া গেছে। সুতরাং তার স্মৃতিতে কিছু জিনিস শূন্য থাকাটাই স্বাভাবিক। ডাক্তারদের জবানবন্দি অনুসারে, যখন কর্ডেলকে এমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন সে হয় ওষুধের কারণে ঘোর লাগা অথবা প্রচণ্ড আঘাতজনিত কারণে ট্রমাটাইজ অবস্থায় ছিল। মাথায় খুব জোরে কেউ বাড়ি মারলেই কারও মুখে অমন কালশিটে দাগ পড়ে ফুলে যেতে পারে। সে মনে করতে পারেনি পরবর্তিতে ঠিক কিভাবে এবং কখন তাকে সজোরে বাড়ি মারা হয়েছিল।

BOIGHAR.COM

মুর ক্রাইম-সিনের ছবিগুলো দেখতে লাগল এবার। বেডরুমের মেঝের উপরে অ্যান্ড্রু ক্যাপরা মৃত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে আছে। তাকে দু-বার গুলি করা হয়েছে, একটি তার পেটে, অন্যটি চোখ বরাবর। দুটো গুলিই অনেক কম দূরত্ব থেকে করা হয়েছিল।

দীর্ঘ সময়ব্যাপি ছবিগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সে। ক্যাপরার দেহের অবস্থান আর রক্তের দাগের প্যাটার্নগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

অটোপসি রিপোর্টটি দেখল সে এবার, পরপর দু-বার পড়ল ওটা। এরপর আরেকবার ক্রাইম-সিনের ছবিগুলো দেখল। কিছু একটা খাপছাড়া রয়েছে এখানে, ভাবল মুর। কর্ডেলের জবানবন্দির সাথে কোন কিছু যেন মিলছে না।

তার ডেস্কে হঠাৎ একটি রিপোর্ট এসে পড়ল। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রিজোলির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল সে।

"তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু জানো?"

"কি এটা?"

"এলিনা অর্টিজের ক্ষতের মধ্যে যে চুল পাওয়া গেছে তার রিপোর্ট।"

মুর পুরো রিপোর্টে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শেষ বাক্য মনোযোগসহকারে পড়ে বলল, "আমার কোন ধারণাই নেই এ ব্যাপারে।"

১৯৯৭ সালে, বোস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সব শাখাকে একই ছাদের নিচে স্থানান্তর করা হয়েছিল বোস্টনের সবচাইতে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এলাকা রক্সব্যারির ঝকঝকে তকতকে শ্রেইডার প্লাজা নামক নতুন একটি কমপ্লেক্সে। লবিতে বিপুল পরিমাণে চকচকে গ্রানাইট পাথর ব্যবহার করার কারণে এখানকার পুলিশেরা এই জায়গাকে 'মার্বেল প্যালেস' বলে ডাকে। তারা একে নিয়ে কৌতুকও করে থাকে সচরাচর–'আমাদেরকে শুধু কয়েক বছর সময় দিন, আমরা এই জায়গাটিকে একসময় জঙ্গল বানিয়েই ছাড়ব।'

শ্রেইডার প্লাজা টিভিতে দেখানো পুলিশি সিরিজগুলোর সেই জীর্ণ পুলিশ স্টেশনের সাথে কোনক্ষেত্রেই মেলে না। দেখতে চকচকে এই বিল্ডিংটি অনেক বেশি আধুনিক, বড় বড় জানালা আর উজ্জ্বল স্কাইলাইট দিয়ে সজ্জিত। হোমিসাইড ইউনিট, নিজেদের কার্পেট বিছানো অফিস এবং কম্পিউটারসমৃদ্ধ ওয়ার্কস্টেশনগুলো যেকোন কর্পোরেট অফিসের সাথে অনায়াসেই টেক্কা দিতে পারবে। শ্রেইডার প্লাজায় পুলিশ যে বিষয়টি সব থেকে বেশি পছন্দ করে তা হল, বোস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সুশৃঙ্খল সুবিন্যাস।

হোমিসাইড ডিটেক্টিভদের জন্য ক্রাইম ল্যাবটি বেশি দূরে নয়, হলওয়ে থেকে বেরিয়ে বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ উইং বরাবর সেটির অবস্থান।

হেয়ার অ্যান্ড ফাইবার ডিপার্টমেন্টের সামনে পৌছালে মুর এবং রিজোলি দেখতে পেল ফরেনসিক সায়েন্টিস্ট এরিন ভলোচকো স্যাম্পলের কিছু খাম এদিক-ওদিক সাজিয়ে রাখছে।

"আমাকে এ পর্যন্ত যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে, তা হচ্ছে এই একটি চুল," এরিন বলল। "কিন্তু মাঝে মাঝে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়, শুধুমাত্র একটা চুল থেকেও কত তথ্যই না বের করা সম্ভব। যাই হোক, এদিকে এসো।" এলিনা অর্টিজের কেস নাম্বারের সাথে খামটি মিলিয়ে নিয়ে সেখান থেকে একটি মাইক্রোস্কোপিক স্লাইড বের করে আনলো সে। "লেন্সের নিচে এটা ঠিক কেমন দেখাবে সেটা আমি তোমাদের দেখাতে চাই। নিউমেরিক্যাল স্কোর আমি আমার রিপোর্টে এরইমধ্যে লিখে দিয়েছি।"

"এই নম্বরগুলো?"পৃষ্ঠাতে লেখা একটি বিশাল অঙ্কের স্কোরিং কোডের দিকে তাকিয়ে বলল রিজোলি।

"ঠিক ধরেছো। প্রত্যেকটি কোড ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের চুল, তাদের রঙ এবং আণুবীক্ষণিকভাবে তার বক্রতার ধরণ ব্যাখ্যা করে। এই চুলটির কথায় যদি ধরো, এটা এ০১–মানে গাঢ় ব্লন্ড ধরণের। এর বক্রতার ধরণটা বি০১-এ পড়ে। মানে, কিছুটা বাঁকা ভাব আছে, এটার বক্রতার ব্যাস আশি থেকে কিছুটা কম। কিছুটা বাঁকা, নইলে চুলটা সোজা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে যেত। এটির শ্যাফট লেন্থ্ চার সেন্টিমিটার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই চুলটি নিজের টেলোজেন পর্যায়ে রয়েছে যার কারণে এটির কোন এপিথেলিয়্যাল টিস্যু নেই।"

"মানে কোন ডিএনএ পাওয়া যায়নি, তাই তো?"

"ঠিক ধরেছো। টেলোজেন মূলের বৃদ্ধির একটি প্রান্তিক পর্যায়। এই চুলটি প্রাকৃতিকভাবেই মাথা থেকে পড়ে গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে যা দাঁড়ায়, এটাকে কেউ টেনে ছেঁড়েনি। যদি মূলগুলোতে এপিথেলিয়্যাল কোষ থাকত, আমরা সেগুলোর নিউক্লাই থেকে ডিএনএ বিশ্লেষণ করতে পারতাম। কিন্তু এই চুলের তন্তুটির এমন কোন কোষই নেই।"

রিজোলি এবং মুর হতাশাজনক দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাল।

"কিন্তু," এরিন আরও বলল, "আমাদের এখানে আরও কিছু রয়েছে যা সত্যি চমকপ্রদ। যদিও ডিএনএ-র মত অত সাহায্যকারি হবে না তারপরেও এটি তোমাদেরকে সন্দেহভাজনকে খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে, স্টার্লিংয়ের কেসে আমরা এরকম কোন চুল পাইনি, যা দিয়ে ম্যাচিং করতে পারতাম।" মাইক্রোস্কোপের লেন্সের দিকে একভাবে তাকিয়ে সে কিছুসময় পরে তাদেরকে দেখার জন্য জায়গা করে দিল। "দেখো একটু।"

মাইক্রোস্কোপের একটি টিচিং আইপিস থাকায় মুর এবং রিজোলি একইসাথে স্লাইডটি দেখার সুযোগ পেল। লেন্সের মাধ্যমে মুর দেখতে পেল, একটি তন্তুর মত অংশ কিছু নডিউলসের বিন্দু বিন্দু কণার সমন্বয়ে গঠিত।

"এই ছোট ছোট বিন্দুর মত জিনিসগুলো কি?" রিজোলি জানতে চাইল। "এটা তো স্বাভাবিক নয়।"

"এটা যে শুধু অস্বাভাবিক তা নয়, এটা অনেক বেশি বিরলও," এরিন বলল।

BOIGHAR.COM

"চুলের এই ধরণের অবস্থাকে ট্রাইকোরহেক্সিস ইনভ্যাজিনাটা বলা হয়ে থাকে, সাধারণ ভাষাতে যা 'ব্যাম্বু হেয়ার' নামে পরিচিত। খুব ভালো করে খেয়াল করলে এ নামের সার্থকতাটাও বুঝতে পারবে। ছোট ছোট নডিউলস থাকার কারণে এগুলোকে বাঁশদন্ডের মত দেখাচ্ছে না?"

"নডিউলস কি?" মুর জানতে চাইলো।

"এগুলো চুলের ফাইবারের বিচ্ছিন্ন একটি ক্রুটি ধরে নাও। দুর্বল ধরণের কিছু দাগ যা চুলের গোঁড়াকে ভাঁজ হয়ে থাকতে বাধ্য করে, বল অ্যান্ড সকেটের মত। সেগুলোই ঐ দুর্বল ধরণের ছোপ ছোপ দাগ, যা চুলের নিচের দিকে ভাগের ভাঁজ হয়ে থাকার জন্য আরও বেশি স্ফীত হয়ে আছে।"

"এই অবস্থা সৃষ্টি হয় কিভাবে?"

"এই ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে, অনেক বেশি সময় ধরে হেয়ার প্রসেসিংয়ের জন্য । ডাই ব্যবহারের ফলে এ ধরণের জিনিসে হতে পারে। যেহেতু ধারণা করা হচ্ছে আমাদের খুনি একজন পুরুষ, আর আমি তার চুলে কৃত্রিম রঙ লাগানোর কোন নমুনা এরমধ্যে পাইনি তাই আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তার চুলের এই অবস্থা হেয়ার প্রসেসিংয়ের কারণে হয়নি। বরং এর কারণ জিনগত কিছু অস্বাভাবিকতা।"

"কি ধরণের?"

"সম্ভবত সে নেথারটন'স সিন্ড্রোমে আক্রান্ত। এটা এক ধরণের অটোসোমাল রিসিসিভ কন্ডিশন যা কেরাটিন ক্রমবিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। কেরাটিন একধরণের শক্ত, ফাইব্রাস প্রোটিন যা চুলে এবং নখে পাওয়া যায়। এটা আমাদের ত্বকের বহিরাবরণও।"

"কোন জিনগত ক্রুটির ফলে কেরাটিনের যদি স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ না হয়, তাহলে কি এসব ক্ষেত্রে চুল পাতলা হয় এদের?"

এরিন সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো। "এটা শুধুমাত্র চুলকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, নেথারটন'স সিন্ড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তির এক প্রকারের স্কিন ডিসঅর্ডারও দেখা যায়। তাদের চামড়া খসখসে এবং আঁশের মত হয়।"

"তাহলে আমরা যে খুনিকে খুঁজছি তার খুশকির সমস্যা রয়েছে?" রিজোলি জিজ্ঞেস করল।

"প্রকৃত সত্যটা এর থেকেও হয়ত এক ধাপ এগিয়ে আছে। এ ধরণের রোগিদের ক্ষেত্রে বিষয়টা আরও প্রকট আকার ধারণ করে যাকে আমরা ইকথায়োসিস বলে থাকি। তাদের চামড়া এতটাই শুষ্ক হয়ে যায় যে দেখে মনে হবে অনেকটা কুমিরের চামড়ার মতো।"

রিজোলি হেসে ফেলল। "তাহলে আমরা সরীসৃপ মানবের সন্ধানে নেমেছি! এরফলে সন্ধানের ব্যাপ্তি কমে আসবে নিশ্চয়।"

"উহু, একেবারেই না। গ্রীষ্মকালে তো নয়-ই।"

"গ্রীষ্মকালের সাথে এর আবার কিসের সম্পর্ক?"

"এই সময়ের তাপ এবং আর্দ্রতা চামড়ার শুষ্কভাব কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়। বছরের এই সময়টাতে তাই তাকে স্বাভাবিক আর দশটা মানুষের মতই দেখাবে তাকে।"

রিজোলি এবং মুর একে অপরের দিকে তাকালো, দু-জনের চিন্তা এখন একই দিকে কাজ করছে।

দুটো খুনের ঘটনা গ্রীষ্মকালেই ঘটেছে।

"তাপ যত বাড়বে," বলল এরিন, "সে অন্যদের মধ্যে আরও সহজে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে পারবে।"

"এখন কেবল জুলাই মাস চলছে," রিজোলি বলল।

মাথা নাড়াল মুর। "তার শিকারের সময় কেবল শুরু হয়েছে বলা যায়।"

*

জন ডো শিরোনামের রোগি নিজের আসল নামটা ফিরে পেয়েছে শেষ পর্যন্ত। এমারজেন্সি রুমের নার্সরা একটি আইডি ট্যাগ খুঁজে পেয়েছে তার চাবির রিঙের সাথে। লোকটার নাম হারম্যান গোয়াডস্কি, ঊনসত্তর বছর বয়স তার।

ক্যাথারিন তার রোগির সার্জিক্যাল ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের কিউবিকলে দাঁড়িয়ে তার বিছানার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা মনিটর এবং যন্ত্রপাতিসমূহ নিরীক্ষার কাজ করছে। অক্সিলোস্কোপে স্বাভাবিক ইকেজি রিদমের রেখা দেখা যাচ্ছে। আর্টেরিয়াল ওয়েভগুলো ১১০/৭০ নির্দেশ করছে, রিডিং দেখে বোঝা গেল তার সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেসারের লাইন কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে ঠিক বাতাসে আন্দোলিত ঢেউয়ের মত। নম্বরগুলো পরীক্ষা করে বুঝতে পারল ক্যাথারিন, মি. গোয়াডস্কির অপারেশন অবশেষে সাফল্যের সাথে করতে পেরেছে সে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি তার, নিজের পেনলাইট দিয়ে বাম চোখের তারা পরীক্ষা করল প্রথমে, এরপর ডান চোখ। সার্জারির প্রায় আট ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও সে এখনও পর্যন্ত কোমাতেই রয়েছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখল তার বুক ভেন্টিলেটরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওঠা নামা করছে। এই মানুষটিকে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু আসলে কতটুকু রক্ষা করতে পেরেছে তাকে? নিথর দেহ এখন এটি, যেখানে হৃদযন্ত্র সচল কিন্তু মস্তিস্ক অচল হয়ে আছে।

গ্লাসে নখের খটখটানি শব্দ পেল। কিউবিকলের জানালা দিয়ে ক্যাথারিন দেখতে পেল তার সার্জিক্যাল পার্টনার ড. পিটার ফ্যাল্কোকে। তাকে লক্ষ্য করে হাত নাড়াচ্ছে সে, হাসিখুশি চেহারাটায় উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠেছে।

কিছু সার্জন অপারেশন রুমে তাদের নিজস্ব ক্রোধ কারও উপর নির্গমনের জন্য পরিচিতি পায়। কিছু কিছু সার্জন এমন এক দম্ভ নিয়ে অপারেটিং স্যুটে প্রবেশ করে

যেন সার্জিক্যাল গাউন পরেনি সে বরং রাজপোশাক পরে এসেছে। আবার কিছু কিছু নিজেদেরকে প্রকৌশলিদের মতো ভাবে, যাদের কাছে রোগিরা যান্ত্রিক কোন বস্তু এবং তাদের দেহ মেরামত করাই তাদের কাজ।

এখানে সেই একই জায়গায় রয়েছে পিটার ফ্যাল্কো। হাসিখুশি এবং উচ্ছ্বসিত পিটার, যাকে অপারেশন রুমে সচরাচর বেসুরো কণ্ঠে এলভিসের গান গাইতে শোনা যায়, নিজের অফিসে যে কাগজের প্লেন বানিয়ে খেলা করে, আর পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডের বাচ্চাদের সাথে খুশিমনেই মাটিতে বসে পড়ে লেগোস খেলে। পিটারের সেই স্বভাবসুলভ হাসিমাখা মুখ দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। যখন ক্যাথারিন দেখল পিটার তার দিকে উদ্বেগ নিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে, সে দেরি না করে রোগির কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এলো।

"সবকিছু ঠিকঠাক আছে?" জানতে চাইল সে।

"এই তো, ফিনিশিং রাউন্ডে এসেছি।"

পিটার তাকে পাশ কাটিয়ে মি. গোয়াডস্কির বিছানার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টিউব আর যান্ত্রিক জিনিসগুলোর দিকে দৃষ্টি বোলাল। "আমি শুনলাম তুমি তাকে অনেক বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেছ। বারো ইউনিট রক্ত লেগেছে তার।"

"আমি জানি না তুমি এটাকে জীবন রক্ষা বলবে কিনা," ক্যাথারিন তার রোগির দিকে তাকাল। "সবকিছুই ঠিকঠাক কাজ করছে, শুধু মস্তিষ্কটা ছাড়া।"

কিছু সময়ের জন্য তারা কেউ কোন কথা বলল না, দু-জনেই মি. গোয়াডস্কির বুকের ওঠা-নামা দেখল।

"হেলেন আমাকে বলেছে, দু-জন পুলিশ আজ নাকি তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিল," পিটার বলল। "কি হয়েছে, বলবে?"

"এটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।"

"পার্কিং টিকেট কাটতে ভুলে গিয়েছিলে, এরকম কিছু?"

ক্যাথারিন হেসে ফেলল তার এই কথা শুনে। "হ্যা, ঠিক বলেছ, আমি অপেক্ষা করছিলাম তুমি কখন আমাকে জামিনে ছাড়িয়ে নিতে আসবে।"

তারা এসআইসিইউ থেকে বের হয়ে হলওয়ে বরাবর চলতে থাকল। লম্বা আর লিকলিকে গড়নের পিটার তার পাশ দিয়ে লাফানোর মত করে হাঁটছে। এলিভেটরে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঠিক আছ তো, ক্যাথারিন?"

"কেন? আমাকে দেখে কি তোমার ঠিকঠাক বলে মনে হচ্ছে না?"

"সত্যি বল?" সে ক্যাথারিনের মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। নীল চোখ দুটো যেন ক্যাথারিনকে ভেদ করে ফেলছে। "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার এক গ্লাস মদ আর বাইরে ডিনার করা দরকার। আর সেটা আমার সাথে!"

"টোপ দিচ্ছ মনে হচ্ছে।"

"তাই?"

"হুম। আমার অবশ্য মনে হচ্ছে আমাকে এখানে রাত পর্যন্ত থাকতে হবে।"

পিটার মেকি মুষ্টিবদ্ধ করে নিজের বুকে বাড়ি মারল যেন কথাটা শুনে সে দারুণ মর্মাহত হয়েছে। "আবার বল কথাটা! আমাকে বল, তোমার সাথে কি অন্য কারও সম্পর্ক চলছে?"

মুচকি হেসে উত্তর দিল সে, "ব্যাপারটা আমি তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম।"

"এটা কেমন কথা, বলত? একটা ছোট্ট পাখি আমাকে এসে বলল শনিবার নাকি তোমার জন্মদিন আছে। চল, তোমাকে আমার প্লেনে করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

"পারব না হয়ত। আমার সেদিন একটা রোগির সাথে মিটিং আছে।"

"তুমি তোমার ডিউটি অ্যামেসের সাথে বদলে নিতে পার। আমিও তার সাথে এ নিয়ে কথা বলতে পারি।"

"ওহ, পিটার। তুমি তো জানোই, আমি প্লেনে জার্নি পছন্দ করি না।"

"দয়া করে বলো না, তোমার বিমান ভ্রমণে ফোবিয়া রয়েছে?"

"আমি প্লেন ছাড়ার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে খুব একটা পারদর্শি নই।"

সে কথাটা শুনে মাথা নাড়ল অবশেষে। "ক্লাসিক সার্জিক্যাল পারসোনলিটি।"

"আমাকে নার্ভের দিক দিয়ে পীড়িত বলার অভিনব উপায় বের করেছ তাহলে?"

"তাহলে আমরা ফ্লাইং ডেটে যাচ্ছি না, তাই তো? আমি তোমার মনকে পরিবর্তন করার সুযোগ পেলাম না?"

"আমার মনে হয় না।"

হাঁফ ফেলল পিটার। "যাই হোক, আমার এটুকুই বলার ছিল। আমার অংশটুকু মঞ্চস্থ করা শেষ।"

"আমি জানি। তুমি এগুলোকে এখন আবারো রিসাইকেল করবে।"

"এই একই কথা আমাকে হেলেনও বলেছে।"

সে তার দিকে খুব আশ্চর্য হয়েছে এমনভাবে তাকাল। "হেলেন তোমাকে আজকাল টিপস দিচ্ছে, তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক কিভাবে পটাবে?"

"সে বলেছে, আমার মত নিরীহ মানুষকে এভাবে দুর্ভেদ্য একটি দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকে দেয়া ঘটনার দর্শক হতে পারবে না সে। মানে, এটা সে সহ্য করতে পারবে না।"

এলিভেটর থেকে বের হওয়ার সময় তারা দুজনেই হেসে ফেলল। নিজেদের স্যুটের দিকে এগোল তারা। দু-জন সহকর্মির মধ্যে এটা এমন এক সুখপ্রদ হাসির নমুনা যারা জানে কিভাবে নিজেদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করা যায়। এই পর্যায়ে অন্যান্য অনুভূতিগুলো আঘাতপ্রাপ্ত হয় না, আবেগগুলো শূলেও চড়ে না। নিরাপদ পর্যায়ের প্রেমের ভান এটা, যা দু-জনকে সত্যি সত্যি জড়িয়ে পড়া অবস্থা থেকে মুক্ত রাখে। খেলাচ্ছলে পিটার তাকে বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; যেমনটি ক্যাথারিন তার নিজস্ব খেলাচ্ছলে নাকচ করে দিয়েছে। তাদের এই কৌতুকের সামিল হয় গোটা অফিস।

BOIGHAR.COM

পাঁচটা ত্রিশ বেজে গেছে ততক্ষণে, সব স্টাফ সেদিনকার মত চলে গেছে। পিটার নিজের অফিসে ঢুকলে ক্যাথারিনও তার অফিসে গিয়ে ল্যাব কোটটা জায়গামত রেখে পার্সটা নিয়ে নিল। কোটটা দরজার হুকের সাথে লাগাতে গেলে হঠাৎ করে একটা চিন্তা এসে ভর করল তার মাথায়।

হলওয়ে দিয়ে হেঁটে পিটারের অফিসে ঢুকল সে। চোখে চশমা লাগিয়ে চার্টগুলোকে আবার দেখছে পিটার। ক্যাথারিনের অফিসের তুলনায় পিটারের অফিসটি যেন জঙ্গল। ট্রাশ ক্যান কাগজের প্লেন দিয়ে ভরে ফেলেছে সে। চেয়ারের উপর বই আর সার্জারির জার্নালগুলো থরে থরে সাজিয়ে রাখা। ঘরের একটি দেয়াল জুড়ে ফিলোডেনড্রনের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই পাতার জঙ্গলের মাঝখানে পিটারের ডিপ্লোমাগুলো উঁকিঝুঁকি মারছে এমআইটি থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারি সে, আর হার্ভাড মেডিকেল স্কুল থেকে এম.ডি করেছে।

"পিটার? একটা পাগলাটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে এলাম।"

চশমার উপর দিয়ে ক্যাথারিনের দিকে তাকাল সে। "তাহলে তুমি হয়ত সঠিক মানুষের কাছেই এসেছ।"

"তুমি কি আমার অফিসে গিয়েছিলে?"

"এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আমি কি আমার আইনজীবির সাথে ফোনে কথা বলতে পারি?"

"শোন ভালো করে। আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞেস করছি তোমাকে।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাথারিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলল সে, "না, আমি তো যাইনি। কেন?"

"মনে করো না কিছু। সে-রকম কোন ব্যাপার নয়।" ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে, চেয়ার থেকে পিটারের উঠে দাঁড়ানোর শব্দ পেল। সে-ও ক্যাথারিনের অফিসে তাকে অনুসরণ করে চলে এলো।

"বড় কোন ব্যাপার নয় মানে কি?" জিজ্ঞেস করল তাকে।

"আমি বোধ হয় অবসেশিভ কম্পালশিভ হয়ে পড়ছি, আর কিছুই না। খুব বিরক্ত হয়ে পড়ি যখন যেখানকার যে জিনিস থাকার কথা সেখানে না পাই।"

"যেমন?"

"আমার ল্যাব কোট। আমি সবসময় এটা দরজার সাথে ঝুলিয়ে রাখি, কিন্তু কখনও কখনও এটাকে আমি ফাইল ক্যাবিনেটের উপরে নয়তো চেয়ারের উপরেও পাই। আমি জানি, এই কাজ হেলেন কিংবা অন্য কোন সেক্রেটারির নয়। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"যে মহিলা তোমার ঘর পরিস্কারের কাজ করে সে তাহলে করেছে এটা?"

"সব থেকে বেশি মাথা খারাপ হয়েছিল আমি আমার স্টেথোস্কোপটা জায়গামতো খুঁজে না পেয়ে।"

“এটা এখনও পাওনি তুমি?”

“আমাকে নার্সিং সুপারভাইজারের স্টেথোস্কোপ নিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে।”

ভ্রুকুটি করে পিটার ঘরের চারিদিক দেখে নিল। “ঐ তো, ওখানে...বুকশেল্ফের উপরে।” শেল্ফের কাছে গিয়ে বইয়ের উপরে প্যাঁচানো অবস্থায় পড়ে থাকা স্টেথোস্কোপটি নিয়ে এলো সে।

নীরবে হাতে নিয়ে স্টেথোস্কোপটার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সেটি কোন ভিনগ্রহের জিনিস। কিংবা একটি কালো রঙের সাপ তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে!

“অ্যাই, কি হয়েছে, খুলে বলো তো আমাকে?”

গভিরভাবে নিঃশ্বাস নিল ক্যাথারিন। “আমার মনে হয় আমি খুব ক্লান্ত।” স্টেথোস্কোপটিকে ল্যাব কোটের বাম পকেটে রেখে দিল সে, যেখানে সচরাচর রাখে সেটা।

“তুমি কি নিশ্চিত, শুধু এটুকুই? আরও কি কিছু আছে যা তোমাকে চিন্তিত করছে?”

“আমি বাড়ি যেতে চাই।” ক্যাথারিন নিজের অফিস থেকে বের হলে পিটার তাকে হল অবধি অনুসরণ করে এগোতে লাগল।

“এটা কি সেই দু-জন পুলিশ অফিসারের এখানে আসার কারণে? দেখ, তুমি যদি কোন ধরণের সমস্যায় পড়–যদি আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি–”

“আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই, ধন্যবাদ তোমাকে।” তাকে দেখে যতটা না ঠাণ্ডা মনে হল, উত্তরটা যেন সেই তুলনায় হিমশীতল শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে তার খারাপও লাগল এটা ভেবে। পিটার এ ধরণের কথা শোনার মত কাজ করেনি।

“তোমাকে একটা কথা জানাই, তুমি যদি মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে কোন সমস্যার সমাধান চাও সেটা তোমার জন্য ক্ষতিকর হবে না,” শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল সে। “আমরা তো একসাথেই কাজ করি, তাই না? আমরা পার্টনার। তোমার কি মনে হয় না, সেটা?”

কোন উত্তর দিল না ক্যাথারিন।

নিজের অফিসে ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলো পিটার। “সকালে দেখা হবে তোমার সাথে।”

“পিটার?”

“কি।”

“ঐ দুই পুলিশ অফিসারের সম্পর্কে জানতে চাও, তারা কেন আমার কাছে এসেছিল?”

“আমাকে বলার কোন প্রয়োজন নেই তোমার।”

“না, প্রয়োজন আছে। যদি আমি তোমাকে কিছুই না জানাই তাহলে তুমি হয়ত ভুল বুঝবে। তারা আমাকে একটি হোমিসাইড কেসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে

BOIGHAR.COM

এসেছিল। বৃহস্পতিবার রাতে একটি মেয়ের খুনের ব্যাপারে। তারা মনে করেছে আমি হয়ত সেই মেয়েটাকে চিনি।”

“চেনো নাকি?”

“না। তাদের সামান্য ভুল ধারণা ছিল, এই,” হাঁফ ফেলল সে।

*

ক্যাথারিন নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ডেড বোল্ট আটকিয়ে ফেললে অনেকটায় সুরক্ষিত মনে হয় তার।

দরজা বন্ধ করার পর চেইনও তুলে দিল সে। তার অ্যাপার্টমেন্টটি নিরাপদভাবে ব্যারিকেড দেয়া। নিজের জুতোজোড়া খুলে, পার্স আর গাড়ির চাবিটা চেরিউড বাটলার টেবিলের উপরে রেখে লম্বা মোজা পরে নিল সে। নরম তুলতুলে সাদা কার্পেটের উপর দিয়ে নিজের লিভিং রুমের দিকে গেল। সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিংয়ের বদৌলতে বাইরের তুলনায় ফ্ল্যাটের ভেতরে অনেক ঠাণ্ডা। বাইরের পরিবেশ ছিয়াশি ডিগ্রিতে উঠে গেলেও এই বাড়ির তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে কখনও বাহাত্তর ডিগ্রির উপরে ওঠ না, আর শীতকালে আট ডিগ্রিতেই থাকে। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন কিছু সময় আসে যখন অনেক কাজই চিন্তা ছাড়া, আগে থেকে নির্ধারণ না করেই করতে হয়।

কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউয়ের এই বারো ইউনিটের কন্ডোমিনিয়াম ক্যাথারিন পছন্দ করেছিল কারণ এটি একেবারে নতুন, সাথে একটা সুরক্ষিত পার্কিং গ্যারেজ আছে এতে। যদিও তার ব্যাক বে'র বাড়ির তুলনায় এটা ছবির মত সুন্দর লাল ইটের ঐতিহাসিক কোন বিল্ডিং নয়। এই বিল্ডিংটায় পুরনো বিল্ডিংয়ের মত পানির লাইন আর ইলেক্ট্রিক্যাল সমস্যা নেই। অনিশ্চয়তা ক্যাথারিন একেবারেই সহ্য করতে পারে না। এ কারণে সে তার ফ্ল্যাট একেবারে দাগহীন বানাতে চেয়েছে। কিছু কিছু রঙের ছোপ ছোপ দাগ ছাড়া এটিকে পুরোপুরি সাদা রঙে সজ্জিত করেছে সে। সাদা কাউচ, সাদা কার্পেট, সাদা টাইলস–শুদ্ধতার প্রতীক যে রঙ। অস্পর্শী এবং কৌমার্য আছে তাতে।

বেডরুমে গিয়ে নিজের পোশাক বদলে নিল সে। স্কার্টটা ঝুলিয়ে রেখে, ব্লাউজটা ড্রাই ক্লিনারের ব্যাগে ফেলে দিল পরিস্কারের জন্য। ঢিলেঢালা স্ল্যাকস আর স্লিভলেস সিল্কের ব্লাউজ পরে নিল। রান্নাঘরে খালিপায়ে ঢোকার পর নিজেকে শান্ত আর সংযত অবস্থায় পেল সে।

আজ সারাটা দিন এরকম অনুভূতি সে এক ফোঁটাও অনুভব করতে পারেনি। তার সাথে দু-জন ডিটেক্টিভের দেখা করতে আসার পর থেকে কেনজানি ভেতরে ভেতরে কাঁপছে সে। সারাটা বিকেল জুড়ে এসব কারণে খুঁটিনাটি কিছু গাফিলতি করে ফেলেছে। ভুল ল্যাব স্লিপ পাঠানো, মেডিকেল চার্টে ভুল তারিখ লেখা–সবই একই

চিন্তার অংশ। শুধুমাত্র ছোটখাট ভুল নয় এগুলো, বরং এমন কিছু যা দেখে সমুদ্রতীরে ঢেউ আছড়ে যাওয়ার পরে বালুতে যে ভাঁজের সৃষ্টি হয়, সেরকম কিছু একটা মনে পড়ল তার। দু-বছর ধরে সাভানাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির সব চিন্তা গোপন রাখতে চেয়েছে ক্যাথারিন। এখনও মাঝে মাঝে, বিনা সংকেতে সেই ছবিগুলো তার মাথায় ফিরে ফিরে আসে, অনেকটা ধারালো ছুরি দিয়ে সৃষ্ট ক্ষতের মত। কিন্তু সে এ সবকিছু কাটিয়ে উঠতে চায়, অন্য চিন্তার মধ্যে ব্যস্ত রাখতে চায় নিজেকে। আজ সে কোনভাবেই দুঃসহ স্মৃতিগুলোকে মাথা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছে না। কোনভাবেই ভান করতে পারছে না, সাভানার ঘটনাটি কখনও ঘটেনি তার সাথে।

খালি পায়ের নিচে রান্নাঘরের ঠাণ্ডা টাইলসের ছোঁয়া পেল সে। স্ক্রুডাইভার দিয়ে নিজেকে জোড়া লাগানোর মত, ভদকা পান করলো কিছুটা। ভদকায় চুমুক দিতে দিতে পার্মিসান চিজ আর ছোটছোট করে কাটা টমেটো, পেঁয়াজ কাটতে লাগল। সকালের নাস্তার পর সারাদিনে আর কিছুই খায়নি। অ্যালকোহল তার রক্তের সাথে পানির মত যেন নিমিষেই মিশে গেল। ভদকার ছোঁয়া তাকে কিছুটা সুখি করল যেন, অসাড় লাগলো নিজেকে হঠাৎ করেই। কাটিং বোর্ডে ছুরি হাতে সব্জিগুলো কাটার সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আগের মানসিক অবস্থা ফিরে পেল। তাজা ব্যাসিল আর রসুনের গন্ধে সারা ঘর ম-ম করছে। রান্নার কাজটাই যেন একটা থেরাপি।

পাস্তা, সালাদ আর মদ নিয়ে সিডি প্লেয়ারে ডিবাসি ব্যাকগ্রাউন্ডের সুমধুর সুর শুনতে শুনতে খাদ্যগুলো তৃপ্তি সহকারে খেতে লাগলো সে। অনেক ক্ষুধা থাকলেও, মনোযোগ দিয়ে খাবারগুলো তৈরি করলেও, সবকিছু কেনজানি তার কাছে স্বাদহীন বলে মনে হলো। যেন ঘন আর আঠালো জিনিসগুলো জোর করে গিলতে বাধ্য হচ্ছে। দ্বিতীয় গ্লাস মদ পান করার পরেও তার কণ্ঠ থেকে সেই পিণ্ডভাবটি কেটে গেল না। কাঁটা চামচ রেখে অর্ধেক ফেলে রাখা খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। সুরের মূর্ছনায় নিজেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আবিষ্কার করল সে।

হাতের পেছনে মুখ লুকাতে চাইল। প্রথমে কোন শব্দ বেরোল না তার মুখ দিয়ে। যেন তার কষ্টগুলো কোন গুপ্ত বোতলের মধ্যে অনেকদিন ধরে বন্দি। সময়ের ব্যবধানে যার সিল আটকে গেছে। কিছু সময় পর তার কণ্ঠে এক তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল, নিস্তব্ধ গোঙানির মত। শ্বাস আটকে গেল যেন। সুদীর্ঘ দু-বছর পর হঠাৎ তার চাপা কষ্টগুলো অশ্রু হিসেবে বর্ষিত হলো এ মুহূর্তে। আবেগের প্রবল উদ্দামতা দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেল সে, কারণ নিজেকে কোনভাবেই সংযত করতে পারছে না। কষ্টগুলোর গভিরতা মাপতে পারছে না কোনভাবেই। সেগুলোর ব্যাপ্তি ঠিক কতটা অথবা সেগুলোর কোন শেষবিন্দু আছে কিনা জানে না সে। ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদল ক্যাথারিন যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গলা ভারি হয়ে এলো, যতক্ষণ না তার ফুসফুস হাঁপিয়ে উঠলো। কান্নাগুলোর শব্দ যেন গভির কোন অভেদ্য অ্যাপার্টমেন্টে বন্ধ হয়ে ছিল এতদিন।

নিজের সবটুকু কান্না নিঃশেষ করে দেয়ার পর কাউচে শুয়ে পড়ল সে, হারিয়ে

গেল গভির ঘুমের রাজ্যে।

অনেক সময় পরে ঘুম ভাঙলে নিজেকে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে আবিষ্কার করল ক্যাথারিন। হৃদপিণ্ড ধড়ফড় করছে এখন তার, ব্লাউজ ঘামে ভিজে গেছে। সেখানে কি কোন শব্দ হয়েছিল এই সময়টুকুর মধ্যে? গ্লাস ভাঙা অথবা পদধ্বনির শব্দ? কোন ধরণের শব্দ পেয়ে কি সে ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠল? একটুও নড়াচড়া করার সাহস পর্যন্ত পেল না সে, যদি বাড়িতে গুপ্ত অনুপ্রবেশকারির পরবর্তি পদক্ষেপ আর শুনতে না পায়।

জানালা দিয়ে বাইরে থেকে ঘূর্ণায়মান আলোর ছটা এসে পড়ছে, বাড়ির নিচ দিয়ে চলে যাওয়া কোন গাড়ির হেডলাইট যার উৎস বলে ধারণা করে নিল সে। লিভিং রুম উজ্জ্বল দেখাল এই কারণে। কিছু সময় পরে আবার অন্ধকারে ডুবে গেল। ভেন্ট থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের হিসহিসানি শব্দ শুনতে পেল ক্যাথারিন, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা রেফ্রিজারেটরের গোঁ গোঁ শব্দ। অপরিচিত কোন শব্দ ছিল না সেগুলো। অন্তত এমন কোন শব্দ তো নয়-ই যা তাকে ভয়ের রাজ্যে ঠেলে দেবে।

উঠে বসে সাহস জড়ো করে ঘরের লাইট জ্বালানোর কথা ভাবল সে। কল্পনা করল, ভয়ার্ত ভাবগুলো আলোর উষ্ণ সংস্পর্শে এসে উবে যাচ্ছে। কাউচ থেকে উঠে, প্রতিটা ঘর ঘুরে লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিল, ক্লোজেটগুলো পরীক্ষা করে দেখল। যুক্তিসংগতভাবে চিন্তা করতে গিয়ে দেখল, তার বাড়িতে কোন অনুপ্রবেশকারির পা পড়েনি। উন্নত প্রযুক্তির অ্যালার্ম সিস্টেম দিয়ে সার্বক্ষণিক সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে তার বাড়িটা, এর ডেড বোল্ট আর শক্ত করে আটকানো জানালাগুলো অনেক বেশি সুরক্ষিত, অন্ততপক্ষে অন্য বাড়ির থেকে। কিন্তু সে ক্ষান্ত হল না যতক্ষণ পর্যন্ত না খতিয়ে দেখার কাজ চলল। প্রতিটা অন্ধকার কোণ দেখে নিল সে। অবশেষে সন্তুষ্ট হল এই ভেবে, তার বাড়ির নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় কোন ফাঁটল নেই। আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারল যেন।

এখন দশটা ত্রিশ বাজে। বুধবার। এখন কারও সাথে কথা বলাটা খুব দরকার আমার। আজকে রাতে বিষয়টা আমি একা এভাবে হজম করতে পারব না।

নিজের ডেস্কে বসে কম্পিউটার চালু করে অপেক্ষা করল ক্যাথারিন। কিছুক্ষণ পর স্ক্রিনে কিছু ভেসে উঠল। এটাই তার জীবনীশক্তি, তার থেরাপিস্ট। এই ইলেক্ট্রনিক্স আর তার এবং প্লাস্টিকের সমন্বিত যন্ত্রগুলোই যাবতীয় কষ্ট থেকে তাকে কিছুটা হলেও মুক্ত রাখে।

নিজের স্ক্রিন নেম 'সিকর্ড' টাইপ করল সে। এরপর ইন্টারনেটে ঢুকে মাউসে কয়েকবার ক্লিক করার পর কিবোর্ডে কিছু শব্দ টাইপ করে তার প্রাইভেট চ্যাট রুমে ঢুকে পড়ল, যার নাম : উইমেনহেল্প।

প্রায় আধ ডজন পরিচিত স্ক্রিন নেম দেখতে পেল সে। সবাই অপরিচিত আর ছদ্মনামে থাকে এখানে, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এই সাইবার দুনিয়ায় নিজেদের নিরাপদ আর বেনামি একটা স্বর্গ খুঁজে নিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থিরভাবে বসে

থেকে স্ক্রিনে ভেসে ওঠা মেসেজ পড়তে লাগল। মনের কানে সেই সব মেয়েদের কথা এখন শুনতে পাচ্ছে, যাদের কাউকেই চেনে না এই ভার্চুয়াল পৃথিবীর বাইরে।

লরি৪৫: তাহলে কি করবে তুমি?

ভোটিভ আমি তাকে বলেছি আমি প্রস্তুত নই। আমার এখনও আগের ঘটনাগুলো বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি তাকে বলেছি, যদি সে আমার প্রতি যত্নবান হয়ে থাকে, তাহলে আমার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

এইচব্রেকার : ভালো তোমার জন্য।

উইস্কি৯৮ : খবরদার, নিজেকে আর আক্রমণ হতে দেবে না তুমি।

লরি৪৫: সে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে?

ভোটিভ সে বলেছে, আমাকে এসব থেকে খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসতে হবে। যেন আমি কোন দুর্বলচিত্তের মানুষ বা সেরকম কোন কিছু তার কাছে।

উইস্কি৯৮ : পুরুষদেরও ধর্ষণের শিকার হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি!!!

এইচব্রেকার : নিজেকে নতুনভাবে প্রস্তুত করতে প্রায় দু-বছর সময় নিয়েছিলাম আমি।

লরি৪৫: আমার এক বছরেরও বেশি সময় লেগেছে।

উইস্কি৯৮ : পুরুষ মানুষ শুধু নিজেদের লিঙ্গ নিয়েই ভাবে, আর কিছু না। এটাই যেন তাদের সবকিছু। তারা তাদের সেই অঙ্গের পরিতৃপ্তি চায় শুধু।

লরি৪৫ : আউচ। তুমি আজকে চরম রেগে আছ মনে হচ্ছে, উইস্ক।

উইস্কি৯৮ : হয়ত আছি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, লরেনা ববিটের বুদ্ধিটাই ঠিক ছিল।

এইচব্রেকারঃ উইস্ক দিনকে দিন তার মত বেশি চালাক হওয়ার চেষ্টা করছে তাহলে!

ভোটিভ : আমার মনে হয় না সে আর আমার জন্য অপেক্ষা করবে। মনে হয় সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

উইস্কি৯৮ তোমার একটা মূল্য আছে, তোমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে। তোমার মূল্য বুঝতে হবে ব্যাটাকে!

কিছু সেকেন্ড পরে মেসেজ বক্স শূন্য হয়ে গেল। এরপর আবার ভেসে উঠল চ্যাটিং।

লরি৪৫ : হ্যালো, সিকর্ড। তোমাকে আবার আমাদের মাঝে পেয়ে বেশ ভালো লাগছে।

ক্যাথারিন টাইপ করতে শুরু করল।

সিকর্ডঃ আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা আবারও পুরুষদের নিয়ে কথা বলছি।

লরি৪৫ : হ্যা। আমরা কিভাবে এই বিরক্তিকর বিষয়টা থেকে এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারি, বলো তো?

ভোটিভ : ওদের নিয়ে বলি, কারণ ওরাই আমাদের বেশি আঘাত দিয়েছে।

BOIGHAR.COM

এরপর আরও কিছু সময় নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত হবার পর গভির দম নিয়ে ক্যাথারিন আবারও টাইপ করলো।

সিকর্ড : আজকে আমার দিনটা খুব খারাপ গেছে।

লরি৪৫ : আমাদেরকে বলো, সিসি। কি হয়েছে?

ক্যাথারিন যেন প্রত্যেক মেয়ের ভদ্র, শান্তিপূর্ণ কথোপোকথন শুরু করার গুমগুম আওয়াজ শুনতে পেল এই ইথারের মধ্যে দিয়ে।

সিকর্ড আজ রাতে আমি আবারও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের বাড়িতেই আছি আমি, তালাবদ্ধ সুরক্ষিত অবস্থায়, যেখানে কেউ আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না। কিন্তু এত কিছুর পরেও...

উইস্কি৯৮ কখনও জিততে দেবে না ওকে। কখনও যেন সে তোমাকে বন্দি বানাতে না পারে আর।

সিকর্ড : অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি এমনিতেই বন্দি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আজ রাতে লোমহর্ষক কিছু ব্যাপার অনুভব করেছি আমি।

উইস্কি৯৮ : কি সেটা?

সিকর্ড শয়তান কখনও মরে না। কখনই না। শুধু নিজের চেহারা পরিবর্তন করে, অথবা নতুন কোন পরিচয় নেয় পুনরায় আবির্ভাব ঘটে তার। আমরা যেহেতু একবার শয়তানের আক্রমণের শিকার হয়েছি তার মানে এই নয় যে, আমরা সারাজীবনের জন্য ওদের হাতে আবারো আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবার সিস্টেম তৈরি করে ফেলেছি। বজ্রপাত কিন্তু দু-বারও হতে পারে!

কেউ আর কোন কিছু টাইপ করল না, আর কিছু বললও না।

আমরা কতটা সতর্ক রয়েছি সেটা কোন ব্যাপার না, শয়তান জানে আমরা ঠিক কোন জায়গায় আছি, ভাবল ক্যাথারিন। *সে জানে আমাদের কিভাবে খুঁজে বের করতে হবে।*

এক বিন্দু ঘাম তার পিঠ বেয়ে পড়ে গেল।

আমার এখন তাই মনে হচ্ছে। আজকের মত বিদায় তোমাদের বন্ধুরা।

*

'নিনা পিটন কোথাও যায় না, কারও সাথে কখনো দেখাও করে না। সপ্তাহব্যাপি নিজের কাজেও যায় না ইদানিং। আজকে আমি তার ব্রুকলিনের অফিসে ফোন দিয়েছিলাম, যেখানে সে সেলস এক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত, তার সহকর্মি আমাকে বলল, ঠিক জানে না কবে কাজে ফিরবে নিনা। বর্তমানে আঘাতপ্রাপ্ত প্রাণীর মত অবস্থা তার, নিজের গুহাতেই বন্দি করে রেখেছে নিজেকে, রাতের বেলা এক কদম বাইরে ফেলতেও এখন ভয় পায়। হয়ত জানে, রাতে এই পরিবেশে তার জন্য ঠিক কি অপেক্ষা করে রয়েছে কারণ এরইমধ্যে রাতের শয়তান তাকে একবারের জন্য

হলেও স্পর্শ করেছে, এখনও সেই এই ভীতি নিজের বাসার অভ্যন্তরে থাকার পরেও দেয়ালের শুষে নেয়া পানিকণার মত টের পায়। পর্দাগুলো আঁটসাঁটভাবে টেনে রাখে সে, কিন্তু পর্দার কাপড়টি অনেক বেশি পাতলা হওয়ায় আমি তার চলাফেরা বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখতে পাই। নিনার ছায়াটাও যেন অনেক বেশি মুষড়ে পড়েছে, বুকের কাছে হাতগুলো জড়োসড়ো হয়ে থাকে, তাকে দেখে মনে হয় যেন শামুকের মত দেহ গুটিয়ে আছে তার। চালচলনে ঝাঁকুনির আভাস পাই আমি, অনেক বেশি পরিমাণে যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে সে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির পর, নিজের বাসায় এদিক ওদিক হেঁটে বেড়ায় সবসময়।

দরজার তালাগুলোকে ভালোভাবে পরীক্ষা করছে নিনা, জানালার কপাটগুলোও। যেন অন্ধকার থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছে।

ছোট্ট বাসাটার মধ্যে হয়ত অনেকবেশি গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছে। রাতের পরিবেশের তাপ বেড়ে গেছে আজকে, নিনার জানালায় কোন এয়ার কন্ডিশনারও দেখিনি আমি। সারা সন্ধ্যা যখন সে বাসাতেই অবস্থান করছে, গরম পরিবেশের এত ভ্যাপসা ভাবের পরেও নিজের জানালাগুলো এখনও বন্ধই রেখেছে সে। আমি কল্পনা করতে পারছি ঘামে জপজপে হয়ে ভিজে গেছে তার শরীর, সারাদিনের গরমে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে, রাতে তাজা বাতাসের স্পর্শও নিতে পারছে না এই ভয়ে, জানালা খুললে তার বাসায় কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কিছুর প্রবেশ ঘটবে।

জানালার পাশ ঘেঁষে আবারও চলে গেল সে, দাঁড়াল কিছু সময়। বিলম্ব করল কিছুক্ষণ, চতুর্ভুজাকার আলোতে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে তার দেহাবয়ব। হঠাৎ জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে কপাটগুলো খুলে ফেলল। অবশেষে জানালা খুলেছে সে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ বাতাসের পরশ ক্ষুধার্তভাবে নেয়ার চেষ্টা করছে যেন। অবশেষে তাপদাহের কাছেই হারতে হল নিনাকে।

কোন শিকারির কাছে ঘায়েলপ্রাপ্ত শিকারের গন্ধের তুলনায় আর বেশি কিছু উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে না। মৃদু বাতাসে আমি তার দেহের গন্ধ পাচ্ছি, কলুষিত রক্তে পরিপূর্ণ প্রাণী সে। যখন সে এই রাতের বাতাসে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আমিও একইভাবে বাতাসে তার দেহের গন্ধ পেয়ে যাচ্ছি। সাথে ভয়ের গন্ধও।

হৃদপিণ্ডের গতি হঠাৎ বেড়ে গেছে আমার। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে নিজের যন্ত্রপাতিগুলো একটু ছুঁয়ে দেখি। আমার স্পর্শে হিমশীতল স্টিলও যেন উষ্ণ মনে হয়। হঠাৎ জানালাটা শব্দ করে আটকে দিল নিনা। বিশুদ্ধ বাতাস বেশি সময়ের জন্য প্রাণভরে নিতে চাইল না যেন, আবারও নিজের ছোট্ট বাসার সেই দুর্বিষহ দম আটকানো পরিবেশে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমি আমার হতাশা মেনে নিয়ে হাঁটতে থাকলাম রাস্তা দিয়ে। আজকে রাতে আমি তাকে তার বেডরুমের ওভেনে ঘেমেটেমে একাকার হয়ে যাওয়ার জন্য রেখে গেলাম। কিন্তু আগামিকাল আরও বেশি উষ্ণ হয়ে উঠবে সেখানকার পরিবেশ।

BOIGHAR.COM

অধ্যায় ৫

“আমাদের খুনি ক্ল্যাসিক পিক্যুয়ারিস্ট,” ড. লরেন্স জুকার বলল। “সে এমন একজন ব্যক্তি যে ছুরি ব্যবহার করে শুধুমাত্র গৌণ অথবা পরোক্ষভাবে যৌনানন্দ লাভের জন্য। পিক্যুয়ারিজম হলো এমন ধরণের কাজ যেখানে চামড়ায় কোন ধারালো জিনিস দিয়ে বারবার কোপানো হয়ে থাকে। ছুরিটি এক্ষেত্রে ফ্যালিক সিম্বল–অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের অনুকল্প হিসেবে কাজ করে থাকে। স্বাভাবিক সঙ্গমের তুলনায় আমাদের খুনি হয়ত শিকারকে ব্যথা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে পৈশাচিক যৌনানন্দ লাভ করে থাকে। তার ভয় দেখানোর ক্ষমতাটাই তাকে শিহরিত করে বেশি।”

ডিটেক্টিভ জেন রিজোলি সচরাচর ভয় পায় না, কিন্তু ড. জুকারের কথা শুনে তার গা ছমছম করে উঠল। তাকে দেখে ফ্যাকাশে আর প্রকাণ্ড শরীরের জন ম্যাকোভিচের কথা মনে পড়ে গেল তার। কথা বলার সময় নখগুলো সর্পিলাকারে বেঁকিয়ে দেখাচ্ছে সে মাঝে মাঝে। পুলিশের কোন সদস্য নয়, বরং নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ক্রিমিনাল সাইকোলজিস্ট সে, বোস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের উপদেষ্টা। রিজোলি এর আগে তার সাথে একটি হোমিসাইড কেসে কাজ করেছে, সেবারও তাকে ভড়কে দিয়েছিল এই লোক। শুধু চেহারা নয় যা দেখে রিজোলি ভয় পায়, বরং এর থেকেও বেশি কিছু। ড. জুকারের একটি বিশেষ গুণ রয়েছে যার দরুণ সে নিজেকে অপরাধির জায়গায় প্রতিস্থাপন করতে পারে, তার মত করে শয়তানি কাজে অপরাধি যে পরিতৃপ্তি পায় সেটা দেখাতে পারে, যেটা দেখে রিজোলি অনেক বেশি ভয় পায়। ব্যক্তিত্বের এই কল্পভ্রমণ উপভোগ করে ড. জুকার। রিজোলি তার কণ্ঠে উৎসাহের সেই চিরচেনা ভাবটা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারলো।

কনফারেন্স রুমের আরও চারজন ডিটেক্টিভের দিকে তাকাল এটা দেখার জন্য যে, তারাও তার মত এই উদ্ভট লোকের লোমহর্ষক বর্ণনা শুনে ভয় পেয়েছে কিনা। কিন্তু সবাইকে বরং ক্লান্ত দেখতে পেল সে। পাঁচটা বাজলে যে-ধরণের ছায়া মাটিতে পড়ে সেরকম মলিন দেখাচ্ছে যেন।

তারা সবাই ক্লান্ত। রিজোলি নিজেই গত রাতে মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমাতে পেরেছে। ভোর হওয়ার অনেক আগেই জেগে গেছে সে আজ, মনের ক্যালিডিওস্কোপে ছবি এবং কণ্ঠস্বরগুলো আপনাআপনি কাজ করছিল। এলিনা অর্টিজের কেস তার অবচেতন মনে এত গভিরভাবে গেঁথে গেছে যে, রিজোলি স্বপ্নে শিকারের সাথে তার নিজের কথোপকথন দেখতে পেয়েছে, যদিও ব্যাক্যালাপের কোন আগা-মাথা ছিল না। সেখানে কোন অতিলৌকিক ব্যাপারও ছিল না, আবার কবর থেকে উঠে আসা কোন সূত্রের বিষয়ও নয়, শুধু কিছু ছবি ছিল যা তার মস্তিষ্ক কোষ বুনেছিল চিন্তাগুলোকে সাজিয়ে। এখনও, রিজোলির কাছে এক অজানা কারণে তার স্বপ্নটা অর্থবহ মনে হচ্ছে। এটা তাকে বুঝিয়েছে, এই কেসটা তার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। খুঁজতে হবে

খুনিকে, প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়াতে হবে। ভুল করবে তো তোমার নিন্দা করার জন্য মুখিয়ে থাকবে সবাই।

এটা এখন হাই প্রোফাইল কেসে পরিণত হয়েছে। দিন দুয়েক আগেও স্থানিয় একটি ট্যাবলয়েডের প্রথম পাতার শিরোনাম হিসেবে এসেছে এটি " 'সার্জন' আবারও নিজের কাটাকুটি শুরু করেছে।" বোস্টন হেরাল্ডকে ধন্যবাদ জানাতে হয় এই ব্যাপারে, তাদের কারণে খুনি একটি নতুন নাম পেয়েছে। এমনকি পুলিশও এখন নিজেদের মধ্যেও এটি ব্যবহার করা শুরু করেছে। 'সার্জন।'

হে ঈশ্বর, রিজোলি এখন তৈরি সার্কাসের সেই দড়ির উপর দিয়ে হাঁটার জন্য। নিজেকে তৈরি করে ফেলেছে এভাবে, হয় সে নিজের কাজের গুণে অনেক উঁচুতে উঠবে নতুবা দড়াম করে পড়ে যাবে। এক সপ্তাহ আগে, যখন সে এলিনা অর্টিজের অ্যাপার্টমেন্টে প্রধান ডিটেক্টিভ হিসেবে প্রবেশ করেছিল তখনই একটি বিষয় বুঝে গিয়েছিল, এই একটিমাত্র কেস তার ভাগ্যের চাকা সামনে নিয়ে যেতে চলেছে, সেইসময় থেকে নিজেকে প্রমাণের জন্য মরিয়া সে।

কিভাবে সবকিছু দ্রুত পাল্টে যায়।

একদিনের মধ্যে তার কেস বড়সর এক তদন্তের পরিসরে গিয়ে পৌছেছে, ইউনিটের লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েট তত্ত্বাবধানে চলে এসেছে এখন। এলিনা অর্টিজের কেসের সাদৃশ্য মিলেছে ডায়ানা স্টার্লিংয়ের কেসের সাথে, আর পাঁচজন ডিটেক্টিভের সমন্বয়ে একটি টিম তৈরি করা হয়েছে মারক্যুয়েট বাদেই রিজোলি আর তার পার্টনার ব্যারি ফ্রস্ট; মুর এবং তার স্বাস্থ্যবান পার্টনার জেরি স্লিপার; সাথে পঞ্চম ডিটেক্টিভ ড্যারেন ক্রো। রিজোলি এই টিমে একমাত্র মেয়ে। শুধু তাই নয়, এই হোমিসাইড ইউনিটেও সে-ই একমাত্র নারী সদস্য। আর এটা তার কিছু পুরুষ সহকর্মি কখনও ভুলতে দেয় না। ওহ্, ব্যারি ফ্রস্টের সাথে সে ভালো আছে, তার বিরক্তিকর ঝিম ধরা স্বভাবের পরেও। জেরি স্লিপার অতিমাত্রায় ঢিলে স্বভাবের, যার কারণে তার উপরে এবং তার সাথে যারা থাকে তাদের উপর সহজেই অন্যান্য মানুষ রেগে যায়। তবে মুরের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে রিজোলির খুঁতখুঁতানি একটা ভাব কাজ করত, এখন মুরকে তার ভালো লাগে, তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করে সে কাজের নিখুঁত পন্থার কারণে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় রয়েছে এখানে, রিজোলির প্রতিও মুরের একটা শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে সবসময়। যখনই সে কিছু বলুক না কেন, সে জানে আর কেউ না হলেও মুর শুনবে।

টিমের পঞ্চম সদস্য অর্থাৎ ড্যারেন ক্রো'র সাথে তার সমস্যা আছে। অনেকবেশি মাত্রার সমস্যা। সে রিজোলি ডেস্ক থেকে একটু দূরে বসে সাধারণত, তামাটে চেহারায় সবসময় এক ধরণের কৃত্রিম হাসি দেখা যায় এই মানুষটার। এই ধরণের ছেলের সাথে রিজোলি বড় হয়ে উঠেছে। পেশিবহুল ছেলেরা অনেক গার্লফ্রেন্ডের সাহচর্যে থাকতে পছন্দ করে। এরা অতিমাত্রায় দাম্ভিক হয়।

সে এবং ক্রো একে অপরকে ঘৃণা করে।

BOIGHAR.COM

টেবিলে একগাদা কাগজ এল তাদের। রিজোলি নিজের কপিটি নিয়ে দেখল সেটা আর কিছু নয় বরং ড. জুকারের তৈরি করা অপরাধির সম্ভাব্য প্রোফাইল।

"আমি জানি আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমার কাজকে অর্থহীন মনে করবেন," ড. জুকার বলল। "সুতরাং আমাকে আমার কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে দিন। আমরা খুনির অজানা উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এই জিনিসগুলো পেয়েছি ইতিমধ্যে। শিকারের বাসায় সে খোলা জানালা দিয়ে প্রবেশ করে থাকে। সাধারণত এই কাজটি করে থাকে সকালের হওয়ার অনেক আগেই, সম্ভাব্য সময় রাত দুটো থেকে মধ্যরাতের সময়টুকু। শিকারের বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে দিতে পছন্দ করে সে। দেরি না করেই ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করে তাকে অচেতন করে ফেলে, এরপর নগ্ন করে তার শিকারকে। শিকারের কব্জি এবং পায়ের গোড়ালি বিছানার সাথে ডাক্ট টেপ দিয়ে আটকায়। একইভাবে সে তার উরুসন্ধির উপরের অংশ এবং কোমরও আটকে ফেলে শক্তভাবে। সবশেষে, মুখে টেপ লাগিয়ে দেয়। তার প্রাপ্তি এই চরম নিয়ন্ত্রণের ধাপটাই। যখন কিছু সময় পরে সেই শিকারের জ্ঞান ফেরে, না সে নড়াচড়া করতে পারে, না পারে চিৎকার দিতে। যেন তার সারাটা দেহ অসাড় হয়ে পড়েছে। এরপরেও জ্ঞান ফিরে পেলে সে বুঝতে পারে ঠিক কি ঘটতে চলেছে তার সাথে।

"এরপর তার সাথে যা ঘটে সেটা যে কারও কাছেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।" জুকারের স্বর হঠাৎ এক ধাপ নেমে গেল। বর্ণনা যত বিদঘুটে পর্যায়ে গেল, তার স্বর ঠিক ততটাই ক্ষীণ হতে লাগল। ঘরের সবাই এখন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মনোযোগসহকারে তার বলা শব্দগুলো গিলছে।

"খুনি এরপর নিজের কাটাকুটির খেলা শুরু করে," জুকার বলল। "অটোপসি রিপোর্ট অনুসারে, সে যথেষ্ট সময় নিয়ে থাকে এই কাজটি করতে গিয়ে। অত্যন্ত যত্নবান সে এ ব্যাপারে। পেটের নিম্নভাগ স্তরে স্তরে কেটে ফেলতে পছন্দ করে। প্রথমে চামড়া, তারপরে সাবকিউটেনাস স্তর, এরপর ফ্যাসিয়া, সবশেষে পেশি। রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য এক বিশেষ ধরণের সেলাইয়েরও প্রয়োগ করে। সে শুধু মেয়েদের গর্ভাশয়টাই বের করে নেয়। এর চেয়ে বেশি কিছু চায় না।"

জুকার টেবিলের সবার দিকে এক ঝলক তাকাল তাদের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য। তার দৃষ্টি হঠাৎ রিজোলির উপরে পড়ল, এই ঘরে সে-ই একমাত্র পুলিশ সদস্য যার ওই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গটা আছে।

"এই বিষয়টি আমলে নিলে খুনির সম্বন্ধে আমরা কি ধারণা করতে পারি, ডিটেক্টিভ রিজোলি?" জানতে চাইল সে।

"সে মেয়েজাতিকে ঘৃণা করে প্রচণ্ডভাবে," রিজোলি উত্তর দিল। "সে মেয়েগুলোর নারীসত্ত্বার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেটে নিয়ে যায়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জুকার, তার হাসি দেখে রিজোলির দেহে কাঁপুনি অনুভূত হল। "অ্যানি চ্যাপম্যানের সাথে জ্যাক দ্য রিপার যা করেছিল...গর্ভাশয় বের করে নিয়ে সে তার শিকারের নারীসত্ত্বা কেড়ে নিত। সে মেয়েদের প্রাকৃতিক ক্ষমতা কেড়ে

নিতে পছন্দ করত। তাদের অলঙ্কার, অর্থ কিছুই নিত না। তার শুধু একটি জিনিসেরই প্রয়োজন ছিল আর যখন সে নিজের স্মারকটি সংগ্রহ করে নিয়ে যেত, আবার পরবর্তি ধাপের জন্য প্রস্তুতি নিত সে। কিন্তু প্রথমে, চরম পর্যায়ের শিহরণ উপভোগের জন্য কিছুটা বিরতি নিত। অটোপসি রিপোর্ট অনুসারে দু-জনের ক্ষেত্রেই সে কিছুটা সময় বিরতি নিয়েছিল। যতদূর বোঝা যাচ্ছে প্রায় এক ঘণ্টার মত, যাতে শিকারের দেহ থেকে আস্তে আস্তে রক্ত বের হয়। তাদের ক্ষত থেকে যেন এভাবে রক্তের ধারা জমে যায় এক জায়গায়। সেই বিরতির সময়টুকুতে সে কি করত?"

"মজা নিত হয়ত," মুর আস্তে করে বলল।

"তুমি বলতে চাইছ, নিজেকে হাল্কা করে নেয়ার কাজ করত?" ড্যারেন ক্রো নিজের স্বভাবসুলভ উগ্রতার সাথে প্রশ্ন করল।

"ক্রাইম-সিনে কোন বীর্যপাতের প্রমাণ মেলেনি," বলল রিজোলি।

ক্রো তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যাতে মনে হল তাকে যেন বলছে–তুমি অনেক বেশি স্মার্ট হয়ে গেছ, তাই না, রিজোলি? "বীর্যের অনুপস্থিতি," বলল সে, প্রত্যেকটি শব্দের উপরে জোর প্রয়োগ করে, "এর মানে তো এই নয় সে নিজেকে হাল্কা করার চেষ্টা করেনি।"

"আমার মনে হয় না সে হস্তমৈথুন করেছিল," জুকার বলল। "এ ধরণের খুনি এরকম অপরিচিত কোন পরিবেশে নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারানোর মত বোকামি করতে পারে না। আমার মনে হয় সে অপেক্ষা করেছিল কোন সুরক্ষিত জায়গায় পৌছানোর পর্যন্ত যেখানে নিজের যৌনানন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে। ক্রাইম-সিনের প্রত্যেকটি বিষয় এই জিনিসটিই নির্দেশ করে, সে মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সংযত। শিকারের গলা শুধুমাত্র এক আঘাতেই গভিরভাবে কেটে ফেলে পরবর্তি কাজে মনোযোগ দিয়েছে সে।"

জুকার তার ব্রিফকেস থাকে দুটো ক্রাইম-সিনের ছবি বের করে টেবিলের উপরে রাখল। এদের মধ্যে একটি ডায়ানা স্টার্লিংয়ের বেডরুমের, অপরটি এলিনা অর্টিজের।

"পরিপাটি করে উভয় ক্ষেত্রেই শিকারের রাতের পোশাক ভাঁজ করে তাদের দেহের পাশে রেখে গিয়েছিল খুনি। আমরা জানি পোশাক ভাঁজ করে রাখার এই কাজটি সে কাটাকুটির পর করেছিল কারণ কাপড়ের ভাঁজে কিছু রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।"

"সে এরকম কেন করেছে?" ফ্রস্ট আগ্রওহসহকারে জানতে চাইল। "এটা কি কোন কিছু নির্দেশ করে আমাদের?"

"আবারও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার আরেকটি প্রমাণ সে এভাবে রেখে গেছে," রিজোলি বলল।

মাথা নাড়াল জুকার। "এটা সম্পূর্ণ কাজের একটা অংশ। এই পদ্ধতির মাধ্যমে সে প্রমাণ করেছে, তার এই জায়গাটির উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, নিজেকে অনেক

বেশি সংযত রাখতে সক্ষম সে। হয়ত এটা তার এক ধরণের তাড়না যা সে আটকে রাখতে পারে না।"

"যদি কেউ তাকে এ কাজ করতে বাধা দেয় তো?" ফ্রস্ট জিজ্ঞেস করল। "ধরে নিন সে বাধাগ্রস্ত হলো, কোনভাবেই কাজটা শেষ করতে পারল না, তখন?"

"এটা একদিকে যেমন অনেক বেশি হতাশ করবে তাকে, তেমনি অনেক বেশি ক্ষুব্ধও করবে। তখন থেকেই সে নতুন কোন শিকারের খোঁজে নেমে পড়বে। প্রত্যেকটি খুন তাকে দীর্ঘ সময়ব্যাপি সুখের জোয়ারে ভেসে থাকতে সাহায্য করবে।" জুকার আবারও ঘরে উপস্থিত সবাইকে একপলক দেখে নিল। "ঘৃণ্য এই খুনি যার সন্ধানে আমরা নেমেছি, সে আরেকটি আক্রমণ করতে এক বছরও সময়ও নিতে পারে–যদিও সেটার সম্ভাবনা খুবই কম। তার মানে, সে এই মাসখানেকের মধ্যেই নিজের নতুন শিকার খুঁজবে। তার সন্ধানে আমাদের নেমে পড়তে হবে, তাকে নতুন শিকার খুঁজে বের করার সেই সময় দেয়া যাবে না। অনেক বেশি সতর্ক সে, অনেক বেশি গোছানো। নিজের কাজের খুব কমই সূত্র রেখে যাবে।" মুরের দিকে তাকিয়ে কথাটার নিশ্চয়তা আশা করল।

"আমাদের কাছে ক্রাইম-সিন থেকে পাওয়া কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডিএনএ নেই," বলল মুর। "শুধু চুলের একটি তন্তু রয়েছে, যা অর্টিজের ক্ষত থেকে পাওয়া গেছে। আর জানালার ফ্রেম থেকে পাওয়া কিছু গাঢ় রঙের পলিস্টার ফাইবার।"

"আমার মনে হয় আপনারা কোন প্রত্যক্ষদর্শিকেও পাননি, তাই না।"

"হুম, পাইনি। স্টার্লিংয়ের কেসে আমরা এক হাজার তিনশজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। অর্টিজের কেসে এই সংখ্যাটা মাত্র এক হাজার আশিজন। কেউ কোন অনুপ্রবেশকারিকে দেখেনি। উত্যক্তকারির মত কারও সম্পর্কেও অবগত নয় তাদের কেউ।"

"কিন্তু আমাদের কাছে তিনজনের জবানবন্দি রয়েছে," ক্রো বলল। "তারা প্রত্যেকেই ঐ রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে নিয়মিত। আমরা তাদের জবানবন্দি নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।" হাসতে লাগল সে, "পাগলাটে মানুষ সে।"

"আমাদের খুনি পাগল নয়," জুকার বলল। "আমার যতটুকু ধারণা তাকে দেখে স্বাভাবিকই মনে হয়। আমার বিশ্বাস, বিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে তার বয়স, আর সে একজন শ্বেতাঙ্গ। কাজকর্ম পরিস্কার তার, বুদ্ধি হয়ত গড়পড়তা মানুষের থেকে কিছুটা বেশি। হয়ত হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েট সে, কোন কলেজে পড়েছে অথবা তার থেকেও কিছুটা বেশি শিক্ষিত। দুটো ক্রাইম-সিনের মধ্যেকার দূরত্ব এক মাইলের বেশি হবে না। আর খুনগুলো এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছে যখন রাস্তায় সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে যানবাহন খুব কমই দেখা যায়। সুতরাং তার নিজস্ব একটি গাড়ি রয়েছে। সেটাকে পরিস্কার আর ঠিকঠাকভাবে রাখতে পছন্দ করে সে। আমার যতটুকু ধারণা, তার মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে আগের কোন রেকর্ড নেই, কিন্তু কৈশোরে চুরি আর ভয়েরিজমের কোন ছোটখাট কেস থাকতে পারে। এমন কোন জায়গায়

চাকরি করে সে, যেখানে বুদ্ধি আর পরিপাটি স্বভাব দুটোই সমানভাবে জরুরি। আমরা জানি সে একজন পরিকল্পনাকারি, এই সত্যটা ধরে নিলে আমরা ধারণা করতেই পারি, নিজের সাথে অস্ত্রগুলো, মানে স্কালপেল, সেলাইয়ের যন্ত্র, ডাক্ট টেপ, ক্লোরোফর্ম সবসময় বহন করে নিয়ে বেড়ায় সে। সেইসাথে এমন একটি কন্টেনার যেখানে তার সুভ্যেনিটা সংরক্ষিত করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেটা জিপলক ব্যাগজাতীয় কিছুও হতে পারে। খুনি এমন এক জায়গায় কাজ করে যেখানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ থাকা অনিবার্য। যেহেতু অ্যানাটমিক্যাল বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান এবং সার্জিক্যাল দক্ষতা রয়েছে, তাই আমরা ধারণা করতে পারি, সে মেডিকেল সংশ্লিষ্ট কেউই হবে।"

মুরের দিকে তাকাল রিজোলি, দু-জনের মাথায় একই চিন্তা খেলছে বোস্টন শহরে শতকরা মানুষের তুলনায় যত ডাক্তার রয়েছে সারা বিশ্বের কোন জায়গায় তেমনটা নেই হয়ত।

"কারণ সে অনেক বেশি বুদ্ধিমান," জুকার বলল, "সে জানে, আমরা ক্রাইম-সিনের আশেপাশেই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ কারণে তার ক্রাইম-সিনে ফিরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু আসল লোভটা হয়ত সেখানেই আছে, অর্টিজের বাড়ির আশেপাশে নজরদারিটা অদূর ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।"

"সে এতটাই বুদ্ধিমান যে নিজের আবাসস্থলের আশেপাশে কখনও তার শিকার খুঁজবে না। তাকে আমরা 'কমিউটার' বলতে পারি, হঠাৎ আক্রমণকারি নয় সে। নিজের জায়গা ছেড়ে দূরদূরান্তে শিকারের সন্ধানে বের হয়। যতক্ষণ না আরও কোন ডাটা পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে এই বিষয়ে আমি তার ভৌগোলিক রেখাচিত্র বানাতে পারছি না। আমি এই মুহূর্তে বলতে পারব না, আপনাদের শহরের ঠিক কোন জায়গাটিকে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হবে।"

"আপনার ঠিক কয়টা ডাটা পয়েন্টের প্রয়োজন?" রিজোলি জিজ্ঞেস করল।

"অন্ততপক্ষে পাঁচটা।"

"মানে, খুনিকে ধরতে সর্বমোট পাঁচটা খুনের ঘটনা ঘটতে হবে?"

"আমি যে ক্রিমিনাল জিওগ্রাফিক টার্গেটিং প্রোগ্রাম ব্যবহার করে থাকি সেটার ক্ষেত্রে তার অবস্থানের একটা সামান্য চিত্র দাঁড় করানোর জন্য অন্তত পাঁচটা ঘটনার প্রয়োজন। আমি এই সিজিটি প্রোগ্রাম একবার চারটা ঘটনা নিয়েও করেছিলাম, সেভাবে আমরা খুনির বাড়ির সম্ভাব্য অবস্থানও পেয়ে গেছিলাম, কিন্তু সেটা নিখুঁত ছিল না। আমাদের তার গতিবিধি সম্পর্কে আরও কিছু জিনিস লক্ষ্য করা প্রয়োজন, তার কার্যক্রম ঠিক কতটুকু অঞ্চলব্যাপি বিস্তৃত, তার জায়গাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যগত দিক কোনগুলো। প্রত্যেক খুনি নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যমত জায়গায় কাজ করতে পছন্দ করে থাকে। অনেকটা মাংসাশি প্রাণীর মত হয় এরা। নিজস্ব সীমানা থাকে তাদের, মাছ ধরার বড়শিটাকেও নিজেদের মত তৈরি করে নেয়, যেসব জায়গাতে তারা শিকার করতে যায়।" জুকার টেবিলে বসে থাকা বৈশিষ্ট্যহীন চেহারাবিশিষ্ট ডিটেক্টিভদের

BOIGHAR.COM

দিকে তাকাল। "তার সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করার মত আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য নেই। সুতরাং শিকারদের প্রতি ভালভাবে নজর দিতে হবে আমাদেরকে। তারা কে ছিল আর তাদেরকেই কেন বেছে নিয়েছে সে এটা জানতে হবে।"

জুকার তার ব্রিফকেস খুলে দুটো ফোল্ডার বের করে নিল, একটিতে স্টার্লিংয়ের নামের লেবেল লাগানো রয়েছে, অপরটিতে রয়েছে অর্টিজের। ডজনখানেক ছবি টেবিলে ছড়িয়ে দিল সে ফোল্ডার থেকে বের করে। শিকার দুজনের ছবিগুলো যখন তারা বেঁচে ছিল, তাদের শৈশবকালের ছবিও আছে।

"আপনারা হয়ত এরমধ্যে থাকা তাদের কিছু ছবি এখনও দেখেননি। আমি তাদের পরিবারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম সেগুলো দেয়ার জন্য শুধুমাত্র তাদের অতীত দেখার জন্য। তাদের চেহারার দিকে একটু ভালভাবে তাকান। পরীক্ষা করুন বেঁচে থাকাকালীন সময়ে তারা কেমন মানুষ ছিল। খুনি কেন তাদেরই বেছে নিয়েছিল? কোথায় দেখেছিল সে তাদের? তাদের কোন বৈশিষ্ট্যটি খুনির নজর কেড়েছিল? মন খুলে হাসি? নাকি মুচকি হাসি? নাকি তারা রাস্তায় যেভাবে হাঁটাচলা করত সেটা?"

একটি টাইপ করা কাগজ থেকে কিছু পড়তে থাকল ড. জুকার।

"ডায়ানা স্টার্লিং, ত্রিশ বছর বয়সি। ব্লন্ড চুলের, নীলনয়না। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, একশো পঁচিশ পাউন্ড ওজন ছিল তার। পেশা, ট্র্যাভেল এজেন্ট। কর্মস্থল নিউব্যারি স্ট্রিট। থাকতো ব্যাক বে'র মার্লবোরো স্ট্রিটে। স্মিথ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছিল সে। তার বাবা-মা উভয়েই অ্যাটর্নি, তারা কানেকটিকাটে দুই মিলিয়ন ডলার মূল্যের বাড়িতে বসবাস করে। মেয়েটার কোন বয়ফ্রেন্ড ছিল না। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত কারও সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হয়নি।"

কাগজটা রেখে দিয়ে আরেকটা হাতে তুলে নিল সে।

"এলিনা অর্টিজ, বাইশ বছর বয়সি। হিস্পানিক। বাদামি রঙের চোখের এই মেয়েটির চুল কালো ছিল। পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, একশো চার পাউন্ড ওজন। পেশা, সাউথএন্ডে নিজের পারিবারিক ফ্লোরাল ব্যবসায় রিটেইল ক্লার্ক ছিল সে। থাকতো সাউথএন্ডের একটি অ্যাপার্টমেন্টে। পড়াশোনা, হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েট। তার সারা জীবন বোস্টনেই কেটেছে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত কারও সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হয়নি।"

ঘরের অন্যান্যদের দিকে তাকাল সে। "দু-জন মেয়ের কথা বললাম, যারা একই শহরে থাকত কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল তাদের নিজস্ব পৃথিবী। ভিন্ন দোকান থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনত তারা, ভিন্ন রেস্টুরেন্টে খাবার খেত, আর তাদের দু-জনের কমন ফ্রেন্ড বলতেও কেউ ছিল না। তাহলে আমাদের খুনি তাদের খুঁজে পেয়েছিল কিভাবে? কোথায় খুঁজে পেয়েছিল? তারা শুধু একে অপরের থেকে যে একেবারেই ভিন্ন তা নয়; সচরাচর যৌন অপরাধে আক্রান্ত হওয়া শিকারদের থেকেও কিছুটা ভিন্ন। বেশিরভাগ খুনি সমাজের অরক্ষিত মানুষদের আক্রান্ত করে বেশি।

পতিতা অথবা পথে ঘোরা মানুষজনকে। শিকারি মাংসাশি প্রাণীর মত তারাও শিকার করতে তখন পছন্দ করে যখন দলছুট অবস্থায় পায় কাঙ্ক্ষিত ভেড়ার বাচ্চাটিকে। তাহলে সে এই দু-জনকে শিকার হিসেবে পছন্দ করেছিল ঠিক কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে?" জুকার মাথা ঝাঁকাল, "আমি অন্তত উত্তর এখনও খুঁজে পাইনি।"

রিজোলি টেবিলে রাখা ছবিগুলোর দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল। সবশেষে ডায়ানা স্টার্লিংয়ের একটি ছবিতে যেন তার দৃষ্টি আটকে গেল। তার চেহারা অনেক দীপ্তিময় দেখাচ্ছে ছবিতে, স্মিথ কলেজ থেকে সদ্য পাশ করে ক্যাপ আর গাউন পরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্লন্ড গার্ল। ব্লন্ডগার্ল হওয়ার অনুভূতিটা ঠিক কেমন? রিজোলি যেন ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে গেল। কোন ধারণা নেই তার এসব ব্যাপারে। ছোটবেলা থেকে সে নিজের দুই সুদর্শন ভাইয়ের ঘৃণার পাত্র হিসেবে মানুষ হয়েছে, আর এটাই তাকে টমবয় হতে বাধ্য করে এক পর্যায়ে। একসময় সে আশা করত নিজের নাম কোন গ্যাঙের অন্তর্ভুক্ত করবে। অভিজাত চেহারা এবং রাজহংসির মত কণ্ঠবিশিষ্ট ডায়ানা স্টার্লিংয়ের কল্পনাতেও নিশ্চিতভাবে কখনও কারও কাছে অপদস্থ হওয়া বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মত ঘটনা ঘটেনি। সে হয়ত কখনও এটাও অনুভব করেনি, অবহেলিত হতে ঠিক কেমন লাগে।

রিজোলির দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল ডায়ানা স্টার্লিংয়ের কণ্ঠের সাথে ঝুলে থাকা একটি সোনার লকেটের দিকে। ছবিটি তুলে চোখের সামনে তুলে ধরে নিরীক্ষা করতে থাকল। হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল তার, ঘরে বসে থাকা বাকি সদস্যদের দিকে তাকাল সে, এইমাত্র যে জিনিসটি খেয়াল করেছে আর কারও নজরে সেটা এসেছে কিনা দেখার তাগিদে। কিন্তু কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই। তাদের সবার দৃষ্টি ড. জুকারের উপর নিবদ্ধ রয়েছে এই মুহূর্তে।

বোস্টনের একটি ম্যাপ উন্মুক্ত করে রেখেছে সে। শহরের রাস্তার জন্য গ্রিড করা অংশটিতে দুটো রঙ দিয়ে শেড করা হয়েছে, এর মধ্যে একটি ব্যাক বে, অপরটি সাউথএন্ড।

"এটা আমাদের শিকার হওয়া মেয়ে দুটোর এলাকা। এই এলাকার আশেপাশে তারা থাকত, নিজেদের কাজ করত। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করার জন্য বাড়ির আশেপাশে জায়গার উপরেই নির্ভর করে থাকি বেশি। জিওগ্রাফিক প্রোফাইলারদের নিজস্ব একটি কথা রয়েছে আমরা সেই জায়গাতেই যাই যা আমরা চিনি, আর সেই ব্যাপারটিই আমরা চিনি যেখানে আমরা নিয়মিত যাই। এটা শিকার এবং খুনি দু-জনের ক্ষেত্রেই সত্য। আপনারা দেখেন এই ম্যাপ থেকেই, এই দু-জন মেয়ে একে অপরের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন পরিবেশের। কোন নির্দিষ্ট অ্যাংকর পয়েন্ট বা নোড নাই যেখানে তাদের জীবনযাত্রার কোন কিছু মিলে যায়। এই বিষয়টাই আমাকে সব থেকে বেশি বিভ্রান্ত করছে। এই বিষয়টিই এই কেসের মূলসূত্র। স্টার্লিং এবং অর্টিজের মধ্যে মিল ঠিক কোন সূত্রে?"

রিজোলির দৃষ্টি আবারও ছবিটির উপরে নিবদ্ধ হল। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে

তার কণ্ঠের সাথে ঝুলে থাকা লকেটের দিকে। আমি ভুল হতে পারি। আমি এখন এই বিষয়ে কিছুই বলব না, যতক্ষণ না বিষয়টিতে আমি নিজেই নিশ্চিত হই।"

"আপনি কি জানেন এই কেসে আরেকটি টুইস্ট রয়েছে?" বলল মুর। "ড. ক্যাথারিন কর্ডেল।"

জুকার মাথা নেড়ে সায় দিলো। "সাভানাতে যে শিকারটি বেঁচে গিয়েছিল।"

"অ্যান্ড্রু ক্যাপরার খুনের প্রক্রিয়ার কিছু কিছু বর্ণনা সাধারণ জনগণের মধ্যে কখনও ঢালাওভাবে প্রচার করা হয়নি। সেলাইয়ের কাজে ক্যাটগাট সুতোর ব্যবহার, শিকারের রাতের পোশাক ভাঁজ করে রাখার ঘটনা, এসব। তারপরও আমাদের খুনি সেই সব ঘটনার পুণরাবৃত্তি করছে কিভাবে?"

"খুনিরা একে অপরের সাথে ভালোভাবেই যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। ধরে নিন, এটা এক ধরণের ভাতৃত্বের সম্পর্ক।"

"ক্যাপরা মারা গেছে প্রায় দু-বছর হল। এখন সে কিভাবে কারও সাথে যোগাযোগ রেখেছে!"

"কিন্তু যখন জীবিত ছিল, তখন হয়ত আমাদের খুনির কাছে তার খুনের লোমহর্ষক প্রক্রিয়াগুলো শুনেছে। আমি ধারণা করি, এর ব্যাখ্যা এতটুকুই হওয়া সম্ভব। এর বিকল্প ভাবতে গেলে হয়ত এর থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ কিছুই হবে।"

"এমন হতে পারে, আমাদের খুনি কোনভাবে সাভানা পুলিশের সংরক্ষিত রিপোর্টটা পেয়ে গেছে," বলল মুর।

মাথা নাড়ল জুকার। "এর মানে এই দাঁড়ায়, সে আইনরক্ষাকারি বাহিনীর কোন সদস্যও হতে পারে?"

হঠাৎ করে ঘরের সবাই চুপ মেরে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের সহকর্মিদের দেখতে লাগল রিজোলি–সবাই পুরুষ, সে ছাড়া। চিন্তা করল, ঠিক কোন ধরণের পুরুষমানুষ পুলিশের চাকরি করতে আসে। যেসব মানুষ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বকে প্রচণ্ড ভালবাসে, নাকি বন্দুক আর ব্যাজকে। অন্য আরেকজন মানুষের নিয়ন্ত্রণ উপভোগ্য বিষয় যাদের কাছে। যেমনটা আমাদের খুনি ভেবে থাকে।

মিটিং শেষ হওয়ার পর রিজোলি অপেক্ষা করল সব ডিটেক্টিভের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার, যেন ড. জুকারের সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে পারে।

"আমি কি এই ছবিটা রাখতে পারি?" জিজ্ঞেস করল সে।

"আমি কি জানতে পারি, কেন?"

"একটা ছোট্ট প্রয়োজনে।"

জুকার তার দিকে তাকিয়ে জন ম্যাকোভিচের মতো হাসি দিল। "আমার সাথে সেটা শেয়ার করবেন না?"

"আমি আমার প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন কথা কারও সাথেই শেয়ার করি না।"

"তাহলে দুর্ভাগ্যই বলতে হয়।"

"ধরে নিন আমি আমার নাজুক সত্ত্বাটা বাঁচানোর চেষ্টা করছি।"

"আমরা কিন্তু একই তদন্ত-দলে কাজ করছি।"

"হাস্যকর এসব টিমওয়ার্ক। যখনই আমি আমার নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করে ফেলি, তার যশটুকু অন্য কেউ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ খোঁজে।" ছবিটা হাতে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শেষের কথাটি কেন বলতে গেল সেজন্যে অনুতপ্ত হল সে। কিন্তু প্রায় সারাদিন রিজোলি নিজের পুরুষ সহকর্মিদের সৃষ্ট বিরক্তির একটি মানসিকতার রাজ্যে বিচরণ করে, তাদের ছোট করে দেখার ধরণ আর টিপ্পনি, সব কিছু মিলিয়েই ব্যাপারগুলো অনেকবেশি অবজ্ঞাসূচক লাগে তার কাছে। শেষের সাক্ষাৎকারটি নিতে ড্যারেন ক্রো আর সে এলিনা অর্টিজের পাশের বাড়ির প্রতিবেশির কাছে গিয়েছিল। ক্রো বারবার রিজোলিকে বাধা দিচ্ছিল প্রশ্ন করা থেকে। যখন রিজোলি তাকে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে তার ব্যবহার সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, সে চিরাচরিত পুরুষালি ধাঁচে উত্তর দিয়েছিল "আমার মনে হয় মাসের অমুক সময়ে তুমি সুযোগ পাবে।"

না, সে নিজের কথা আর কখনই কাউকে বলতে চায় না। যদি তারা কোনকিছু জানতে না পারে, তারা তাকে আর বিব্রত করার মত কোন সুযোগ খুঁজেও পাবে না। আর যদি ফল গাছে কোনক্রমে ধরে যায়, সে জানে খ্যাতিটা তার খাতাতেই আসবে যেকোনভাবে।

নিজের ওয়ার্কস্টেশনে ফিরে এসে ডায়ানা স্টার্লিংয়ের গ্র্যাজুয়েশনের ছবিটা খুব ভালোভাবে দেখতে লাগল সে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস খুঁজে বের করার সময় হঠাৎ তার ডেস্কের উপরে রাখা মিনারেল ওয়াটারের বোতলের দিকে চোখ গেল, সেটার ভেতরের জিনিসটা দেখে মেজাজ গরম হয়ে গেল তার।

প্রতিক্রিয়া দেখিয়ো না, নিজেকে সুধালো। *তাদেরকে বুঝতে দিও না, তারা যা খুশি তা করে তোমাকে পেয়ে বসেছে।*

পানির বোতল আর তাতে থাকা জঘন্য বস্তুটা পাশ কাটিয়ে সে ডায়ানা স্টার্লিংয়ের কণ্ঠের উপরে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরল। ঘরটা এ সময়ে অস্বাভাবিক রকম লোকজনে গিজগিজ করছে। এমনকি ড্যারেন ক্রো'র দৃষ্টি যে তার ওপরেই রয়েছে তা-ও অনুভব করতে পারল, যেন সে অপেক্ষা করছে রিজোলির মেজাজ দেখিয়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলবে।

আমি এরকম কিছুই করব না, বানচোত। এবারকার মত আমি চুপচাপই থাকব।

ডায়ানার কণ্ঠের লকেটটার দিকে মনোনিবেশ করল সে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসগুলো হারিয়ে ফেলতে চলছে সে মাঝে মাঝে কারণ ডায়ানার মুখটাই যেন সম্পূর্ণ মনোযোগ নিজের দিকে টানছে। তার সম্ভ্রান্ত গালের অংশ, সূক্ষ্ম ভ্রুযুগল। এরপরে মালার সাথে লাগানো সুন্দর লকেট দুটো পর্যবেক্ষণ করল সে। তাদের মধ্যে একটি লকেট তালা আকৃতির, অপরটি ছোট্ট চাবির। *আমার হৃদয়ের চাবি*, ভাবল রিজোলি।

নিজের ডেস্ক তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলিনা অর্টিজের ক্রাইম-সিনের ছবি বের করে

BOIGHAR.COM

নিয়ে এলো। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে শিকারের গলার অংশটা খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখল। কণ্ঠদেশের রক্তাক্ত স্তর ভেদ করে একটি সোনার মালা চিকচিক করছে সেখানে; লকেট দুটো কিছুটা অস্পষ্ট যদিও।

এম.ইএর অফিসে ফোন করল সে।

"ড. টিয়ার্নি বিকেলে বাইরে গেছে," তার সহকারি জানাল তাকে। "আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?"

"গত সপ্তাহের শুক্রবারে সে যে অটোপসি করেছিল সে-ব্যাপারে আমার কিছু জিনিস জানার ছিল। ভিক্টিমের নাম ছিল এলিনা অর্টিজ।"

"হ্যা?"

"মর্গে তার লাশ আনার সময় মনে হয় কোন অলঙ্কার ছিল। আপনাদের কাছে কি এখনও সেটা আছে?"

"একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসি।"

অপেক্ষা করতে করতে রিজোলি ডেস্কের উপরে পেন্সিল দিয়ে গুঁতো মারছে অস্থিরতায়। পানির বোতলটা এখনও তার চোখের সামনেই রয়েছে, কিন্তু খুব ধৈর্য নিয়ে উপেক্ষা করে যাচ্ছে বারবার। তার রাগ এখন অস্থিরতায় পরিণত হয়েছে। অনেকটা শিকারের উত্তেজনার মত।

"ডিটেক্টিভ রিজোলি?"

"হ্যা, লাইনে আছি।"

"লাশের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তার পরিবার এসে নিয়ে গেছে। যার মধ্যে এক জোড়া সোনার কানের দুল, একটি লকেট আর আঙটি ছিল।"

"কে স্বাক্ষর করে নিয়ে গেছে তাদের পক্ষ থেকে?"

"এলিনার বোন, অ্যানা গার্সিয়া।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," রিজোলি ফোন রেখে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিল। অ্যানা গার্সিয়া ড্যানভারে থাকে। তার মানে এখন বের হলে তাকে ঘরে ফেরার ব্যস্ত সময়ে ট্র্যাফিকের সম্মুখিন হতে হবে।

"তুমি কি জানো ফ্রস্ট কোথায় গেছে?" মুর জিজ্ঞেস করল।

রিজোলি মাথা ঘুরিয়ে দেখল মুর তার ডেস্কের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। "না, আমি জানি না।"

"আশেপাশেও নেই?"

"আমি তো তাকে আর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি না।"

কিছু সময়ের জন্য তাদের মধ্যে নীরবতা বিরাজ করল। এরপর রিজোলিকে জিজ্ঞেস করল সে, "এটা কি?"

"অর্টিজের ক্রাইম-সিনের ছবি।"

"না, বোতলের মধ্যে?"

মুরের দিকে তাকালে রিজোলি দেখতে পেল সে ভ্রু কুঁচকে আছে। "কিসের মত

যেন লাগছে দেখতে? এটা ফাকিং ট্যাম্পুন। এখানকার কিছু কিছু লোকজনের কৌতুকের ধরণ অনেক বেশি উচ্চমার্গের।" ড্যারেন ক্রো'র দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে দেখল স্নিকার পায়ে দিয়ে উঠে যাচ্ছে সে।

"আমি দেখছি বিষয়টা," এই কথা বলে মুর বোতলটি সেখান থেকে তুলে নিল ।

"হে-হে!" ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে। "বাদ দাও তো!"

লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েটের অফিসে গেল সে। কাঁচের পার্টিশনের ওপাশে রিজোলি দেখতে পেল ট্যাম্পুন ভর্তি বোতলটা মারক্যুয়েটের ডেস্কের উপরে রেখেছে মুর। মারক্যুয়েট ঘুরে বসে রিজোলির দিকে তাকালো।

আবার শুরু হবে। এখন আবার তারা বলতে শুরু করবে কুত্তিটা অল্প সময়ের জন্য কোন ছোটখাট কৌতুকও হজম করতে পারে না।

নিজের পার্স আর ছবিগুলো জড়ো করে নিয়ে ইউনিট থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

মুর যখন পেছন থেকে তাকে ডাক দিল ততক্ষণে সে এলিভেটরে ঢুকে পড়েছে : "রিজোলি?"

"আমার হয়ে আমার যুদ্ধ তোমাকে লড়তে হবে না, ঠিক আছে?" বলল সে।

"তুমি তো কারও সাথে বাকবিতণ্ডা করছিলে না। তুমি নিজের ডেস্কে ঐ জিনিসটা নিয়ে বসে ছিলে।"

"ট্যাম্পুন। তুমি কি শব্দটা উচ্চস্বরে পরিস্কারভাবে বলতে পারবে, মুর?"

"তুমি আমার উপরে রেগে আছ কেন? আমি তোমার হয়ে প্রতিবাদ করতে গেছিলাম।"

"দেখ সেইন্ট টমাস, মেয়েদের সাথে সারা বিশ্বব্যাপি এরকম আচরণই করা হয়ে থাকে। আমি যদি কোন অভিযোগ করি, বাঁশটা খেতে হবে আমাকেই। আমার অন্যান্য কাজে এর প্রভাব পড়বে। পুরুষ সহকর্মিদের সাথে ঝামেলায় জড়াতে চাই না। আমি যদি আবার অভিযোগ করি, আমার মান-সম্মান নিয়ে খেলা শুরু করবে সবাই।"

"তুমি যদি তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করো তাহলে তো তারা তোমাকে পেয়ে বসবে।"

"আমি তোমার মত করেই সবকিছু ঠিক করতে গেছিলাম একসময়। কোন সমাধান পাইনি। সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য করতে আসবে না, ঠিক আছে?" পার্সটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে এলিভেটরে ঢুকে পড়ল সে।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার সময় উপলব্ধি করল যদি কিছুক্ষণ আগের বলা কথাগুলো ফেরত নিতে পারত সে কোনভাবে। মুরের মত মানুষকে এভাবে তীব্র ভাষায় কথা শোনানো উচিত হয়নি তার। অনেক নম্র স্বভাবের সে, অনেক বেশি ভদ্র। রাগের মাথায় মুরকে বিদ্রুপ করে ইউনিটের দেয়া নামটিও বলে ফেলেছে-সেইন্ট টমাস। যে পুলিশ সদস্যের কখনও সীমালঙ্ঘন, মিথ্যা পণ করা কিংবা রাগ দেখানোর দৃষ্টান্ত নেই।

BOIGHAR.COM

এভাবেই তার চোখের সামনে মুরের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখজনক পরিস্থিতিটা ভেসে উঠল। দুই বছর আগে তার স্ত্রী মেরি সেরেব্রাল হেমোরেজে আক্রান্ত হয়। প্রায় ছয় মাস কোমায় ছিল সে। কিন্তু মৃত্যুর আগপর্যন্ত স্ত্রীর বেঁচে যাওয়ার ক্ষীণ আশাটা যে ছাড়তে পারেনি সে স্বয়ং মুর। মেরির মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর পার হয়ে গেলেও সে এটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি তা বোঝা যায়। নিজের বিয়ের আঙটি তার হাতেই আছে, এখনও স্ত্রীর ছবি ডেস্কে রেখে দিয়েছে সে। রিজোলি অনেক পুলিশের বিয়ে ভেঙে যেতে দেখেছে, তার সহকর্মিদের ডেস্কে স্ত্রীদের ছবি বদলাতেও দেখেছে কিন্তু মুরের ডেস্কে মেরি এখনও আগের অবস্থানেই রয়েছে, তার সেই হাসিমাখা মুখটা নিয়ে।

সেইন্ট টমাস? আক্ষেপে নিজের মাথা নাড়ল রিজোলি। যদি পৃথিবীতে কোন সন্ন্যাসি থেকেও থাকে, তারা আর কিছু হলেও নিশ্চিতভাবেই পুলিশ হবে না।

*

একজন তাকে জীবিত দেখতে চায়, একজন মৃত। আর উভয়েই তাকে অনেক বেশি ভালবাসে বলে দাবিও করছে। হারম্যান গোয়াডস্কির ছেলেমেয়ে উভয়েই এই মুহূর্তে তাদের বাবার বিছানা থেকে অল্প দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কেউ আপাতত কোন আশা ছাড়তে পারছে না।

"তোমার তত্ত্বাবধানে অন্তত বাবাকে দেয়া হবে না," মেরিলিন বলল। "আমি তার জন্য খাবার রান্না করেছি, আমি তার বাড়ি পরিস্কারের কাজ করেছি। আমি তাকে প্রতিমাসে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি। তুমি কখনও তার সাথে দেখা করতে এসেছ? তোমার তো সবসময় এর থেকে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ ছিল।"

"ঈশ্বরের দোহাই লাগে...বোঝার চেষ্টা করো, আমি লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকি," ইভান রাগান্বিত স্বরে বলল। "আমার নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে সেখানে।"

"তুমি বছরে অন্তত একবারের জন্য তো আসতে পারতে? কতটা কঠিন এইটুকু সময় বের করা?"

"যাই হোক, আমি তো এখন এখানে রয়েছি, তাই না?"

"হ্যা, সেটাই। মি. বিগ শট অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত তার ব্যস্ত রুটিন থেকে একদিন সময় বের করতে পেরেছে। তুমি এই কাজটি আগেও করতে পারতে কিন্তু এখন তুমি সবকিছুর ইতি টানতে চাও, তাই তো?"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি তাকে এভাবে মরতে দিতে চাও।"

"আমি তাকে আর কষ্ট পেতে দেখতে চাই না।"

"অথবা তুমি তার ব্যাংকের অর্থ নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাইছ।"

মেরিলিনের মুখের প্রত্যেকটি পেশি যেন শক্ত হয়ে উঠল। "বাস্টার্ড কোথাকার!"

ক্যাথারিন তাদের কথোপকথন আর হজম করতে পারল না, মাঝখানে এসে

বলল, "আপনাদের ব্যক্তিগত জিনিস আলোচনা করার জায়গা নয় এটি। এখন দয়া করে আপনারা কি এই রুম ছেড়ে চলে যাবেন?"

কিছু সময়ের জন্য, ভাই-বোনের মধ্যে নীরব শত্রুভাবাপন্ন ভাব বিরাজ করল, যেন অপেক্ষা করছে কে কার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। প্রথমে ভয়াবহ আকৃতির টেইলরড স্যুট পরা ইভান বেরিয়ে গেল রুম ছেড়ে। এরপর বিধ্বস্ত চেহারার গৃহিনি মেরিলিন, তার বাবার হাতটা আল্‌তো করে ছুঁয়ে ভাইয়ের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল সে।

ক্যাথারিন জানে, হলওয়েতে এখন একটা লঙ্কাকাণ্ড বাঁধবে এবার। তারপরেও নিজেকে তাদের সাথে কথা বলার জন্য প্রস্তুত করে নিল।

"দুর্ঘটনার পর থেকে আপনার বাবা কোমাতে রয়েছে। তার কিডনি এখন আর কাজ করছে না। দীর্ঘ সময়ব্যাপি ডায়াবেটিস থাকার কারণে ওগুলো আর বদলে ফেলাও সম্ভব নয়। এই আঘাতের ফলে সেটা আরও বেশি খারাপ পর্যায়ে চলে গেছে।"

"সার্জারির পর থেকে সে ঠিক কতক্ষণ ধরে এরকম অবস্থায় আছে?" ইভান জানতে চাইল। "কোন ধরণের চেতনানাশক দিয়েছিলেন কি তাকে?"

ক্যাথারিন উদ্যত মেজাজ ঠাণ্ডা রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে শান্তভাবেই বলল : "তাকে এখানে নিয়ে আসার পর থেকেই সে অচেতন অবস্থাতেই রয়েছে। চেতনানাশক কোন বড় বিষয় নয়। টিস্যুর ক্ষয়ক্ষতির চাপ তার কিডনির উপরে পড়েছে, এ কারণে সেগুলো অচল হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, তার প্রোস্টেট ক্যান্সার ধরা পড়েছে। আর এটা তার হাড়েও ছড়িয়ে পড়েছে এখন। যদি সে কখনও জ্ঞান ফিরেও পায়, সমস্যাগুলো থাকবেই।"

"আপনি তাহলে বলতে চাইছেন, আমাদের হাল ছেড়ে দেয়া উচিত, তাই না?" ইভান বলল।

"আমি শুধুমাত্র তার সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের অবগত করতে এসেছি। যদি তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া থেমে যায়, আমরা তাকে পুণরুজ্জীবিত করার কোন চেষ্টা করব না। আমরা তাকে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে দিতে চাই।"

"আপনি বলতে চাইছেন, তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া হবে।"

"হ্যা।"

ইভান ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করলো। "আমি আমার বাবার সম্বন্ধে একটি কথা বলতে চাই, সে হেরে যাওয়ার মত মানুষ নয়। আমিও না।"

"ঈশ্বরের দোহাই, ইভান, এটা হার-জিতের কোন খেলা নয়!" মেরিলিন বলল। "তার এই অবস্থা কারোরই কাম্য নয়, তাকে যেতে দিতে হবে আমাদের।"

"তুমি সেই কাজটি খুব দ্রুত দেখতে চাও, তাই তো?" তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইভান কথাগুলো বলল। "প্রথম পর্যায়ের সমস্যা দেখেই ছোট্ট মেরিলিন হার মেনে যেত একসময়, সবসময় বাবাকেই তাকে সাহায্য করতে হত কাজটা করতে। কিন্তু

আমি তোমার মত নই।"

মেরিলিনের চোখে অশ্রুকণা ছলকে উঠল। "এটা বাবা সম্পর্কিত কিছু নয়, আমি ঠিক বলেছি? এটা তোমার জেতার একটা বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"না, এটা শুধুমাত্র তাকে আরও একবার লড়াই করে বাঁচতে দেয়ার ঝুঁকি।" ইভান ক্যাথারিনের দিকে তাকাল। "আমি আমার বাবার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা চাই। আমার মনে হয় সেটা ভালোভাবেই হবে।"

মেরিলিন তার ভাইয়ের সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর চোখের পানি মুছে ফেলল। "কিভাবে সে বলে, সে বাবাকে ভালবাসে, অথচ একটাবারের জন্যও তাকে দেখতে আসেনি!" ক্যাথারিনের দিকে তাকাল সে। "আমি চাই না আমার বাবার জ্ঞান ফিরে আসুক। আপনি কি সেটা চার্টে লিখে দিতে পারবেন?"

এটা এক ধরণের নৈতিক টানাপোড়েন যার মধ্যে দিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি ডাক্তারকেই পার হতে হয়। যদিও ক্যাথারিন মেরিলিনের কথার স্বপক্ষে, কিন্তু তার ভাইয়ের শেষ কথাটুকুও তার কাছে কেন যেন হুমকির মত শোনাল।

অবশেষে বলল সে, "আপনার ভাই এবং আপনি নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত আমি আমার নির্দেশে বদলাতে পারব না।"

"সে কখনও রাজি হবে না এই বিষয়ে। আপনি তার কথা শুনে কিছু বুঝেননি?"

"তাহলে আপনাকে তার সাথে আবারও কথা বলতে হবে। তাকে রাজি করানোর চেষ্টা করতে হবে।"

"আপনি ভয় পাচ্ছেন সে আইনগত কোন পদক্ষেপ নেবে এব্যাপারে, তাই তো? এ কারণে আপনি আপনার নির্দেশ পরিবর্তন করতে পারবেন না।"

"আমি জানি সে খুব রেগে আছে।"

আক্ষেপে মাথা নাড়ল মেরিলিন। "এভাবেই সে জিততে চায়। ভাবেই সে সবসময় জিতে থাকে।"

আমি একটি ছিন্নভিন্ন দেহ হয়ত সেলাই করে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারি, ভাবল ক্যাথারিন। *কিন্তু ভগ্নপ্রায় পরিবারের ব্যাপারে কিছুই করতে পারি না।*

আধঘণ্টা পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়েও মিটিংয়ের সেই পীড়া আর শত্রুভাবাপন্ন প্রভাব তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখল। আজকে শুক্রবার বিকেল আর সামনে দু-দিনব্যাপি ছুটি, কিন্তু মেডিকেল সেন্টারের পার্কিং গ্যারেজ থেকে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অনুভব করল, ছুটির দিন ভালভাবে উপভোগ করার মত তার কোন স্বাধীনতা নেই। গতকালের থেকে আজকের পরিবেশটা যেন বেশি উষ্ণ, নব্বইয়ের ঘরে রয়েছে হয়ত তাপমাত্রা। সে এখন নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ঠাণ্ডা পরিবেশে ফিরে গিয়ে আইস-টি তৈরি করে ডিস্কোভারি চ্যানেল দেখতে চায় কেবল।

অপেক্ষা করতে লাগল সে কখন ট্র্যাফিক সিগন্যালের আলো পরিবর্তিত হয়ে সবুজ হবে। এমন সময় তার নজর পড়ল এই রাস্তাকে ক্রস করে যাওয়া আরেকটি রাস্তার নামের উপর। ওরসেস্টার।

এটাই সেই স্ট্রিট যেখানে এলিনা অর্টিজ বাস করত। মেয়েটির ঠিকানা বোস্টন গ্লোবে প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে এসেছিল, শেষ পর্যন্ত ক্যাথারিন সেটা না পড়ে থাকতে পারেনি।

ট্র্যাফিক সিগন্যাল পরিবর্তিত হল, অজানা এক তাড়নার বশীভূত হয়ে গাড়িটিকে ওরসেস্টার স্ট্রিটের দিকে ঘুরিয়ে নিল সে। এর আগে কখনও এই রাস্তায় যাওয়ার কোন কারণ সে খুঁজে পায়নি, কিন্তু আজকে কোন একটা অজানা বিষয়ে ক্যাথারিন সেই রাস্তা বরাবরই এগিয়ে যেতে লাগল। বিষাদগ্রস্ত এই মানুষটি হয়ত নিজের চোখে দেখতে চায় কোথায় খুনি হানা দিয়েছিল, তার নিজের দুঃস্বপ্ন ঠিক কোন জায়গায় এসে আরেকজন মেয়ের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। হাত ভিজে আসছে তার, অনুভব করছে সে হৃদস্পন্দন ধীরে ধীরে বাড়ছে যখন এলাকার বিল্ডিংগুলোর নম্বর দেখে এগিয়ে যেতে লাগল।

এলিনা অর্টিজের ঠিকানার কাছের ফুটপাতে ক্যাথারিন নিজের গাড়িটিকে দাঁড় করাল। প্রাসাদসম বাড়ির মত এই বাড়িটির তেমন কোন বিশেষত্ব নেই, এমনকি বাড়িটা থেকে আতঙ্ক আর মৃত্যুর কোন সুপ্ত আর্তনাদও ভেসে আসছে না। চিরাচরিত একটি তিনতলা বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

গাড়ি থেকে বের হয়ে উপর তলাগুলোর জানালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। এলিনার অ্যাপার্টমেন্ট কোনটি এদের মধ্যে? স্ট্রাইপ পর্দাবিশিষ্ট জানালাটি? নাকি যে জানালা দিয়ে লতানো গাছের জঙ্গল এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে? সামনের দরজার কাছে গিয়ে বাড়িতে বসবাসকারি মানুষগুলোর নাম একে একে দেখতে লাগল সে। এই জায়গায় সর্বমোট ছয়টি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে–যার মধ্যে অ্যাপার্টমেন্ট ২এ-র বাসিন্দার ঘরে নাম নেই। এরইমধ্যে এলিনাকে মুছে ফেলা হয়েছে, শিকারটিকে তার আবাসস্থল থেকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেউই মৃত্যুর কথা মনে রাখতে চায় না।

গ্লোবের তথ্য অনুসারে, খুনি ফায়ার-এস্কেপের মাধ্যমে তার বাড়িতে প্রবেশ করেছিল। বাড়ির পেছনের দিকে যাওয়ার পথে ক্যাথারিন দেখল, স্টিলের বেষ্টনি দিয়ে গলির মত অংশটিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। গলির রাস্তার কাছে কিছুদূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে একজায়গায়। ঘাড়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে তার। রাস্তার দিকে ঘুরলে দেখতে পেল একটি ট্রাক পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তার ওপাশে এক মহিলা জগিং করছে। এক দম্পতি যুগল তাদের গাড়িতে উঠছে। তাকে আতঙ্কে ফেলার মত আশেপাশে এমন কিছুই নেই, তারপরেও কিছু একটা তাকে ভয়ের রাজ্যে ঠেলে দিল।

নিজের গাড়িতে ফিরে এসে দরজা লাগিয়ে বসে স্টিয়ারিং হুইলে হাত দিয়ে নিজেকে বোঝাতে লাগল–*কিছুই অস্বাভাবিক নেই এখানে। অস্বাভাবিক নেই কিছু।* ভেন্ট থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বের হলে সে অনুভব করল তার হৃদস্পন্দন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। অবশেষে নিশ্চিন্তভাবে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে বসল সে।

এলিনা অর্টিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে আবারও তাকাল।

BOIGHAR.COM

হঠাৎ গলিতে রাখা একটি গাড়ির দিকে চোখ পড়ল তার। বিশেষত গাড়ির পেছনে লাগানো লাইসেন্স প্লেট।

পজি৫।

দেরি না করেই হন্তদন্ত হয়ে নিজের পার্স থেকে ডিটেক্টিভের দেয়া কার্ডটা বের করে নিল। নিজের গাড়ির ফোন থেকে কম্পমান হাতে সেই ডিটেক্টিভের নম্বরে ফোন দিল ক্যাথারিন।

জবাব আসলো অনেকটা ব্যবসায়িদের মতো কণ্ঠে : "ডিটেক্টিভ মুর বলছি।"

"আমি ক্যাথারিন কর্ডেল," বলল সে, "আপনি কয়েকদিন আগে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।"

"হ্যা, ড. কর্ডেল...বলেন, কি ব্যাপার?"

"এলিনা অর্টিজের কি একটি সবুজ রঙের হোন্ডা ব্র্যান্ডের গাড়ি ছিল?"

"দুঃখিত, কি বললেন?"

"আমি তার লাইসেন্স নম্বর জানতে চাই।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না–"

"যা জানতে চাইলাম আমাকে বলুন দয়া করে!" তার কণ্ঠস্বরের আকুতি কিছুটা অবাক করল মুরকে। লাইনে কিছু সময় অবধি নিস্তব্ধতা বিরাজ করল।

"আমাকে একটু দেখে নিয়ে বলতে হবে," জানাল সে।

ক্যাথারিন লাইনে মুরের আশেপাশে থাকা লোকজনের কণ্ঠস্বর, ফোন রিং হওয়ার শব্দ শুনতে পেল। এরপর লাইনে আবার ফিরে আসলো সে।

"এটা একটা ভ্যানিটি প্লেট। আমার মনে হয় এটা তার পরিবারের ফুলের ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত ছিল।"

"পজি৫," ক্ষীণশব্দে বলল সে।

কিছু সময়ের জন্য ফোনের দু-পাশে আবারও নীরবতা নেমে এলো। "হ্যা," বলল সে, তার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল যেন। কিছুটা সতর্ক বলেও মনে হচ্ছে।

"আপনি যখন ঐ দিন আমার সাথে কথা বলতে এসেছিলেন, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি এলিনা অর্টিজের নামের কাউকে চিনি কিনা।"

"আপনি বলেছিলেন, আপনি চেনেন না তাকে।"

ক্যাথারিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আমি ভুল বলেছিলাম।"

অধ্যায় ৬

সবাইকে পাশ কাটিয়ে এমার্জেন্সি রুমে এগিয়ে আসলো সে, আজকে তাকে অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা ফ্যাকাশে আর চিন্তিত দেখাচ্ছে, কাঁধ অবধি তামাটে রঙের চুল বেঁধে রেখেছে। অপেক্ষমাণ এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা মুরের দিকে চোখ পড়ল তার।

"আমি কি ঠিক বলেছিলাম?" জিজ্ঞেস করল ক্যাথারিন।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "পজি ফাইভ তার ইন্টারনেট স্ক্রিন নেম। আমরা তার কম্পিউটার পরীক্ষার সময় এই বিষয়টি খেয়াল করেছিলাম। এখন আপনি বলুন তো, এই বিষয়ে আপনি কিভাবে জানেন?"

এমার্জেন্সি রুমে সমবেত হওয়া মানুষের দিকে তাকিয়ে বলল : "চলুন যে কোন একটি কল রুমে যাওয়া যাক।"

যে ঘরটিতে ক্যাথারিন মুরকে নিয়ে এল সেটাকে ঘর না বলে বরং বদ্ধ অন্ধকার, জানালাবিহীন গুহা বলাই ভালো। এখানে শুধু একটিমাত্র বিছানা, চেয়ার আর ডেস্ক রয়েছে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে আসা ডাক্তারের কাছে কিছুটা সময় বিশ্রাম নেয়ার জন্য হয়ত খুব পর্যাপ্ত একটি জায়গা। কিন্তু দরজা লাগিয়ে দেয়ার পর মুর বুঝতে পারল এই ঘরটি আসলেই কতটা সংকীর্ণ, ভাবতে লাগল এই অন্তরঙ্গ পরিবেশে ক্যাথারিন যতটা অস্বস্তি অনুভব করবে, তার মধ্যেও সেই একই বিষয় কাজ করবে কিনা। উভয়েই তারা বসার জন্য জায়গা খুঁজতে লাগল। সবশেষে ক্যাথারিন বিছানায় বসে পড়ল আর মুর চেয়ারে।

"আমার আসলে এলিনার সাথে কখনও সাক্ষাত হয়নি," বলল ক্যাথারিন। "এমনকি আমি এটাও জানতাম না তার আসল নাম কি। আমরা একই ইন্টারনেট চ্যাটরুমের সদস্য ছিলাম। আপনি হয়ত জানেন এই চ্যাটরুম কি জিনিস?"

"হুম, জানি।"

"অনলাইনে এভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যায় নিজেদের মধ্যে। এটা একটা প্রাইভেট রুম, শুধু মেয়েদের জন্য। আপনাকে এখানে প্রবেশের জন্য সঠিক কি-ওয়ার্ড জানতে হবে। জায়গাটিতে প্রবেশের পর আপনি শুধু কিছু স্ক্রিন নেম দেখতে পাবেন। কোন আসল চেহারা বা প্রকৃত পরিচয় কেউ দেয় না সেখানে, আমরা একে অপরের কাছে বেনামি থাকি এভাবেই। এর মাধ্যমে নিজেদের গোপন কথাগুলো শেয়ার করার সময় অনেক বেশি নিরাপদ অনুভব করি আমরা।" কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিয়ে আবারও বলল সে, "আপনি কি কখনও এ ধরণের কিছু ব্যবহার করেছেন?"

"নাম-পরিচয়হীন অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের বিষয়টি আমাকে সেভাবে আকৃষ্ট করে না, আমি বরং ভয় পাই এতে।"

BOIGHAR.COM

"কখনও কখনও," নরমস্বরে বলল সে, "চেহারাবিহীন বেনামি অপরিচিত মানুষগুলোই আপনার একান্ত কথাগুলো শোনার একমাত্র মানুষ হয়ে ওঠে।"

ক্যাথারিনের জবানবন্দিতেও এই গভির পীড়ার বিষয়টি অনুভব করেছিল মুর, এই মুহূর্তে কিছু বলার মত পেল না কথাটা শুনে।

কিছু সময় পরে, গভির দম নিয়ে বসে রইল সে মুরের দিকে না তাকিয়ে। মুর তার কোলে ভাঁজ হয়ে থাকা হাতটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। "আমাদের সপ্তাহে একবার কথা হত, বুধবার রাত নয়টায়। আমি অনলাইনে প্রবেশ করে, চ্যাট রুম আইকনে ক্লিক করলে প্রথমে পিটিএসডি টাইপ করতে হত, এরপর : ওম্যানহেল্প। এভাবেই আমি সেখানে প্রবেশ করতে পারতাম। অন্যান্য মেয়েদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেসেজ টাইপ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে। আমাদের পাঠানো শব্দগুলো অনস্ক্রিনে দেখা যেত, যেখানে আমরা অনলাইনে উপস্থিত সবাইকে দেখতে পেতাম।"

"পিটিএসডি? এটার মানে কি দাঁড়ায়–"

"পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। এটা একটা চমৎকার ক্লিনিক্যাল টার্ম যা দিয়ে আমি সেখানে থাকা প্রত্যেকটি মেয়ের অবস্থা এক শব্দে বর্ণনা করতে পারি।"

"কি ধরণের ট্রমা নিয়ে কথা বলছি আমরা?"

ক্যাথারিন একটু অস্বস্তির সাথে বলল, "ধর্ষণ।"

শব্দটি তাদের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য গুমোট পরিবেশ তৈর করলো যেন। ঘরের পরিবেশ হঠাৎ ভারি করে দিল সেটা।

"আপনি সেখানে গিয়েছিলেন অ্যান্ড্রু ক্যাপরার বিষয়টির জন্য?" নম্রভাবেই জানতে চাইল মুর। "আপনার সাথে সে যা করেছিল সেই কারণে?"

তার দৃষ্টি নিচু হয়ে পড়ল, ছলছল করতে লাগল দুচোখ। "হ্যা," ফিসফিসিয়ে বলল সে। আবারও নিজের হাতের দিকে তাকাল। মুর তাকে দেখছে, ক্যাথারিনের উপর ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক ঘটনাটির কথা ভেবে প্রচণ্ড রাগান্বিত হল সে। ক্যাপরা এই মেয়ের আত্মাকেও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। মুর ভাবলো, সেই ঘটনার আগে ক্যাথারিন ঠিক কেমন ছিল? উষ্ণ বন্ধুভাবাপন্ন? নাকি সবসময়েই সে নিজেকে মানুষজনদের কাছ থেকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইত?

মাথা উঁচিয়ে ধরে নিজেকে শক্ত করে নেয়ার চেষ্টা করল সে। "এভাবেই এলিনা অর্টিজের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমি তার আসল নামটা অবশ্যই জানতাম না, শুধু তার স্ক্রিন নেম 'পজি ফাইভ' দেখতে পেতাম।"

"এই চ্যাট রুমে কতজন মেয়ে রয়েছে?"

"সপ্তাহ থেকে সপ্তাহান্তরে পরিবর্তিত হয় এটা। অনেকে চলে যায়, নতুন কিছু নামের আগমনও ঘটে। প্রতি রাতে তিন থেকে ডজনখানেকের মত মেয়ে থাকে ওখানে।"

"আপনি এই বিষয়টা সম্পর্কে জেনেছিলেন কিভাবে?"

"ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েদের জন্য তৈরি একটি প্রচারপত্র থেকে। সারা শহরব্যাপি মেয়েদের জন্য নির্মিত ক্লিনিক এবং হাসপাতালে এটি দেয়া হয়।"

"তাহলে এই চ্যাট রুমে যে মেয়েগুলোকে দেখা যায়, এরা সবাই বোস্টনেরই বাসিন্দা?"

"হ্যা।"

"পজি ফাইভ, সে কি নিয়মিত ছিল চ্যাট রুমে?"

"প্রায় দু-মাস ধরে সে কখনও কখনও আসত, আবারও কখনও আসত না। সেরকম কোন কথা বলত না, কিন্তু আমি খেয়াল করেছিলাম স্ক্রিনে ভেসে উঠা তার নামটা, এভাবেই আমি বুঝতাম সে এসেছে চ্যাটরুমে।"

"সে কি তার ধর্ষণের ব্যাপারে কিছু বলেছিল?"

"না। সে সবার কথা শুনত শুধু। আমরা তাকে হ্যালো টাইপ করে পাঠাতাম মাঝে মাঝে। শুধু সম্ভাষণের জবাবই দিত। কিন্তু নিজের ব্যাপারে কখনও আমাদের সাথে কথা বলেনি। মনে হত গভির কোন কিছুর ভয় তাড়া করত তাকে সবসময়। অথবা এই কথাগুলো আমাদের সাথে ভাগাভাগি করতে সে লজ্জাবোধ করত।"

"সুতরাং আপনি নিশ্চিত নন, এলিনা প্রকৃতপক্ষেই ধর্ষণের শিকার হয়েছিল কিনা?"

"আমি নিশ্চিত হয়েছি তার সাথে ঘটে যাওয়া ধর্ষণের সম্পর্কে।"

"কিভাবে?"

"কারণ এলিনা অর্টিজের চিকিৎসা হয়েছিল এই এমার্জেন্সি রুমেই।"

ক্যাথারিনের দিকে পলকহীনভাবে চেয়ে রইল মুর। "আপনি তার রেকর্ড খুঁজে পেয়েছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিল সে। "আমার মনে হয়েছিল আক্রমণের পর তার কোন মেডিকেলে চিকিৎসা নেয়ার দরকার হয়েছে। তার বাড়ি থেকে এই হাসপাতালটি সব থেকে কম দূরত্বে অবস্থিত। আমি আমাদের হাসপাতালের কম্পিউটারে বিষয়টা চেক করেছিলাম। এই ই.আর এ যেসব রোগি একবারের জন্যও আসে তাদের নাম সেখানে নথিভুক্ত থাকে। তার নামটা আমি সেখানেই পেয়েছি।" কথাগুলো বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্যাথারিন। "আমি আপনাকে তার রেকর্ড দেখাতে পারি।"

কল রুম থেকে বের হওয়ার সময় মুর ক্যাথারিনকে অনুসরণ করে আবারও এমার্জেন্সি রুমে ফিরে আসলো। শুক্রবার সন্ধ্যে হওয়াতে দরজা দিয়ে ক্যাজুয়ালিটি আসছে আর যাচ্ছে। টিজিআইএফরা মারামারি করতে গিয়ে নিজেদের চেহারা কদাকার বানিয়ে ফেলেছে, ফলে নিজেদের মুখে আইসব্যাগ চেপে ধরে রেখেছে। একজন অধৈর্যচিত্তের কিশোর দৌড় প্রতিযোগিতায় কোন এশিয়ানের কাছে হেরে গিয়ে আহত অবস্থায় এসেছে এখানে। শুক্রবার রাতে যারা কর্মরত থাকে এখানে তারা সাধারণত এরকম রক্তাক্ত, আঘাতপ্রাপ্ত রোগিদেরই দেখা পায়। পিলগ্রিম মেডিকেল সেন্টারের এমার্জেন্সি রুম বোস্টনের নগরীর মধ্যে সব থেকে ব্যস্ততম জায়গা

পরিচিত। নার্স, গার্নি আর রক্তাক্ত পরিবেশ কাটিয়ে যেতে যেতে মুরের মনে হলো যেন সে জনবহুল কোন অঞ্চলে প্রবেশ করেছে।

ক্যাথারিন তাকে ই.আর-এর রেকর্ড রুমে নিয়ে গেল। এটা একধরণের ক্লোজেট আকৃতির জায়গা যেখানে দেয়াল থেকে দেয়ালে অনেকগুলো তাক করে রাখা হয়েছে, আর তাকগুলো থ্রি-রিং বাইন্ডারে সজ্জিত।

"এখানেই আমরা আমাদের ফর্মগুলো অস্থায়িভাবে রেখে থাকি," জানালো ক্যাথারিন। সে একটি বাইন্ডার নামিয়ে নিলো যাতে লেবেল মারা রয়েছে : ৭-১৪ মে। "যখনই কোন নতুন রোগির আগমন ঘটে এমার্জেন্সি রুমে, একটি ফর্ম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে যায়। ফর্মগুলো সাধারণত এক পৃষ্ঠার হয়ে থাকে, এতে ডাক্তারের নোট আর চিকিৎসার নির্দেশাবলি উল্লেখ করা থাকে।"

"তাহলে প্রত্যেক রোগির জন্য কোন চার্ট তৈরি করা হয় না?"

"যদি কেউ শুধু একবারের জন্য ই.আর-এ আসে তাহলে সেই রোগির চার্ট হাসপাতাল কখনও রেখে দেয় না। একমাত্র রেকর্ড বলতে থাকে এই এনকাউন্টার ফর্ম। এগুলো ঠিক সময়ে হাসপাতালের মেডিকেল রেকর্ড রুমে স্থানান্তর করা হয়ে থাকে, ওখানে এগুলোকে স্ক্যান করে ডিস্কে পরিণত করা হয়।" ৭-১৪ মে লেবেল লাগানো বাইন্ডারটি খুলল ক্যাথারিন। "দেখুন এটা।"

মুর ক্যাথারিনের পেছনে দাঁড়িয়ে, কাঁধের উপর দিয়ে দেখল কাগজটি। তার চুলের গন্ধ মুহূর্তে যেন মুরের মনোযোগে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। মনোযোগের রাশ টেনে পৃষ্ঠাটির দিকে তাকাল সে। হাসপাতালে আসার সময় এবং দিন লিপিবদ্ধ করা আছে, রাত ১টা, ৯ মে। রোগির নাম, ঠিকানা এবং বিলের তথ্য সবকিছু পৃষ্ঠার একেবারে উপরে টাইপ করা আছে; ওখানে ফর্মের বাকি তথ্যগুলো হাতে লেখা। মেডিকেল শর্টহ্যান্ড বললেও ভুল হবে না। লেখাগুলোর মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করলো মুর। একটা অনুচ্ছেদ ভালভাবে দাঁড় করানোর জন্য উঠেপড়ে লাগলো সে। একজন নার্সের হাতের লেখা এটা :

২২ বছর বয়সি হিস্পানিক নারী, দু-ঘণ্টা আগে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কোন অ্যালার্জি এবং মেডস পাওয়া যায়নি। বিপি ১০৫/৭০, পি ১০০, টি. ৯৯।

বাকি পৃষ্ঠার অর্থ আর সে কোনমতেই দাঁড় করাতে পারলো না।

"আপনাকে এগুলো অনুবাদ করে দিতে হবে," বলল মুর।

ক্যাথারিন কাঁধের পেছন দিয়ে মুরের দিকে তাকালে হঠাৎ উভয়েই খেয়াল করল তাদের মুখ এতটাই কাছাকাছি আছে যে, একে অপরের শ্বাস অনুভব করতে পারছে।

"আপনি পড়তে পারছেন না এগুলো?" ক্যাথারিন জানতে চাইলো।

"আমার পক্ষে হয়ত টায়ার ট্র্যাক কিংবা ছিটিয়ে থাকা রক্তের দাগের মর্মোদ্ধারও সম্ভব কিন্তু এই লেখা আমি কোনমতেই পড়তে পারছি না।"

"এটা কেন কিম্বালের হাতের লেখা। আমি তার স্বাক্ষর চিনতে পেরেছি।"

"এটা যে ইংরেজিতে লেখা হয়েছে, আমি সেটাও বুঝতে ব্যর্থ।"

"অন্য ডাক্তারের কাছে জিনিসটা কিন্তু একেবারে বোধগম্য। খালি কোডগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।"

"মেডিকেল স্কুলে আপনাদের কি এই জিনিস শেখানো হয়ে থাকে?"

"হ্যা, গুপ্তভাবে হাত মেলানো, রিং ইন্সট্রাকশনের ডিকোডার যেমন শেখানো হয়ে থাকে।"

ব্যাপারটা পরিহাস বলে মনে হলো মুরের কাছে আর এটা একটু অদ্ভুতও লাগল যে, ড. ক্যাথারিন কর্ডেলের হাস্যরসবোধও রয়েছে। খোলসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই নারীকে এক ঝলক দেখতে পেল যেন সে। অ্যান্ড্রু ক্যাপরার আক্রমণের আগে মেয়েটি ঠিক যেমন ছিল।

"প্রথম অনুচ্ছেদে তার শারীরিক পরীক্ষণের বিষয়গুলো আছে," ব্যাখ্যা করে বলল সে। "মেডিকেল শর্টহ্যান্ড ব্যবহার করেছে। এইচইইএনটি মানে হেড, ইয়ারস, আইস, নোজ এবং থ্রোট। তার বামগালে কালশিটের দাগ পাওয়া গেছে। ফুসফুস পরিস্কার, হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচলের ক্ষেত্রে দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়ার কোন আভাস পাওয়া যায়নি।"

"এর মানে কি দাঁড়ায় তাহলে?"

"স্বাভাবিক ছিল তার এই অঙ্গসমূহ।"

"একজন ডাক্তার কি লিখতে পারে না, হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক ছিলো?"

"পুলিশেরা কেন তাহলে স্বাভাবিক 'কার'কে 'ভেহিকেল' লিখে থাকে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মুর। "আপনার যুক্তি মেনে নেয়া হলো।"

"পেটের নিচের দিকটা মসৃণ, নরম, কোন অঙ্গই ফোলা অবস্থায় পাওয়া যায়নি। অন্যভাবে বলতে গেলে যা দাঁড়ায়–"

"স্বাভাবিক ছিলো?"

"মনে হচ্ছে, আপনি মেডিকেল টার্মগুলো বুঝতে শুরু করেছেন। এরপর পেলভিক অংশের পরীক্ষার কথা আছে। ওখানে কোন কিছুই স্বাভাবিক ছিলো না।" কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল ক্যাথারিন। অবশেষে যখন কথা বলল তার কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষীণ শোনাল, আর সেখানে কোন হাস্যরসাত্মকবোধ নেই। গভির দম নিলো সে, যেন নিজের অভ্যন্তরে সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করছে। "ইনট্রোইটাসে রক্ত পাওয়া গেছে। উভয় উরুতেই খামচানো আর কালশিটে দাগ ছিলো। যৌনাঙ্গ ছিঁড়ে গেছিলো তার, যা দেখে মনে হয়েছে সঙ্গমে সম্মতি ছিল না মেয়েটির। এরপরে ড. কিম্বাল উল্লেখ করেছেন, তাকে এই পরীক্ষার ইতি এখানেই টানতে হয়েছে।"

মুর শেষের অনুচ্ছেদটির দিকে একদৃষ্টে তাকাল। এটা সে ভালভাবেই পড়তে পারছে। এখানে কোন মেডিকেল শর্টহ্যান্ড নেই।

রোগি অনেক বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে। রেপ কিটের প্রয়োগে অস্বীকৃতি

BOIGHAR.COM

জানায়। আরও কোন পরীক্ষণে সাহায্য করতেও অপারগতা জানিয়েছে সে। বেসলাইন এইচআইভি স্ক্রিন এবং ভিডিআরএল পরীক্ষণের পরে ভিক্টিম নিজের পোশাক পরে বেরিয়ে যায়, আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই।

"এ কারণে তার ধর্ষণের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়নি কখনও," বলল সে। "কোন ভ্যাজাইন্যাল সোয়াব নেয়া হয়নি তার। ফলে সেটা থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি।"

ক্যাথারিন চুপচাপ মাথা নামিয়ে বাইন্ডারটি আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

"ড. কর্ডেল?" ক্যাথারিনের কাঁধে হাত রাখল মুর। হঠাৎ তার মধ্যে এক অন্য মানুষকে দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সরিয়ে নিলো। বুঝতে পারলো ক্রোধে জ্বলছে ক্যাথারিনের চোখদুটো।

"মে মাসে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে, জুলাই মাসে খুন," বলল ক্যাথারিন। "পৃথিবীটা মেয়েদের জন্য কত নিরাপদ জায়গা, তাই না?"

"আমরা তার পরিবারের সবার সাথে কথা বলেছি। কেউ তার ধর্ষণের ব্যাপারটি একবারের জন্যও উল্লেখ করেনি।"

"তাহলে হয়ত সে কাউকে বলেনি।"

কতজন মেয়ে নিজেদের এই কষ্টটা নিজেরাই নিভৃতে সহ্য করে যায়? ভাবল মুর। ভালবাসার মানুষগুলোর কাছে এরকম কতজন মেয়ে রয়েছে যারা নিজেদের জীবনের সবথেকে ব্যথাতুর বিষয়টি গোপন রাখতে চায়? তার দিকে তাকিয়ে মুর বিষয়টি সম্পর্কে ভাবতে লাগলো, ক্যাথারিনও অচেনা এই অতিথিটির কাছে নিজেকে নিরাপদ অনুভব করলো।

ফর্মটি বাইন্ডার থেকে বের করে নিয়ে মুরকে এগিয়ে দিলো সে ফটোকপি করার উদ্দেশ্যে। হাত থেকে কাগজটি নেয়ার সময় তার নজর পড়লো ডাক্তারের নামের উপর, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা তার মাথায় উদয় হলো।

"আপনি আমাকে ড. কিম্বাল সম্পর্কে কি তথ্য দিতে পারেন?" জিজ্ঞেস করলো সে। "যে ডাক্তারটি এলিনা অর্টিজকে এক্সামিনের কাজ করেছিল?"

"খুব ভালো একজন ডাক্তার।"

"সে কি শুধু রাতের শিফটেই থাকে?"

"হ্যা।"

"আপনার কি কোন ধারণা আছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে সে ডিউটিতে ছিল কিনা?"

প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে তার কিছুটা সময় লাগলো। যখন বুঝতে পারলো ক্যাথারিন, মুর দেখতে পেল প্রশ্নটার নিহিতার্থ বুঝে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে সে। "আপনি কি মনে করছেন-"

"এটা শুধুমাত্র একটা রুটিন প্রশ্ন। আমরা খুন হওয়া শিকারদের যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে এভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে থাকি।"

কিন্তু সে জানে প্রশ্নটা শুধুমাত্র রুটিনের অংশ হিসেবে করা হয়নি।

"অ্যান্ড্রু ক্যাপরা ডাক্তার ছিল," নরমস্বরে বলল সে। "আপনি মনে করছেন না তো আরেকজন ডাক্তার–"

"এমন সম্ভাবনার কথা আমরা বাদ দিতে পারি না।"

ঘুরে দাঁড়ালো সে। অস্থিরভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। "সাভানাতে যখন অন্য মেয়েদের খুনের ঘটনা ঘটেছিল, আমি ধারণা করেছিলাম, আমি হয়ত খুনিকে চিনি না। আমি ধারণা করেছিলাম, আমার সাথে চলতে ফিরতেও যদি তার দেখা হয়ে যায়, বিষয়টি আমি বুঝতে পারব, অনুভব করব। অ্যান্ড্রু ক্যাপরা প্রমাণ করেছে, আমার ধারণা কতটা ভুল ছিলো।"

"শয়তানকে খাটো করে দেখতে নেই।"

"সেই ঘটনা থেকে এই শিক্ষাটাই আমার হয়েছিলো। শয়তান সাধারণের বেশেই আমাদের আশেপাশে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। যে ধরণের মানুষকে আমি প্রতিদিন দেখছি, হ্যালো বলছি, যে আমাকে দেখে এক চিলতে হাসি ছুঁড়ে দিচ্ছে, শয়তান ঠিক তাদের মতোই কেউ।"

মুর যখন নিজের গাড়ির কাছে পৌছল, সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা নেমে পড়েছে তখন। কিন্তু গাড়ির ছাদ থেকে সেই সময়েও সারাদিনের তাপ ক্রমাগত বিকিরণ হচ্ছে। আরেকটি অস্বস্তিকর রাত। সারা শহর জুড়ে একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাসের পরশ পেতে মেয়েরা হয়ত তাদের জানালা খুলে রেখেছে। শয়তানটা হয়ত রাতের এই সুযোগটির অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছে।

পেছন ঘুরে দাঁড়িয়ে আবারও হাসপাতালটির দিকে তাকাল সে। উজ্জ্বল লাল রঙের 'ই.আর' লেখাটি দেখতে পাচ্ছে, যেন বিকনের মত জ্বলছে ওটা। আশা এবং আরোগ্যলাভের প্রতীক।

এটাই কি তাহলে তোমার শিকার করা জায়গা? যেখানে মেয়েরা একটু আরোগ্য লাভের আশায় এসে থাকে?

একটি অ্যাম্বুলেন্স রাতের এমার্জেন্সির প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়লো সাইরেন বাজাতে বাজাতে। মুর ই.আর-এ কর্মরত, তার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি মানুষের কথা ভাবতে লাগল। ইএমটি, ডাক্তার, কেরাণি, পরিচারক।

আর অবশ্যই পুলিশ। সম্ভাব্য কিছু হলেও, সে কেনজানি আপাত সেটা মাথায় আনতে চাইছে না। আবার এটা সেই বিকল্প যা মাথা থেকে পুরোপুরি ঝেড়েও ফেলতে পারছে না সে। যেসব মানুষ আরেকজন মানুষকে শিকার বানায় আইনরক্ষাকারি বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তাদের প্রতি অদ্ভুত ধরণের একটি আকর্ষণ কাজ করে। বন্দুক, ব্যাজ এই প্রতীকগুলো তাদের কর্তৃত্বের একটি ক্ষমতা দিয়ে থাকে। কোন মানুষ চাইলে নিজের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এই ধরণের নিপীড়ন বা খুনের ক্ষেত্রে কেন করতে পারবে না?

এই ক্ষেত্রে তাদেরকে যে কাজটা করতে হয় তা হলো 'পছন্দের শিকার খোঁজা।'

BOIGHAR.COM

*

বাড়িটার সর্বত্র এখানে ওখানে বাচ্চারা খেলা করছে। অ্যানা গার্সিয়ার মেঝে থেকে আপেল জুস পরিষ্কার করার সময় রিজোলি কিচেনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার সাথে কথা বলার প্রতীক্ষায়। সেখানে নোনতা দুধ আর ট্যালকম পাউডারের সম্মিলিত গন্ধ ম-ম করছে। সদ্য হাঁটতে শেখা একটি বাচ্চা অ্যানার পা ধরে কিছুসময় পরে টান দিলো; অন্য আরেকজন রান্নাঘরের ক্যাবিনেট থেকে পাত্র নামিয়ে ঝনঝন শব্দে মাটিতে ফেলে মজা পাচ্ছে। হাই চেয়ারে বসে থাকা নবজাতক মুখে ক্রিমড স্পিনাচ নিয়ে দুষ্ট হাসি হাসছে। মেঝেতে সদ্য হামাগুড়ি দিতে শেখা একটি বাচ্চা সর্বাত্মক চেষ্টা করে গুপ্তধন খোঁজার মত ভাব নিয়ে কোন একটা জিনিস খুঁজে সেটা মুখে দেয়ার বাহানায় ব্যস্ত। রিজোলি বাচ্চাদের বেশি পছন্দ করে না, তাদের আশেপাশে থাকলে সে কিছুটা উদ্বিগ্নবোধ করে। এখন নিজেকে তার সাপের কুয়ায় পড়ে যাওয়া ইন্ডিয়ানা জোনস মনে হচ্ছে।

“এরা সবাই আমার বাচ্চা না,” অ্যানা সিঙ্ক থেকে একটি ঝুলে থাকা বাচ্চাকে নামাতে নামাতে জানালো। নোংরা একটি স্পঞ্জ বের করে নিজের হাতটি পরিষ্কার করে নিলো সে। “শুধু এই বাচ্চাটা আমার।” পায়ের কাছে থাকা বাচ্চাটিকে ইঙ্গিত করে দেখাল সে। “যে বাচ্চাটা হাই চেয়ারে বসে আছে, সেটা আমার বোন লুপের। হামাগুড়ি দিয়ে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেটা, ওটা আমার চাচাতো বোনের, তার হয়ে আমি দেখভাল করি। যেহেতু আমি সারাদিন বাড়িতেই থাকি, কাজটা আরো ভালভাবে করার চিন্তা করছি।”

হ্যা, এর থেকে নিজের মাথায় বাড়ি খেয়ে সর্ষে ফুল দেখার মত জিনিস আর কি হতে পারে! রিজোলি মনে মনে ভাবল। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, অ্যানাকে দেখে তার অসুখি বলে মনে হল না। বরং, খুব কমই তার এখানকার বিভিন্ন বিশৃঙ্খল জিনিসের প্রতি নজর যাচ্ছে যেমন মানবসৃষ্ট বল অ্যান্ড চেইন, ঝনঝন শব্দে মেঝেতে ফেলে দেয়া পাত্র। এ ধরণের অবস্থায় রিজোলি পড়লে নিশ্চিতভাবে স্নায়ুবিক বৈকল্যের পর্যায়ে চলে যেত সে। কিন্তু অ্যানার মধ্যে একটা শান্ত ভাব রয়েছে, যা তাকে নারীত্বের পূর্ণ ধৈর্যশীল বৈশিষ্ট্য দান করেছে, হয়ত এরকমই হতে চায় সে। রিজোলি ভেবে অবাক হলো, যদি এলিনা অর্টিজ বেঁচে থাকত তাহলে কি সে-ও এরকম জীবনযাপন করতে পারত না? কিচেনে মা হিসেবে খুশি খুশি মনে জুস আর বাচ্চার লালামিশ্রিত তরল পরিস্কার করত। অ্যানা একেবারে তার ছোট বোনের মতই দেখতে, শুধুমাত্র একটু মোটাসোটা। যখন সে রিজোলির দিকে ফিরল, কিচেনের আলো তার কপালে এসে পড়লে তার মধ্যে হঠাৎ একটা আঁতকে ওঠা ভাব কাজ করলো। এই একই চেহারার মেয়েকে সে মর্গের টেবিলে দেখেছিল।

“এই ছোট ছোট বাচ্চাদের মাঝখানে, আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজ করতেও যেন দীর্ঘসময় লেগে যায়,” অ্যানা বলল। পায়ের কাছে বসে থাকা বাচ্চাটিকে কোলে তুলে

নিলো সে। "এখন, আপনার বিষয়ে আসি। আপনি এখানে একটি মালার ব্যাপারে জানতে এসেছেন। আমি আপনাকে অলঙ্কারের বাক্সটা এনে দিচ্ছি।" অ্যানা রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেলে তিনজন বাচ্চার মাঝে রিজোলির নিজেকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন মনে হলো। একটা আঠালো জাতীয় পদার্থ এসে পড়ল তার পায়ের কনুইয়ের কাছে, সে দেখল হামাগুড়ি দিয়ে একটি বাচ্চা তার প্যান্টের নিচের দিকটা কামড়ে ধরেছে। পা ঝাঁকিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো সে, তার থেকে কিছুটা নিরাপদ অবস্থানে গিয়ে দাঁড়ালো।

"এই তো নিয়ে এসেছি," অ্যানা বলল, একটি বাক্স হাতে নিয়ে। রান্নাঘরের টেবিলের উপরে রাখল সেটা। "আমরা এটাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফেলে রেখে আসতে চাইনি, অন্ততপক্ষে বাড়িঘর পরিষ্কার করতে আসা সে-সব মানুষদের সাহচর্যে তো নয়-ই। তাই আমার ভাই চিন্তা করলো যতক্ষণ না আমার পরিবার তার অলঙ্কারগুলো নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌছাচ্ছে তার এই বাক্সটি যেন আমি নিজের কাছেই রাখি।" বাক্সের ঢাকনাটি খুললে সুন্দর একটি সুর ভেসে আসলো তা থেকে। 'সামহোয়্যার মাই লাভ।' অ্যানা এই সুরটি শুনে কিছুটা অবাক হলো। স্থির হয়ে বসে পড়ল সে, চোখ ছলছল করে উঠছে তার।

"মিসেস গার্সিয়া?"

অ্যানা ঢোঁক গিলে ফেলল। "দুঃখিত আমি। হয়ত আমার স্বামী এটার সুর বদলে দেয়ার কাজটা করেছে। আমি সত্যি এই সুরটা শোনার আশা করিনি।"

সুরটা কিছুসময়ের জন্য মন ছুঁয়ে যাওয়া আবহের সৃষ্টি করে থেমে গেলো। নীরব অ্যানা অলঙ্কারের বক্সে কষ্টমিশ্রিত একটা অনুভূতি নিয়ে তাকিয়ে রইল। দুঃখের ভাবটা নিয়ে ভেলভেটে মোড়ানো একটি কম্পার্টমেন্ট খুলে মালাটি বের করে আনলো সে।

রিজোলি খেয়াল করলো, অ্যানার হাত থেকে মালাটি নেবার সময় তার হৃদস্পন্দন আচমকা বৃদ্ধি পেলো যেন। ছোট্ট তালা আর চাবিসম্বলিত এই মালাটিই মর্গে এলিনার গলায় দেখেছিল সে। মালাটা ঘুরিয়ে দেখলে তালার কাছে ছোট্ট করে আঠারো ক্যারেট লেখা একটি স্ট্যাম্প পেল।

"আপনার বোন এই মালাটা কোত্থেকে পেয়েছিল?"

"আমি জানি না।"

"আপনি কি জানেন ঠিক কবে এই মালাটা কিনেছে সে?"

"আমার মনে হয় এটা তার সদ্য কেনা অলঙ্কারের একটি। আমি কখনও এটাকে সেদিনের আগে..."

"কোন দিন?"

অ্যানা ঢোঁক গিলে নিয়ে কোমলস্বরে বলল : "আমি যেদিন এটা মর্গ থেকে নিয়ে এসেছি...তার অন্যান্য অলঙ্কারের সাথে।"

"এর সাথে তো তার কানের দুল আর একটি আঙটিও ছিল, সেগুলো কি আপনি

আগে দেখেছিলেন?"

"হ্যা। তার সাথে ওগুলো অনেকদিন ধরেই ছিলো।"

"কিন্তু মালাটা ছিল না, তাই তো?"

"আপনি একই কথা বারবার জানতে চাইছেন কেন? এটার সাথে তার..." থেমে গেলো অ্যানা কথা, তার চোখে একটা ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। "ওহ্, ঈশ্বর। আপনি কি ভাবছেন খুনি এটা তাকে পরিয়ে দিয়ে গেছে?"

হাই চেয়ারে বসা বাচ্চাটি খারাপ কিছুর পূর্বাভাস পেয়ে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলো। অ্যানা নিজের বাচ্চাকে মেঝেতে নামিয়ে ক্রন্দনরত বাচ্চাকে কোলে নেয়ার জন্য এগিয়ে গেল। তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে মালার বিপরীত দিকে ঘুরে গেল সে যেন বাচ্চাটাকে সেই শয়তানি তালিসমানের কুপ্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। "দয়া করে নিয়ে যান এটা," ক্ষীণস্বরে বলল সে। "আমি আমার বাড়িতে এই জিনিস আর রাখতে চাই না।"

রিজোলি একটা জিপলক ব্যাগে মালাটা ঢুকিয়ে নিলো। "আমি আপনাকে একটা রিসিপ্ট লিখে দিচ্ছি।"

"না, আপনি এমনিই নিয়ে যান এই জিনিস! আপনি যদি এটাকে নিজের কাছে রেখেও দেন আমার কোন সমস্যা নেই তাতে।"

রিজোলি তারপরেও রিসিপ্ট লিখে কিচেনের টেবিলের উপরে থাকা বাচ্চাটার ক্রিমড স্পিনাচের বাটির নিচে ওটা রেখে দিলো। "আমার আরও একটি বিষয় জানার ছিল," ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো সে।

অ্যানা কিচেন থেকে কিছুটা দূরে বাচ্চাটাকে উৎকণ্ঠার সাথে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

"দয়া করে আপনার বোনের অলঙ্কারের বাক্সটা একটু দেখবেন কি? একটু দেখুন তো, সেখান থেকে কোন কিছু হারিয়ে গেছে কিনা।"

"আপনি এটা আমাকে গত সপ্তাহেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি পাইনি সে-রকম কিছু।"

"দেখুন, হারিয়ে যাওয়া জিনিস কিন্তু সহজে চোখে ধরা পড়ে না। আমি এই কারণে এই বাক্সটা আপনাকে আবারও পরীক্ষা করে দেখতে বলছি। প্লিজ।"

অ্যানা ঢোঁক গিলে এগিয়ে এলো। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে সে অলঙ্কারের বাক্সটার প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস দেখতে লাগলো। ওগুলো বাইরে বের করে টেবিলের উপরে রাখলো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা যেন একটি ছোট্ট স্মৃতিসংগ্রহশালা তৈরি হয়ে গেলো। রাইনস্টোন থেকে ক্রিস্টাল বিড আর ফক্স পার্ল। এলিনার প্রত্যেকটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস জমা হয়ে যেতে লাগলো একজায়গায়।

অ্যানা শেষে একটা জিনিস রাখল টেবিলের উপরে, ফিরোজা পাথরের তৈরি ফ্রেন্ডশিপ রিং। এরপর কিছুসময়ের জন্য বসে রইল সে, তার কপালে ভাঁজ দেখা গেল। "ব্রেসলেটটা," বলল সে।

"কি ধরণের ব্রেসলেট?"

"এখানে একটা ব্রেসলেট থাকার কথা, কয়েকটা লিটল চার্ম আর ঘোড়াসহ। হাই-স্কুলে পড়ার সময় এটা সে সব সময় পরতো। ঘোড়ার প্রতি তার এক অন্য ধরণের ভালোলাগা কাজ করত..." অ্যানা হতবাক হয়ে যাওয়া অভিব্যক্তি নিয়ে তাকালো রিজোলির দিকে। "সেই জিনিসের তো মূল্য সামান্যই ছিল! ব্রেসলেটটা টিনের তৈরি। সে কেন ওটা নিতে যাবে?"

রিজোলি জিপলক ব্যাগের দিকে তাকিয়ে মালাটা দেখল–যে মালা এলিনার গলায় পাওয়া গিয়েছিল সেটা একসময় ডায়ানা স্টার্লিংয়ের ছিল। চিন্তা করলো, *আমি জানি ঠিক কোথায় আমরা এলিনার ব্রেসলেট খুঁজে পাবো : পরবর্তি শিকারের কব্জিতে।*

রিজোলি মুরের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে জিপলক ব্যাগে রাখা মালাটি দেখাচ্ছে।

"এটা ডায়ানা স্টার্লিংয়ের। আমি কিছুক্ষণ আগেই তার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেছি। আমি ফোন দেয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তারা জানত না, জিনিসটা হারিয়ে গেছে।"

মুর রিজোলির হাত থেকে ব্যাগটা নিলেও খুলে দেখল না।

"দুটো কেসে এটাই একমাত্র ফিজিক্যাল কানেকশান," রিজোলি বলল। "খুনি এক শিকারের কাছ থেকে এ ধরণের স্মারক নিয়ে পরবর্তি শিকারের কাছে সেটি রেখে দিয়ে যায়।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, এই ব্যাপারটি কেন আমাদের চোখে আগে ধরা পড়েনি।"

"আহা, আমরা যে এটা ধরতে পারিনি তা কিন্তু ঠিক না।"

"তুমি কি বলতে চাইছ, তুমি এটা ধরতে পেরেছিলে?" মুর তার দিকে এমনভাবে তাকালো যাতে রিজোলির নিজেকে তার তুলনায় আরও দশ ফুট বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট মনে হলো। মুর এমন কোন মানুষ নয় যে, তোমার পিঠে ছুরিও মারবে না আবার ঢালাওভাবে তোমার প্রশংসাও করবে না। এমনকি, রাগ হলে অথবা উত্তেজনাবশত জোর গলায় কারও সাথে কথা বলার দৃষ্টান্ত পর্যন্ত দেখেনি রিজোলি । কিন্তু যখন সে তার দিকে 'ঐ' দৃষ্টিতে তাকাল, তার ভ্রুযুগল আর মুখে মৃদু হাসি দেখে রিজোলির বুঝে নিতে বেগ পেতে হলো না, নীরবে প্রশংসা করছে সে, যা তার কাছে বিরাট পাওয়া।

খুশি খুশি ভাব নিয়ে নিজের কিনে নিয়ে আসা টেক-আউটের ব্যাগটা হাতে নিলো সে। "তুমি রাতের খাবার খেয়েছ? আমি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এগুলো কেনার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম কিছু সময়ের জন্য।"

"এগুলোর কোন প্রয়োজন ছিল না।"

"হ্যা, ছিল। আমার মনে হয়েছে তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

"কিসের জন্য?"

BOIGHAR.COM

"আজকের বিকেলের ঘটনার জন্য। ট্যাম্পুন সংক্রান্ত ঐ ব্যাপারটা নিয়ে। তুমি আমার হয়ে কথা বলতে গিয়েছিলে, ভালো মানুষের মত। কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলাম।"

অদ্ভুত এক নীরবতা বিরাজ করলো তাদের মধ্যে। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা বুঝতে পারলো না, পরবর্তি কথাগুলো কিভাবে এগোবে। দু-জন মানুষ যারা হয়ত একে অপরকে ঠিকভাবে চেনেও না, জানেও না, এরপরেও তারা তাদের জীবনের কঠিন দশা কাটাতে চায়।

এরপর হেসে উঠল মুর, চিরাচরিত ভদ্র মানুষের চেহারায় কিছু সময়ের মধ্যে ফিরে আসলো। এরকম মুহূর্তে তাকে কিছুটা কম বয়সি দেখায়। "আমার কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে," বলল সে। "খাবারগুলো তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে এসো।"

মুখে এক চিলতে হাসি নিয়ে রিজোলি তার বাড়িতে প্রবেশ করলো। আজই প্রথম এসেছে মুরের বাড়িতে, কিছুসময় দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরের পরিবেশ দেখতে লাগলো। বাড়িটার সবকিছুতে যেন একজন নারীর সার্বক্ষণিক ছোঁয়া লেগে রয়েছে। রঙিন পর্দা, দেয়ালে ফুলের জলরঙের ছাপ। সে যেরকম চিন্তা করেছিল বাড়িটা যেন তার থেকে একেবারেই আলাদা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তার নিজের অ্যাপার্টমেন্টের তুলনায় যথেষ্ট নারীসুলভ রুচিবোধ বিরাজ করছে এখানে।

"চলো, কিচেনে যাওয়া যাক," মুর বলল। "আমার কাগজগুলো সেখানেই রয়েছে।"

তাকে লিভিং রুমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল মুর। সেই সময় সেখানে একটি স্পিনেট পিয়ানো চোখে পড়লো রিজোলির।

"ওয়াও। তুমি পিয়ানো বাজাতে পারো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"না, এটা মেরির। আমি ছিলাম তার শ্রোতা।"

এটা মেরির। বর্তমানকালে বলল সে। এটা তাকে ভাবালো, বাড়িটা ঠিক এত নারীসুলভভাবে সাজানো কেন, কারণ মেরি এখনও তার কাছে বর্তমানকাল হিসেবেই রয়ে গেছে। অপেক্ষমান বাড়ি, পুরোপুরি অপরিবর্তিত, যেন এর গৃহকর্ত্রির ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে। পিয়ানোর উপরে মুরের স্ত্রীর একটি ছবি রাখা। তামাটে চেহারার মেয়েটি হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে রয়েছে, বাতাসে চুল এলোমেলো হয়ে গেছে তার। মেরি, যার রঙিন পর্দাগুলো এখনও টাঙানো রয়েছে বাড়িতে, কিন্তু তার আর ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই।

কিচেনে, রিজোলি টেবিলের উপরে রাখা ফাইলগুলোর পাশে খাবারের প্যাকেটটা রাখল সে। ফোল্ডার উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে যে জিনিসটা চাইছিল তা বের করে আনলো মুর।

"এলিনা অর্টিজের ই.আর রিপোর্ট," রিজোলির হাতে কাগজটা দেয়ার সময় বলল।

"কর্ডেল এই সত্য খুঁজে বের করেছে?"

মুরের মুখে বিদ্রুপাত্মক হাসি ফুটে উঠল। "আমার তো মনে হচ্ছে আমার আশেপাশে থাকা মেয়েরা আমার তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ।"

ফোল্ডারটা খুলে একজন ডাক্তারের মুরগির পায়ের ছাপের মতো হাতের লেখার ফটোকপি দেখতে পেল সে। "তুমি কি এই ভয়াবহ জিনিসের কোন সহজসাধ্য অনুবাদ করতে পারবে?"

"আমি তোমাকে ফোনে যা বলেছিলাম ওটুকুই। রিপোর্টহীন ধর্ষণের ঘটনা। কোন কিট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তাই কোন ডিএনএ-ও মেলেনি। এমনকি এলিনার পরিবারও ধর্ষণের ব্যাপারে কিছুই জানে না।"

ফোল্ডারটা বন্ধ করে অন্যান্য কাগজের উপরে রেখে দিলো সে। "তোমার এগুলো দেখে আমার নিজের ডাইনিং টেবিলের কথা মনে পড়ছে। খাবার টেবিলে খাবার খাওয়ার করার মত কোন জায়গা নেই।"

"এটা তোমার জীবনেরও একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না?" ডিনার করার প্রয়োজনে ফাইলগুলো সরাতে সরাতে বলল সে।

"কিসের জীবন? এই কেস ধ্যানজ্ঞান হয়ে গেছে আমার। ঘুম, খাওয়া, কাজ সব। যেদিন কপাল ভালো থাকে, সেদিন শোবার আগে এক ঘণ্টা আমার বন্ধু ডেভিড লেটারম্যানের সাথে কাটাতে পারি। "

"বয়ফ্রেন্ড নেই কোন?"

"বয়ফ্রেন্ড?" খাওয়ারের কার্টন বের করার সময় নাকের সাহায্যে বিদ্রুপাকার শব্দ করলো রিজোলি, টেবিলে ন্যাপকিন ও চপস্টিক সাজিয়ে রাখল। "ওহ্, হ্যা। আমি তাদের সবাইকে নিজের জীবন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।" বলার পরে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা তার নিজের জন্য কতটা বেদনাদায়ক–সে তো এভাবে বলতে চায়নি। তাড়াতাড়ি সে আরও কিছু কথা যোগ করে দিলো : "আমি কিন্তু কোন অসন্তোষ প্রকাশ করছি না। আমি আমার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কাজ করেই কাটাই, তাহলে আমার সাথে যদি কোন পুরুষসঙ্গি থাকে সে কি বিরক্ত হবে না, বলো? আমি আবার ছোটখাট ব্যাপারে বিরক্ত হওয়া মানুষজন একেবারেই পছন্দ করি না।"

"অবাক করলে আমাকে, তুমি তো এরকম মানুষের থেকে একেবারে বিপরীত। আজকে ব্যাপারটা পরিস্কার হলো তাহলে।"

"হ্যা, হ্যা। আমি ভেবেছিলাম আমি আজকে বিকেলে যা করেছি তার জন্য আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

রেফ্রিজারেটর থেকে দুই বোতল বিয়ার বের করে নিয়ে মুর তার সামনে বসলো। শার্টস্লিভ গুটিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তভঙ্গিতে বসে থাকা এই মুরকে রিজোলি এর আগে কখনও দেখেনি। সে এভাবেই তাকে দেখতে পছন্দ করে, সেইন্ট টমাসের মত সংযত চরিত্র হিসেবে নয়। এমন একটি মুরকে সে দেখতে চায়, যে তার সাথে মন খুলে কথা বলবে অথবা হাসবে। এমন একটি মানুষকে দেখতে চায়, যে নিজের গুণেই মেয়েদের মায়াজালের রাজ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম।

BOIGHAR.COM

"তুমি কি এটা বোঝ, অন্যদের তোমার সবসময় নিজেকে একগুঁয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই?" মুর বলল।

"হ্যা, আমি তা জানি।"

"তাহলে সমস্যা কি?"

"কারণ তারা আমাকে স্বাভাবিক দেখতে চায় না, আমাকে যোগ্যও মনে করে না।"

"এই লোকগুলো কারা?"

"ক্রো'র মত মানুষেরা। লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েট।"

ঘাড় নাড়াল মুর। "এ ধরণের মানুষের সংখ্যা সবসময় কম থাকে রিজোলি।"

"আমি তাহলে এসব মানুষদের সাথে কিভাবে কাজ করবো, বলতে পারো?" বিয়ারের বোতল খুলে নিয়ে তাতে এক চুমুক দিয়ে বলল সে। "এ কারণে তুমিই প্রথম মানুষ যাকে আমি মালাটার ব্যাপারে জানিয়েছি। তুমি অন্ততপক্ষে এর কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টা করবে না।"

"এটা খুব দুঃখের ব্যাপার, এরকম সামান্য বিষয়গুলোর কৃতিত্ব নিয়েও মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে।"

রিজোলি নিজের চপস্টিক তুলে কুং পাও চিকেনের কার্টনে তা আটকিয়ে নিলো। এটার মসলা জিহ্বা পুড়িয়ে দেয়ার মত, রিজোলির পছন্দ এরকমই। অত্যন্ত ঝাল খাওয়ার ব্যাপারে সে যেন একপায়ে খাড়া হয়েই থাকে।

বলল সে, "আমার প্রথম বড় কেসটা ছিল ভাইস অ্যান্ড নারকোটিকস বিভাগে, পাঁচপুরুষ সদস্যের সাথে সেই কেসে আমি একমাত্র নারী সদস্য ছিলাম। যখন আমরা কেসটা সমাধান করে ফেলেছিলাম, তখন একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। পুরো নয় ইয়ার্ড জুড়ে টিভি ক্যামেরা ছিল। সবশেষে কি হয়েছিল জানো? তারা টিমের প্রত্যেক সদস্যের নাম উল্লেখ করেছিল, শুধু আমারটা বাদে।" আরেকবার বিয়ারে চুমুক দিলো সে। "আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাই, সেই একই ঘটনার যেন পুণরাবৃত্তি না হয় আর কখনও। তোমরা সকলে তোমাদের সর্বাত্মক দিয়ে দেবে কেসটাতে, কিন্তু আমার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে শেষে গিয়ে নিজের নামটা শুধু একবারের জন্য শোনার।"

"আমি তোমাকে সমর্থন দিচ্ছি, রিজোলি।"

"না, এই পরিবর্তনের দরকার ছিল।"

"ফ্রস্টের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? তার সাথে কি তোমার কোন সমস্যা আছে?"

"ফ্রস্ট ভালো মানুষ," পরিহাসের ছলে বলল সে। "তার স্ত্রী তাকে এসব বিষয়ে ভালোই প্রশিক্ষণ দিয়েছে।"

তারা দু-জনেই হেসে ফেলল এ কথায়। যে কেউ ব্যারি ফ্রস্টের ফোনে আলাপচারিতা শুনেছে–হ্যা-ডিয়ার-না-ডিয়ার ধরণের–তারা খুব ভালোভাবেই জানে

তার বাড়িতে আসল বস্ কে।

"এ কারণে সে বেশিদূর পর্যন্ত লাফালাফি করতে পারে না," বলল রিজোলি। "পেটের ভেতরে আগ্নেয়গিরি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না সে। খুবই ফ্যামিলিম্যান সে।"

"ফ্যামিলিম্যান হওয়াতে দোষের কিছু নেই। আমার যদি এমন কিছু থাকত!"

মঙ্গোলিয়ান বিফের কার্টনের উপর দিয়ে সে দেখল মুর তার দিকে না তাকিয়ে মালাটিকে দেখছে। তার কণ্ঠে কেমন যেন একটা চাপা কষ্টের আভাস পেল রিজোলি আর সে জানেনা প্রত্যুত্তরে কি বলা উচিত হবে। অবশেষে বুঝতে পারল এই ক্ষেত্রে কিছু বলার থেকে নীরব থাকাই শ্রেয়।

মুর যখন কথা বলার বিষয় পরিবর্তন করে আবারও তদন্তের কথা বলতে লাগলো রিজোলি যেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাদের কাজের এই দুনিয়াতে, খুনের ব্যাপারে আলোচনায় যেন সবথেকে নিরাপদ কথোপকথনের বিষয়।

"এখানে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে," বলল মুর। "অলঙ্কারের এই বিষয়টা আমার কাছে ঠিক পরিস্কার লাগছে না কেনজানি।"

"খুনির নিজের নিয়ে যাওয়া স্মারক এটা। সহজ ব্যাপার।"

"কিন্তু কখনও যদি কোন জায়গা থেকে নিজের জন্য তুমি একটি স্মারক নিয়ে যাও, সেটা অন্য জায়গায় রেখে আসো, তাহলে এটার পেছনে মানে কি থাকতে পারে?"

"কিছু কিছু খুনি শিকারের অলঙ্কার নিয়ে তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের দিয়ে থাকে অথবা গার্লফ্রেন্ডদের। এই জিনিসটা দেখে তারা এক ধরণের শিহরণ অনুভব করে, চিন্তা করে যে, সে-ই একমাত্র জানে জিনিসটা ঠিক কোন জায়গা থেকে এনেছে।"

"কিন্তু আমাদের এই খুনি আলাদা কিছু করে, রিজোলি। সে এই ধরণের স্মারক তার পরবর্তি ক্রাইম-সিনে রেখে দিয়ে যায়। সে এগুলোকে কখনও নিজের দেখার প্রয়োজনে নেয় না। আমি যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, এই ব্যাপারটার সাথে তার কোন আবেগ জড়িত নেই।"

"কর্তৃত্বের প্রতীক হতে পারে? যেমন কুকুর তার সীমানা নির্ধারণ করে রাখে মাটি আঁচড়ে। হয়ত সে তার পরবর্তি শিকারকেও এভাবে নির্ধারণ করেছে এক টুকরো অলঙ্কার দিয়ে।"

"না, এটারও কোন যুক্তি নেই।" মুর জিপলক ব্যাগটিকে তার তালুর উপর রেখে জিনিসটির ভর মাপার চেষ্টা করলো, যেন জিনিসটার প্রকৃত উদ্দেশ্য বের করার চেষ্টা করছে।

"মূল বিষয়টা হচ্ছে, আমরা একটা প্যাটার্নে এসে পড়েছি," রিজোলি বলল। "আমরা এখন জানি, পরবর্তি ক্রাইম-সিনে ঠিক কি জিনিস পাবো।"

মুর তাকালো তার দিকে। "তুমি এইমাত্র তোমার নিজের প্রশ্নের জবাবটা দিয়েই দিয়েছ।"

"কি?"

BOIGHAR.COM

“সে এটা দিয়ে কোন শিকারকে নির্দেশ করছে না, ক্রাইম-সিনকে নির্দেশ করছে।”

রিজোলি কিছুসময়ের জন্য চিন্তা করলো। হঠাৎ যেন সব পার্থক্যগুলো ধরতে পারলো সে। “হায়, ঈশ্বর। ক্রাইম-সিন নির্দেশ করে দিচ্ছে সে!”

“এটা কোন স্মারক নয়। এটা কর্তৃত্বের প্রতীকও নয়।” একসময় দু-জন মৃত মেয়ের শরীরে জড়িয়ে ছিল যে সূত্র, সেই সংযোগসৃষ্টিকারি মালাটা মুর রেখে দিলো।

হঠাৎ নিজের ভেতরে কাঁপুনি অনুভব করলো রিজোলি। “এটা একটা কলিং কার্ড,” ক্ষীণস্বরে বলল সে।

মুর মাথা নেড়ে সায় দিল। “হ্যা, এর মাধ্যমেই ‘সার্জন’ আমাদের সাথে নিজের মনের কথাটুকু বলে ফেলেছে।”

*

ঝড়ো হাওয়া এবং শক্তিশালি জোয়ারের মিলনক্ষেত্র এই জায়গা।

এভাবেই এডিথ হ্যামিল্টন তার মাইথোলজি বইয়ে গ্রিক নৌবন্দর অউলিসের বর্ণনা দিয়েছিলেন। এখানেই শিকারের দেবি আর্টেমিসের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এটাই সেই অউলিস যেখানে ট্রয় আক্রমণের জন্য গ্রিকদের হাজার হাজার কালো রঙের জাহাজ জড়ো হয়েছিল। কিন্তু উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে জাহাজগুলো নোঙর ফেলতে পারেনি বহুদিন। দিনের পর দিন উত্তুরে হাওয়ার প্রকোপ এভাবে বাড়তে থাকলে রাজা আগামেননের তত্ত্বাবধানে থাকা গ্রিক সৈন্যরা রেগেমেগে অস্থির হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে উপস্থিত একজন ভবিষ্যৎবক্তা দুর্বিষহ এই অশুভ বাতাসের কারণ বলেছিল : দেবি আর্টেমিসের ক্রোধের ফসল এই হাওয়া কারণ রাজা আগামেনন তার প্রাণপ্রিয় একটি খরগোশকে শিকার হিসেবে হত্যা করেছিলেন। সে গ্রিকদের কোনমতেই নোঙর করতে দেবে না যদি না আগামেনন তাকে তার সবথেকে প্রিয় জীবনটি উৎসর্গ করে : তার কন্যা, ইফিজেনিয়া।

এভাবেই সে ইফিজেনিয়াকে আনার উদ্দেশ্যে অ্যাসিলিসে লোক পাঠিয়েছিল, এই বলে যে, তার বিবাহের জন্য রাজা সুযোগ্য পাত্রের খোঁজ পেয়েছেন। জানত না সে নিজের মৃত্যুর দিকে রওয়ানা দিচ্ছে।

তুমি এবং আমি যেদিন অউলিসের সৈকতে হেঁটে বেড়িয়েছিলাম সেদিন সেই উত্তুরে হাওয়ার তাণ্ডব ছিল না। পরিবেশ শান্ত ছিল সেদিন, পানি সবুজ কাঁচের মত ঝকঝকে, পায়ের নিচের বালু তপ্ত ছাইয়ের মত উষ্ণ ছিল। ওহ সূর্যালোকে গরম হয়ে থাকা সৈকতে গ্রিক বালকদের খালিপায়ে দৌড়ানোর দৃশ্যটি দেখে আমাদের কতই না হিংসা হয়েছিল! যদিও সেই সূর্যের প্রখর উত্তাপে আমাদের ফ্যাকাশে পর্যটকের চামড়া দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই, বাইরে বেড়াতেও অস্বস্তি লাগত আমাদের প্রথম প্রথম। আমরা সেই গ্রিক বালকদের মত হতে চেয়েছিলাম, পায়ের তলার

চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়ার আশা করেছিলাম। ব্যথা আর কঠিন অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা দু-জনে নিজেদের চামড়া অবশেষে শক্ত বানাতে সমর্থ হয়েছিলাম।

সন্ধ্যার সময়, যখন দিনের মধ্যে একটু ঠাণ্ডা পরিবেশের ছোঁয়া লাগত, আমরা আর্টেমিসের মন্দিরে যেতাম। লম্বা লম্বা ছায়ারূপ ভগ্নাংশগুলোর মাঝে দিয়ে হাঁটতাম আমরা, সবশেষে সেই বেদির কাছে আসতাম যেখানে ইফিজেনিয়াকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তার আকুতি, তার কান্নার পরেও, 'হে পিতা, মুক্তি দাও আমায়!' বলা সত্ত্বেও সশস্ত্রবাহিনীর লোকজন তাকে জোর করে বেদিতে নিয়ে আসে। পাথরের সাথে জোর করে বেঁধে রেখে তার ধবধবে সাদা গ্রীবার কাছে ধারালো অস্ত্র ধরে রাখে। প্রাচীন লেখক ইউরিপিডিস লিখেছিলেন, অ্যাট্রিয়াসের সৈন্যরা, বাকি সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা, সবাই মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন, কুমারি রাজকন্যার রক্তের স্রোতধারা দেখার মত মানসিক শক্তি তাদের কারও ছিল না। সেই লোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষি থাকতেও নীরবে অপারগতা জানিয়েছিল তারা।

আহ্, তুমি আর আমি, আমরা দু-জনেই যদি দেখতে পারতাম! আমরা দু-জনেই উদগ্রিব এই বিষয়ে।

আমি কল্পনা করতে পারি, নিস্তব্ধ সেনাবহরের উপরে বিষাদের কালো ছায়া নেমে পড়েছে। আমি দেখতে পই, তাদের ডঙ্কা বাজানোর পেছনের কারণ কোন বিয়ের উৎসবের উদ্দীপনা নয় বরং শেষযাত্রার প্রতি মলিন কুচকাওয়াজ। গাছগাছালির মধ্যে থেকে বের হয়ে আসা সৈন্যদলের সমবেত হওয়া অংশগুলোকে দেখতে পাই আমি। সাদা রাজহংসের মত দেখতে মেয়েটিকে সৈন্য আর পুরোহিতেরা ধরে রেখেছে দু-দিক থেকে। হঠাৎ ডঙ্কারধ্বনি বন্ধ হয়ে গেলো।

মেয়েটিকে নিয়ে বেদিতে পৌছেছে তারা।

আমি আমার দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, রাজা আগামেনন নিজেই ধারালো একটি ছুরি ধরে রেখেছে। যদি তুমি তার রক্ত বের করতে কোন ভূমিকা না রেখে থাকো তাহলে সেটা কিভাবে উৎসর্গ হিসেবে গণ্য হবে? আমি তাকে বেদির দিকে এগিয়ে আসতে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে তার নিজের রক্ত, নিজের কন্যার মাংস সবার চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে আছে। প্রাণভিক্ষা চাইছে সে বারবার, কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না।

পুরোহিত তার চুল টেনে মাথাটা পেছনের দিকে হেলিয়ে ধরল কণ্ঠদেশ উন্মুক্ত করার জন্য। সাদা চামড়ার নিচে রক্তের ধমনি পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে, যেখানে ছুরি চালাতে হবে। আগামেনন তার কন্যার পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয় মুখটির দিকে শেষবারের মত তাকাল। মেয়ের শিরায় তো স্বয়ং রাজারই রক্ত বইছে। তার চোখে নিজেকে দেখতে পেল সে। মেয়েটির গলা কেটে রাজা সেদিন যেন নিজেই নিজের মাংস কেটে ফেলেছিল।

ছুরিটি তুলে ধরল সে। সৈন্যরা বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, যেন পবিত্র গাছের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকগুলো পাথরের মূর্তি। মেয়েটির কণ্ঠের

BOIGHAR.COM

শিরার স্পন্দন বেড়ে গেল কিছু সময়ের জন্য।

আর্টেমিস বলি চেয়েছিল আর আগামেননকে তা দিতেই হলো।

সেই ছুরি মেয়েটার গলায় গভিরভাবে বসিয়ে দিলো সে। রক্তের ঝর্ণাধারা বইল, রাজার মুখটা যেন রক্তের বৃষ্টি ভিজিয়ে দিলো মুহূর্তেই।

ইফিজেনিয়া এরপরেও অনেকক্ষণ বেঁচে ছিল, এই লোমহর্ষক ঘটনা দেখেছে সে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তার দেহের সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হয়ে গেছিলো। মানবদেহে প্রায় পাঁচ লিটার রক্ত থাকে, একটিমাত্র জখমপ্রাপ্ত ধমনি দিয়ে সম্পূর্ণ রক্ত বের হয়ে যেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন পড়ে। হৃদযন্ত্র যত দ্রুত চলবে, রক্ত ঠিক সেই অনুপাতে বের হয়ে যাবে দেহ থেকে। এরপরে কিছু সেকেন্ডের জন্য অথবা এক মিনিট অথবা কিছু বেশি সময়ের জন্য মস্তিষ্ক কাজ করতে পারে। পা লাফাতে থাকে ক্রমাগত।

তার হৃদযন্ত্র যখন শেষবারের জন্য স্পন্দিত হলো, ইফিজেনিয়ার কাছে আকাশটা যেন আরও বেশি অন্ধকার হতে থাকে, নিজের মুখে নিজেরই রক্তের উষ্ণতা অনুভব করে সে।

প্রাচীন লোকেদের মতে এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তুরে-হাওয়া নিজের প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে ফেলেছিল। আর্টেমিসকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল তারা। গ্রিক জাহাজগুলো অবশেষে পাল উড়িয়ে এগোতে সক্ষম হয়, তাদের সৈন্য আক্রমণের ফলে ট্রয় পরাজিত হয়। সেই যুদ্ধের বিপুল হত্যালীলার কাছে হয়ত একটিমাত্র কুমারি মেয়ের জীবন উৎসর্গ কিছুই ছিল না সেসময়।

কিন্তু আমি যখন ট্রোজান যুদ্ধের কথা ভাবি, আমার চোখে যুদ্ধের ঘোড়া, তলোয়ারের লড়াই কিংবা হাজার হাজার কালো জাহাজের পাল তুলে আসার চিত্র কখনও ভেসে উঠে না। বরং, আমার মনে আসে সেই মেয়েটির সাদা মৃতদেহ যার পাশে তার পিতা রক্তাক্ত একটি ছুরি ধরে রেখেছে।

অশ্রুসিক্ত নয়নে উদার চরিত্রের আগামেনন!

অধ্যায় ৭

"হৃদস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে," নার্স বলল।

ক্যাথারিন ভয়ার্ত চোখে শুকনো মুখে ট্রমা টেবিলে শায়িত লোকটিকে দেখছে। এক ফুট দৈর্ঘ্যের লোহার রড সোজাসুজি বুকে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে এরইমধ্যে এক মেডিকেল ছাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, মুখ হা-করে তিনজন নার্স দাঁড়িয়ে আছে একদিকে। বুকের গভিরে ঢুকে গেছে রডটি, তার হৃদস্পন্দনের সাথে তাল মিলিয়ে সেটাও যেন ওঠা নামা করছে।

"রক্তচাপ কত?" জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন। তার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ যেন সবার মধ্যে কাজের তৎপরতা ফিরে এলো। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফ শক্ত করে বেঁধে দেয়া হলো রোগির হাতে।

"৭০/৪০। পাল্‌স রেট একশো পঞ্চাশের উপরে রয়েছে।"

"ইন্ট্রাভেনাস দুটো খুলে ফেলো!"

"থোরাকোটমি ট্রে বের করে নিয়ে এসো—"

"কেউ একজন ড. ফ্যাল্কোকে এখানে ডেকে পাঠাও, আমার সাহায্যের প্রয়োজন।" ক্যাথারিন জীবাণুনাশক গাউন আর গ্লাভস পরে নিলো। হাতের তালু ইতিমধ্যে ঘেমে চটচটে হয়ে গেছে তার। রডের বিদ্ধ হওয়ার ধরণ দেখে ক্যাথারিনের মনে হচ্ছে সেটি হৃদপিণ্ডের কাছে কোথাও আঘাত করেছে–অথবা এর থেকে খারাপ কিছু। সবথেকে দুঃসহ বিষয় হচ্ছে এই রডটি টেনে বের করার কাজ তাকেই করতে হবে। এর ফলে রোগির দেহে এমনও একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হতে পারে যার ফলে মুহূর্তের মধ্যেই রক্তহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

সিনে থাকা ইএমটিরা কার্যকরি সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বুকেবিদ্ধ রড যথাস্থানে রেখে তারা ইন্ট্রাভেনাস চালু করে দিয়ে, রোগিকে ইনটিউবেট করে ই.আর-এ পাঠিয়ে দিয়েছে। বাকি ঘটনাগুলো এখন ক্যাথারিনের উপরে ন্যস্ত।

সে কেবল স্কালপেল নিতে যাবে ট্রে থেকে এমন সময়ে সজোরে দরজা খুলে গেল। ড. পিটার ফ্যাল্কোকে দেখতে পেয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। কাছে এসে দাঁড়াতেই তার চোখ পড়লো রোগির বুকে বিঁধে থাকা রডটার উপরে, যেন ভ্যাম্পায়ারের বুকে কেউ কাঠের ফলা বিদ্ধ করেছে।

"এ ধরণের জিনিস তুমি প্রতিদিন দেখতে পাবে না," বলল সে।

"রক্তচাপ নেমে যাচ্ছে!" পাশে থাকা নার্স বলল।

"বাইপাস করার মত কোন সময় নেই আমাদের হাতে। আমি এখন নিজের মত কাজ করবো।" ক্যাথারিন বলল।

"আমি তোমার সাথেই আছি," পিটার বলল তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে। "আমাকে কি একটা গাউন দেয়া যাবে?"

BOIGHAR.COM

ক্যাথারিন খুব নিপুণভাবে জায়গাটি কেটে নিলো যাতে থোরাসিক ক্যাভিটির মূল অঙ্গসমূহ পরিস্কারভাবে দেখতে পায়। এখন অনেকবেশি প্রশান্তি বোধ করছে সে পিটার আসাতে। সুকৌশলি এক জোড়া হাতের তুলনায় এটা যেন অনেক বড় পাওয়া; পিটার নিজেই অনেক অসাধ্য সাধনে সক্ষম। যেভাবে সে ঘরে ঢুকল, মুহূর্তের মধ্যেই বিষয়টি আয়ত্ত করে নিলো। তবে এটা সত্যি, সে কখনও অপারেশন রুমে চড়া গলায় কথা বলে না, কখনও উদ্বিগ্ন হয়েও পড়ে না। ফ্রন্ট-লাইন ট্রমা সার্জারির ক্ষেত্রে ক্যাথারিনের তুলনায় তার পাঁচ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে, এরকম ধরণের ভয়ঙ্কর ঘটনাতেই তার অভিজ্ঞতার ছাপ কিছুটা হলেও দেখা মেলে।

টেবিলে ক্যাথারিনকে পাশ কাটিয়ে নিজের জায়গা করে নিলো সে, নীল রঙের চোখজোড়া এখন ইন্সিশনের উপর। "আচ্ছা, তাহলে আমাদের মজার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে?"

মুচকি হেসে কাজে নেমে পড়লো সে, ক্যাথারিনের সাথে মিলিতভাবে তার হাত সর্বশক্তি দিয়ে বুক চিরে মেলে ধরার চেষ্টা করলো। ক্যাথারিন আর সে এর আগেও এক টিমে কাজ করেছে, তারা একজন অপরজনের প্রয়োজন ভালোভাবেই বুঝতে পারে।

"কি হয়েছিল এই রোগির?" পিটার জানতে চাইল। রক্ত এদিক ওদিক ছিটিয়ে পড়লে ঠাণ্ডাভাবে রক্তক্ষরণের জায়গাটি হেমোস্ট্যাট দিয়ে আটকে দিলো সে।

"নির্মাণকর্মি...পা ফস্‌কে সাইটের নিচে পড়ে গেলে রডটা তার বুকে গেঁথে যায়।"

"তোমার দিন অবশ্যই খারাপ করবে আজকের এই ঘটনা। "আচ্ছা, রক্তের অবস্থা কি?"

"ও-নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের জন্য অপেক্ষায় রয়েছি আমরা," উত্তর দিলো পাশে থাকা এক নার্স।

"ড. মুরাটা কি বাড়িতে রয়েছে?"

"তার বাইপাসের টিম এরইমধ্যে রওয়ানা দিয়ে দিয়েছে।"

"তাহলে আমাদের খুব স্বল্প সময়বই এখানে থাকতে হবে। রিদমের অবস্থা কি?"

"সাইনাস ট্যাক, একশো পঞ্চাশ। কিছু কিছু প্রিম্যাচিউর ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন দেখা যাচ্ছে।"

"সিস্টোলিক চাপ পঞ্চাশে নেমে গেছে!"

ক্যাথারিন পিটারের দিকে চিন্তিতভাবে তাকাল। "আমরা এরকম ক্ষেত্রে বাইপাস করতে পারব না।"

"তাহলে কি করতে পারি এখনি দেখা যাক।"

"ওহ্, ঈশ্বর," ক্যাথারিন বলল। "এটা অ্যাট্রিয়ামে আঘাত করেছে।"

রডের প্রান্তভাগ হৃদপিণ্ডের উপরের দেয়াল ছিদ্র করে ফেলেছে, প্রত্যেকবার স্পন্দনের সাথে ছিদ্র হয়ে যাওয়া অংশ থেকে আরও বেশি রক্ত বের হয়ে যাচ্ছে।

রোগির থোরাসিক ক্যাভিটিতে প্রচুর রক্ত জমে গেছে এরইমধ্যে।

"আমরা এটা টেনে বের করবো, যেভাবেই হোক, আমাদের এটা করতেই হবে," পিটার বলল।

"ইতিমধ্যে তার সেই ছিদ্রের আশেপাশে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে, পিটার।"

নার্স বলল, "সিস্টোলিক চাপ কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে এখন।"

"ও-কে," পিটার বলল। এবারও তার স্বরে কোন উদ্বিগ্নতার চিহ্ন দেখতে পেল না কেউ। না কোন ভয়। একজন নার্সকে ডেকে সে বলল, "তুমি কি আমাকে একটি সিক্সটিন ফ্রেঞ্চ ক্যাথেটার আর থার্টি সিসি বেলুন এনে দিতে পারবে?"

"উহ্, ড. ফ্যান্কো? আপনি কি ফল্যের কথা বলছেন?"

"হ্যা। একটা ইউরিনারি ক্যাথেটার।"

"আমাদের একটি দশ সিসি স্যালাইনের সিরিঞ্জও চাই," ক্যাথারিন বলল। "পাশে এসে তৈরি থেকো এটা লাগানোর জন্য।" পিটার আর তার একে অপরকে কোন কিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই; একে অপরের পরিকল্পনা সম্পর্কে উভয়েই ভালোভাবে জ্ঞাত আছে।

ফল্যে ক্যাথেটার এমন একটি টিউব যার প্রয়োগ হয় মূত্রথলি থেকে মূত্র নিঃসারণের কাজে। পিটারের হাতে দেয়া হলো জিনিসটিকে। তারা এই সাধারণ জিনিসটি নিয়ে এমন একটি ভিন্নধর্মি কাজ করতে চলেছে যা এর আগে কখনও করা হয়নি।

ক্যাথারিনের দিকে তাকাল সে। "তৈরি আছো তুমি?"

"চলো, কাজ শুরু করা যাক।"

পিটারকে লোহার রডটা টেনে বের করতে দেখার সময় ক্যাথারিনের হৃদস্পন্দন যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। খুব নিখুঁতভাবে হৃদপিণ্ডের প্রাচীর থেকে বের করে আনলো সে ওটা। বের করার সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্র দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করলো। এই অবস্থায় দেরি না করে ক্যাথারিন ইউরিনারি ক্যাথেটারের অগ্রভাগ ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো।

"বেলুনটা ফোলতে সাহায্য করো!" পিটার বলল।

নার্স ফল্যের অগ্রভাগে লাগানো বেলুনের মধ্যে সিরিঞ্জ দিয়ে দশ সিসি স্যালাইন প্রবেশ করালো।

"সিস্টোলিক এখনও পঞ্চাশের ঘরেই রয়েছে। ও-নেগেটিভের রক্ত এসে পড়েছে। আমরা এখনই লাগিয়ে দিচ্ছি।"

হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে, পিটারের দিকে তাকালে ক্যাথারিন দেখতে পেল সে নিজের গগল্স ভেদ করে তাকে উদ্দেশ্য করে চোখ টিপছে।

"মজা পেলে না," জিজ্ঞেস করলো সে। কার্ডিয়াক নিডলের সাহায্যে ক্ল্যাম্পের কাছে পৌঁছল। "তুমি বাকি কাজগুলো করতে চাও কি?"

"বাজি ধরছ।"

BOIGHAR.COM

নিডল হোল্ডার ধরিয়ে দিলো সে ক্যাথারিনকে। ছিদ্রের জায়গাটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সেলাই করে দিলো সে, আর বাকিটুকু সেলাইয়ের আগে ফল্যে ক্যাথেটার বের করে নিলো। প্রত্যেক সেলাইয়ের পর পর সে একবার করে পিটারের দিকে তাকাচ্ছে সম্মতির জন্য। বুঝতে পারলো এখন তার চেহারা সাফল্যে চকচক করছে। এরইমধ্যে ব্যাপারটা সে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করেছে এই রোগিকে বাঁচাতে সফল হয়েছে তারা।

"দিনটা ভালভাবেই শুরু হলো, তাই না?" বলল পিটার। "বুক চিরে কাজ করার মধ্যে দিয়ে!"

"এটা এমন একটা জন্মদিন যা আমি কখনই হয়ত ভুলব না।"

"তোমার কাছে পেশ করা আমার বিষয়টি কিন্তু আজকের দিন পর্যন্ত বহাল রয়েছে। ভেবেছো কি সেই ব্যাপারে?"

"আমার একটা কল আছে।"

"আমি অ্যামেসকে বলে দেব সে যেন তোমার হয়ে ডিউটি করে। চলো, ডিনার আর নাচ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।"

"আমি মনে করেছিলাম তুমি আমার কাছে প্লেনভ্রমণের ব্যাপারটা বলবে।"

"তুমি যা চাও। তুমি বললে পিনাট বাটার স্যান্ডউইচের পার্টিও দিতে পারি। আমি কিন্তু স্কিপি নিয়ে আসব।"

"হা! আমি জানি তুমি অনেক বেশি দিলখোলা, পিটার।"

"ক্যাথারিন, বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বসহকারেই জিজ্ঞেস করছি।"

কণ্ঠস্বরে পরিবর্তনের সুর শুনে তার দিকে তাকালে ক্যাথারিন দেখতে পেল দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে পিটারের । হঠাৎ খেয়াল করলো রুমের সব মানুষ তাদেরকে লক্ষ্য করে জড়ো হয়ে আছে, তারাও জানার অভিপ্রায়ে রয়েছে, শেষ পর্যন্ত কি ড. কর্ডেল ড. ফ্যাঙ্কোর মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়লো কিনা।

আরেকটি সেলাই করতে করতে ভাবল ক্যাথারিন, পিটারকে সহকর্মি হিসেবে ঠিক কতটা পছন্দ করে সে, কতটা শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে তার প্রতি, পিটার নিজেও তাকে কতটা শ্রদ্ধা করে। এই বিষয়গুলোর পরিবর্তন চায় না। তাদের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করে অমূল্য সম্পর্কটাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে চায় না।

যখন কেউ তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে তখন কি করে রাজি না হয়ে থাকতে পারে এমন একটা দিনে! এমন এক সন্ধ্যা যখন সে নিজের ভয়ের রাজ্য থেকে বের হয়ে জীবনের অন্য কোন দিক স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করতে পারবে।

ঘরটা তখনও নিস্তব্ধ। যেন অপেক্ষায় আছে সবাই।

অবশেষে ক্যাথারিন পিটারের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে সন্ধ্যা আটটার সময় বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসো।"

*

এক গ্লাস মার্লোট নিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মদে চুমুক দিতে দিতে রাতের আবহাওয়া উপভোগ করছে ক্যাথারিন। কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউয়ের নিচে কিছু মানুষের হাসি ঠাট্টা এবং পায়চারি করে বেড়ানোর শব্দ পাচ্ছে। সুরুচিসম্পন্ন নিউব্যারি স্ট্রিট শুধুমাত্র এক ব্লক দূরে, আর গ্রীষ্মের শুক্রবারের রাতটিতে ব্যাক বের আশেপাশের এলাকাটি পর্যটকদের যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। ক্যাথারিন ব্যাক বে'তে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শুধু এই কারণে যে এই এলাকাটি সবসময় লোকে লোকারণ্য থাকে, তা অপরিচিতের সমাগমই হোক না কেন। হাসি এবং সঙ্গিতের মূর্ছনার মাঝে নিজের একাকিত্বটা কোথাও যেন সে হারিয়ে ফেলে, তার মনে হয় নির্বাসিত নয় সে।

এখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মদে চুমুক দিতে দিতে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তাকেও এই হাসিখুশি পৃথিবীর অংশ হতে হবে। *যে পৃথিবীটি অ্যান্ড্রু ক্যাপরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল, সেই পৃথিবীর।*

জানালার কাঁচে হাত রেখে, আঙুলগুলোকে কাঁচের উপরে চেপে ধরেছে সে, যেন এই বদ্ধ কারাগার থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। বেপরোয়াভাবে হাত থেকে সম্পূর্ণ মদ নিচে পড়ে গেলে গ্লাসটিকে জানালার পাটাতনের উপরে রাখল ক্যাথারিন। *আমি আর কোন ঘৃণ্য অপরাধের শিকার হিসেবে বাঁচতে চাই না*, চিন্তা করলো সে। *আমি তাকে এভাবে জিততে দিতে পারি না।*

বেডরুমে গিয়ে ক্লোজেট থেকে নিজের জন্য পোশাক পছন্দ করতে লাগলো সে। অবশেষে একটি সবুজ রঙের সিল্কের ড্রেস বের করে নিয়ে পরে নিলো। এই পোশাকটি ঠিক কতদিন আগে পরেছিল? মনে করতে পারছে না এখন।

অন্য রুম থেকে কম্পিউটার থেকে একটি শব্দ ভেসে আসলো : 'ইউ হ্যাভ গট এ মেইল!' মেসেজটি না শোনার ভান করে বাথরুমে গিয়ে মুখে মেকআপ করতে লাগলো ক্যাথারিন। চোখে মাস্কারা আর লিপস্টিক দিতে দিতে ভাবলো এটা তার ওয়ার-পেইন্ট। একটা সাহসিকতার মুখোশমাত্র কঠোর পৃথিবীর সম্মুখিন হওয়ার জন্য। মেকআপ ব্রাশের প্রত্যেক স্ট্রোক সে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে দিতে থাকলো। আয়নায় যে মেয়েটিকে দেখছে সে এখন, অনেকদিন তার দেখা পায়নি ক্যাথারিন। অন্ততপক্ষে গত দুই বছরে তো নয়-ই।

"স্বাগতম তোমাকে," বিড়বিড় করে বলে মুচকি হাসি দিলো নিজেকে দেখেই।

বাথরুমের লাইট বন্ধ করে লিভিং রুমে আসলো ক্যাথারিন। হাই-হিল পরার অভ্যাস হারিয়ে যাওয়াতে প্রথম প্রথম কিছুটা বিরক্তবোধ করলো। পিটার দেরি করছে কেন? এখন তো আটটা পঞ্চাশ বাজে। হঠাৎ তার মাথায় আসলো 'ইউ হ্যাভ গট মেইল' মেসেজটির কথা, বেডরুমে থাকা অবস্থায় শুনেছিল এটা। কম্পিউটারের কাছে গিয়ে মেইলবক্স আইকনে ক্লিক করলো সে।

স্যাভিডক নামের একটি আইডি মেসেজ পাঠিয়েছে তাকে, বিষয় উল্লেখ করেছে : 'ল্যাব রিপোর্ট।'

BOIGHAR.COM

ই-মেইলটা খুলল সে।

ড. কর্ডেল, অ্যাটাচমেন্টে কিছু প্যাথলজির ছবি রয়েছে যা দেখে আশা করি আপনি খুশি হবেন।

রিপোর্টে কোন স্বাক্ষর নেই।

মাউসের কার্সরটি 'ডাউনলোড ফাইল' আইকনে নিয়ে এসে কিছুসময় ইতস্ততবোধ করলো সে, আঙুল জমে গেছে যেন। মেইল পাঠানো আইডি স্যাভিডককে চেনে না সে, স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও কোন অপরিচিত মানুষের ফাইল ডাউনলোডও করে না, কিন্তু এই মেসেজে তার কাজ আর তার নামের উল্লেখ রয়েছে।

অবশেষে 'ডাউনলোড' আইকনে ক্লিক করলে সঙ্গে সঙ্গে রঙিন একটি ছবি স্ক্রিনে ফুটে উঠতে শুরু করলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে ধড়ফড় করে নিজের সিট ছেড়ে উঠে পড়লো ক্যাথারিন, যেন এইমাত্র ছ্যাঁকা খেয়েছে। চেয়ারটা উল্টে পড়লো মেঝেতে। মুখে হাত দিয়ে ভয়ে পেছনের দিকে সরে গেল সে।

ফোন করার জন্য তাড়াতাড়ি দৌড় দিলো।

*

টমাস মুর ক্যাথারিনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। "স্ক্রিনে কি এখনও ছবিটা আছে?"

"আমি আর কম্পিউটারের সামনে যাইনি।"

পিছে সরে গিয়ে মুরকে ভেতরে ঢোকার জন্য জায়গা করে দিলো পুলিশি দায়িত্ব পালনের জন্য। কম্পিউটারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে একবারের জন্য চেয়ে দেখল মুর।

"ইনি ড. ফ্যাল্কো," ক্যাথারিন বলল। "আমার সহকর্মি।"

"ড. ফ্যাল্কো," মুর বলল তার সাথে করমর্দন করতে করতে।

"ক্যাথারিন এবং আমার আজকে রাতে একসাথে ডিনার করার কথা ছিল," পিটার বলল। "হাসপাতালের কিছু কাজে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। আপনার পৌছানোর কিছু আগেই আমি এখানে এসেছি..." নীরবদৃষ্টিতে সে ক্যাথারিনের দিকে তাকাল। "...আজকেন ডিনারটা কি বাতিল করবো?"

নীরব সম্মতি জানালো ক্যাথারিন।

মুর কম্পিউটারের সামনে এসে বসল। স্ক্রিন সেভার চালু থাকায় মনিটরে উজ্জ্বলরঙা মাছের বিচরণ দেখতে পেল সে। সময় না নিয়েই মাউস নাড়লো।

ডাউনলোড করা ছবিটি ভেসে উঠল স্ক্রিনে।

ক্যাথারিন মুখ ঘুরিয়ে জানালার কাছে চলে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ আগে মনিটরে দেখা ছবিটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে যেন। শুনতে পেল মুর কম্পিউটারে কিছু একটা টাইপ করছে। এরপর তাকে একটি ফোনকল করে বলতে শুনল, "আমি ফাইলটা ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। পেয়েছ?"

জানালার কাছে অন্ধকার রাতটা অদ্ভুতভাবে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। অনেক রাত হয়ে গেছে কি? ভাবল ক্যাথারিন। শূন্য মরুভূমির মতো রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারলো না, এই একঘণ্টা আগেও নিজেকে তৈরি করে এই রাতের পৃথিবীরই অনন্য স্বাদ উপভোগের চিন্তা করেছিল সে।

এখন শুধু নিজের বাড়ির দরজা শক্ত করে লাগিয়ে, অন্তরালে চলে যেতে চায় ক্যাথারিন।

পিটার বলল, "কোন্ কুত্তারবাচ্চা তোমাকে এসব জিনিস পাঠিয়েছে? জঘন্য!"

"আমি এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে চাই না," বলল ক্যাথারিন।

"তুমি কি এই ধরণের জিনিস আগেও পেয়েছ?"

"না।"

"তাহলে এসবের মধ্যে পুলিশের সংশ্লিষ্টতা কিসের?"

"দয়া করে চুপ করো, পিটার। আমি এই ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চাই না!"

মুহূর্তের জন্য নীরবতা বিরাজ করলো সবার মধ্যেই। "এর মানে বলতে চাইছ, এ নিয়ে আমার সাথে তুমি কোন আলোচনা করবে না, তাই তো?"

"এখন না...অন্তত আজকের রাতে তো নয়-ই।"

"কিন্তু তুমি পুলিশের সাথে কথা বলবে?"

"ড. ফ্যাল্কো," মুর বলল, "আপনি যদি এখন এখান থেকে চলে যান তাহলে খুব ভালো হয়।"

"ক্যাথারিন! তুমিও কি সেটাই চাও?"

তার কণ্ঠের ব্যথাতুর ভাবটা লক্ষ্য করলো ক্যাথারিন, কিন্তু তার দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিলো। "আমিও চাই এখন তুমি চলে যাও, পিটার। প্লিজ!"

কোন উত্তর দিলো না সে। দরজা আটকানোর শব্দে বুঝতে পারল তারা, পিটার চলে গেছে।

দীর্ঘসময় ধরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করলো ঘরে।

"আপনি তাকে সাভানার ব্যাপারে কিছু জানাননি?" জানতে চাইল মুর।

"না। আমি কখনও তার সাথে এই বিষয়ে কথা বলার মত সৎসাহস পাইনি।" ধর্ষণ একদমই একান্ত একটি বিষয়, ক্ষেত্রবিশেষে লজ্জাজনক, যখন কারও কাছে সেটি প্রকাশ করা হয়। এমনকি সে-সব মানুষের কাছেও যারা আমাদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান।

BOIGHAR.COM

জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন, "ছবির এই মেয়েটি কে?"

"আমি তো ধারণা করেছিলাম আপনি এর সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন।"

না-সূচক মাথা নাড়ালো সে। "আমি তো এটাও জানি না, আমাকে কে মেইলটা পাঠিয়েছে।"

মুর উঠে দাঁড়ালে চেয়ারটিতে শব্দ হলো। তার হাতের ছোঁয়া অনুভব করলো ক্যাথারিন নিজের কাঁধে, সবুজ সিল্কের পোশাক ভেদ করে উষ্ণতার স্পর্শটুকু যেন মনে পৌছাতে চাইছে। পরে থাকা পোশাকটি বদলায়নি সে, সন্ধ্যায় বেড়ানোর মতই তৈরি হয়ে আছে এখনও। শহরের রাস্তায় এক পা বাড়ানোর চিন্তাটা এখন তার কাছে কেনজানি অনেক বেশি কষ্টকর মনে হচ্ছে। কি চিন্তা করছে সে? অন্যদের মত স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম হবে কি কখনও? আবারও কি সে নিজের পূর্ণতা ফিরে পাবে?

"ক্যাথারিন," বলল সে, "আপনি কি আমার সাথে এই ছবির বিষয়ে কিছু কথা বলবেন?"

শক্ত করে ক্যাথারিনের কাঁধ ধরে রেখেছে মুর আর এই প্রথম খেয়াল করলো ক্যাথারিনের নাম ধরে প্রথমবারের জন্য ডাকলো সে। এত কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে যে, মুরের উষ্ণ শ্বাস মেয়েটার চুলের উপর পড়ছে, এরপরেও ক্যাথারিনের নিজেকে তার কাছে অনিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। অন্য কোন পুরুষ মানুষের স্পর্শ হলে আক্রমণের পূর্বাভাস মনে হত তার কাছে, কিন্তু মুরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেন যেন আলাদা বলে মনে হলো তার। এক আলাদা প্রশান্তি পেল ক্যাথারিন তার সংলগ্নে।

মাথা নাড়ল এরপর। "চেষ্টা করব আমি।"

আরেকটি চেয়ার নিয়ে এসে উভয়েই তারা কম্পিউটারের সামনে বসলো। জোর করে আবার ছবিটির দিকে তাকালো ক্যাথারিন।

মেয়েটির কোঁকড়ানো চুলগুলো বালিশের উপরে কর্ক-স্ক্রুর মত ছড়িয়ে রয়েছে। ডাক্ট টেপ দিয়ে তার মুখ আটকে রাখা হলেও চোখ খোলা, সচেতন রয়েছে কারণ ক্যামেরার ফ্ল্যাশে তার রেটিনার অংশ রেড আই ইফেক্টের কারণে বিকৃত দেখাচ্ছে। তাকে বিছানায় নগ্ন করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

"আপনি কি তাকে চিনতে পারছেন?" আবারও জিজ্ঞেস করলো মুর।

"না।"

"ছবিতে এমন কি কিছু রয়েছে যা দেখে আপনার পূর্ব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে? ঘর, আসবাবপত্র..."

"না। কিন্তু..."

"কি?"

"সে আমার সাথেও একই কাজ করেছিল," ফিসফিসিয়ে বলতে শোনা গেল তাকে। "অ্যান্ড্রু ক্যাপরা ছবি তুলেছিল আমার। আমাকেও বিছানার সাথে বেঁধে রেখেছিল..." ঢোক গিলে নিলো সে, অপমানবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল হঠাৎ,

তার নগ্ন দেহ যেন এই মুহূর্তে মুরের চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। নিজের হাতদুটো বুকের কাছে ভাঁজ করে রাখলো যেন নিজেকে আক্রমণের হাত থেকে আবারও রক্ষা করতে চাইছে।

"এই ফাইলটা এসেছে সন্ধ্যে সাতটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে। যে পাঠিয়েছে তার নাম দেখলাম, স্যাভিডক–আপনি কি এ ধরণের কোন আইডি চেনেন?"

"না।" আবারো মেয়েটার ছবির দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালে সে, দেখতে পেলো রক্তাক্ত চোখে ভয়ের আভা নিয়ে মেয়েটি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। "মেয়েটি জেগে আছে। ও জানে তার সাথে কি হবে। খুনি সেটারই অপেক্ষা করেছিল হয়ত, সে তোমাকে জাগিয়ে তুলে ব্যথাটা অনুভব করাতে চেয়েছিল। তোমাকে জেগে থাকতে হবে না-হলে সে পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না..." এমন সময়ে মনে হলো তার যেন সে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার সাথে কথা বলছে, সবকিছুকে বর্তমানকালে নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করছে, যেন ক্যাপরা এখনও বেঁচে আছে।

"কিভাবে সে আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেস জানতে পারলো?"

"আমি তো এটাও জানি না সে কে।"

"ক্যাথারিন, সে আপনাকে এই জিনিসটি পাঠিয়েছে। সে অবশ্যই জানে আপনার সাথে সাভানাতে কি ঘটেছিল। আপনার কি এমন কারও নাম মনে পড়ে, যে আপনার সাথে এমন কিছু করতে পারে?"

একমাত্র একজন, ভাবল সে। *কিন্তু সে তো মৃত। অ্যান্ড্রু ক্যাপরা মারা গেছে!*

মুরের সেলফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। সেটা শুনে ক্যাথারিনের চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো যেন। "ঈশ্বর," বলল ক্যাথারিন। তার হৃদস্পন্দন কিছু সময়ের জন্য বেড়ে গেলেও, আবারও ঠিক হয়ে গেল।

কলটা রিসিভ করলো সে। "হ্যা, আমি এখন তার সাথেই আছি..." কিছু সময়ের জন্য ফোনের কথা শুনতে শুনতে ক্যাথারিনের দিকে তাকালো সে। তার দিকে এবার যেভাবে তাকালো তাতে শঙ্কা দেখা গেল।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন।

"ডিটেক্টিভ রিজোলি ফোন করেছে। ই-মেইলটা কোত্থেকে পাঠানো হয়েছে তা ধরে ফেলেছে সে।"

"কে পাঠিয়েছে এটা?"

"আপনি।"

মুর যেন ক্যাথারিনের গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল কথাটার মাধ্যমে। এতটাই ধাক্কা খেল সে, কী বলবে কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না।

" 'স্যাভিডক' নামের অ্যাকাউন্ট আজকে সন্ধ্যাতেই তৈরি করা হয়েছে, আপনার আমেরিকা অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে," বলল সে।

"কিন্তু আমার তো দুটো আলাদা অ্যাকাউন্ট রয়েছে। একটা আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য–"

BOIGHAR.COM

"অপরটি?"

"অফিস স্টাফের জন্য আর সেটা ব্যবহার করি..." বিরতি নিয়ে বলল ক্যাথারিন, "অফিসে থাকার সময়। সে তাহলে আমার অফিসের কম্পিউটার ব্যবহার করেছে।"

মুর ফোনটা আবারও নিজের কানে ধরল। "তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, রিজোলি?" কিছুক্ষণ পর, আবারও বলল সে "তোমার সাথে আমাদের সেখানেই দেখা হচ্ছে তাহলে।"

*

ডিটেক্টিভ রিজোলির সাথে তাদের ক্যাথারিনের স্যুটের বাইরে দেখা হলো। হলওয়েতে এরইমধ্যে একটা ছোট্ট জনসমাগমের সৃষ্টি হয়ে গেছে–বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তা কর্মি, দু-জন পুলিশ অফিসার এবং সাধারণ পোশাকধারি আরও কিছু মানুষ। ক্যাথারিন ধারণা করলো, এরাও ডিটেক্টিভ।

"আমরা ইতিমধ্যে আপনার অফিস তল্লাশি করেছি," বলল রিজোলি। "অনেক আগেই চলে গেছে সে।"

"তাহলে সে ওখানেই ছিল?" জানতে চাইলো মুর।

"উভয় কম্পিউটারই চালু অবস্থায় পেয়েছি আমরা। আমেরিকা অনলাইনের সাইন অন-স্ক্রিনে স্যাভিডক নামটি এখনও রয়েছে।"

"কিভাবে সে এই জায়গায় ঢুকতে পারলো?"

"দরজা দিয়ে...জোরজবরদস্তি করে ঢোকার কোন প্রমাণ নেই। এই অফিসগুলো পরিস্কার করার জন্য কিছু হাউজকিপিং সার্ভিস চুক্তিভিত্তিক কাজ করে থাকে, তাহলে এখানে ঢোকার জন্য চাবিকাঠি তো এই হিসেবে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। সাথে এই স্যুইটের নিজস্ব কিছু কর্মিও রয়েছে।"

"আমাদের একজন বিলিং ক্লার্ক, রিসিপশনিস্ট আর দু-জন ক্লিনিক অ্যাসিস্ট্যান্ট রয়েছে," ক্যাথারিন বলল।

"ড. ফ্যাল্কো আর আপনিও রয়েছেন।"

"হ্যা।"

"তাহলে সর্বমোট ছয়টি চাবি রয়েছে যাদের মধ্যে কোন একজনের চাবি হারিয়ে গেছে অথবা কেউ তাদের কাছ থেকে সেটি নিয়ে নিয়েছে," রিজোলি রূঢ়ভাবে নিজের তাৎক্ষণিক মতবাদ জানালো। ক্যাথারিন এই মেয়েটির কথায় সেভাবে কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি, সে চিন্তা করলো ব্যাপারটা তার ক্ষেত্রেও একই কিনা।

রিজোলি স্যুটের দিকে এগিয়ে গেল। "আচ্ছা, তাহলে আসুন আপনার রুমে ড. কর্ডেল, কিছু হারিয়েছে কিনা একটু দেখে বলুন। কিন্তু কোন জিনিস আপাতত স্পর্শ করবেন না, ঠিক আছে? দরজাও না, কম্পিউটারও না। প্রিন্ট নেয়ার জন্য জায়গাগুলো আমাদেরকে প্রথমে ডাস্টিং করতে হবে।"

মুরের দিকে তাকালো ক্যাথারিন, যে নিজের একটি নির্ভরতার হাত তার কাঁধে রেখেছে এতসময়। তারা ওর স্যুটে প্রবেশ করলো।

রোগিদের ওয়েটিং রুমে একবারের জন্য চোখ বোলাল শুধু, এরপর রিসিপশনিস্টের জায়গায় চলে এলো যেখানে অফিসের কর্মিরা সাধারণত কাজ করে থাকে। বিলিং কম্পিউটারটি এখনও চালু রয়েছে। এ ড্রাইভ খালি দেখাচ্ছে; অনুপ্রবেশকারি কোন ফ্লপি ডিস্ক রেখে যাওয়ার মত ভুল করেনি।

একটি পেন নিয়ে মুর কম্পিউটার মাউসে খোঁচা দিলো যেন স্ক্রিন সেভার সরে গিয়ে এওএল এর সাইন অন উইন্ডোটি ভেসে ওঠে মনিটরে। 'স্যাভিডক,' এখনও দেখা যাচ্ছে 'সিলেক্টেড নেম' বক্সে।

"আপনার এই রুমের কোন জিনিস কি কিছু অস্বাভাবিক লাগছে," জিজ্ঞেস করলো রিজোলি।

ক্যাথারিন মাথা ঝাঁকাল।

"আচ্ছা, তাহলে আপনার অফিসে যাওয়া যাক।"

হলওয়ে পার করার সময় তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। দুটো এক্সাম রুম পার করে, অফিসে প্রবেশ করলো ক্যাথারিন। হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘরের সিলিঙের দিকে। আতঙ্কে পেছনের দিকে সরে দাঁড়ালো সে, যেন মুরকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। মুর তার হাতদুটোকে শক্ত করে ধরে তাকে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে রাখল।

"এখানেই আমরা পেয়েছি এই জিনিস," উপরের লাইটের সাথে ঝুলন্ত স্টেথোস্কোপটা দেখিয়ে রিজোলি বলল। "এখানেই ঝুলছে আমাদের আসার আগে থেকে। আমি ধরে নিয়েছি আপনি অন্ততপক্ষে জিনিসটা এখানে রাখেননি।"

ক্যাথারিন ভয়ার্তভাবে মাথা নাড়লো। আতঙ্কে চেপে যাওয়া স্বরে বলার চেষ্টা করলো : "এই লোকটা তাহলে আগেও আমার অফিসে এসেছে।"

রিজোলির চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। "কবে?"

"প্রায় কিছুদিন ধরেই। আমার জিনিস হঠাৎ হঠাৎ-ই খুঁজে পাইনা আমি। অথবা সরিয়ে থাকতে দেখা যায় অন্য কোথাও।"

"কি ধরণের জিনিস?"

"স্টেথোস্কোপ, আমার ল্যাব কোট।"

"ঘরের দিকে একটু ভালোভাবে তাকান তো," তাকে আলতো করে ঘুরিয়ে বলল মুর। "আর কোন জিনিসের পরিবর্তন ঘটেছে কি?"

বুকশেল্ভ, ডেস্ক, ফাইলিং ক্যাবিনেট নিরীক্ষা করে দেখতে লাগলো ক্যাথারিন একে একে। এটা তার একান্ত জায়গা, সে জানে জিনিসগুলো কোনটা কোন জায়গায় থাকে এই ঘরে। জিনিসগুলোর সঠিক অবস্থান আর তাদের কোথায় থাকা উচিত নয় সেটা ভালোভাবেই জানে সে।

"কম্পিউটারটা চালু রয়েছে," বলল সে। "আমি সবসময় এটা বাড়িতে যাওয়ার আগে বন্ধ করে রেখে যাই।"

BOIGHAR.COM

রিজোলি মাউসে হাত দিলে সেখানেও আরেকটি এওএল স্ক্রিন দেখতে পেল। সাথে সাইন-অন বক্সে ক্যাথারিনের স্ক্রিন নেম, 'সিকর্ড।'

"এভাবেই সে আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেস পেয়েছে," রিজোলি বলল। "তার শুধু আপনার কম্পিউটার চালু করার কাজটা করার দরকার ছিল।"

কি-বোর্ডের দিকে তাকালো সে। *তুমি এই কি-বোর্ডে টাইপ করেছো। তুমি আমার চেয়ারেও বসেছো।*

মুরের কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পেল ক্যাথারিন।

"কিছু হারিয়েছে কি?" জিজ্ঞেস করলো সে। "যেমন ধরে নিন, ব্যক্তিগত কোন জিনিস, আকারে ছোট?"

"আপনি কিভাবে জানেন?"

"এটাই তার প্যাটার্ন।"

এই একই ঘটনা তাহলে অন্য মেয়েদের সাথেও ঘটেছে, ভাবলো সে। *অন্য শিকারের সাথে।*

"এটা এমন একটা জিনিসও হতে পারে যা আপনি সবসময় পরে থাকেন," মুর বলল। "এমন একটি জিনিস যা শুধু আপনারই। সেটা কোন অলঙ্কার হতে পারে, চিরুনি হতে পারে কিংবা কোন চাবির রিং।"

"ওহ্, ঈশ্বর।" সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডেস্কের উপরের ড্রয়ারটা খুলে দেখলো ক্যাথারিন।

"হেই!" রিজোলি বলল। "আমি আপনাকে বলেছিলাম না, কোন জিনিস স্পর্শ করবেন না।"

কিন্তু ক্যাথারিন এরইমধ্যে ড্রয়ারে ভেতরে খোঁজার কাজে লেগে পড়েছে। পেন আর পেন্সিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা খুঁজছে সে। "সেটা নেই এখানে।"

"কি নেই?"

"আমি আমার ডেস্কে একটা অতিরিক্ত চাবির রিং রাখি।"

"কিসের চাবি?"

"আমার গাড়ির বাড়তি একটা চাবি। আমার হাসপাতালের লকারের..." থেমে গেল সে, হঠাৎ তার গলা শুকিয়ে গেল ভয়ে। "যদি সে সকালে আমার লকার খুঁজে দেখে তাহলে সেখানে আমার পার্স অবশ্যই পেয়েছে।" মুরের দিকে তাকাল ক্যাথারিন। "আমার বাড়ির চাবিও তাহলে তার পেয়ে যাওয়ার কথা।"

*

মুরের আবারও মেডিকেল স্যুটে ফিরে আসার অনেক আগেই টেকনিশিয়ানরা প্রিন্ট ডাস্টিং সম্পন্ন করে ফেলেছে।

"ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসলে তাকে, মুর?" রিজোলি জানতে চাইলো।

"সে ই.আর-এর কলরুমে ঘুমাবে আজকে। আমি চাই না সে নিজের বাড়িতে ফিরুক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাড়ি নিরাপদ হচ্ছে।"

"তুমি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে তার বাড়ির সব তালা তাহলে পাল্টে ফেলতে চাইছো?"

ভ্রুকুটি করলো সে, রিজোলির অভিব্যক্তি পড়ার চেষ্টা করছে। যেন এই জিনিসটা তার মনমত হলো না। "তোমার কি তাতে কোন সমস্যা আছে?"

"না, মেয়েটি দেখতে অনেক সুন্দর।"

আমি জানি ব্যাপারটা ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে পৌছেছে, ভাবল মুর, অবসন্নভাবের একটা হাঁফ ফেলল সে।

"কিছুটা বিপর্যগ্রস্ত, কিছুটা শঙ্কিত," রিজোলি বলল, "এভাবেই কোন পুরুষ তার প্রতি সহানুভতিশীল হয়ে পড়বে, তাকে নিরাপদে রাখাতে চাইবে।"

"এটা কি আমাদের কাজ নয়?"

"এটা সেটাই মুর, একটা কাজমাত্র!"

"আমি এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে চাইছি না," কথাটা বলে স্যুট থেকে বেরিয়ে পড়লো সে।

রিজোলি তার পেছন পেছন বুলডগের মত অনুসরণ করে বেরিয়ে পড়লো। "সে এই কেসের কেন্দ্রবিন্দু, মুর। আমরা এটাও সঠিকভাবে জানি না, সে আমাদেরকে সব কথা সত্যি বলছে কিনা। দয়া করে আমাকে এখন বলো না, তুমি তার সাথে জড়িয়ে পড়েছো।"

"আমি জড়িয়ে পড়িনি তার সাথে।"

"আমি কিন্তু অন্ধ নই।"

"তুমি ঠিক কৃ দেখতে পাচ্ছো, বলবে আমাকে?"

"তুমি তার দিকে যেভাবে চেয়ে থাকো আমি দেখতে পাই সেটা। আমি দেখতে পাই সে তোমার দিকে কিভাবে চেয়ে থাকে। আমি দেখতে পাই কিভাবে একজন পুলিশ হঠাৎ করেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।" কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিয়ে আবারও বলল সে, "একজন পুলিশ যে আবারও কষ্ট পেতে যাচ্ছে।"

সে কি জোর গলায় কথাগুলো বলেছে, নাকি শত্রুভাবাপন্নভাবে বলেছে। কথার উত্তর অনেক বিনীতভাবে দিতে হবে মুরকে। কিন্তু শেষের কিছু শব্দ অনেক শান্তভাবে বলেছে রিজোলি, সেই কথাগুলো নিয়ে মুর এই মুহূর্তে তার সাথে কোন ধরণের তর্কে যেতে চাইছে না।

"আমি এই কথাগুলো অন্য কেউ হলে কখনও বলতাম না," রিজোলি বলল। "কিন্তু আমি মনে করি তুমি খুব ভালো একজন মানুষ, মুর। যদি তুমি ক্রো'র মত হতে অথবা অন্য কোন হারামজাদার মত, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারতাম, যাও নিজের মন উজাড় করে দাও, আমার কোন সমস্যা নেই তাতে। কিন্তু আমি সত্যি তোমার সাথে খারাপ কিছু হোক দেখতে চাই না।"

BOIGHAR.COM

তারা একে অপরকে নিরীক্ষণ করলো কিছু সময়। এর আগে রিজোলির সরলতা দেখতে পায়নি বলে নিজের মধ্যে একটা অজানা লজ্জাবোধের সঞ্চার হলো মুরের। তার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সে আগেও দেখেছে, প্রশংসা করেছে, তার সাফল্যের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবল ইচ্ছে তাকে অবাক করেছে কিন্তু তারপরেও তার নজর তার গড়পড়তা মুখ এবং আকৃতিহীন প্যান্টের দিকেই পড়েছে কখনও না কখনও। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে নিজেও ড্যারেন ক্রো'র তুলনায় খুব একটা ভালো মানুষ নয়, যে কিনা তার ডেস্কে ট্যাম্পুন ভর্তি পানির বোতল রেখে আসে। রিজোলির কাছ থেকে এত বেশি প্রশংসা পাবার যোগ্য নয় সে।

হঠাৎ কণ্ঠ পরিস্কার করে নেয়ার শব্দ পেল তারা, দেখল দরজার কাছে ক্রাইম-সিনের টেকনিশিয়ান দাঁড়িয়ে আছে।

"কোন প্রিন্ট পাইনি," বলল সে। "আমি দুটো কম্পিউটারেই ডাস্টিংয়ের কাজ করেছি। কিবোর্ড, মাউস, ডিস্ক ড্রাইভ, সব। কোনোটাতেই কিছু পাইনি।"

রিজোলির ফোন বেজে উঠল এ সময়। কল রিসিভ করার সময় বিড়বিড় করতে লাগলো সে : "আমরা কি আশা করেছিলাম তাহলে? আমরা কিন্তু বদ্ধপাগলের পেছনে ছুটছি না।"

"দরজার অবস্থা কি?" জানতে চাইলো মুর।

"আংশিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে," টেকনিশিয়ান বলল। "তবে সেগুলো হয়ত সেসব মানুষের যারা এখানে রোগি হিসেবে আসা যাওয়া করে অথবা কর্মিদের। আমরা বিশেষ কারও পরিচয় এর মাধ্যমে পাবো না। এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকা সময়ের অপচয়মাত্র।"

"হেই, মুর," রিজোলি ডাক দিলো ফোন বন্ধ করার সময়। "চলো, যাওয়া যাক।"

"কোথায়?"

"আমাদের প্রধান কার্যালয়ে। ব্রডি বলল, সে পিক্সেল কণার একটি ইন্দ্রজাল দেখাতে চলেছে।"

*

"আমি ছবির ফাইলটা ফটোশপ প্রোগ্রামে দিয়েছিলাম," শ্যেন ব্রডি বলল। "ফাইলের সাইজ ছিল তিন মেগাবাইটের মত, অর্থাৎ অনেক ডিটেইল পাওয়ার কথা। এই খুনি ঝাপসা ছবি দেয়নি আমাদের। সে একটি ভালো রেজুলুশনের ছবি পাঠিয়েছে, শিকারের চোখের পাঁপড়ির অংশের নিচ থেকে।"

ব্রডি বিপিডির টেকনো-উইজ, ফ্যাকাশে চেহারার কমবয়সি এক তরুণ, যার বয়স তেইশের মত হবে। এখন কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে মাউসে নিজের সুদক্ষ হাতে চালাচ্ছে সে। মুর, রিজোলি, ফ্রস্ট এবং ক্রো তার পেছনে দাঁড়িয়ে

রয়েছে মনিটরের দিকে তাকিয়ে। ব্রডির হাসিটি ঠিক যেন শিয়ালের মত, বিরক্তিকর। ছবির কিছু অংশ স্ক্রিনে নিপুণভাবে সাজিয়ে খলখল শব্দে হেসে উঠল সে।

"এটা একটা সম্পূর্ণ ছবি," ব্রডি বলল। "শিকারকে বিছানার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। জেগে আছে সে চোখ খোলা রেখে, ফ্ল্যাশের রেড-আই সমস্যার কারণে চোখের ব্যাপারে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। তার মুখে ডাক্ট টেপ মারা। এখন এদিকে দেখুন, ছবিতে তার বামহাতের কোণার দিকে, একটা নাইটস্ট্যান্ডের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে। দুটো বইয়ের উপরে রাখা একটি অ্যালার্ম ঘড়ি দেখতে পাবেন। ছবিটা একটু জুম করি, সময়টা দেখতে পাচ্ছেন?"

"দুটো বেজে বিশ মিনিট," রিজোলি বলল।

"হ্যা, ঠিক বলেছেন। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে রাতের না দুপুরের সময় দেখাচ্ছে সেটা? চলেন, তাহলে ছবিটার উপরের অংশ দেখা যাক। ওখানে জানালার এক কোণা দেখতে পাবেন। পর্দা টেনে রাখা, কিন্তু এরপরেও এমন একটি অংশ দেখতে পাবেন যেখানে পর্দার কাপড় একটু ফাঁক হয়ে আছে। কোন সূর্যালোকের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে। যদি ঘড়ির সময়টা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে ছবিটা রাত দুটো বিশ মিনিটে তোলা হয়েছে।"

"হ্যা, কিন্তু কোন্ দিনে?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি। "এটা তো গতরাতও হতে পারে আবারও গত বছরের রাতও। দুঃখজনকভাবে আমরা তো এটাও জানি না 'সার্জন'-ই এই ছবিগুলো তুলেছে কিনা?"

ব্রডি তার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল। "আমি আমার কথা এখনও শেষ করিনি।"

"আচ্ছা, আর কি বাকি রয়েছে তাহলে?"

"এবার ছবিটির নিচের দিকে ফিরে আসা যাক। মেয়েটার কব্জির দিকে একটু দেখেন। এখানকার ডাক্ট টেপ অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে থাকা গাঢ় কালির মত দাগটা দেখা যাচ্ছে, খেয়াল করে দেখেন? আপনাদের কি মনে হয়, সেটা কি হতে পারে?" জায়গাটা নির্দিষ্ট করে ক্লিক করলে আরেকটু বড় হয়ে গেল।

"দেখে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না," ক্রো বলল।

"আচ্ছা, তাহলে আমরা এটাকে আরো জুম করে দেখি।" সে আবারও ছবিটির সেই অংশে ক্লিক করলো। সেই গাঢ় দাগ একটা পরিচিত আকৃতি ধারণ করলো হঠাৎ করে।

"হায় জিশু," রিজোলি বলল। "এটা তো ছোট আকারের ঘোড়ার মত দেখাচ্ছে। এটা তো এলিনা অর্টিজের সেই চার্ম ব্রেসলেট!"

ব্রডি আবারও পেছনের দিকে তাকিয়ে একটা বাঁকা হাসি দিলো। "কি, আমার কাজ ভালো হয়েছে কিনা এবার, বলেন?"

"এটা সে-ই," রিজোলি বলল। "এটা 'সার্জন'।"

মুর বলল, "নাইটস্ট্যান্ডে ছবিটা একটু জুম করো তো।"

ব্রডি আবারও ছবিটা ক্লিক করে বামদিকের নিচের অংশটা জুম করলো।

BOIGHAR.COM

"এখানে কি দেখতে চাইছেন?"

"এখানে একটা ঘড়ি রয়েছে, আর সেটা আমাদেরকে জানাচ্ছে ঘটনা রাত দুটো বেজে বিশ মিনিটে ঘটেছে। সেখানে ঘড়িটার নিচে দুটো বইও রাখা রয়েছে। তাদের স্পাইনের দিকে খেয়াল করে দেখো। কিভাবে উপরের বইটির একটা অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে?"

"হ্যা।"

"এর উপরে একটা প্লাস্টিকের কাভার দেয়া আছে, ওটা দেয়া হয়েছে বইটাকে নিরাপদে রাখার জন্য।"

"আচ্ছা..." ব্রডি বলল, মুর পরিস্কারভাবে কি বোঝাতে চাইছে সেটা না বুঝেই।

"উপরের স্পাইনটিতে একটু জুম করো তো," মুর বলল। "দেখি, বইটার নাম জানতে পারি কিনা।"

ব্রডি জায়গাটা নির্দিষ্ট করে নিয়ে সেখানে ক্লিক করলো।

"দুটো শব্দ আছে বলে মনে হচ্ছে," রিজোলি বলল। "আমি শুধু 'দি' শব্দটা দেখতে পাচ্ছি।"

ব্রডি আবারও ক্লিক করে আরও বড় করার চেষ্টা করল।

"দ্বিতীয় শব্দটা শুরু হয়েছে 'এস' অক্ষর দিয়ে," মুর বলল। "এদিকে দেখো।" স্ক্রিনের দিকে তাক করে বললো সে। "এই ছোট সাদা চতুর্ভুজটি খেয়াল করে দেখছো, স্পাইনের একেবারে নিচের অংশে?"

"আমি জানি তুমি কি দেখালে!" রিজোলির কণ্ঠে হঠাৎ উৎকণ্ঠার আভাস ফুটে উঠল।

ব্রডি শেষবারের মত ছবিটা আবারও জুম করলো।

মুর স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বইয়ের স্পাইনে লেখা দ্বিতীয় শব্দটি উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলো। হঠাৎ ঘরে থাকা টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলো সে।

"আমি কি কিছু মিস করেছি?" ক্রো জিজ্ঞেস করলো।

"বইয়ের শিরোনাম হচ্ছে 'দ্য স্প্যারো,' " মুর বলল, ও এর উপরে চাপ দিয়ে দেখিয়ে। "স্পাইনের পাশে ঐ চতুর্ভুজ চিহ্নটা...আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সেটা বইটার কল নম্বর।"

"এটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসা বই তাহলে," রিজোলি বলল।

লাইনে একট কণ্ঠ ভেসে উঠল। "অপারেটর বলছি।"

"আমি ডিটেক্টিভ টমাস মুর, বোস্টন পিডি থেকে বলছি। আমার বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরির এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট নম্বরটা এখনই দরকার।"

* * *

"মহাশূন্যে জেসুইট," ব্যাকসিটে বসে থাকা ফ্রস্ট বলে উঠল। "এই বইটার বিষয়বস্তু এটাই।"

তারা সেন্টার স্ট্রিট দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলো, গাড়ি চালানোর দায়িত্বে আছে মুর। এমার্জেন্সি লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে সে। দুটো ক্রুজার শুধু এই গাড়িটার সামনে রয়েছে।

"আমার স্ত্রীও এই রিডিং-গ্রুপের সদস্য," ফ্রস্ট জানালো। "আমি *দ্য স্প্যারো* সম্পর্কে বলা কথাগুলো পরিষ্কারভাবে মনে করতে পারছি।"

"তাহলে এটা একটা সায়েন্স-ফিকশন?" রিজোলি জানতে চাইলো।

"না, এটাতে আধ্যাত্মিক কিছু বিষয় রয়েছে। ঈশ্বরের প্রকৃতি কেমন—এই ধরণের ব্যাপার-স্যাপার আর কি।"

"তাহলে এটা আমার কোন প্রয়োজনে আসবে বলে মনে হয় না," রিজোলি জানাল। "আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানি। আমি একজন ক্যাথলিক।

মুর ক্রশ স্ট্রিটের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা খুব কাছে এসে পড়েছি।"

তারা যে ঠিকানাটা সংগ্রহ করেছে সেটা জ্যামাইকান প্লেইনে অবস্থিত। এটা ফ্রাঙ্কলিন পার্ক এবং ব্রুকলিনের মাঝখানের একটি জায়গা। মেয়েটার নাম নিনা পিটন। এক সপ্তাহ আগে সে লাইব্রেরিটির জ্যামাইকান প্লেইনের শাখা থেকে *দ্য স্প্যারো* বইটি সংগ্রহ করেছিল। বোস্টনে যারা যারা বইটা সংগ্রহ করে পড়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে নিনা পিটন একমাত্র মানুষ ছিল যে রাত ২টার দিকে তাদের টেলিফোন রিসিভ করেনি।

"এটা সেটাই," মুর বলল, সামনে থাকা ক্রুজারটি ডানে ঘুরে এলিয়ট স্ট্রিটের দিকে চলে গেল। রাস্তাটা লক্ষ্য করে এগিয়ে এক ব্লক পার করে সেটার পেছনে এসে থামল।

ক্রুজারের নীল আলোতে রাতের পরিবেশ তাদের কাছে পরাবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। মুর, রিজোলি এবং ফ্রস্ট সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বাড়িরটা দিকে এগোতে লাগল। ভেতরে টিমটিমে আলো জ্বলছে এ মুহূর্তে।

মুর ফ্রস্টের দিকে তাকালে ব্যাপারটি বুঝে ফেলে বাড়িটার পেছন থেকে সামনের দিকে টহল দিতে গেলো।

রিজোলি সদর দরজায় আঘাত করে বলল, "পুলিশ!"

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলো তারা।

আবারও সে আঘাত করলো দরজায়, আগের থেকে আরও বেশি জোরে। "মিস পিটন, আমরা পুলিশ! দয়া করে দরজা খুলুন!"

তিন সেকেন্ডের জন্য আবারও নীরবতা নেমে আসলো। হঠাৎ ফ্রস্টের কণ্ঠ শোনা গেল বাইরে থেকে : "পেছনের জানালার পর্দা উঠিয়ে রাখা হয়েছে!"

মুর আর রিজোলি কয়েক মুহূর্তের জন্য একে অপরের দিকে তাকিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। ফ্ল্যাশলাইটের পেছনের অংশ দিয়ে, মুর সদর

BOIGHAR.COM

দরজার কাঁচের অংশ ভেঙে ফেলে হাত ঢুকিয়ে বোল্ট খুলে ফেলল।

রিজোলি প্রথমে বাড়িতে ঢুকে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলো অস্ত্র উঁচিয়ে। মুর তার পেছন পেছন এগোলো, মাথায় ঘটনাটার কাল্পনিক ছবি সামনে আসতেই টের পেলো শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। কাঠের মেঝে, খোলা ক্লোজেট। কিচেন সামনে রয়েছে, ডানদিকে লিভিং রুম। এক কোণায় রাখা একটি টেবিলের উপরে একটি ল্যাম্প জ্বলছে টিমটিম করে।

"বেডরুম," রিজোলি বলল।

"সামনে এগোও, জলদি।"

তারা হলওয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল, রিজোলি সামনে এগোচ্ছে, মাথা একবার বাম দিকে ঘুরিয়ে আশেপাশের অবস্থা দেখছে, একবার ডানদিকে। একটা বাথরুমের পাশ কাটিয়ে গেল তারা, এরপর আরেকটা...দুটোই শূন্য। হলওয়ের শেষের দিকে দরজাটা আধভেজানো অবস্থায় রয়েছে; সেটা ভেদ করে কিছুই দেখতে পেল না তারা, শুধু দেখল সেখান থেকে একটা অন্ধকার বেডরুম শুরু হয়েছে।

অস্ত্র ভালোভাবেই ধরে রাখল দুজনেই, হৃদপিণ্ড ধড়ফড় করছে, মুর দরজার কোণার দিকে চলে এলো মুহূর্তেই, পা দিয়ে ঠেলল সেটিকে।

রক্তের উষ্ণ এবং বোঁটকা গন্ধ মুখে এসে বাড়ি লাগলো তার। লাইটের সুইচ খুঁজে জ্বালিয়ে নিলো। তার মাথায় এই ধরণের কোন দৃশ্য দেখার কথা ঘুরে ফিরে এসেছিল আগেই, সে জানত ঠিক কি জিনিস দেখবে পাবে। তারপরেও এই বীভৎস ঘটনার সাক্ষি হিসেবে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না সে।

মেয়েটার পেটের নিচের অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। কাটা অংশ থেকে ছোট ছোট নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসে ঝুলে পড়েছে বিছানায়, দেখতে বিদঘুটে ফিতার মত। গলাটা পুরোপুরি কাটা, গভির ক্ষত থেকে ক্রমাগত রক্ত বের হওয়ার কারণে মেঝে যেন রক্তের নদীতে পরিণত হয়েছে।

এই দৃশ্য স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে মুরের সারাজীবন লেগে যাবে বলে মনে হলো। কিছুটা ধাতস্থ হবার পর বুঝতে পারলো, রক্ত এখনও তাজা। দেয়ালে কোন রক্তের ছিটা দেখতে পেল না। শুধু কালচে ঘন সদ্য জমে যাওয়া রক্তের নদী দেখতে পাচ্ছে। মৃতদেহের কাছে পৌছাতেই তার জুতো রক্তে ভিজে গেলো।

"আরে!" রিজোলি দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো। "তুমি ক্রাইম-সিন নষ্ট করছো!"

নিজের আঙুলের সাহায্যে শিকারের গলার কাছে অক্ষত অংশটুকু চেপে ধরলো সে।

লাশটা হঠাৎ করে নিজের চোখ মেলে তাকালো!

হায় ঈশ্বর। এখনও বেঁচে আছে মেয়েটি।

অধ্যায় ৮

ক্যাথারিন শুয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল, হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে তার, প্রত্যেক স্নায়ুতে যেন ইলেকট্রিক প্রবাহিত হচ্ছে। অন্ধকার ঘরে চোখ খুলে তাকিয়ে নিজের আতঙ্কিত সত্ত্বাকে যেন বশ মানাতে চাইছে।

কল-রুমের দরজায় কেউ সজোরে বাড়ি দিতে লাগলো হঠাৎ। "ড. কর্ডেল?" ই.আর নার্সদের একজনের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল সে, কিছুসময় পর। "ড. কর্ডেল!"

"হ্যা, কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন।

"আমাদের কাছে একটা ট্রমা কেস এসেছে! প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে রোগির, পেটের নিচে আর গলা জখম হয়েছে। আমি জানি আজকের রাতে আপনার হয়ে ট্রমা বিভাগের দায়িত্বে রয়েছে ড. অ্যামেস, কিন্তু সে আসতে অনেক দেরি করে ফেলেছে। ড. কিম্বাল আপনার সাহায্য চাইছেন।"

"তাকে বলুন, আমি জলদি সেখানে আসছি," ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিয়ে ক্যাথারিন ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। মাত্র তিনঘণ্টা ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছে সে। চেয়ারের উপরে এখনও তার সবুজ রঙের সিল্কের পোশাকটি ঝুলছে। সেটা দেখে অপরিচিত বলে মনে হলো তার হঠাৎ, হয়ত অন্য কোন মেয়ের পোশাক এটা, তার নিজের নয়।

স্ক্রাব স্যুট পরে ঘুমিয়েছিল সে, যা ঘামে ভিজে একাকার হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা বদলে নেয়ার মত সময় পাবে না এখন। চুলগুলো পনিটেল করে বেঁধে, সিঙ্কের কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে নিজের মুখ পরিস্কার করে নিলো। তার দিকে যে মেয়েটি এখন আয়না ভেদ করে তাকিয়ে রয়েছে সেটা শামুকের মত গুটিয়ে যাওয়া এক আগন্তুক ছাড়া আর কেউ না! *মনোযোগ দাও কাজে। নিজের ভিতর থেকে ভয়ের অনুভূতিগুলোকে তাড়িয়ে দাও। কাজে যাও নিজের।* হাসপাতালের লকারে রাখা রানিং শুটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পায়ে দিয়ে গভির দম নিয়ে কল-রুম থেকে বের হয়ে পড়লো ক্যাথারিন।

"ইটিএ দুই মিনিট!" এমার্জেন্সি ক্লার্ক বলল। "অ্যাম্বুলেন্স থেকে জানানো হয়েছে রোগির সিস্টোলিকের চাপ সত্তরের নিচে নেমে গেছে!"

"ড. কর্ডেল, তারা ট্রমা ওয়ানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"আমাদের টিমে কে কে আছে?"

"ড. কিম্বাল আরদু-জন ইন্টার্ন। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, আপনি আজ হাসপাতালেই ছিলেন। ড. অ্যামেসের গাড়ি বিকল হয়ে পড়ায় তিনি এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে পৌছাতে পারেননি..."

ক্যাথারিন ট্রমা ওয়ানে প্রবেশ করলো। একদৃষ্টে দেখে নিলো সে তার টিম কিভাবে এই বাজে ঘটনাটি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। রিঙ্গার'স ল্যাক্টেটের

BOIGHAR.COM

তিনটি পোল লাগিয়ে রাখা হয়েছে; ইন্ট্রাভেনাস টিউবগুলো গুটিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে সংযোগের অপেক্ষায়। ক্যুরিয়ারের লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পৌছে দিয়ে আসার জন্য। টেবিলের এক পাশে দু-জন ইন্টার্ন দাঁড়িয়ে রয়েছে আইভি ক্যাথেটার হাতে নিয়ে, ই.আর ডাক্তার কেন কিম্বাল নিজের কাজে লেগে পড়েছে। সে এরইমধ্যে ল্যাপারোটমি ট্রে-র সিল ছিঁড়ে ফেলেছে।

ক্যাথারিন সার্জিক্যাল ক্যাপ মাথায় দিয়ে জীবাণুনাশক গাউন গায়ে চড়িয়ে নিলো। একজন নার্স তার গাউনটি পেছন থেকে লাগিয়ে দিলো এক হাতের গ্লাভস খুলে। প্রত্যেকবারের সার্জারির ইউনিফর্ম একটা আলাদা কর্তৃত্বপূর্ণভাব নিয়ে আসে তার মধ্যে, এই অবস্থায় নিজেকে অনেক বেশি বলশালি মনে হয় তার, নিজের উপরে যেন অন্য ধরণের নিয়ন্ত্রণ পায় ক্যাথারিন। এই ঘরটিতে, সে রক্ষাকর্তা কারও জীবনের, শিকার নয় কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার।

"এই রোগির ঘটনা কি," কিম্বালের কাছে জানতে চাইলো সে।

"নির্যাতন। গলায় আর পেটের নিচে গুরুতর জখম করা হয়েছে।"

"গুলি খাওয়ার ঘটনা কি?"

"না। ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।"

ক্যাথারিন দ্বিতীয় গ্লাভসটি পরে নেয়ার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্য জমে গেল। পেটের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি দানা বাঁধতে শুরু করেছে তার। *গলা এবং পেটের নিচে! ছুরির আঘাত!*

"অ্যাম্বুলেন্স থেকে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে!" দরজার কাছে এসে একজন নার্স বলল।

"রক্তাক্ত ঘটনাটি দেখার সময় এসে গেছে," কিম্বাল বাইরে বেরিয়ে রোগিকে নিয়ে আসার জন্য এগিয়ে গেল।

ক্যাথারিন জীবাণুনাশক পোশাক পরে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। রুমটা হঠাৎ নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। না ইন্টার্ন দু-জন টেবিলে সহযোগিতার জন্য তৈরি হচ্ছে, না স্ক্রাব নার্সেরা ক্যাথারিনকে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিচ্ছে, একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে তারা। সবাই হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে দরজার দিকে।

কিম্বালের ডাক শুনতে পেল তারা, "তাড়াতাড়ি, নিয়ে এসো!"

দরজা খুলে গেলে গার্নিটি ট্রমা ওয়ানে প্রবেশ করলো। ক্যাথারিনের দৃষ্টি চাদরে ঢাকা দেয়া বাদামি চুলের, টেপ দিয়ে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব আটকে রাখা রক্তাক্ত মেয়েটির দিকে পড়লো।

এক-দুই-তিন! বলে তারা রোগিকে টেবিলের উপরে উঠিয়ে দিলো।

সিটটা একটু উপরে উঠিয়ে মেয়েটার গলা উন্মুক্ত করলো কিম্বাল।

রুমের কোলাহলের মধ্যে কেউ ক্যাথারিনের ভয়ার্তভাবে শ্বাস নেয়ার ঘটনাটি

খেয়াল করলো না, খেয়াল করলো না তার এক পা পিছিয়ে যাওয়াটাও। রোগির গলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে, যেখানে প্রেসার ড্রেসিংটি রক্তে ভিজে জপজপে হয়ে গেছে। সে মেয়েটির পেটের নিচের দিকে তাকালো, সেখানে আরেকটি ড্রেসিং দিয়ে রাখা হয়েছে, ওটা ভেদ করেও রক্ত ঝরছে। প্রত্যেকে যখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ক্যাথারিন তখনও ভয়ার্তভাবে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায়।

কিম্বাল তার পেটের নিচের দিককার ড্রেসিং উঠিয়ে ফেলল। নাড়িভুঁড়ির ছোট ছোট অংশ বেরিয়ে পড়লো টেবিলের উপর।

"সিস্টোলিক টেনেটুনে ষাটের ঘরে রয়েছে! তাকে সাইনাস ট্যাক দেয়া হয়েছে—"

"আমি এই ইন্ট্রাভেনাসটি লাগাতে পারছি না! তার শিরাগুলো অবসন্ন হয়ে পড়েছে!"

"সাবক্ল্যাভিকান ধমনি খুঁজে বের করো তাহলে।"

"তুমি কি আমাকে আরেকটা ক্যাথেটার দিতে পারবে?"

"শিট, পুরো জায়গাটা দূষিত হয়ে পড়েছে..."

"ড. কর্ডেল? ড. কর্ডেল?"

ঘোরের মধ্যে থেকেই ক্যাথারিন নার্সের দিকে তাকালো, দেখতে পেলো নার্সটি সার্জিক্যাল মাস্ক ভেদ করে তার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে।

"আপনার কি ল্যাপ প্যাডসের প্রয়োজন?"

ক্যাথারিন ঢোক গিলে গভির দম নিয়ে নিলো। "হ্যা, ল্যাপ প্যাডস লাগবে। আর সাকশন..." রোগির দিকে আবার মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলো সে। একজন তরুণী। ক্যাথারিনের চোখে ভেসে উঠলো কয়েক বছর আগে সে যখন এরকম অবস্থায় সাভানাতে ই.আর টেবিলে শায়িত ছিল সেই চিত্রটি।

আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না এভাবে। আমি ঐ খুনিকে এভাবে জিততে দেবো না।

ট্রে থেকে মুঠোয় করে স্পঞ্জ এবং একটি হেমোস্ট্যাট তুলে নিলো ক্যাথারিন। এখন পুরোপুরি মনোযোগি সে নিজের কাজে, তার মধ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা হঠাৎ করেই ফিরে এলো। এত বছরের সার্জিক্যাল ট্রেনিং মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার মধ্যে। প্রথমে গলার ক্ষতটির দিকে নজর দিলো সে, প্রেসার ড্রেসিংটি উঠিয়ে নিলো। কালচে রক্ত ছলকে উঠে মেঝেতে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে।

"ক্যারোটিড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে!" ইন্টার্নদের একজন বলে উঠল।

ক্যাথারিন স্পঞ্জটি ক্ষতের উপরে চেপে ধরে গভিরভাবে দম নিলো। "না, না, যদি এটা ক্যারোটিডই হত মেয়েটা এতক্ষণে মারাই যেত।" সে স্ক্রাব নার্সের দিকে তাকাল। "স্কালপেল দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটা তাকে দিয়ে দিলো নার্স। কিছু সময় পর নিজেকে পরবর্তি পদক্ষেপের জন্য ধাতস্থ করছে সে। এরপর স্কালপেলের অগ্রভাগ গলার অভ্যন্তরে

প্রবেশ করালো ক্যাথারিন। ক্ষতের উপরে মোটামুটি চাপ দিয়ে, চামড়া সূক্ষ্মভাবে কেটে ফেলে চোয়াল বরাবর জায়গাটি ব্যবচ্ছেদ করে নিলো সে, জুগ্যুলার শিরা উন্মুক্ত করার জন্য। "খুনি ক্যারোটিড পর্যন্ত পৌছানোর জন্য গভিরভাবে কাটার সময়ই পায়নি," বলল সে। "কিন্তু জুগ্যুলার শিরার নাগাল পেয়েছিলো। এ কারণে তার নরম টিস্যুগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" স্কালপেল রেখে দিয়ে থাম্ব ফরশেপ হাতে নিয়ে নিলো সে। "ইন্টার্ন? আমি চাই তুমি জায়গাটা স্পঞ্জ করো, আল্‌তো করে!"

"তুমি কি রি-অ্যানাসটোমোস করতে চাইছো ওখানে?"

"না, আমি ওটা আটকে দেব শুধু। আমাকে ভাস্কুলার ক্ল্যাম্প দিন তো।"

সঙ্গে সঙ্গে সেই যন্ত্রটিও তার হাতে দিয়ে দেয়া হলো।

ক্যাথারিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ড. কিম্বালের দিকে তাকাল। "এখানকার রক্তক্ষরণ কিছুটা কমতে শুরু করেছে। আমি জায়গাটা কিছুক্ষণ পরেই সেলাই করে দিচ্ছি।"

এরপর সে মনোযোগ দিলো পেটের নিম্নাংশের ক্ষতটির দিকে। এতক্ষণে কিম্বাল আর ইন্টার্ন দু-জন জায়গাটি সাকশন আর ল্যাপ প্যাড দিয়ে পরিস্কার করে ফেলেছে। ক্ষতটি এখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। আলতোভাবে নাড়িভুঁড়ি এড়িয়ে উন্মুক্ত কাটা জায়গাটার দিকে চেয়ে রইল কিছু সময়। দৃশ্যটা তাকে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ করে তুলল। টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিম্বালের সাথে চোখাচোখি হলো তার।

"কে করেছে এই কাজ?" কোমলস্বরে জিজ্ঞেস করলো সে। "কোন উন্মাদের সাজানো এই রক্তের খেলায় নেমেছি আমরা?"

"এক দানবের," বলল ক্যাথারিন।

*

"মেয়েটার এখনও সার্জারি চলছে। বেঁচে আছে সে।" রিজোলি ফোন রেখে মুর এবং ড. জুকারের দিকে তাকালো। "একটা সাক্ষ্যপ্রমাণ পাচ্ছি আমরা, মনে হচ্ছে। আমাদের খুনি দিন দিন অসতর্ক হয়ে পড়ছে নিজের কাজের ব্যাপারে।"

"উহু, অসতর্ক নয়," বলল মুর। "তাড়াহুড়োর মধ্যে পড়ে গেছিল সে। কাজ শেষ করার মত উপযুক্ত সময় পায়নি।" বেডরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেঝেতে থাকা রক্ত পর্যবেক্ষণ করে বলল মুর। "দেখো, রক্ত এখনও বেশ তাজা। শুকানোর মত সময় পায়নি। 'সার্জন' এখানেই দাঁড়িয়ে ছিল।"

"ছবিটা কর্ডেলকে ই-মেইল করেছিল সে সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশ মিনিটে," রিজোলি বলল। "ছবির ঘড়িতে দেখা গেছে রাত দুটো বেজে বিশ মিনিট।" নাইটস্ট্যান্ডে থাকা ঘড়িটার দিকে নির্দেশ করলো। "সেটা সঠিক সময়ে চলছে এখনও। তার মানে খুনি গতরাতেই ছবিটা তুলেছিল। সে শিকারকে এই বাড়িতেই বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার মতো।"

নিজেকে আমোদিত করার সময়টা সম্প্রসারণ করেছিল সে।

"অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে," ড. জুকার বলল, তার স্বরে এক অন্য ধরণের মুগ্ধতা ফুটে উঠল। নীরব স্বীকারোক্তি যেন এটা–তাদের বিপক্ষে লড়তে থাকা মানুষটি অনেক বেশি দুর্লভ ধরণের প্রতিদ্বন্দ্বি। "সে যে মেয়েটিকে প্রায় এক দিন বাঁচিয়ে রেখেছে শুধু তা-ই নয়, সে তাকে এখানে এভাবে ফেলে রেখে চলে গেছিল কিছু সময়ের জন্য যাতে ই-মেইলটি পাঠিয়ে ফিরে আসতে পারে। খুনি ছেলেটি আমাদের সাথে স্নায়ুযুদ্ধের খেলায় নেমেছে।"

"অথবা ক্যাথারিন কর্ডেলের সাথে," বলল মুর।

শিকারের পার্স ড্রেসারের উপরে রাখা আছে। হাতে গ্লাভস পরে নিয়ে মুর সেটার ভেতরে থাকা জিনিসগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো। "এই ব্যাগে মাত্র চৌত্রিশ ডলার রয়েছে। দুটো ক্রেডিট কার্ডও আছে। ট্রিপল-এ কার্ড। লরেন্স সায়েন্টিফিক সাপ্লাইয়ের সেলস বিভাগের কর্মির পরিচয়পত্র রয়েছে। ড্রাইভার লাইসেন্স, নিনা পিটন, বয়স ঊনত্রিশ, উচ্চতা পাঁচফুট চারইঞ্চি, ওজন একশো ত্রিশ পাউন্ড।" লাইসেন্সটা ঘুরিয়ে দেখলো সে। "অরগ্যান ডোনার।"

"আমার মনে হয় এই কাজটা সে কিছু আগেই করেছে," রিজোলি বলল।

মুর পার্সটার সাইডপকেট খুললো। "এখানে একটা ডেটবুক রয়েছে।"

রিজোলি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তার দিকে তাকালো। "কি আছে এতে?"

মুর বইটার বর্তমান মাসের পৃষ্ঠাটি খুলে ধরল। এটা শূন্য। পেছনের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দেখতে লাগলো সে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন লেখা পেল। প্রায় আট সপ্তাহ আগের লেখা ভাড়া বাকি রয়েছে। আরেকটি পৃষ্ঠা উল্টে কিছু লেখা পেলো সে সিডের জন্মদিন। ড্রাই ক্লিনিং। ৮ টার সময় কনসার্ট। স্টাফদের সাথে মিটিং। একটা নিত্যদিনের জীবনের খুঁটিনাটি যেসব তথ্য থাকতে পারে, সবই রয়েছে এতে। তাহলে তার এই খুঁটিনাটি তথ্য-সংরক্ষণের কাজটি ঠিক আট সপ্তাহ আগে বন্ধ হয়ে গেল কেন? মেয়েটার ব্যাপারে ভাবলো, সে এই জিনিসগুলো লিখেছিল নিখুঁতভাবে নীল কালিতে। মেয়েটা হয়ত চিন্তা করেছিল ক্রিস্টমাস আর তুষারপাতের কথা লিখে রাখবে এই ডিসেম্বরের দিনপঞ্জিতে কিন্তু তা আগেই জীবনের সব থেকে বড় অঘটনটি ঘটে গেল তার সাথে।

বইটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবেগগুলো মুরকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতটাই প্রভাবিত করলো যে, তার খুব কষ্ট হলো, ভারি হয়ে এলো গলা। বইটা বন্ধ করে ফেললো সে।

"বিছানার চাদরে তেমন কিছুই নেই," বিছানার কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসে বলল ফ্রস্ট। "না কোন সার্জিক্যাল সুতোর তন্তু, না যন্ত্রপাতি। কিছুই নেই।"

"মানুষ যখন তাড়াহুড়ো করে বের হয়ে যেতে চায়," রিজোলি বলল, "তখন সে নিজেকে পরিস্কার করে রেখে যাওয়ার যথোপযুক্ত সময় পায় তাহলে। দেখো, সে রাতের পোশাকটা নিখুঁতভাবে ভাঁজ করে রেখে গেছে।" একটা সুতির নাইটগাউনের

BOIGHAR.COM

দিকে দেখালো রিজোলি, পরিপাটি করে একটি চেয়ারের উপরে রাখা রয়েছে ওটা। "এটা তার তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাওয়ার সাথে কেনজানি কিছুটা বেখাপ্পা মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু সে তার শিকারকে জীবন্ত অবস্থায় রেখে গেছে," মুর বলল। "তার সব থেকে বাজে ভুল হয়ত এটাই।"

"ব্যাপারগুলো কোনমতেই মিলছে না, মুর। নাইটগাউনটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে, নিজের প্রমাণগুলো মুছে দেয়ার কাজ করেছে। তারপরও সে কিভাবে এত অসাবধান হয়ে পড়লো যে, এরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ রেখেই চলে গেলো? এই ধরণের সামান্য ভুল করা মানুষগুলোর তুলনায় অনেক অনেক বেশি চালাক সে।"

"অনেক চালাক মানুষও ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বড় বড় ভুল করে থাকে," জুকার বলল। "শেষের দিকে টেড বান্ডিও অনেক অসাবধান হয়ে পড়েছিল।"

ফ্রস্টের দিকে তাকাল মুর। "তুমিই তো নিনার বাসায় ফোন দিয়েছিলে, তাই না?"

"হ্যা। লাইব্রেরি থেকে নম্বরগুলো পাওয়ার পর এ কাজে নেমে পড়েছিলাম আমি। এই বাসায় দুটো অথবা সোয়া-দুটোর দিকে ফোন করেছিলাম। অ্যানসারিং মেশিনে সংযোগ পেয়েছিলাম। কোন মেসেজ অবশ্য রাখিনি।"

রুমের এদিক ওদিক খুঁজলে কোন অ্যানসারিং মেশিনের দেখা মিলল না। লিভিং রুমে এসে ছোট একটা টেবিলে টেলিফোন দেখতে পেলো। সেখানে একটি কলার আইডি বক্সও আছে। মেমরি বাটনে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যাচ্ছে।

পেন্সিলের অগ্রভাগ ব্যবহার করে বাটন ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষে ফোন করা নম্বরটি দেখতে পেলো ডিজিটাল রিডআউটে।

বোস্টন পি.ডি, রাত ২: ১৪।

"এই ব্যাপারটাই তাকে ভয় পেতে বাধ্য করেছিল?" জুকার জানতে চাইলো, তাকে লক্ষ্য করে লিভিং রুমে সে-ও এসেছে।

"ফ্রস্ট যখন ফোন দিয়েছিল এই জায়গাতেই ছিল সে। দেখেন কলার আইডি বাটনে এখনও রক্ত লেগে আছে।"

"তাহলে ফোনটা ক্রমাগত বেজেছিল। আমাদের খুনি তখনও পর্যন্ত নিজের কাজ শেষ করতে পারেনি। পূর্ণ সন্তুষ্টি পায়নি সে এবার। মধ্যরাতে এই ফোনের কারণে কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছিল সে এই লিভিং রুমে এসে কলার আইডি বক্সে নম্বরটি দেখে। সে বুঝতে পারে, এটা পুলিশের নম্বর। তার শিকারের খোঁজে নেমে পড়েছে পুলিশ।" জুকার কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিলো। "আপনি হলে কি করতেন?"

"আমি সবকিছু গুটিয়ে চলে যেতাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

জুকার মাথা নাড়ালো, ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি দেখা গেলো তার।

এটা তোমার কাছে শুধুই একটি খেলা তাই না, ভাবলো মুর। জানালার ধারে

গিয়ে সে রাস্তার দিকে তাকালো যেখানে এখন উজ্জ্বল নীল আলোর খেলা দেখা যাচ্ছে। আধডজন ক্রুজার পার্ক করে রাখা হয়েছে বাড়ির সামনে। এরইমধ্যে সংবাদমাধ্যমের কানে খবর চলে যাওয়ায় তারাও এসে পৌছেছে এখানে। স্থানিয় টিভির ভ্যানের মাথায় লাগানো স্যাটেলাইটের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

"পুরোপুরি ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারেনি আমাদের খুনি," জুকার বলল।

"কিন্তু সে এক্সিশনের কাজটা সম্পন্ন করেছে।"

"না, সেটা তার এখানে আসার প্রমাণমাত্র। সে এখানে শুধুমাত্র দেহের একটি অঙ্গ সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসেনি। পরিপূর্ণ শিহরণের স্বাদ নেয়ার জন্য এসেছিল সে। কিভাবে একটি মেয়ের মৃত্যু রক্তস্রোতের মধ্যে দিয়ে সহজে ঘটে যায় সেটা দেখার জন্য এসেছিল। কিন্তু এবার সে এই সুযোগ পরিপূর্ণভাবে নিতে পারেনি। তার মনোযোগ নষ্ট হয়েছে পুলিশের হাতে গ্রেফতারের চিন্তায়। বেশিক্ষণ নিজের শিকারের মৃত্যু দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি।" আবারও বিরতি নিলো জুকার। "পরবর্তি শিকার খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে নেবে সে। আমাদের খুনি এবার অনেক বেশি হতাশগ্রস্ত হয়েছে, এটা তার কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হবে। এর অর্থ, সে তার পরবর্তি শিকার এরইমধ্যে হয়ত খুঁজে নিয়েছে।"

"অথবা সে তাকে বাছাই করে রেখেছে অনেক আগেই," মুর বলল। তার চিন্তা-ভাবনায় একটা নামই চলে এলো এ সময় : ক্যাথারিন কর্ডেল।

ভোরের আগমনীতে অন্ধকার আকাশে আলোর রেখা দেখা গেল। মুর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অবধি নির্ঘুম অবস্থায় রয়েছে, রাতের বেলা থেকে কাজের চাপে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে তাকে। একমাত্র খাদ্য বলতে কফিই খেয়েছে। এরপরেও যখন উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকালো, অবসাদের কোন অনুভূতি রইল না তার মধ্যে, বরং নতুনভাবে পূর্ণদ্যোমে কাজে নেমে পড়ার কথা চিন্তা করলো। ক্যাথারিন এবং সার্জনের মধ্যে এমন একটা যোগসূত্র রয়েছে যা মুর এখনও ধরতে পারেনি। একটা অদৃশ্য সুতো যা ক্যাথারিনকে সেই বিকৃত মানসিকতার দানবের সাথে জুড়ে দিয়েছে।

"মুর?"

রিজোলির দিকে তাকাতেই হঠাৎ তার চোখেমুখে খুশির ঝিলিক লক্ষ্য করলো সে।

"যৌন অপরাধ সংক্রান্ত বিভাগের সদস্যরা কিছুক্ষণ আগে ফোন দিয়েছিল," বলল সে। "আমাদের বর্তমান শিকারটি খুব দুর্ভাগা একজন।"

"কি বলতে চাইছো তুমি?"

"দু-মাস আগে নিনা পিটন যৌননিপীড়নের শিকার হয়েছিল।"

এই খবর শুনে মুর হতভম্ব হয়ে গেলো। সে মেয়েটির ডেটবুকের শূন্য পৃষ্ঠাগুলোর কথা ভাবলো। আট সপ্তাহ আগে নতুন কিছু লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। এটা সেই সময় ছিল যখন নিনা পিটনের ভাগ্যে আন্ধকার নেমে এসেছিল।

BOIGHAR.COM

"ফাইলে কি কোন রিপোর্ট পাওয়া গেছে?" জানতে চাইলো জুকার।

"শুধু রিপোর্টই না," রিজোলি বলল, "তার রেপ কিটও সংগ্রহ করা হয়েছিল।"

"দু-জনেই ধর্ষণের শিকার?" জুকার বলল। "ব্যাপারটা কি এতটা সহজ?"

"আপনি কি চিন্তা করছেন তাদের ধর্ষক ফিরে এসে তাদেরকে হত্যা করছে?"

"হতেও পারে, বলা তো যায় না। দশ শতাংশ সিরিয়াল-রেপিস্ট তাদের শিকারের সাথে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করে। এটা খুনির নিপীড়নের আরেকটি একটা ধরণ বলতে পারেন। একটা সংস্কার।"

"ধর্ষণ তাহলে খুনের ফোরপ্লে হিসেবে কাজ করছে, তাই তো?" রিজোলি বিরক্তিসূচক অভিব্যক্তি দেখালো। "ভাল।"

মুরের মাথায় হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা এসে দানা বাঁধলো। "তুমি বললে রেপ কিট সংগ্রহ করা হয়েছিল, তাই তো? তাহলে সেখানে ভ্যাজাইন্যাল সোয়াবও নিশ্চয় রয়েছে?"

"হ্যা। ডিএনএ পাওয়া গেছে সেখানে।"

"তার সেই সোয়াব টেস্ট করেছিল কে? সে কি এমার্জেন্সি রুমে গিয়েছিল?" সে মোটামুটি নিশ্চিত, এর জবাবে পিলগ্রিম হাসপাতালের নাম শুনবে এখন।

প্রত্যুত্তরে রিজোলি মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো, "উহু, ই.আর-এ যায়নি, সে ফ্রস্ট হিলের উইমেন'স ক্লিনিকে গিয়েছিল। সেটা এই রাস্তার শেষমাথায়।"

ক্লিনিকের ওয়েটিং রুমের একটি দেয়ালে নারীদেহের জননতন্ত্রের ছবির উপরে কিছু শব্দ লেখা রয়েছে : নারী। বিস্ময়কর সৌন্দর্যের অধিকারিণী। যদিও মুর বিশ্বাস করে নারীর দেহ প্রকৃতির সব থেকে অদ্ভুততম একটি সৃষ্টি, তারপরেও ছবিটির দিকে একভাবে চেয়ে থাকার কিছুক্ষণ পরে নিজেকে নিকৃষ্টতম ভয়্যেয়ার বলে মনে হলো তার। সে খেয়াল করলো ওয়েটিং রুমে থাকা কিছু মেয়ে তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছে যেন গ্যাজেলাস নিজেদের আস্তানায় আটকে যাওয়া শিকারিকে দেখছে। সে যে এখানে এক ভিনগ্রহবাসি পুরুষ সেই প্রকৃত সত্যটা রিজোলির সাথে থাকার কারণে বদলে নেয়া যায় না।

কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুর যখন রিসিপশনিস্ট জানালো, "আপনাদের সাথে এখনই দেখা করবেন সে, ডিটেক্টিভ। ডানে চলে গিয়ে একেবারে শেষের ঘরটিতে যাবেন।"

রিজোলি হলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো কিছু পোস্টার পাশ কাটিয়ে, যেগুলোতে লেখা রয়েছে 'আপনার পার্টনার যৌন নিপীড়নকারি : কোন দশটি লক্ষণ দেখে বুঝবেন' এবং 'কিভাবে বুঝবেন আপনার সাথে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে?' প্রত্যেক পদক্ষেপ নেয়ার সময় মুরের নিজের মধ্যে এক ধরণের পুরুষালি অনুতাপের ভাব অনুভূত হলো, যেন তার কাপড়ে কালির দাগ লেগেছে। রিজোলির এরকম কিছুই মনে হলো না; সে তার পরিচিত জায়গাতেই এসেছে যেন। নারীসমাজের সার্বভৌমত্বের জায়গা। 'সারাহ ড্যালি, নার্স প্র্যাক্টিশনার' লেখা একটি দরজায় নক

করলো সে।

"ভেতরে আসুন।"

উষ্ণ সম্ভাষণ জানানোর জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় থাকা নারীকে দেখে ধারণা করলো তারা বয়স খুব একটা বেশি হবে না। মেয়েটা খুবই আধুনিক। সাদা কোটের নিচে নীল রঙের জিন্সের উপরে কালো টি-শার্ট পরে আছে, ছেলেমানুষের মত চুলের কাট উপেক্ষা করে গাঢ় সুচতুর চোখ আর অভিজাত গালের অংশ দেখা যাচ্ছে ভালোভাবেই। কিন্তু মুরের দৃষ্টি থেকে যা কোনভাবেই সরছে না তা হচ্ছে তার বাম নাকে লাগানো ছোট্ট একটি সোনার রিং। সাক্ষাৎকারের বেশিরভাগ সময় জুড়ে তার মনে হলো, সে যেন সেই রিঙের সাথেই কথা বলছে।

"আমি তার মেডিকেল চার্টটা আবার দেখেছিলাম আপনার সাথে কথা বলার পরে," বলল সারাহ। "আমি জানি একটা পুলিশি রিপোর্ট করা হয়েছিল এই ব্যাপারে।"

"এরইমধ্যে আমরা সেটা পড়েছি," রিজোলি বলল।

"তাহলে আপনারা ঠিক কোন কারণে এসেছেন এখানে?"

"গত রাতে নিনা পিটন নিজের বাড়িতে আক্রমণের শিকার হয়েছে। তার অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।"

মেয়েটির মুখে ধাক্কা খাওয়ার পরিস্কার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। তারপরের মুহূর্তেই ক্ষোভ। মুর দেখতে পেলো তার চোয়াল শক্ত হয়ে চোখদুটো জ্বলে উঠছে। "এটা কি সে-ই করেছে?"

"সে বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন?"

"যে লোক তাকে ধর্ষণ করেছিলো?"

"সম্ভাব্য কারণ হিসেবে আমরা এটা বিবেচনায় রেখেছি," রিজোলি বলল। "দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ভিক্টিম এখন গভির অচেতন অবস্থায় রয়েছে, এই অবস্থায় আমরা তার সাথে কথা বলতে পারছি না।"

"দয়া করে তাকে ভিক্টিম হিসেবে উল্লেখ করবেন না, তার নিজস্ব একটি নাম আছে।"

রিজোলির চোয়ালও মুহূর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে গেলো। মুর বুঝতে পারলো সে চরম রেগে গেছে এ কথায়। এটা সাক্ষাৎকার শুরু করার জন্য মোটেও ভালো কোন সূচনা হতে পারে না।

সে বলল, "মিস. ড্যালি, তার সাথে কিন্তু খুব অবিশ্বাস্য রকমের একটি অপরাধ করা হয়েছে আর আমাদের–"

"যখন পুরুষের হাতে কোন নারী এরকম আক্রমণের শিকার হয় তখন তাকে ভিক্টিম বলাটাও কম অবিশ্বাস্য নয়," কঠোরভাবে বলল সে। নিজের ডেস্ক থেকে একটি ফোল্ডার তুলে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে ধরলো সে। "তার মেডিকেল রেকর্ড। ধর্ষণের পরের দিন সকালে সে ক্লিনিকে এসেছিল। তাকে ওরকম অবস্থায় আমিই

BOIGHAR.COM

চিকিৎসা দিয়েছিলাম সেদিন।"

"আপনিই কি তার যাবতীয় পরীক্ষা করেছিলেন?"

"হ্যা, আমিই করেছিলাম সব। সাক্ষাৎকার, পেলভিক এক্সাম। ভ্যাজাইন্যাল সোয়াব থেকে বীর্যের আলামত পেয়েছিলাম। তার যৌনকেশ আর নেইল ক্লিপিংস সংগ্রহ করেছিলাম রেপ কিটের জন্য। এরপর তাকে মর্নিং-আফটার পিলও দিয়েছিলাম।"

"সে তো ই.আর-এ যায়নি, অন্য কোন টেস্টের জন্য কি গিয়েছিলো?"

"একজন ধর্ষিতা যখন আমাদের তত্ত্বাবধানে আসে তখন তার যাবতীয় টেস্ট আর চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। সাধারণত একজন মেয়ের প্রয়োজনে একজন ডাক্তারই থাকে। শেষে তাকে দিয়ে বিভিন্ন মুখের ছবি থেকে অপরাধিকে শনাক্ত করার কাজটাও করিয়েছিলাম। আমি তার রক্ত নিয়ে ল্যাবে পাঠিয়ে দেই। পুলিশের সাথে যোগাযোগ করি এই ব্যাপারে। যদি সেটা তার কোন সাহায্যে আসে তো।"

মুর ফোল্ডারটা খুলে রোগির তথ্যসম্বলিত কাগজটা বের করে আনলো। নিনা পিটনের জন্মতারিখ, ঠিকানা, ফোন নম্বর আর পেশা সেখানে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পরের পৃষ্ঠা ওল্টাতে গুটি গুটি হাতের লেখা কিছু তথ্য দেখতে পেলো সে। প্রথম যেদিন এখানে এসেছিল সেই তারিখটি ছিল ১৭ মে।

মূল অভিযোগ : যৌন নিপীড়ন।

বর্তমানে স্বাস্থ্যের অবস্থা ২৯ বছর বয়সি শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি বিশ্বাস করে, সে যৌননিপীড়নের শিকার হয়েছে। গ্রামার্সি পাবে গতরাতে ড্রিঙ্ক করার সময় হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে তার, শুধু এটুকুই মনে করতে পারছে, তৎক্ষণাৎ বাথরুমে গিয়েছিল সে। এরপরের কোন ঘটনার কথা আর সে মনে করতে পারেনি...

"জ্ঞান ফিরে সে নিজেকে আবিষ্কার করে নিজের বাসায়," বলল সারাহ। "সে মনে করতে পারছিল না কিভাবে বাসায় পৌছাল। সে এটাও মনে করতে পারিনি তার পোশাক-আশাক কখন খুলে ফেলা হয়েছিল। তার স্মৃতিতে এটা নেই কখন সে নিজের ব্লাউজ নিজেই ছিঁড়েছে। কিন্তু তার কাপড় চোপড় খোলা অবস্থায় পেয়েছিল সেদিন। তার উরুসন্ধিতে আঠালো কিছু একটা লেগে থাকতে দেখে বুঝতে পারে সেটা বীর্য হবে। এক চোখ ফুলে গিয়েছিলো তার, দুই কব্জিতেও কালশিটে পড়েছিল। খুব দ্রুত সে বুঝতে পারে তার সাথে আগের রাতে কী ঘটে গেছে। অন্যান্য ধর্ষিতার ক্ষেত্রে যা হয় তার বেলায়ও একই প্রতিক্রিয়া ছিল। সে ভেবেছিল, সব দোষ তারই। সে কেন এত অসাবধান ছিল। মেয়েদের কাছে জিনিসটা এমনই মনে হয়ে থাকে।" মুরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো সে। "আমরা নিজেদের দোষারোপ করে থাকি সবকিছুর জন্য, কিন্তু সমস্যাটা পুরোপুরি পুরুষের, যারা এটা বিনাদ্বিধায় করে থাকে মজা পাবার আশায়।"

তার মুখে ক্ষোভ ফুটে উঠতে দেখে ভয়ে মুরের গলা থেকে কোন কথা বের হলো

না। চার্টের দিকে তাকিয়ে শারীরিক পরীক্ষণের বিষয়াবলি দেখতে লাগলো সে।

ভিক্টিম এলোমেলো আর বিধ্বস্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে আসে। তার সঙ্গে কেউ আসেনি, বাড়ি থেকে ক্লিনিক পর্যন্ত হেটেই এসেছে সে...

"বারবার সে নিজের গাড়ির চাবির কথা বলে যাচ্ছিল," সারাহ বলল। "তাকে জোরে কোন কিছু দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছিল, ফলে তার একটা চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে যায়, তার মনোযোগ শুধু একটা বিষয়ের উপরেই ছিল, সে তার গাড়ির চাবি হারিয়ে ফেলেছে, আর তাকে সেটা খুঁজে পেতে হবে নয়তো কোনভাবেই অফিসে যেতে পারবে না। একই কথার পুণরাবৃত্তি করেছিল অনেকবার। আমার কিছু সময় লেগে যায় ওর সাথে কথা বলতে। মেয়েটা এমন এক পরিবেশ থেকে এসেছিল যে কিনা এর আগে কখনও দুর্ভাগ্যজনক কোন কিছুর সম্মুখিন হয়নি। শিক্ষিত আর স্বাধীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল সে। লরেন্স সায়েন্টিফিক সাপ্লাইজের সেল্‌স রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল। অনেক মানুষের সাথে প্রতিদিন আলাপ হত তার। এখানে সে একেবারে নিথর, অসাড় অবস্থায় এসে পড়েছিল। নিজের হারানো চাবির কথা বারবার আউড়াতে থাকে। সবশেষে আমরা তার পার্স খুলে চাবিটা খুঁজে বের করেছিলাম। সেটা খুঁজে দেয়ার পরেই সে আমাদের সাথে বলেছিলো, জানিয়েছিলো তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো।"

"কি বলেছিল সে?"

"গ্রামার্সি পাবে নয়টার কাছাকাছি সময়ে গিয়েছিল সে, তার এক গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে। তার সেই বন্ধুর দেখা না পাওয়ায় কিছু সময় সেখানে ড্রিঙ্ক করতে থাকে নিনা। একটা মার্টিনি খেতে খেতে অনেকের সাথে কথা বলেছিল সে। দেখুন, আমি নিজেও সেখানে যাই, প্রত্যেক রাতে সেটা ভীষণ ব্যস্ত থাকে। একজন মেয়ের সেখানে নিজেকে নিরাপদ মনে হতেই পারে।" কঠোরভাবে আরও একটি কথা যোগ করলো সে : "যদি এ দুনিয়াতে নিরাপদ স্থান বলে কিছু থাকে তো।"

"যে লোক তাকে বাড়িতে রেখে এসেছিল তার চেহারার বিবরণ কি সে দিতে পেরেছিল?" জিজ্ঞেস করলো রিজোলি। "এটার ব্যাপারে আমরা জানতে চাইছিলাম আসলে।"

সারাহ তার দিকে তাকালো। "সব কিছু অপরাধি সংশ্লিষ্ট, তাই তো? যৌন অপরাধ বিষয়ক ঐ দু-জন ডিটেক্টিভও একই বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। খুনি এখানে মনোযোগের মূল বিষয়।"

মুর বুঝতে পারলো রিজোলির মাথা আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে। দেরি না করে সে বলল: "ডিটেক্টিভ দু-জন আমাদেরকে বলেছে, সে কোন বিবরণ দিতে পারেনি।"

"তারা যখন মেয়েটার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল, আমি তখন আমার ঘরে ছিলাম। সে আমাকে থাকতে বলেছিল, তাই আমি পুরো ঘটনা সর্বমোট দু-বার শুনেছি সেদিন। তারা তাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছিল লোকটা দেখতে কেমন ছিল, কিন্তু নিনা

BOIGHAR.COM

কোনভাবেই তার বিবরণ দিতে পারেনি। সত্যি বলতে, তার আগের রাতের লোকটির চেহারা স্মৃতিতেই ছিল না।"

মুর আরেকটি পৃষ্ঠা উল্টে চার্টটা দেখতে লাগলো। "জুলাই মাসে দ্বিতীয়বারের জন্য সে আপনার কাছে এসেছিল। এক সপ্তাহ আগেই।"

"একটি ফলো-আপ ব্লাড টেস্ট করানোর জন্য এসেছিল। এইচআইভি টেস্টের ফলাফল পজিটিভ দেখার জন্য মাঝখানের ছয় সপ্তাহব্যাপি রক্তের নমুনা রেখে দিতে হয়। এটাই এই জগত-সংসারের নির্মম বাস্তবতা। প্রথমে ধর্ষণের শিকার হতে হয়, এরপরে নিশ্চিত হতে হয় আক্রমণকারি কোন প্রাণঘাতি ব্যাধির বীজ তার দেহে দিয়ে গেছে কিনা। এটা ছয় সপ্তাহের আরেকটি নিদারুণ যন্ত্রণা বলতে পারেন। ভয় পেতে থাকে সবসময়, নীরবঘাতক ভেতরে বসবাস করছে কিনা, রক্তের সাথে মিশে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে কিনা। যখন তাদের ফলো-আপ টেস্ট করতে আসতে হয়, এই সময়টুকুতে তাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়ানোর লক্ষ্যে আমার সাথে কিছু কথাবার্তা হয় তাদের। শপথ করে বলছি, টেস্টের রেজাল্ট হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের যত দ্রুত সম্ভব জানিয়ে দেই। একটুও দেরি করি না।"

"আপনারা তাহলে এই টেস্টটা এখানে করেন না?"

"না। এগুলো ইন্টারপ্যাথ ল্যাবে চলে যায়।"

মুর চার্টের শেষ পৃষ্ঠায় পৌছালে দেখতে পেল রেজাল্টের কাগজটা। এইচআইভি স্ক্রিন : নেগেটিভ। ভিডিআরএল (সিফিলিস) : নেগেটিভ। পৃষ্ঠাটি টিসুর কাগজের মত ফিনফিনে, একটি কার্বন পেপারে প্রিন্ট করা হয়েছে বলে মনে হলো তার। *আমাদের জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো হয়ত এ ধরণের ফিনফিনে কাগজেই এসে থাকে*, ভাবলো সে। *টেলিগ্রাম। পরীক্ষার ফলাফল। ব্লাড টেস্ট।*

চার্টটা বন্ধ করে ডেস্কের উপরে রেখে দিলো সে। "যখন আপনি নিনাকে দ্বিতীয়বারের জন্য দেখেছিলেন, মানে, যেদিন সে আপনার কাছে ফলো-আপ ব্লাড টেস্ট করাতে এসেছিল, তাকে দেখে আপনার কেমন মনে হয়েছিল তখন?"

"আপনি কি আমার কাছে জানতে চাইছেন তখনও সে মানসিকভাবে ভঙ্গুর ছিল কিনা?"

"আমার কোন সন্দেহ নেই, তার মানসিক অবস্থা ঠিক কেমন ছিল।"

মুরের শান্ত কণ্ঠের উত্তর শুনে সারাহর ক্রোধের বেলুনে যেন হুল ফুঁটলো। বসে পড়লো সে হঠাৎ, নিজের সম্পূর্ণ রাগটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য মুরের করা প্রশ্নটি নিয়ে ভাবতে থাকলো সে। "যখন আমি নিনাকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলাম, তাকে দেখে আমার জিন্দা লাশের মত মনে হয়েছিল।"

"কেন?"

"ডিটেক্টিভ রিজোলি এই মুহূর্তে যে চেয়ারটিতে বসে রয়েছে সে-ও একই চেয়ারে বসেছিল, আমার মনে হয়েছিল সেদিন যেন তার ভেতরের সত্ত্বাকে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। যেন সে আমার কাছে স্বচ্ছ কাঁচের মত। ধর্ষণের ঘটনার পরে সে

আর কখনও তার অফিসে যায়নি। আমার মনে হয় মানুষের মুখোমুখি হওয়াটা তার কাছে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল, বিশেষত পুরুষ-মানুষ। বিভিন্ন জিনিসের ফোবিয়াতে আক্রান্ত হয়েছিল সে। ট্যাপের পানি পান করতে ভয় পেত, অথবা এমন কোন কিছু খেতে যার সিল লাগানো থাকতো না। যেকোন জিনিস মুখবন্ধ বোতল বা ক্যানে থাকতে হবে তা যাই হোক না কেন, যেটাতে বিষ অথবা ড্রাগ কেউ কোনভাবে মিশাতে না পারে। সে ভয় পেত, পুরুষ-মানুষ তার দিকে একবার তাকালেই তার উপর আবার আক্রমণ করে বসবে। নিজেকে বিশ্বাস করিয়েছিল এভাবে, তার ধর্ষণকারি বিছানার চাদর আর কাপড়-চোপড়ে বীর্য ছড়িয়ে রেখে গেছে। এ কারণে প্রতিদিন দীর্ঘসময় ধরে সে বারবার কাপড় কাচার কাজ করত। নিনা পিটন যে-ই থাকুক না কেন, সে মারা গিয়েছিল ঐ ঘটনার পর। আমি তার জায়গায় ভুতের মত একটা অস্পৃশ্য অস্তিত্বকে দেখেছিলাম।" সারাহর কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেঁপে উঠলো, স্থিরভাবে এক জায়গায় বসে থাকলো সে। নিনা পিটনের চেয়ারে বসে থাকা আরেকজন মেয়ে রিজোলির দিকে তাকিয়ে আছে। একজন নারীর বিভিন্ন অবস্থান, বিভিন্ন প্রতিমূর্তি, বিভিন্ন অস্পৃশ্য অস্তিত্ব,সর্বোপরি তারা সবাই আহত।

"তাকে কেউ অনুসরণ করছে ধর্ষণের ঘটনার পর এরকম কোন কথা কি সে আপনাকে বলেছিল? অথবা তার সেই ধর্ষণকারি তার জীবনে আবার ফিরে এসেছে, এরকম কোন বিষয়ে?"

"একজন ধর্ষণকারি কখনই ধর্ষিতার জীবন থেকে পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে পারে না। যতদিন তুমি বাঁচবে, ততদিন তার সম্পত্তি হিসেবেই থাকবে এই দুনিয়ায়।" এই কথা বলে সারাহ কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিলো। কঠিনভাবে আরও কিছু শব্দ যোগ করলো সে "হয়ত সে আবারো তার জীবনে ফিরে এসেছিল তাকে এটা জানিয়ে দিতে যে, সে তার দখল করা সম্পত্তি হিসেবেই রয়ে গেছে।"

BOIGHAR.COM

অধ্যায় ৯

ভাইকিংরা উৎসর্গের জন্য কখনও কুমারি মেয়েদের ব্যবহার করত না, সেক্ষেত্রে তাদের পছন্দ ছিলো গণিকারা।

৯২২ সালে আরবের কূটনীতিবিদ ইবনে ফাদলান রুশ গোষ্ঠির মানুষদের এরকম একটি উৎসর্গের ঘটনার নিজের চোখে দেখেছিল। সেই বর্ণনা অনুসারে তারা ছিল লম্বা আর ব্লন্ড চুলের। পুরুষেরা বলিষ্ঠ দেহের অধিকারি ছিল, তারা সুইডেন থেকে ভ্রমণ করে রাশিয়ান নদীগুলোতে এসে পড়তো দক্ষিণের বিভিন্ন পণ্যের বাজার হিসেবে পরিচিত ক্যাজারিয়া আর ক্যালিফেটে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সেখানে তারা অ্যাম্বার পাথর আর পশমের বিনিময়ে সিল্ক আর বাইজান্টিয়ামের রুপা সংগ্রহ করত। বাণিজ্যিক সেই যাত্রাপথে ভল্গা নদীর বাঁকে বালগার নামে একটি স্থান ছিল যেখানে মৃত ভাইকিং মানুষদের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান *ভালহাল্লা* সে-সব মানুষের কাছে অনেক গুরুত্ব বহন করত।

ইবনে ফাদলানের এরকমই একটি শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়।

মৃত মানুষের নৌকাটিকে স্রোতের বিপরীতে বার্চ গাছের সাথে আটকে নোঙর করানো হত। নৌকার পাটাতনের উপরে একটি প্যাভিলিয়ন তৈরি করে সেখানে একটি কাউচ রাখা হতো যা ঢাকা থাকতো গ্রিকদের কাজ করা রেশমি কাপড় দিয়ে। দশদিন আগে দাফন করা মৃতদেহ আবারো মাটি খুঁড়ে তুলে আনত তারা।

ইবনে ফাদলান অবাক হয়েছিল এটা দেখে যে, পচে যাওয়া গলিত কালো মাংস থেকে কোন ধরণের কটু গন্ধ বের হচ্ছে না।

নতুনভাবে মাটি খুঁড়ে তুলে আনা লাশটিকে তারা ট্রাউজার, লম্বা মোজা, বুট, টিউনিক, সোনার বোতামের কাফতানের কাপড়সহ বিভিন্ন পোশাকে সুসজ্জিত করত তারা। লাশটাকে প্যাভিলিয়নের মাঝে রাখা ম্যাট্রেসে রাখত তারা, তার পেছনে কুশন দিতো এমনভাবে যেন বসিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। লাশের আশেপাশে পাউরুটি, মাংস, পেঁয়াজ, নেশা জাগানো তরল আর সুগন্ধি গাছ রাখত। একটা কুকুর, দুটো ঘোড়া, একটা মোরগ আর মুরগিকে জবাই করে প্যাভিলিয়নের মাঝখানেই রাখত ভালহাল্লাতে সেই লাশের সামনে পরিবেশনের জন্য।

সবশেষে তারা একজন ক্রিতদাসীকে ধরে নিয়ে আসতো।

দীর্ঘ দশ দিন ধরে লাশটা ওরকম অবস্থায় থাকতো আর মেয়েটাকে জোরজবরদস্তি বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত করা হত। নেশা করিয়ে তাকে সেই শিবিরে থাকা প্রত্যেক পুরুষের তাঁবুতে পাঠানো হত ভোগের জন্য। মেয়েটাকে নিজের পা দুটো ছড়িয়ে দিতে হতো কিছু ঘর্মাক্ত শূকরের সামনে, তার দেহ যেন গোত্রের সকল পুরুষের বীজ ফেলার একমাত্র জায়গা। এভাবে মেয়েটি কলুষিত হয়ে পড়লে তার মাংস দূষিত হয়ে গেলে সে উৎসর্গের যোগ্য হয়ে উঠতো।

দশম দিনে মেয়েটাকে জাহাজে নিয়ে আসা হত বয়স্ক এক মহিলার সাহচার্যে, যাকে তারা বলত অ্যাঞ্জেল অব ডেথ। মেয়েটাকে তার ব্রেসলেট আর আঙটিগুলো খুলে ফেলতে হতো। মাতাল করার জন্য প্রচুর মদ্যপান করানো হতো তাকে। এরপর তাকে প্যাভিলিয়নে যেখানে লাশটাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে নিয়ে আসতো।

সেখানে রেশমি কাপড় ছড়ানো ম্যাট্রেসের উপরে তাকে আরেকবার কলুষিত করার কাজটি করা হতো। ছয়বার ছয়জন পুরুষ তাকে ব্যবহার করতো যেন এক দলা মাংস নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে তারা। যখন সব কাজ সারা হয়ে যেতো পুরুষেরা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হতো, আর মেয়েটিকে তার মৃত প্রভুর পাশে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হতো। দু-জন পুরুষ তার পা টেনে ধরলে অ্যাঞ্জেল অব ডেথ মেয়েটির গলায় একটি তারের ফাঁস পড়িয়ে দিতো। পুরুষ দু-জন তারটিকে শক্ত করে টেনে ধরলে অ্যাঞ্জেল অব ডেথ তার লম্বা-তীক্ষ্ণ ড্যাগার মেয়েটির বুকে বিদ্ধ করে দিতো।

এই ঘটনার পুণরাবৃত্তি ঘটতেই থাকত, ছুটিটা বারবার বিদ্ধ করা হতো, পুরুষের বীর্যস্খলনের মত রক্তস্খলনের ঘটনাটি সংঘটিত হত এভাবেই। ড্যাগারটি যেন নারীধর্ষণের উপকরণমাত্র। নরম মাংস এভাবেই ভেদ করতো তীক্ষ্ণ ধাতব ছুরি।

বহুকালব্যাপি প্রচলিত এই লোমহর্ষক প্রথার অবশেষে সমাপ্তি ঘটতো একটি করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

*

"তার প্রচুর ব্লাড ট্রান্সফিউশন আর ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমার দরকার," ক্যাথারিন জানালো।

"রক্তচাপ এখন কিছুটা স্ট্যাবল, কিন্তু এখনও সে অচেতন অবস্থাতেই রয়েছে, ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে তাকে। আপনাকে কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে, ডিটেক্টি ভ। আশা করেন তার জ্ঞান যেন ফিরে আসে।"

ক্যাথারিন আর ডিটেক্টিভ ড্যারেন ক্রো দাঁড়িয়ে আছে নিনা পিটনকে রাখা এসআইসিইউ কিউবিকলের বাইরে, কার্ডিয়াক মনিটরে তিনটি রেখা দেখতে পেলো এভাবেই। রোগিকে বের করে নিয়ে আসার সময় ক্রো অপারেশন রুমের বাইরে অপেক্ষারত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। এরপর রিকভারি রুমে নিয়ে আসার সময়েও সে ওখানেই ছিল। এখন এই এসআইসিইউ'র বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভূমিকা এখানে যেন নিরাপত্তা দেয়ার থেকে কিছুটা বেশি; সে রোগির সাক্ষাৎকার নিতে চায়। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে উপদ্রব শুরু করছে এই লোক, কখনও প্রোগ্রেসিং রিপোর্ট দেখতে চাইছে, আবার কখনও কিউবিকলের বাইরে অনবরত পায়চারি করছে।

এবার আবারও, নিজের প্রশ্নের পুণরাবৃত্তি করলো সে যা আজকে সকাল থেকে বহুবার করেছে : "তার কি বাঁচার আশা আছে?"

BOIGHAR.COM

“আমি আপনাকে এ মুহূর্তে কেবল জানাতে পারি, তা হচ্ছে দেহের অনেক লক্ষণ ভালো দেখা যাচ্ছে।”

“আমি তার সাথে কখন কথা বলতে পারবো?”

ক্যাথারিন বিরক্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। “আপনি কি বুঝতে পারছেন না, কি রকম সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছে সে। এখানে আসার আগে নিজের দেহের প্রায় এক তৃতীয়াংশ রক্ত হারিয়ে ফেলেছিল মেয়েটি। তার মস্তিষ্কে এখনও হয়ত রক্ত চলাচল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। যদি সে জ্ঞান ফিরে পায় কখনও সে যে সবকিছু স্মরণ করে বলতে পারবে তার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।”

কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখে বলল ক্রো, “তাহলে তো সে আমাদের কোন কাজেই আসবে না।”

ক্যাথারিন তার দিকে ঘৃণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। একবারের জন্যও সে নিনা পিটনের এই অবস্থাতে ন্যূনতম সহানুভবতা দেখায়নি, শুধুমাত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শির ভূমিকা ছাড়া–যাকে সে ব্যবহার করতে পারবে নিজের কাজের অংশ হিসেবে। এখনও পর্যন্ত সকাল থেকে সে নিনাকে তার নাম ধরেও ডাকেনি। হয় সে তাকে ভিক্টিম হিসেবে অভিহিত করেছে নয়তো প্রত্যক্ষদর্শি হিসেবে। কিউবিকলের ভেতর দিয়ে যাকে দেখছে সে যেন তার কাছে কোন মেয়ে নয়, বরং সকল রহস্যের পরিসমাপ্তির একটি অংশবিশেষ।

“তাকে আইসিইউ থেকে কখন সরিয়ে নেয়া হবে?” জিজ্ঞেস করলো সে।

“আমার মনে হয় প্রশ্নটা আপনি খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলেছেন।”

“তাকে কি কোন প্রাইভেট রুমে ট্রান্সফার করা হবে? যদি আমরা সব দরজা বন্ধ করে দেই, বিশেষ কাজে কর্মির প্রবেশ কমিয়ে দেই তাহলে তো কেউই জানতে পারবে না, সে কথা বলতে পারে না।”

ক্যাথারিন জানে এই বিষয়টি ঠিক কোন জায়গায় যেতে চলেছে। “আমি আমার রোগিকে কখনও বড়শির টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেই না। তাকে এখানে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য রাখা হয়েছে। আপনি মনিটরে ঐ লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছেন? ওগুলোকে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম বলা হয়ে থাকে, সেখানে সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার এবং আর্টেরিয়াল প্রেশার দেখা যায়। আমি তার অবস্থার উন্নতি চাই। এই ইউনিট সেরকমই একটি জায়গা যেখানে তার উন্নতি সম্ভব।”

“আমরা যদি খুনিকে এ মুহূর্তে ধরে ফেলতে পারি ঠিক কতজন মেয়েকে আমরা বাঁচাতে পারব, বুঝতে পারছেন? আপনি কি সে-ব্যাপারে একবারের জন্যও ভেবেছেন? ড. কর্ডেল, আপনি কি জানেন, এখন মেয়েদের প্রতিদিনকার জীবন কেমন কাটছে?”

ক্যাথারিন রাগে ফেঁটে পড়লো। ক্রো তার মনের সব থেকে সংবেদনশীল এবং শঙ্কিত জায়গায় এই মুহূর্তে যেন আঘাত করেছে। অ্যান্ড্রু ক্যাপরা তার সাথে যা করেছিল তা এত বেশি ব্যক্তিগত, একান্ত বিষয় ছিল যে, সে নিজের ক্ষতির ব্যাপারে

পরিস্কার করে কোন কথা কারো সাথে বলতে পারেনি, এমনকি তার বাবাকেও না। ডিটেক্টিভ ক্রো এই মুহূর্তে সেই আঘাতেই যেন আরেকবার আঘাত করেছে।

"হয়ত এই মেয়েটিই তাকে ধরার একমাত্র রাস্তা হতে পারে," ক্রো বলল।

"গভির ঘুমে আচ্ছন্ন থাকা মেয়েকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করাটা কি আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা কিনা বলেন? একজন খুনিকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে অন্য রোগিদের জীবন শঙ্কার মধ্যে ফেলা?"

"আপনি কি মনে করেন সে দাওয়াতের অপেক্ষায় বসে আছে? সে এখনও এখানে আসেনি?" কথাটা বলে ক্রো সামনের দিকে হেঁটে চলে গেল।

ক্যাথারিন মনের অজান্তেই পুরো ইউনিটটাকে এক ঝলক দেখে নিলো। নার্সদেরকে ব্যস্ত অবস্থায় রোগিদের মাঝে দেখতে পেলো সে। মনিটরের কাছে কিছু রেসিডেন্ট ডাক্তার জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ফ্লেবোটোমিস্ট ব্লাডের টিউব এবং সিরিঞ্জ সম্বলিত ট্রে হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন এই হাসপাতালে ঠিক কতজন মানুষ আসে আর যায়? ঠিক কতজনকে সে সত্যিকার অর্থে মানুষ হিসেবে চেনে? কাউকেই না। অ্যান্ড্রু ক্যাপরা এই ব্যাপারটি তাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে প্রকৃতভাবে মানুষ নিজের মনের মধ্যে ঠিক কোন ধরণের চিন্তা লালন করে।

ওয়ার্ড ক্লার্ক হঠাৎ ডাকলো তাকে, "ড. কর্ডেল, আপনার একটি টেলিফোন কল এসেছে।"

ক্যাথারিন নার্সদের স্টেশনে গিয়ে ফোনটা ধরলো।

ওপাশ থেকে মুর বলল, "আমি শুনলাম আপনি তার জীবন রক্ষা করেছেন।"

"হ্যা, সে বেঁচে রয়েছে," ক্যাথারিন নীরসভাবে উত্তর দিলো। "তবে সে এখনও কথা বলার মত পরিস্থিতিতে আসেনি।"

কিছুসময়ের জন্য নীরবতা চলে আসলো যেন তাদের মধ্যে। "আমার মনে হয় আমি খারাপ সময়ে ফোন দিয়ে ফেলেছি।"

কাছে থাকা একটি চেয়ারে বসে পড়লো ক্যাথারিন। "দুঃখিত আমি। এইমাত্র ডিটেক্টিভ ক্রো'র সাথে কথা বলে আসলাম, তারপর থেকে আমি আসলেই ভালো নেই। খুবই বাজে লাগছে।"

"মনে হচ্ছে সে মেয়েদের উপরে ভালোই প্রভাব রেখে যায়।"

তারা দু-জনে হেসে উঠল, অবসন্ন হাসি, যা তাদের মধ্যে থাকা মানসিক টানাপোড়েনের বিষয়টাকেও কিছুটা হাল্কা করতে সাহায্য করলো।

"আপনি এটা কিভাবে সামলালেন, ক্যাথারিন?"

"আমাদের সময় খুব ভয়ে ভয়ে কেটেছে, কিন্তু আমার মনে হয় আমরা তাকে এরপরেও একটি স্ট্যাবল অবস্থায় নিয়ে আসতে পেরেছি।"

"না, আমি বলতে চাইছি, আপনি কি ঠিক আছেন?"

এটা যেন নিছক ভদ্রোচিত প্রশ্ন থেকে কিছুটা বেশি; তার কণ্ঠে সত্যিকার উদ্বেগের আভাস পেলো ক্যাথারিন, ঠিক জানে না কী বলবে। শুধু জানে, অন্যের

BOIGHAR.COM

কাছ থেকে কেয়ারিং পাওয়াটা মোটেও খারাপ কিছু নয়। তার শব্দগুলো ক্যাথারিনের গালে এক অন্য চমক আনলো।

"আপনি তো বাড়িতে যাননি, তাই না?" জিজ্ঞেস করলো মুর। "যতক্ষণ না আপনার বাড়ির সমস্ত তালা বদলে ফেলা হচ্ছে, আপনার সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।"

"আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। সে আমার কাছে থেকে ঐ একটিন জায়গাও কেড়ে নিলো যেখানে আমি নিজেকে নিরাপদ ভাবতাম।"

"আমরা আবারো সেটা নিরাপদ করে দেবো। আমি একজন তালার মিস্ত্রি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার বাড়িতে।"

"শনিবারে কিভাবে পাবেন তাদের? আপনি সত্যি অদ্ভুত!"

"না। আমার একটা রোলোডেস্ক আছে।"

পেছনে হেলান দিয়ে বসলে কাঁধ থেকে যেন কিছুটা চাপ কমার পূর্বাভাস পেলো সে। আশেপাশের সবাই এসআইসিইউ'র কাজকর্মে তৎপর হয়ে কোলাহল করছে, এরপরেও তার মনোযোগ যেন তাকে কিছুটা প্রশান্তি দেয়া, আশ্বস্ত করা মানুষটির কণ্ঠেই স্থির হয়ে গেলো।

"আপনি কেমন আছেন?" জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

"আমি ভয় পাচ্ছি আমার দিন তো কেবল শুরু হলো।" বিরতি নিলো এই কথা বলে কিছু সময়ের জন্য, মুর অন্য একজন মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ফোনের অপরপ্রান্তে, কোন আলামত সম্পর্কিত বিষয়ে। অন্যান্য অনেক কণ্ঠস্বর তার আশেপাশে শুনতে পেলো সে। মুরকে নিনা পিটনের বেডরুমে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কল্পনা করলো সে, তার আশেপাশের লোমহর্ষক কিছু আলামতের কথা চিন্তা করলো। এরপরেও তার স্বর ঠাণ্ডা আর নির্বিকার শোনালো।

"মেয়েটির জ্ঞান ফেরার সাথে সাথেই আপনি আমাকে একটা ফোন দিয়ে জানাবেন," বলল মুর।

"ডিটেক্টিভ ক্রো এখানে শকুনের মত ঘুর ঘুর করছে অনবরত। আমি নিশ্চিত, আমার কিছু জানার আগেই সে-ই জেনে যাবে।"

"আপনার কি মনে হয় মেয়েটির জ্ঞান ফিরবে?"

"সত্যি কথা বলবো?" ক্যাথারিন জানতে চাইলো। "আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না। আমি এটা ডিটেক্টিভ ক্রোকেও বলেছি, তার কাছে পাওয়া উত্তরটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।"

"ড. কর্ডেল?" কিউবিকল থেকে নিনা পিটনের নার্স ডাক দিলো। তার কণ্ঠস্বর ক্যাথারিনকে হঠাৎ সতর্ক করে দিলো।

"কি হয়েছে?"

"আপনার এদিকে এসে একটু দেখে যেতে হবে।"

"কোন সমস্যা হয়েছে কি?" মুর ফোনে জিজ্ঞেস করলো তাকে।

“একটু অপেক্ষা করুন। দেখে আসি আমি।” রিসিভারটি রেখে দিয়ে সে কিউবিকলে ফিরে গেলো।

“আমি তাকে ওয়াশক্লথ দিয়ে পরিস্কার করছিলাম,” নার্সটি বলল। “তারা তাকে ও.আর থেকে নিয়ে আসার পরেও রক্ত সারা গায়ে জমে গিয়েছিল। যখন আমি তাকে একপাশে ঘুরিয়েছি তখন এই জিনিসটি চোখে পড়ে আমার। এটা তার বাম-পায়ের উরুসন্ধির কাছে ছিলো।”

“দেখাও আমাকে।”

নার্স রোগির কাঁধ ধরে কিছুটা বাঁকা করে পাশ ফেরালো তাকে আলতোভাবে। “এই তো,” কোমলস্বরে বলল সে।

ক্যাথারিনের তৎক্ষণাৎ ভয়ে জমে যাওয়ার অবস্থা হলো। নিনা পিটনের চামড়ায় কালো কালির ফেল্ট-টিপ কলমের অভিনন্দনসূচক লেখা দেখতে পেলো সে :

‘শুভ জন্মদিন, ক্যাথারিন। তোমার কি আমার উপহারটা পছন্দ হয়েছে?’

*

মুর তাকে হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়াতে পেলো। দেয়ালের পেছন দিকে একটি কর্নার টেবিলে বসে রয়েছে সে, যেন নিজেকে হুমকিদাতার চোখ থেকে রক্ষা করতে চাইছে, তার উপর কেউ আক্রমণ করতে আসছে কিনা তা যেন আগেভাগেই বুঝতে পারে। এখনও সার্জনের স্ক্রাব পরে রয়েছে সে, চুলগুলো পনিটেল করে বাঁধা। আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব, মনভোলানো চেহারা আর ছলছলে চোখটি দেখতে পেলো মুর দূর থেকেও। তাকে দেখে তার নিজের মতই অবসাদগ্রস্ত বলে মনে হলো। ভয় তাকে কিছুটা উজ্জীবিত করে রেখেছে। ঠিক শিকারি বিড়ালের মত তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ খেয়াল করলো সে যখন মুর টেবিলের দিকে এগোল। একটা অর্ধ-পূর্ণ কাপ কফি টেবিলে তার সামনে রাখা রয়েছে। কতবার কফি খেয়েছে সে এই পর্যন্ত? ভাবলো মুর, দেখলো কাপের কাছে পৌছানোর সময় হাতের কাঁপুনি। এটা সার্জনের সেই স্থির হাত নয় বরং এমন একজন নারীর হাত যাকে আতঙ্ক গ্রাস করে রেখেছে এই মুহূর্তে।

তার মুখোমুখি একটি চেয়ারে বসে পড়লো সে। “আপনার বিল্ডিংয়ের বাইরে সারা রাত একটি পেট্রল কার পাহারা দেবে। আপনি কি আপনার নতুন চাবিগুলো পেয়েছেন?”

আলতো মাথা নাড়ালো সে। “তালার মিস্ত্রি দিয়ে গেছে আমাকে। সে এটাও বলেছে, ডেড বোল্টের রোলস রয়েস লাগিয়েছে এবার।”

“আপনি ঠিকঠাক থাকবেন, ক্যাথারিন।”

নিজের কফির কাপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। “মেসেজটা সে আমাকে উদ্দেশ্য করে পাঠিয়েছে।”

BOIGHAR.COM

"আমরা সেটা জানি না।"

"গতকাল আমার জন্মদিন ছিল। সে এটা জানতো। সে এটাও জানতো, ডিউটিতে আমিই থাকব।"

"যদি আদৌ সে-ই লিখে থাকে সেটা।"

"আমার সাথে ইয়ার্কি করবেন না। আপনি জানেন সে-ই এই কাজটি করেছে।"

কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালো মুর।

কোন কথা না বলে নীরবে তারা কিছুসময়ের জন্য বসে রইল। বিকেলের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে দিনের সময়, প্রায় সব টেবিল এরইমধ্যে খালি হয়ে পড়েছে। কাউন্টারের পেছনে ক্যাফেটারিয়ার কর্মিরা তাদের সার্ভিং প্যানগুলো ধুয়ে পরিস্কার করছে, পাতলা কলাম থেকে বাষ্প ভেসে আসতে দেখা যাচ্ছে। ক্যাশিয়ার কয়েনের একটি নতুন প্যাকেট খুলে রেজিস্ট্রারের ড্রয়ারে রেখে দিলে ছনছন শব্দ করতে লাগলো সেগুলো।

"আমার অফিসের ব্যাপারে বলবেন কি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"তার কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি।"

"তাহলে তার উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট কোনকিছুই আপনারা পাননি, তাই তো?"

"না, আমাদের হাতে আপাতত এমন কিছুই আসেনি," স্বীকার করলো সে।

"বাতাসের মত আমার রোজকার জীবনে আসা যাওয়া করছে সে। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কেউ বলতেও পারছে না সে দেখতে ঠিক কেমন। আমি আমার সব জানালায় যদি গরাদও লাগিয়ে নেই তাহলেও তো শান্তির ঘুম ঘুমাতে পারবো না।"

"আপনার বাড়িতে যাওয়ার দরকার নাই। আমি আপনাকে একটা হোটেলে পৌছে দিচ্ছি।"

"আমি নিজেকে কোথায় লুকাতে চাইছি সেটা কোন ব্যাপার না তার কাছে। সে এমনিতেও জানতে পারবে আমি কোথায় আছি। সে আমাকে তার লক্ষ্যবস্তু বানাতে পছন্দ করে। সে জানাতে চাইছে, পরবর্তি শিকার আমিই হবো।"

"আমার তা মনে হয় না। এটা তার জন্য খুব বড় বোকামি হবে। 'সার্জন' আর যা-ই হোক, এতটা বোকা নয়।"

"তাহলে সে আমার সাথে বারবার যোগাযোগ করছে কেন? কেন সে আমাকে বারবার কিছু না কিছু লিখে পাঠাচ্ছে..." ঢোক গিলে নিলো সে।

"এটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। হয়ত পুলিশকে বিরক্ত করার একটা উপায়ও হতে পারে।"

"তাহলে বাস্টার্ডটা আপনাকে কিছু একটা লিখে পাঠাতে পারতো!" এতটাই উচ্চস্বরে কথাগুলো বলল সে, একজন নার্স নিজের কফি কাপে কফি ঢেলে নেয়ার সময় তার দিকে অবাক পানে চেয়ে রইলো।

হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লো ক্যাথারিন। লজ্জিত সে নিজের এই রাগের জন্যে,

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আসার মুহূর্তটুকু উভয়েই চুপচাপ থাকলো। মুর তার হাত ধরতে চাইলো কিন্তু চিন্তা করলো ক্যাথারিন বাধা দেবে তাতে, তাকে প্রসন্ন করার একটা কায়দা মনে করবে। তার পরিচিত যেকোন মেয়ের তুলনায় ক্যাথারিনের প্রতি তার অন্য মাত্রার এক ধরণের শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে।

মুরের গাড়িতে বসার সময় বলল সে "আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। দুঃখিত।"

"এই পরিস্থিতিতে যে কেউ ঠিক এমনটাই করবে।"

"না, আপনার সাথে অন্তত এরকম করা উচিত হয়নি আমার।"

বিদ্রুপাত্মক একটা হাসি দিলো সে। "আমি অবশ্য কখনও মাথা গরম করি না।"

"হ্যা, আমি সেটা খেয়াল করেছি।"

কি বোঝাতে চাইল সে? ব্যাক বে'তে ড্রাইভ করে আসার সময় ভাবতে লাগলো। যেসব পরিবেশে মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তার কি সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় জানা থাকে? ঠিক কখন থেকে পরিস্কার কোন যুক্তিবাদি চিন্তা তার আবেগগুলো ঢেকে দিতে শুরু করেছে? সে জানে তার হোমিসাইড ইউনিটের সহকর্মিরা তাকে 'সেইন্ট টমাস দ্য সেরেন' নামে অভিহিত করে থাকে। কোন বিপজ্জনক অবস্থাতেও যে মানুষটি ঠাণ্ডা থাকতে পারে, কোমলস্বরে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম। কিন্তু তারা কেউ টমাস মুরের অন্যরূপের কথা জানে না, যে রাতের বেলা নিজের পরলোকগত স্ত্রীর ক্লোজেট খুলে তার পোশাকের গন্ধ থেকে তাকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। শুধুমাত্র একটি মুখোশধারি মানুষকে দেখতে পায় তারা, মুর নিজেই তৈরি করেছে সেটা।

ক্যাথারিন বিরক্তিপ্রকাশের স্বরে বলল তাকে, "আপনার জন্য হয়ত এসব ব্যাপারে নির্বিকার থাকাটা খুব সহজ। সে তো আপনার সাথে ভয়ঙ্কর কিছুই করেনি তাই না?"

"দেখুন ব্যাপারটা বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করুন–"

"কি দেখব, নিজের মৃত্যু? অবশ্যই আমি সুবিবেচক হিসেবেই কথাগুলো বলেছি আপনাকে।"

"সার্জনের কাজের মধ্যে একটা প্যাটার্ন রয়েছে। রাতে আক্রমণ করে সে তার শিকারকে, দিনে নয়। মানসিক দিক থেকে সে কিন্তু একটা কাপুরুষ অথবা বলতে পারেন মেয়েদের মুখোমুখি আঘাত করতে ভয় পায়। নিজের শিকারকে শঙ্কিত অবস্থাতেই চায় সে। বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায়। যখন মেয়েটি তাকে আক্রমণ করতে পারবে না।"

"তাহলে আমি নির্ঘুম থাকি? এটাই একমাত্র সহজ সমাধান হতে পারে।"

"আমি যা বলতে চাইছি, খুনি তার শিকারের উপরে দিনের আলোয় আক্রমণ করে না, যখন সে তাকে প্রতিহত করতে পারবে। অন্ধকার নামলেই সামগ্রিক অবস্থা বদলে যায়।"

BOIGHAR.COM

ক্যাথারিনের বাড়ির নিচে এসে গাড়ি দাঁড় করালো সে। কমলওয়েলথ অ্যাভিনিউয়ের পুরনো অভিজাত বাড়িগুলোর মত দেখতে আকর্ষণীয় না হলেও, এই বাড়িটির গেট এবং উজ্জ্বল ভূগর্ভস্থ গ্যারেজ তাকে বিশেষত্ব দান করেছে। সামনের দরজায় প্রবেশ করতে হলে চাবি এবং সিকিউরিটি কোড দুটোরই প্রয়োজন পড়ে। ক্যাথারিন ট্যাচপ্যাডে নিজের কোডগুলো দিয়ে দিলো।

কারুকার্যবিশিষ্ট আয়না আর চকচকে মার্বেলের মেঝের লবিতে প্রবেশ করলো এরপর। অভিজাত এবং একইসাথে অকার্যকর। ভালোই ঠাণ্ডা। তৃতীয় তলায় যাওয়ার জন্য এলিভেটরে প্রবেশ করলো তারা, যা কল্পনাতীতভাবেই সুনসান।

ক্যাথারিন অ্যাপার্টমেন্টের দরজার কাছে পৌছে কিছুটা ইতস্ততবোধ করলো হাতে নতুন চাবিগুলো নিয়ে।

"আমি প্রথমে বাড়িটিতে ঢুকে আপনার হয়ে পুরো বাড়িটা একবার চক্কর দিয়ে দেখতে পারি, কি বলেন?" বলল মুর।

তার এই পরামর্শ ক্যাথারিনের জন্য অপমানজনক বলে মনে হলো। উত্তরে সে তালায় চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকে পড়লো। যেন নিজের কাছেই প্রমাণ করতে চাইছে কোনভাবেই 'সার্জন'কে সে জিততে দেবে না। জীবনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তার নিজের হাতেই রয়েছে।

"চলুন, আমরা একে একে রুমগুলো পরীক্ষা করে দেখি," বলল মুর। "শুধু এটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, এখানে কোন কিছুতে হাত দেয়া হয়নি।"

এবার ক্যাথারিন সায় দিলো।

একসাথে তারা প্রথমে লিভিং রুম আর কিচেনটা দেখলো। সবশেষে বেডরুমে প্রবেশ করলো। সে জানে 'সার্জন' অন্যান্য মেয়েদের জায়গা থেকে তার স্মারক নিয়ে গেছে, এ কারণে অতিসতর্কতার সাথে নিজের অলঙ্কারের বক্স, ড্রেসার ড্রয়ার খুঁজতে লাগলো ক্যাথারিন, দেখতে লাগলো কোন অনুপ্রবেশকারির হাত সেখানে পড়েছে কিনা। মুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার জিনিসপত্র যেমন ব্লাউজ, সোয়েটার আর লিঙ্গারি এক জায়গায় জড়ো করার ঘটনা দেখছে। হঠাৎ তার মাথায় আরেকজন নারীর স্যুটকেসে নিপুণভাবে সাজিয়ে রাখা কিছু পোশাকের ভাসাভাসা স্মৃতি এসে ভিড় করলো, হয়ত এত অভিজাত ধরণের পোশাক ছিল না সেগুলো। তার মনে পড়ছে একটি ধূসর রঙের সোয়েটার এবং রঙ চটে যাওয়া একটি গোলাপি রঙের ব্লাউজের কথা। নীল কর্নফ্লাওয়ার বর্ণের সুতির নাইটগাউনটির কথা। নতুন কিছুই ছিল না তার, দামিও নয়। কেন সে কখনও মেরিকে অত্যধিক দামি কিছু দিতে পারেনি? তারা কিসের জন্য অর্থ বাঁচিয়ে রেখেছিল? অন্ততপক্ষে সেই উদ্দেশ্যে তো নাই যার কারণে তারা অর্থগুলো সঞ্চয় করেছিল। ডাক্তার, নার্সিং হোম আর থেরাপিস্টের বিল পরিশোধে।

বেডরুমের দরজা থেকে ঘুরে লিভিং রুমে চলে এসে একটি কাউচের উপর বসে পড়লো সে। বেলাশেষের পড়ন্ত সূর্য জানালা ভেদ করে ভেতরে এসে পড়ছে, আর

সেই ঔজ্জ্বল্য আঘাত করছে তার ভেজাচোখে। চোখ মুছে হাতের মধ্যে মাথাটি রাখলো মুর। এক অন্য ধরণের অনুতাপ বোধ করছে সে নিজের মধ্যেই, আজ সে সারাদিন মেরির কথা একবারের জন্যও ভাবেনি। এই কারণে অনেক বেশি লজ্জাবোধ করছে সে। এই লজ্জাবোধ আরও বেড়ে গেল যখন সে মাথা তুলে ক্যাথারিনকে দেখলে আবারও তার মাথা থেকে মেরির চিন্তা উবে গেলো। ভাবলো : আমার দেখা সব থেকে সুন্দরি এবং আকর্ষণীয় নারী ক্যাথারিন।

আমার জানামতে সব থেকে সাহসি নারীও সে।

"কোন কিছু হারায়নি," বলল সে। "যতটুকু দেখে বুঝতে পারলাম।"

"আপনি কি নিশ্চিত আজ রাতে এখানেই থাকবেন? আপনি যদি হোটেলে উঠতে চান আমি আপনাকে নির্দ্বিধায় পৌছে দিতে পারি।"

জানালার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে, সূর্যাস্তের পড়ন্ত আলোতে তাকে যেন আরও বেশি উদ্দীপ্ত দেখালো। "আমার গত দু-বছর কেটেছে ভয়ার্ত দিন পারের মধ্যে দিয়েই। ডেড বোল্টের এপার দিয়ে পৃথিবীকে দেখে। দরজার পেছন আর ক্লোজেট খোঁজাখুঁজির মধ্যে দিয়ে। যথেষ্ট হয়েছে সবকিছু, কিন্তু আর না।" মুরের দিকে তাকালো সে। "আমি আমার আগের জীবন আবার ফিরে পেতে চাই। এবার আমি তাকে অন্তত জিততে দিতে চাই না।"

যেন এই যুদ্ধ অনেক সময় ধরে লড়ছে সে এমনভাবে বলল। যেন 'সার্জন' এবং অ্যান্ড্রু ক্যাপরা তার কাছে একই সত্ত্বা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে, যাকে সে দু-বছর আগে মেরে ফেললেও পুরোপুরি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্যাপরা। 'সার্জন।' একই দানবের দ্বৈত সত্ত্বা।

"আপনি বলেছেন আজকে আমার বাড়ির বাইরে একটি পেট্রল গাড়ি পাহারা দেবে," জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন।

"হ্যা, তা দেবে।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"হ্যা, অবশ্যই।"

গভিরভাবে দম নিয়ে মুচকি হাসি দিলো সে, যেন বোঝাতে চাইছে কিছুটা সাহস ফিরে পেয়েছে। "তাহলে তো আমার ভয়ের কোন কারণ নেই, তাই না?"

*

হয়ত সেটা অনুতাপবোধই যা মুরকে নিজের বাড়ির সরলপথে না নিয়ে গিয়ে সুদূর নিউটনের পথে নিয়ে চললো। কর্ডেলের প্রতি তার ভেতরের সত্ত্বার প্রতিক্রিয়ায় ভয় পেয়েছে সে, চিন্তা করছে কিভাবে সামান্য দিনের পরিচয়ে নতুন এই নারীসত্ত্বা তার চিন্তার এক বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছে। মেরির মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর হয়ে যাওয়ার পরেও তার জীবনযাত্রা ঠিক যেন সন্ন্যাসির মত ছিল, নারীসঙ্গ লাভের জন্য

BOIGHAR.COM

যার কোন আগ্রহবোধ কাজ করত না, দুঃখবোধের চাদরে আবৃত হয়ে গিয়েছিল ছোট ছোট ভালোলাগার বিষয়গুলো। জানে না সে, বর্তমান সময়ে জেগে উঠা আকস্মিক ইচ্ছেগুলোকে কিভাবে বশ মানাবে। শুধুমাত্র জানে, এটা এই মুহূর্তে অসামঞ্জস্য যে কোন দিক থেকেই। যাকে মুর নিজের সবটুকু দিয়ে ভালবেসেছিল সেই নারীর প্রতি এটা একটা বিশ্বাসঘাতকতা ।

তাই সে নিউটনের পথে এগোল জিনিসগুলোকে ঠিক করে নেয়ার চিন্তায়। নিজের বিবেককে প্রশমিত করতে।

হাতে ডেইজি ফুলের তোড়া নিয়ে ফ্রন্ট ইয়ার্ড অভিমুখে এগোল জং ধরে যাওয়া লোহার দরজাটা আটকে দিয়ে। এটা অনেকটা নিউক্যাসেলে কয়লা নিয়ে যাওয়ার মত, ভাবলো মুর। বাগানের আশেপাশে ইতিমধ্যে সন্ধ্যে নেমে পড়েছে। প্রত্যেকবার সে যখন এখানে আসে, ছোট এই জায়গাটিতে আরও বেশি ফুলের সমাগম দেখতে পায় সে। বাড়িটির পাশ দিয়ে মর্নিং গ্লোরি ভাইনস এবং গোলাপের ঝাড় উঠে গেছে, যেন বাগানটিকে আকাশচুম্বী বানাতে মরিয়া সেগুলো। সামান্য ডেইজি ফুল নিয়ে আসাতে কিছুটা হীনমন্যতাবোধ কাজ করলো তার মধ্যে। কিন্তু ডেইজি ফুলটাই মেরির সবথেকে বেশি প্রিয় ছিল, এটা এখনও তার অভ্যাস হিসেবে থেকে গেছে ফুলের দোকান থেকে নিজের পছন্দ অনুসারে একটা একটা মনমত ডেইজি তুলে তোড়া সাজানো। মেরি তাদের প্রফুল্লিত সারল্য পছন্দ করতো, লেবু রঙের সূর্যকে ঘিরে কিছু ঝিরিঝিরি পাঁপড়ি। ফুলগুলোর গন্ধ খুব ভালবাসত সে–খুব মিষ্টিও নয় আবার অরুচিকরও নয় অন্যান্য অনেক ফুলের মত, বরং অন্য ধরণের একটা তীব্র গন্ধ এই ফুলের। নিশ্চিতভাবে। রাস্তার ধারে, বুনো পরিবেশে সেগুলো যেভাবে ফুটে থাকে সে এই ব্যাপারটি অনেকবেশি পছন্দ করত কারণ সেটা তাকে মনে করাতো প্রকৃত সৌন্দর্য সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত, অদমনীয় হয়।

ঠিক যেন মেরির নিজের মত।

দরজার বেল বাজালো সে। কিছুসময় পরে দরজা খুললে যে মুখটি সামনে এসে তার দিকে তাকিয়ে ফিকে একটা হাসি দিলো তার সাথে মেরির অভূতপূর্ব মিল রয়েছে, যেটা দেখে আবারও মনটায় ব্যথা অনুভব করলো সে। রোজ কনেলির চোখ দুটো ঠিক তার মেয়ের মতই নীল রঙের, গোলাকৃতি মুখবিশিষ্ট। যদিও তার চুল প্রায় পুরোটায় ধূসর হয়ে পড়েছে, বয়সের রেখা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মুখের চামড়াতে, তারপরেও সাদৃশ্যময় জিনিসগুলো তার মুখ থেকে একেবারেই মিলিয়ে যায়নি যে এই বৃদ্ধ নারীটিই মেরির মা।

"তোমাকে দেখতে পেয়ে ভালো লাগছে টমাস," বলল সে। "অনেকদিন পর এদিকে আসলে তুমি।"

"রোজ, আমি দুঃখিত। অবসর সময় ইদানিং খুব কমই পাই। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে খেয়াল থাকে না, আমি ছুটি পাই কবে।"

"টিভিতে আমি কেসের উপরে খবর প্রায় প্রতিদিনই দেখছি। কি বীভৎস ঘটনার

দায়িত্ব এসে পড়েছে তোমার উপরে।"

বাড়িতে ঢুকে মুর তার হাতে ডেইজি ফুলগুলো দিয়ে দিলো। "যদিও তোমার সেরকম কোন ফুলের দরকার নেই আপাতত," বাঁকাভাবে বলল সে।

"কারও কাছে ফুল কখনও বাড়তি জিনিস বলে মনে হয় না। তুমি জানো আমার ডেইজি ফুল কি পরিমাণে পছন্দ। তুমি কি এক চাপ আইসড টি খাবে?"

"হ্যা, অবশ্যই, ধন্যবাদ তোমাকে।"

লিভিং রুমে বসে তারা নিজেদের চায়ে চুমুক দিলো। মিষ্টি, উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বাদ পেল রোজ, যেমনটি সে নিজের জন্মস্থান দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে অনুভব করতো। সে জায়গা মুরের মলিন নিউ ইংল্যান্ডের মত না, যেখানে বেড়ে উঠেছে সে। ঘরটি দেখতে ভালো লাগছে তার, যদিও বোস্টনের তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন ধাঁচে সাজানো। অনেক বেশি ছোটখাটো জিনিসে পূর্ণ ঘরটি। কিন্তু ওহ, সবকিছু কিভাবে তাকে মেরির কথা মনে করিয়ে দিলো! সে যেন সবখানেই রয়েছে এই বাড়ির। দেয়ালে তার ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। বুকশেল্ভের উপরে তার সাঁতারের ট্রফিগুলো সাজানো। লিভিং রুমে তার শৈশবের পিয়ানোটি এখনও রাখা রয়েছে। বাচ্চাটির ভুত যেন এখনও এখানে ঘোরাফেরা করে প্রতিনিয়ত যেখানে বেড়ে উঠেছে সে। রোজও এখানেই রয়েছে, প্রদীপের টিমটিমে আলোটি রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে, কত মিল মা এবং মেয়ের চেহারাতে যার ফলে মুরের মাঝেমধ্যে মনে হয় মেরি রোজের নীল চোখের মাধ্যমেই তার পানে তাকিয়ে আছে।

"তোমাকে অনেক বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছে," বলল সে।

"সত্যি কি?"

"তুমি কখনও লম্বা ছুটি নেয়ার প্রয়োজনবোধ করো না, তাই না?"

"তারা আমাকে সেখানেও ফোন দিয়েছিল। আমি গাড়িতে উঠে মেইন টার্নপাইকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার বড়শিগুলোকে সাথে নিয়ে। একটি নতুন ট্যাকেলবক্সও কিনেছি আমি," হাঁফ ফেলে বলল সে। "কিন্তু হ্রদ পর্যন্ত পৌছাতে পারিনি। এটাই একমাত্র বিষয় যেটার জন্য সারা বছরব্যাপি আমি অপেক্ষায় ছিলাম, সেটাও হারিয়ে ফেলেছি আমি এই পেশার কারণে।"

এটাই একমাত্র বিষয় ছিল যেটার জন্য মেরি নিজেও সারাবছর অপেক্ষা করত। বুকশেল্ভে মেরির সাঁতারের ট্রফিগুলোর দিকে তাকালো সে। মেরি সেই ছোট্ট মৎস্যকন্যার মত ছিল যে নিজের জীবন খুশি খুশি কাটিয়ে দিতে পারতো পানির অভ্যন্তরে, যেন সে বুকে ফুলকা নিয়ে জন্মেছিল। তার মনে পড়ে কিভাবে মেরি নিপুণতার সাথে, দক্ষভাবে এক বার পানিতে পড়লেই হ্রদ পার করে ফেলত। মনে পড়ে তার সেই শক্তিশালি হাতদুটো কিভাবে নার্সিং হোমে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল।

"কেসের তদন্ত সম্পন্নের পর," রোজ বলল, "তুমি হ্রদের উদ্দেশ্যে আবারও বের হবে।"

BOIGHAR.COM

"আমি জানি না এই তদন্তের আদৌ কোন সুরাহা হবে কিনা।"

"এটা তো তোমার ভাষ্য হতে পারে না, মুর। এতটা আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছ কেন।"

"এটা ভিন্নমাত্রার অপরাধ, রোজ। এমন একজন এটা করেছে যার সম্পর্কে ন্যূনতম কোন বিষয় এখনও পর্যন্ত আমি পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।"

"তুমি সবসময় সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলো, মুর।"

"সবসময়?" মাথা নাড়িয়ে কিঞ্চিৎ হেসে বলল সে। "তুমি কিন্তু আমার প্রতি একটু বেশিই বিশ্বাস দেখিয়ে ফেললে।"

"ঠিক একই কথা মেরিও বলত। সে তোমাকে নিয়ে বড়াই করতে ভীষণ ভালবাসত, জানো কি তুমি? সে সবসময় তার স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতো।"

কিন্তু ঠিক কিসের ভিত্তিতে? অবাক হয়ে ভাবলো সে, মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো তার। মনে করতে পারলো তার থেকে দূরে থাকা সেই রাতগুলো যখন সে ক্রাইম-সিনে পার করতো, ডিনারে না পৌছানোর ঘটনা, ছুটির দিনগুলো যখন তার মন জুড়ে শুধু কাজ সংক্রান্ত বিষয়গুলোই ঘুরঘুর করতো। সেখানে মেরিও ছিল, যে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে অপেক্ষা করতো শুধুমাত্র মুরের একফোঁটা মনোযোগ পাওয়ার জন্য। যদি আমাকে আরও একটি দিন আবার ভালোভাবে কাটানোর জন্য ফিরিয়ে দেয়া হয়, আমি আমার জীবনের প্রত্যেকটি মিনিট তোমার সাথে কাটাতে চাই। তোমার সাথে শুয়ে থাকতে চাই। উষ্ণ চাদরের অন্তরালে অন্তরঙ্গ আলাপ করতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর কখনও দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয় না।

"সে তোমাকে নিয়ে অনেক বেশি গর্বিত বোধ করতো," বলল রোজ।

"আমিও তাকে পেয়ে গর্বিত।"

"তোমরা একসাথে সুখ-দুঃখের বিশ বছর কাটিয়েছো। অনেকের চিন্তার তুলনায় এটা অনেক বেশি, মুর।"

"আমি অনেক লোভি মানুষ, রোজ। আমি আরেকটু বেশি সময় চেয়েছিলাম।"

"তুমি যে সেটা পাওনি তার জন্যে কি খুব বেশি আক্ষেপ হয় তোমার?"

"হ্যা, হয়ত হয়। আমার রাগ হয় একমাত্র তার ক্ষেত্রেই অ্যানেউরিজম হলো কেন। একমাত্র তাকেই তারা বাঁচাতে পারলো না কেন। আমি রাগান্বিত হই–" চুপ হয়ে গেল সে, গভিরভাবে দম নিলো। "দুঃখিত আমি। এটা আমার জন্য অনেক বেশি কষ্টকর। ইদানিং জিনিসগুলো আরও বেশি কষ্টকর লাগছে।"

"আমাদের উভয়ের জন্যই," কোমলস্বরে জানালো রোজ।

তারা নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। হ্যা, অবশ্যই, এটা বিধবা রোজের জন্যও ঠিক সমপরিমাণ কষ্টের, যে নিজের একমাত্র সন্তানটিকে হারিয়েছে। মাঝেমধ্যে চিন্তা করে মুর, যদি সে আবার বিয়ে করে তাহলে কি রোজ তাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে। কিংবা এটা তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে হবে? তার মেয়ে হারানোর বেদনাকে কি আরও বেশি গভির হবে না?

হঠাৎ খেয়াল করলো রোজের দিকে সে আর তাকিয়ে থাকতে পারছে না, না বলা অনুতাপ কাজ করছে তার মধ্যে। এই একই অনুতাপবোধ তার মধ্যে কাজ করেছিল আজ বিকেলে যখন সে ক্যাথারিন কর্ডেলের দিকে তাকিয়েছিল, অনুভব করেছিল তাকে নিজের করে নেয়ার প্রবল ইচ্ছে।

নিজের হাতের শূন্য গ্লাসটি রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। "আমাকে যেতে হবে এখন।"

"তাহলে আবার কাজে ফিরবে তুমি?"

"যতক্ষণ আমরা খুনিকে ধরতে পারছি না, কাজ কোনভাবেই শেষ হবে বলে মনে হয় না।"

মুরের দরজার দিকে এগোনোর পথে তাকিয়ে থাকলো একভাবে রোজ, তার দিকে ঠিক একইভাবে তাকিয়ে রইল যখন সে ছোট্ট বাগানটি পার হয়ে দরজার দিকে এগোল। "দরজা ভালোভাবে বন্ধ করে রাখবে তুমি, রোজ।"

"তুমি আমাকে সবসময় সেটা বলে যাও, মুর।"

"আমি বলার সময় অনেক চিন্তাভাবনা করেই বলি," হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগলো সে ভাবতে ভাবতে : আজকের রাত অন্যান্য যে কোন দিনের থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

*

আমরা সেই জায়গাতেই যাই যা আমরা চিনি, সেই ব্যাপারটিই আমরা চিনি যেখানে আমরা নিয়মিত যাই। জেন রিজোলির মাথায় ঠিক শৈশবের ছড়ার মত কথাগুলো ঘুরছে যখন সে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে কর্কবোর্ডের সাথে লাগানো বোস্টনের ম্যাপটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এলিনা অর্টিজের লাশ আবিষ্কারের পরের দিন থেকেই সে এটিকে তার বাড়ির দেয়ালে লাগিয়ে রেখেছে। তদন্ত যত এগোচ্ছে, ম্যাপের উপর লাগানো রঙিন পিনের সংখ্যাগুলো বাড়ছে সমানুপাতিক হারে। এখানে তিনটি রঙ তিনজন মেয়েকে চিহ্নিত করার সুবিধার্থে ব্যবহার করেছে সে। এলিনা অর্টিজের জন্য সাদা। ডায়ানা স্টার্লিংয়ের জন্য নীল। নিনা পিটনের জন্য সবুজ। প্রত্যেকটি পিন তাদের পরিচিত, আশেপাশের এলাকাগুলো নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের বাসস্থান, কর্মস্থল। আশেপাশে যেগুলো আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি আছে সেগুলো। আশেপাশের কোন মেডিকেল সেন্টারে যেত তারা। সংক্ষেপে, শিকারের যাবতীয় পারিপার্শ্বিকতা। তাদের প্রতিদিনের কোন না কোন ক্ষেত্রের সাথে সার্জনের কোন একটা যোগসূত্র তো রয়েছেই।

আমরা সেই জায়গাতেই যাই যা আমরা চিনি, সেই ব্যাপারটিই আমরা চিনি যেখানে আমরা নিয়মিত যাই।

সার্জন তাহলে কোথায় যায়? ভাবলো সে। তার পৃথিবী ঠিক কি কি জিনিস দিয়ে

তৈরি?

টুনা স্যান্ডউইচ আর পটেটো চিপসের সাথে বিয়ার খেয়ে রাতে নিজের ঠাণ্ডা ডিনারটি সেরে ফেললো, খাওয়ারগুলো গলাধঃকরণ করতে করতে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। ডাইনিং টেবিলের পাশের দেয়ালে ম্যাপ টাঙিয়ে রেখেছে, প্রত্যেকদিন সকালে কফি খাওয়ার সময় বা প্রত্যেক সন্ধ্যায় ডিনার খাওয়ার সময় যেন দেখতে পায়–সে বাড়িতে শুধুমাত্র ডিনারের প্রয়োজনেই আসে–খুব তীক্ষ্ণভাবে রঙিন পিনগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করে সবসময়। যেখানে অন্যান্য মেয়েরা তাদের দেয়ালে ফুল, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য অথবা মুভির পোস্টার টাঙ্গিয়ে রাখে, সেখানে জেন নিজের দেয়ালে ডেথ ম্যাপ টাঙিয়ে রেখেছে মৃত মেয়েগুলোর চলাফেরার গতি দেখার জন্য।

এই কয়টা জিনিসেই তার জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে : খাওয়া, ঘুম আর চাকরি। এই অ্যাপার্টমেন্টে প্রায় তিন বছর ধরে রয়েছে সে, কিন্তু তার এই বাড়ির দেয়ালে খুব কম অলঙ্করণই দেখা যায় সেই আন্দাজে। কোন গাছ নেই (কে তাদেরকে পানি দেবে?), কোন ছোট ছোট ঘর সাজানোর উপকরণ নেই, এমনকি কোন পর্দাও নেই। শুধুমাত্র ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড ছাড়া। তার জীবনের মত, বাড়িটিও যেন কর্মের আদলে সজ্জিত। রিজোলি তার কাজের জন্য বাঁচে, কাজকেই ভালবাসে। একবার স্কুলের ক্যারিয়ার ডে তে যখন একজন নারী ডিটেক্টিভ এসেছিলো, সেই বারো বছর বয়সেই নির্ধারণ করে ফেলেছিলো সে যে তার মতই ডিটেক্টিভ হতে হবে তাকেও। প্রথমে ক্লাসটিতে একজন নার্স আর একজন আইনজীবি এসেছিলো তারপরে একজন ব্যাংকার এবং ইঞ্জিনিয়ার। ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রিদের অস্থিরতা বেড়েই চলেছিলো। রাবার ব্যান্ড এবং কাগজের মণ্ড পুরো ঘরব্যাপি সারি সারি করে ফেলে রেখেছিলো তারা হৈ হুল্লোড় করতে করতে। এরপর যখন সেই নারী পুলিশ সদস্য এসে ঢুকেছিলো তাদের ক্লাসে, তার কোমরের কাছে অস্ত্র ঝুলছিলো, হঠাৎ করে তার আসার পরেই ক্লাসটি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে ।

রিজোলি ঐ দিনের ঘটনা কখনও ভুলতে পারে না। এমনকি তাদের ক্লাসের ছেলেরাও সশ্রদ্ধ ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছিলো সেদিন। রিজোলি সেই মুহূর্তটুকু কিছুতেই ভুলতে পারে না। এখন সে নিজেই সেই নারী পুলিশটির মতই একজন পুলিশ, যখন সে কোন বারো বয়সি ছেলে থেকে শুরু করে পূর্ণবয়সি মানুষের তার প্রতি সশ্রদ্ধ ভয়ের বিষয়টি দেখে, কৌশলে এড়িয়ে যায় সে।

তার একমাত্র কৌশল, শ্রেষ্ঠ হতে হবে নিজের কাজে। নিজের দূর্গ নিজেকেই গড়তে হবে, এ কারণে অন্যান্য কারও বলা কোন কিছু গায়ে লাগায় না সে। তাই সে এখনও নিজের ডিনার খেতে খেতে কাজ করেই চলছে। হোমিসাইড আর টুনা ফিশ স্যান্ডউইচ। একটা লম্বা চুমুক দিলো সে বিয়ারে, এরপর ম্যাপের কাছে ঝুঁকে গিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করলো। মৃত মানুষের ভূগোলে এক ধরণের লোমহর্ষক, ছমছমে ব্যাপার রয়েছে। তারা যেখানে বাস করেছিলো তাদের জীবদ্দশাতে,

জায়গাটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করতো তাদের জন্য। গতকালের মিটিঙে, ক্রিমিনাল সাইকোলজিস্ট ড. জুকার কিছু প্রোফাইলিং টার্মের উল্লেখ করেছিলো। অ্যাংকর পয়েন্টস। অ্যাক্টিভিটি নোডস। টার্গেট ব্ল্যাকক্লথস। যাই হোক না কেন, রিজোলির ড. জুকারের সেই উদ্ভট সব শব্দ অথবা কম্পিউটার প্রোগ্রামের প্রয়োজন নেই এটা বলার জন্য যে, সে কি দেখছে, কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে, সে কল্পনা করলো একটি বিরান প্রান্তর শিকারে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। রঙিন পিনগুলো দুর্ভাগ্যের শিকার তিনজন হরিণের ন্যায় শিকারের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল নির্দেশ করছে। ডায়ানা স্টার্লিং উত্তর দিকের ব্যাক বে এলাকা আর বিকন হিলের কেন্দ্রভাগে রয়েছে। এলিনা অর্টিজ সাউথএন্ডে। নিনা পিটন আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, জ্যামাইকা প্লেইনের শহরতলিতে। তিনজন একে অপরের থেকে আলাদা পরিবেশের মানুষ, কারও জীবনের সাথে কারও সমাপতিত অংশ নেই এখানে।

"তোমার আবাসস্থল কোথায় তাহলে?"

শহরটিকে খুনির দৃষ্টিকোণে কিছুক্ষণ দেখার চেষ্টা করলো সে। দেখতে পেলো আকাশচুম্বী বিল্ডিংয়ের গিরিখাত। সবুজ পার্কগুলো যেন চারণভূমি। যে পথে বোকাটে শিকারগুলো অনবরত চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, পুরোপুরি বেখেয়ালে আছে তারা যে তাদের দিকে একদৃষ্টে শ্বাপদ তাকিয়ে আছে। একজন শ্বাপদ জন্তুরূপ ভ্রমণকারি সে যার কাছে দূরত্ব এবং সময় বড় কোন বিষয়ের আওতাতে পড়ে না।

ফোনটা বেজে উঠলে হাতের বোতলটি নামিয়ে রাখতে গিয়ে সেখান থেকে কিছুটা ছলকে পড়লো হঠাৎ। শিট। পেপার টাওয়েল নিয়ে এসে ফোনে কথা বলতে বলতে জায়গাটি মুছতে লাগলো সে।

"রিজোলি।"

"হ্যালো, জেনি?"

"ওহ। হেই, মা।"

"তুমি তো আমাকে আর ফোন করলে না।"

"হাহ?"

"আমি তোমাকে বেশ কয়েকদিন আগে একবার ফোন করেছিলাম। তুমি বলেছিলে তুমি আমার সাথে পরে কথা বলবে কিন্তু পরে তুমি তো আমাকে আর ফোন করোনি।"

"আমার মাথা থেকে বিষয়টি বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি এখন নিজের কাজে ভীষণ ব্যস্ত আছি।"

"সামনের সপ্তাহে ফ্রাঙ্কি আসবে এখানে। ভাল খবর না?"

"হ্যা," রিজোলি হাঁফ ফেলে বললো। "ভাল খবর অনেক।"

"তোমার ভাইয়ের সাথে তো তোমার মাত্র একবারের জন্যই দেখা হয়। তোমার কি আরও একটু বেশি ভালো লাগছে না?"

"মা, খুব ক্লান্ত লাগছে এখন। এই সার্জনের কেসটি খুব ভোগান্তিতে রেখেছে।"

BOIGHAR.COM

"পুলিশ কি তাকে ধরতে পেরেছে?"

"আমিই তো পুলিশ।"

"তুমি হয়ত বুঝতে পেরেছো, আমি ঠিক কি বলতে চাইছি।"

হ্যা, সে জানে। তার মা কল্পনা করছে তার সেই ছোট্ট জেনিই ফোন ধরেছে, পুরুষ ডিটেক্টিভদেরকে তার মেয়ে চা সরবরাহের কাজ করে থাকে।

"তুমি তাহলে ডিনারে আসছো, ঠিক আছে?" জেনের কাজের বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে তার মা কথাগুলো বলল। "সামনে শুক্রবার।"

"আমি নিশ্চিত নয়। এটা নির্ভর করছে কেসের অগ্রগতির উপর।"

"ওহ, তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য তো এটুকু করতেই পারো।"

"যদি বিষয়গুলো আরও জটিল পর্যায়ে যায়, আমাকে আরেকদিন দেখা করতে আসতে হবে।"

"আমরা অন্য দিনের জন্য বসে থাকতে পারব না। মাইক শুক্রবারে আসার জন্য রাজি হয়ে গেছে।"

হ্যা, অবশ্যই। ভাই মাইকেলের সামনে খাদ্য পরিবেশনের কাজটির জন্য একজনকে লাগবে তো।

"জেনি?"

"হ্যা, মা। শুক্রবার।"

ফোনটি রেখে দিলো সে, পেটের মধ্যে হঠাৎ রাগের ফুলকি ফুটছে, যা তার কাছে অতীব পরিচিত। ঈশ্বর, কিভাবে সে নিজের শৈশবের দিনগুলো এসব মানুষের সাথে পার করেছে?

বিয়ারের বোতলটি আবারও তুলে নিয়ে অবশিষ্টাংশটুকু গলায় ঢেলে নিলো সে। আবারও ম্যাপের দিকে মনোনিবেশ করলো। এই মুহূর্তে তার 'সার্জন'কে ধরার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছু মাথাতে আসছে না। অবহেলিত বোন, মামুলি মেয়ে হিসেবে বেড়ে উঠার পূর্ণ ক্রোধটা গিয়ে যেন মিলিত হলো, সার্জনের সন্ধানে।

কে তুমি? কোথায় তুমি?

স্থিরভাবে কয়েক মুহূর্তের জন্য সে তাকিয়ে রইলো একভাবে। কিছু একটা ভাবছে। এরপর সে পিনগুলোর প্যাকেট থেকে নতুন একটি রঙের পিন বের করে নিলো। লাল। একটি লাল পিন কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউ, অপরটি পিলগ্রিম হাসপাতাল সাউথএন্ডে লাগালো সে।

লাল রঙের পিনগুলো ক্যাথারিনের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নির্দেশ করছে। এটা ডায়ানা স্টার্লিং এবং এলিনা অর্টিজ উভয়ের সাথেই সমাপতিত হয়ে গেছে। কর্ডেলই তাহলে সেই কমন ফ্যাক্টর। সে এই দু-জন শিকারের উভয়েরই দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে দিয়ে অজান্তে চলে গেছে।

আর এখন, তৃতীয় শিকার অর্থাৎ নিনা পিটনের জীবনও তার অধীনে ন্যস্ত।

অধ্যায় ১০

সোমবার বিকেলে গ্রামার্সি পাবে উৎফুল্ল পরিবেশ বিরাজ করছে। ৭টা বাজতে না বাজতেই কর্পোরেটের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষগুলো নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে বের হয়ে এখানে এসে ভিড় করেছে। এটা যেন তাদের প্লে-পেন।

রিজোলি পাবে ঢোকার রাস্তার মুখে একটা টেবিলে বসে রয়েছে, যখনই কোন জিকিউ ক্লোন, অফিস বার্বি নিজেদের তিনইঞ্চি হিলের জুতো পায়ে দিয়ে পাবের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করছে বাইরের পরিবেশের উষ্ণ তাপটাও যেন সাথে করে নিয়ে আসছে তারা। রিজোলি, চিরাচরিত বক্সি প্যান্টস্যুট আর ফ্ল্যাট জুতো পরে এসেছে এখানে, নিজেকে তার হাই স্কুল চ্যাপারওয়ান মনে হচ্ছে। দেখলো সে দু-জন মেয়ে বিড়ালের মত গুটিগুটি পায়ে তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, দেহ থেকে সুমিষ্ট সুগন্ধি ভেসে আসছে তাদের। রিজোলি নিজে কখনও সুগন্ধি ব্যবহার করে না। একটি লিপস্টিকের টিউব কিনেছিল মেলাদিন আগে, যা তার বাথরুমের ক্যাবিনেটের কোথাও অযত্নে পড়ে রয়েছে, সাথে শুকিয়ে যাওয়া মাস্কারা ওয়ান্ড এবং ডিউয়ি স্যাটিন ফাউন্ডেশনের একটি বোতলও। পাঁচবছর আগে সে মেকআপগুলো কিনেছিল একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরের কসমেটিকস কাউন্টার থেকে এই ভেবে যে, এই ধরণের বিমোহিত করার উপকরণ দিয়ে তাকেও হয়ত কাভার গার্ল এলিজাবেথ হার্লির মত লাগবে। সেলসগার্ল ক্রিম, পাউডার, স্ট্রোক এবং ভ্রু আঁকিয়ে রিজোলির হাতে যখন আয়না ধরিয়ে দিয়েছিল হাসিমুখে, বলেছিল, "কেমন লাগছে আপনার নতুন লুক, ম্যাডাম?"

রিজোলি চিন্তা করেছিল নিজের নতুন চেহারাটির দিকে তাকিয়ে, এলিজাবেথ হার্লিকে প্রতি তীব্র ঘৃণা মেয়েদের ভুয়া সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। কঠোর সত্যটা হচ্ছে, কিছু কিছু মেয়ে কখনও সুন্দরি হতে পারে না, রিজোলি তাদেরই একজন।

সুতরাং সবার অলক্ষ্যে বসে নিজের জিঞ্জার এলে চুমুক দিতে দিতে সে দেখছে পাবটিকে আস্তে আস্তে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়তে। কোলাহল হচ্ছে চারিদিকে, একে অপরের সাথে গল্পে মত্ত সবাই, আইস কিউবের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে গ্লাসে গ্লাসে, হাসির শব্দ যেন ধীরে ধীরে উচ্চস্বরে পৌছচ্ছে, জোরালে শোনাচ্ছে যেন খুঁটিনাটি শব্দও।

উঠে দাঁড়িয়ে বারের দিকে এগোল সে। বারটেন্ডারকে নিজের ব্যাজখানি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে।"

সে ব্যাজের দিকে বাঁকাভাবে তাকিয়ে ক্যাশ রেজিস্ট্রারে একটি ড্রিঙ্ক বানানোর কথা জানিয়ে এসে বলল, "ঠিক আছে, জলদি করুন।"

"আপনি কি এই মেয়েটিকে এখানে দেখেছেন?" রিজোলি নিনা পিটনের ছবি

BOIGHAR.COM

কাউন্টারের উপরে রেখে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা। আর আপনিই প্রথম পুলিশ নন যে এই মেয়েটির ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন। এক মাস বা তার কিছু আগে আরেকজন নারী পুলিশ এখানে তার ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিল।"

"যৌন অপরাধ সংক্রান্ত ইউনিট থেকে?"

"হতে পারে। জিজ্ঞেস করেছিল এই মেয়েটির সাথে আমি আর কাউকে দেখেছি কিনা।"

"দেখেছিলেন কি কাউকে?"

অসম্মতিতে ঘাড় নাড়ালো সে। "এখানে সবাই একটু ফাঁক ফোকর খুঁজে বেড়ায়। এভাবে তো সবাইকে নজরে রাখা সম্ভব না।"

"কিন্তু আপনি এই মেয়েটিকে দেখেছেন কিনা বলেন? নিনা পিটন নাম তার।"

"আমি এই মেয়েটিকে বেশ কয়েকবার দেখেছি, তারই একজন গার্লফ্রেন্ডের সাথে। মেয়েটির নাম জানি না। তারপরে বেশ কয়েকদিন সে এখানে আর আসেনি।"

"কেন জানেন?"

"না।" একটি কাপড় নিয়ে কাউন্টারটি মুছতে লাগলো বারটেন্ডার, তার মনোযোগ এরইমধ্যে মেয়েটির বিষয় থেকে সরে গিয়েছে।

"আমি আপনাকে বলছি ঠিক কেন," রিজোলির কণ্ঠে রাগের আভাস ফুটে উঠলো। "কারণ এক হারামজাদা তাকে মজা লুফে নেয়ার উপকরণ বানিয়েছে। তাই সে নিজের শিকার খুঁজে নেয়ার জন্য এখানে এসেছিলো। দেখেছিলো এই জায়গার চারপাশ, দেখেছিলো নিনা পিটনকে, ভেবেছিলো ওহ একটা পুসি পেয়েছি। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে তাকে দেখে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেনি। সে দেখেছিলো শুধু এটুকুই নিজের ব্যবহারে সে কোন জিনিসকে লাগাবে, ব্যবহারের পর তা ফেলে দেবে।"

"দেখুন, আমাকে এগুলো বলে লাভ নেই।"

"হ্যা, অবশ্যই আছে। আপনাকে এটা শুনতে হবে কারণ, ব্যাপারগুলো আপনাদের নাকের নিচ দিয়ে ঘটে গেলেও আপনারা সেটিকে গ্রাহ্য করেন না। এক হারামজাদা মেয়েটির ড্রিঙ্কে কিছু ড্রাগ মিশিয়ে খাইয়েছিলো। অতি দ্রুত এভাবে মেয়েটি অসুস্থবোধ করলে, বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে হারামজাদা তার হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো। আপনারা পুরো ঘটনার কিছুই দেখতে পাননি, এটাই বলতে চাইছেন, তাই তো?"

"না," লোকটি রাগতস্বরে বলল। "আমি দেখিনি কিছুই।"

রুমটি নীরব হয়ে পড়লো মুহূর্তেই। দেখলো সে আশেপাশের লোকজন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে একভাবে। আর কোন বাক্যব্যয় না করে নিজের টেবিলে ফিরে আসলো রিজোলি।

কিছু সময় পরে, সেখানকার পরিবেশ আবারও আগের রূপ ফিরে পেলো।

দেখতে পেলো বারটেন্ডার দুটো হুইস্কির গ্লাস এক লোকের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, লোকটা একটা গ্লাস নিজে নিয়ে অপরটি সাথে থাকা সঙ্গিনিকে এগিয়ে দিলো। রিজোলি দেখলো আশেপাশে গ্লাস ঠোঁটে ঠেকছে কারও,আবার জিহ্বা দিয়ে মার্গারিটাসের লবণগুলো চেটে নিচ্ছে কেউ কেউ। কারও আবার ভদকা আর টেক্যুইলা খেয়ে মাথা দুলছে, ঢকঢক করে বিয়ার গলাধকরণ করছে কিছু কিছু।

এও দেখলো, পুরুষেরা মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে কিভাবে তাকিয়ে রয়েছে। নিজের জিঞ্জার এলে এক চুমুক দিতেই নিজেকে বেসামাল মনে হলো তার, অ্যালকোহলের প্রভাবে নয় বরং রাগে। একাকি মেয়ে হিসেবে এক কোণায় বসে পরিস্কার বুঝতে পারলো, এই জায়গাটা আসলে কি। এটা এমন এক জায়গা যেখানে বাঘে-মহিষে একই ঘাটে জল খায়।

বিপারটি বেজে উঠলো হঠাৎ। ব্যারি ফ্রস্ট পেজ পাঠিয়েছে তাকে।

"ধর্ষকচক্রের ব্যাপারে কি করবো?" ফ্রস্ট জানতে চাইলো, সেলফোনে খুব ক্ষীণ শোনালো তার কণ্ঠস্বর।

"আমি একটা বারে বসে রয়েছি।" ঘুরে এদিক ওদিক পরখ করে নিলো সে, পাশের টেবিল থেকে জোরে জোরে হাসির শব্দ ভেসে আসছে। "কি বললে তুমি?"

"...মার্লবোরো স্ট্রিটে একজন ডাক্তার রয়েছে। আমার হাতে তার একটি মেডিকেল রিপোর্ট এসেছে।"

"কার মেডিকেল রিপোর্ট?"

"ডায়ানা স্টার্লিংয়ের।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রিজোলির পেটের ভেতরে যেন মোচড় দিয়ে উঠলো, মনোযোগের প্রত্যেক আউন্স ব্যবহার করে সে ফ্রস্টের বলা কথাগুলো শুনতে চাইছে। "আবার বলো বিষয়টি। কে এই ডাক্তার, স্টার্লিং কি কারণে তার কাছে গিয়েছিল?"

"একজন নারী ডাক্তার সে, পুরুষ নয়। ড. বনি গিলেস্পি। মার্লবোরো স্ট্রিটের একজন গাইনোকলোজিস্ট।"

বলতে না বলতে আশেপাশের কোলাহলের শব্দে তার কথাগুলো যেন মিইয়ে গেল। রিজোলি কানে হাত দিয়ে তার পরবর্তি শব্দগুলো শোনার চেষ্টা করলো। "স্টার্লিং কেন গিয়েছিল তার কাছে?" জোরে বলল কথাটা।

কিন্তু এরইমধ্যে উত্তরটি আন্দাজ করে নিয়েছে সে; বারের দিকে একদৃষ্টে তাকালে সব ঘটনা বুঝতে পারলো, যেখানে দু-জন পুরুষ একটি মেয়েকে ঘিরে রেখেছে ঠিক সিংহের কবলে পড়া জেব্রার মত।

"যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার কারণে," ফ্রস্ট বলল। "ডায়ানা স্টার্লিংকেও ধর্ষণ করেছিল কেউ একজন।"

"তারা প্রত্যেকেই যৌন নিপীড়নের শিকার ছিল," মুর বলল। "কিন্তু এলিনা

BOIGHAR.COM

অর্টিজ আর ডায়ানা স্টার্লিং দুজনের কেউ নিজেদের সাথে ঘটে যাওয়া অঘটনের ব্যাপারে কোথাও রিপোর্ট করেনি। স্টার্লিংয়ের বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিগোচরে এসেছে এভাবে যখন আমরা স্থানিয় সকল মেয়েদের ক্লিনিক, গাইনোকলোজিস্টের কাছে তল্লাশি করতে গেছিলাম যদি সে কখনও তাদের কাছে চিকিৎসার প্রয়োজনে দ্বারস্থ হয়েছে কিনা। স্টার্লিং কখনও নিজের বাবা-মায়ের কাছেও বিষয়টি প্রকাশ করেছিল না। আজকে সকালে আমি যখন তাদের ফোন দিয়েছিলাম, তারা আমার কাছে ব্যাপারটি শুনে অনেক বেশি অবাক হয়েছে।"

সকাল কেবল শুরু হলেও, কনফারেন্স রুমের টেবিল ঘিরে থাকা মুখগুলোকে অনেক বেশি জরাজীর্ণ মনে হলো। অনিদ্রায় ভুগছে তারা, সামনে থাকা লম্বা দিনটির কথা ভেবে মুষড়ে রয়েছে সবাই।

লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েট বলল, "তাহলে মার্লবোরো স্ট্রিটের এই গাইনোকলোজিস্টই একমাত্র স্টার্লিংয়ের ধর্ষণের বিষয়টি জানে?"

"ড. বনি গিলেস্পি। তার কাছে ডায়ানা এজন্যে গিয়েছিল, কারণ সে ভয় পেয়েছিল এইডসে আক্রান্ত হয়েছে কিনা?"

"ড. গিলেস্পি ধর্ষণের ব্যাপারে কি বলেছে?"

ফ্রস্ট সেই ব্যক্তি যে ডাক্তারের সাক্ষাৎকার নিয়ে এসেছে, তার প্রশ্নের উত্তর দিলো তাই সে-ই। ডায়ানা স্টার্লিংয়ের মেডিকেল রেকর্ডের ফোল্ডারটি খুললো। "এখানে ড. গিলেস্পি লিখেছেন : "ত্রিশ বছর বয়সি শ্বেতাঙ্গ যুবতি তার এইচআইভি স্ক্রিন টেস্টের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। পাঁচ দিন আগে, অনিরাপদ সঙ্গম যার কারণ, পার্টনারের এইচআইভি স্ট্যাটাস অজানা। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তার পার্টনার উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এইডস গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কিনা, এটা শুনে অনেক বেশি মুষড়ে পড়ে সে, চোখে পানি দেখা যায় তার। প্রকাশ করে সে, ঘটনাটিতে তার সম্মতি ছিল না, তার সাথে এরকম ঘৃণ্য কাজ যে করেছে তার নাম-পরিচয়ও সে জানে না। তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে অসম্মতি জানায় সে। এমনকি রেপ কাউন্সেলিং করতেও নাকচ করে দেয়।" ' ফ্রস্ট তাকালো সবকিছু বলার পরে। "এই তো, এটুকু তথ্যই ড. গিলেস্পি আমাকে ডায়ানার সম্পর্কে দিতে পেরেছে। সে তার পেলভিক এক্সাম, সিফিলিস, গনোরিয়া এবং এইডসের টেস্ট করেছিল ও রোগিকে বলেছিল যে দু-মাস পরে এসে সে যেন এইচআইভি এর ফলো-আপ ব্লাড টেস্টের জন্য রক্ত দিয়ে যায়। রোগি এরপরে আর কখনও সেখানে যায়নি। কারণ তার আগেই সে মারা গিয়েছিল।"

"ড. গিলেস্পি কখনও পুলিশের সাথে যোগাযোগও করেনি? খুন হয়ে যাওয়ার পরেও?"

"সে জানতোই না, তার রোগি মারা গেছে। কখনও সংবাদের শিরোনামগুলো দেখেনি সে।"

"রেপ কিট সংগ্রহ করেছিল কি সে? বীর্যের?"

"না। রোগি, উহ..." ফ্রস্টের মুখে লজ্জার লালচে আভা ফুটে উঠলো। কিছু কিছু বিষয় ফ্রস্টের মত বিবাহিত পুরুষও আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। "ঐ ঘটনার পরে সে অনেকবার নিজেকে পরিস্কারের কাজ করেছিল।"

"আপনি কি তাকে দোষারোপ করতে পারেন সেজন্যে?" রিজোলি বলল। "শিট, আমার নিজেরই নিজেকে লাইজল দিয়ে পরিস্কার করতে মন চাইছে এই ঘটনা শোনার পর।"

"তিনজন ধর্ষিতা," মারক্যুয়েট বলল। "এটা কিন্তু কোন কাকতালয়ি বিষয় নয়।"

"আপনারা যদি ধর্ষণকারিকে ধরার চেষ্টা করেন," জুকার বলল, "আমার মনে হয় আপনারা আপনাদের খুনিকে পেয়ে যাবেন। নিনা পিটনের ক্ষেত্রে যে ডিএনএটি সংগ্রহ করা হয়েছিল তার অবস্থা কি?"

"সেটা উপযুক্ত জায়গায় রয়েছে," রিজোলি বলল। "ল্যাবের কাছে বীর্যের নমুনাটি প্রায় দু-মাস ধরে রয়েছে, তার সাথে কিছুই করা হয়নি। সুতরাং সেই জায়গায় আগুন জ্বালানোর কাজটি আমার উপরেই ন্যস্ত করুন। খালি আশা করুন আমাদের খুনির সন্ধান যেন কোডিসে থাকে।"

কমবাইন্ড ডিএনএ ইনডেক্স সিস্টেমকে সংক্ষেপে কোডিস বলা হয়ে থাকে, এটা এফবিআই এর ডিএনএ প্রোফাইলের জাতীয় ডাটাবেজ। যদিও সিস্টেমের কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, আধ মিলিয়ন সন্দেহজনক ব্যক্তির জেনেটিক প্রোফাইল এখনও সংযোজন করা হয়নি। সেই কারণে, তাদের চিন্তামত এখান থেকে সন্দেহজনক ব্যক্তির খোঁজটি পাওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা ক্ষীণ বললেও ভুল হবে না, তারপরেও আশা রাখে তারা।

মারক্যুয়েট ড. জুকারের দিকে তাকালো। "আমাদের খুনি তার শিকারকে প্রথমে ধর্ষণ করে। এরপর অনেক সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পরে আবার তার কাছে ফিরে আসে খুন করার জন্য? এটা কি কোন সঠিক যুক্তি হলো?"

"এটা আমাদের কাছে যে যুক্তিপূর্ণ হতে হবে তার তো কোন মানে নেই তাইনা," জুকার বলল। "তার কাছে ব্যাপারটির যুক্তি রয়েছে কিনা সেটাই মূখ্য। ধর্ষণকারির আবার ফিরে এসে দ্বিতীয়বারে তার শিকারকে খুন করে যাওয়ার ঘটনা বিরল কিছুই না। এখানে তার একটা কর্তৃত্ববোধ কাজ করে। একটা সম্পর্ক, তা সেটা প্যাথোলজিক্যালই হোক না কেন, তৈরি হয়ে যায় ধর্ষণকারি এবং ভিক্টিমের মধ্যে।"

রিজোলি ফুঁসিয়ে উঠে বলল। "আপনি এটাকে সম্পর্ক হিসেবে উল্লেখ করেন?"

"ধর্ষণকারি এবং ভিক্টিমের মধ্যে। শুনতে জঘন্য লাগছে, কিন্তু সেটা হয়ে যায়। এটা পরাক্রমশিলতার উপর নির্ভরশিল কিছুটা। প্রথমে সে ভিক্টিমের কাছ থেকে সেটি

BOIGHAR.COM

নিয়ে যায়, তাকে মানুষের থেকে নিম্নপর্যায়ের জীবের অবস্থায় পৌছতে বাধ্য করে। শুধুমাত্র একটি বস্তু হয়ে পড়ে সে তার কাছে। সে জানে সেটা, অতি গুরুত্বের সাথে বলতে চায় তার শিকারটাও একইভাবে অবগত থাকে এই বিষয়ে। এটাই সত্যি সে ভেঙে পড়ে, খেলো হয়ে পড়ে যা ধর্ষণকারিকে আরও বেশি উদ্দীপনা দিয়ে থাকে, যার ফলে আবার সে তার কাছে ফিরে আসতে চায়। প্রথমে অপরাধি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তাকে ধর্ষণ করে। এরপর সে তার কাছে ফিরে আসে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে।"

ক্ষতবিক্ষত নারী, ভাবলো মুর। এটাই শিকার হওয়া প্রত্যেকটি মেয়ের একমাত্র যোগসূত্র। হঠাৎ তার মাথায় এটাও আসলো ক্যাথারিন নিজেও তো এই একই বিষয়ের শিকার।

"কিন্তু সে তো ক্যাথারিন কর্ডেলকে ধর্ষণ করেনি," মুর বলল।

"সে একজন ধর্ষিতা।"

"তার উপরে যে আক্রমণ করেছিল দু-বছর আগে তার মৃত্যু ঘটেছে। তাহলে 'সার্জন' তাকে কিভাবে নিজের শিকার বানাতে পারে? ক্যাথারিন কিভাবেই বা খুনির রাডার স্ক্রিনে ধরা পড়লো? সে কখনও নিজের উপরে হওয়া আক্রমণের বিষয়ে কারও সাথে আলোচনা করেনি।"

"অনলাইনে সে এ ব্যাপারে আলোচনা করতো না? প্রাইভেট চ্যাটরুম..." জুকার কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিলো। "হায় ঈশ্বর। হতে পারে সে তার শিকারকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এভাবেই খুঁজে থাকে?"

"আমরা সেই তত্ত্ব নিয়েও বিশ্লেষণ করে দেখেছি," মুর বলল। "নিনা পিটনের নিজের কোন কম্পিউটার নেই। কর্ডেল কখনও সেই চ্যাটরুমে নিজের আসল পরিচয় দেয়নি। সুতরাং আমাদের কাছে আবারও আগের প্রশ্নটিই ফিরে আসে কেন সার্জনের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এই কর্ডেলই?"

জুকার বলল, "হয়ত সে তার চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সে তাকে বিরক্তি করার বাইরে আর বেশি কিছু ভাবতে পারে না। ঝুঁকি নেয় সে এই কারণেই তাকে নিনা পিটনের ছবি ই-মেইল করতে। সেই ঘটনাই তাকে আশঙ্কায় ফেলে দেয়। সেই ছবিটি পুলিশকে নিনা পিটনের বাড়ির দরজায় পৌছে দেয়। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে অবশেষে, খুনের কাজটা সে সন্তুষ্টিতে শেষও করে যেতে পারেনি সবমিলিয়ে। তার থেকেও খারাপ ঘটনা। সে নিজের ঘটনাগুলোর একজন সাক্ষি দিয়ে গেছে পুলিশকে। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভুল তো এটাই।"

"হয়ত এটা কোন ভুলই ছিল না," রিজোলি বলল। "সে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলো।"

তার কথাগুলো শুনে টেবিলে উপস্থিত সবার অভিব্যক্তিতে একটা সংশয়ি ভাব প্রকাশ পেলো।

"বলবেন তো এই মাথানষ্ট যুক্তির ব্যাখ্যা কি হতে পারে?" বললো সে। "সে যে ছবিটি কর্ডেলকে ই-মেইল করেছিলো সেটা করার কারণ ছিল আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট করা। সেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে সে অপেক্ষা করেছিলো আমাদের জন্য। ততক্ষণ পর্যন্ত সে শিকারের বাড়িতে অবস্থান নেয়ার চিন্তা করেছিলো যতক্ষণ না আমরা সেখানে ফোন দেয়। সে জানতো আমরা রাস্তাতে বেরিয়ে পড়েছি তার খোঁজে। তখনই নিজের অর্ধসমাপ্ত কাজটি করে গলা হাল্কাভাবে কাটার মাধ্যমে কারণ সে চেয়েছিলো আমরা যেন তার এই শিকারকে জীবন্ত অবস্থায় খুঁজে পাই।"

"ওহ্, তাই," ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো ক্রো। "এটা তার পরিকল্পনার একটা অংশ।"

"কি কারণ থাকতে পারে এর পেছনে?" জুকার জানতে চাইলো রিজোলির কাছে।

"কারণটা ছিল তার ঊরুর ডান অংশের লেখাটি। নিনা পিটন খুনির তরফ থেকে কর্ডেলের প্রতি এক ধরণের উৎসর্গীকৃত উপহার ছিল। যে উপহার দেখে ভয়ে শিঁউরে ওঠে সে।"

কিছুসময়ের জন্য চুপচাপ থাকলো তারা সবাই।

"যদি সেটাই হয়, তাহলে পরিকল্পনাটি সফল হয়েছে বলে মনে করছি আমি," বলল মুর। "অনেক বেশি ভীত কর্ডেল।"

জুকার পেছনের দিকে হেলান দিয়ে বসে রিজোলির তত্ত্বটিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে লাগলো। "তাহলে তো সে অনেক ঝুঁকি নিয়েছে বলতে হয়, শুধু একটি মেয়েকে ভয় দেখানোর জন্য। এটা তো মেগালোম্যানিয়ার লক্ষণ। এটার মানে তো সে ধীরে ধীরে নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে চলেছে। এই একই জিনিস জেফ্রি ডাহমার এবং টেড বান্ডির ক্ষেত্রেও ঘটেছিলো। তারা নিজেদের উদ্ভট কল্পনার খেলাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলো। অনেকবেশি উদাসিন হয়ে পড়েছিলো তারা। এরপর থেকেই তারা একে একে ভুলও করতে থাকে।"

জুকার উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে লাগানো চার্টের কাছে পৌছালো। সেখানে তিনজন শিকারের নাম রয়েছে। নিনা পিটনের নামের নিচে সে চতুর্থ নামটিকে লিখলো: ক্যাথারিন কর্ডেল।

"যদিও সে এখনও খুনির শিকারে পরিণত হয়নি। কিন্তু তার কাছে সে পছন্দনিয় বস্তু হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। কিভাবে সে তাকে পছন্দ করেছে?" জুকার ঘরের বাকি সবার দিকে তাকালো। "আপনারা কি তার সহকর্মিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন? তাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে কিছুটা সন্দেহজনক তার কাছে?"

রিজোলি বলল, "আমরা ই.আর-এর ডাক্তার কেনেথ কিম্বালকে এই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি। নিনা পিটনের উপর যে রাতে আক্রমণ হয়েছিলো সে সেই রাতে ডিউটিতে ছিলো। এছাড়া আমরা অনেক পুরুষ সার্জিক্যাল স্টাফ এবং রেসিডেন্টদের

BOIGHAR.COM

বইঘর.কম
সাক্ষাৎকার নিয়েছি।"

"কর্ডেলের পার্টনার ড. ফ্যাল্কোকে আপনার কেমন মানুষ বলে মনে হয়েছে?"

"ড. ফ্যাল্কোকে আমরা এখনও সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দেয়নি।"

ড. জুকারের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এখন কেবলই রিজোলি, জ্বলজ্বলে চোখে সে একভাবে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এই ধরণের অভিব্যক্তিকে হোমিসাইড ইউনিটের পুলিশেরা নাটসো-শ্রিঙ্ক লুক বলে থাকে। "আরও বলুন এই ব্যাপারে," কোমলস্বরে বলল সে।

"ড. ফ্যাল্কো কাগজে কলমে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন একজন মানুষ। এমআইটি থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করেছে সে। হার্ভাড থেকে এম.ডি। পিটার বেন্ট ব্রিগহ্যামে সার্জারি রেসিডেন্সিতে থাকে। তার মা-ই তাকে বড় করে তুলেছে, কলেজ এবং মেড স্কুলে পড়িয়েছে। নিজের এয়ারপ্লেন আছে তার। দেখতে সুদর্শনও। মেল গিবসনের মত নয় যদিও, কিন্তু কিছু মানুষ অপেক্ষা দৃষ্টিকাড়া বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার।"

ড্যারেন ক্রো সজোরে হেসে উঠলো। "হে, রিজোলি তার সন্দেহভাজনকে চেহারা দিয়ে বিচার করছে। এটুকু কাজই নারী পুলিশদের পক্ষে সম্ভব?"

রিজোলি তার দিকে কঠোরভাবে তাকালো। "আমি যা বলতে চাইছি," অবিরতভাবে বলতে থাকলো সে, "এই মানুষটি এমন এক ধরণের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে যার কাছে এমনিতেই ডজন খানেক মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কিন্তু আমি নার্সদের কাছে যা শুনেছি সে অনুসারে তার একমাত্র আগ্রহের নারী কর্ডেল। এটা কোন গোপনীয় বিষয় নয় কারও কাছে যে পিটার তাকে বাইরে নিয়ে যেতেও ইচ্ছে পোষণ করে থাকে। কর্ডেল তার প্রস্তাব বারবার নাকচ করে দেয়। হয়ত সে এই কারণেই কিছুটা ক্ষিপ্ত তার ওপরে।"

"ড. ফ্যাল্কোকে নজরদারিতে রাখুন," জুকার বলল। "কিন্তু আমাদের সন্দেহভাজনের তালিকাটিকেও অচিরেই কিছুটা ছোট করে ফেলতে হবে। ড. কর্ডেল সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কথা বলা যাক। আর কি কারণ থাকতে পারে সার্জনের ক্যাথারিনকে শিকার হিসেবে পছন্দ করার?"

মুরের মাথায় এই প্রশ্নটি ভিন্নভাবে ঘুরতে লাগলও। "কেমন হবে যদি সে নতুন কেউ না হয় শিকারির লক্ষ্যবস্তু হিসেবে? যদি সে আগে থেকেই তার মনোযোগের কেন্দ্রবস্তু হিসেবে থাকে তো? এই প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে জর্জিয়ায় আক্রমণ হওয়া মেয়েদের ঘটনার কোন না কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। একবার এই ঘটনা তো কর্ডেলের সাথে প্রায় ঘটেই গিয়েছিল। আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত এই ব্যাখ্যাটি নেই, সে অ্যান্ড্রু ক্যাপরাকেই অনুকরণ করছে কেন। আমাদের কাছে এটার ব্যাখ্যাও নেই, কেন এই খুনি ক্যাপরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া একমাত্র শিকারকেই বেছে নিয়েছে নিজের কেন্দ্রবস্তু হিসেবে।" তালিকাটির দিকে তাকালো সে। "অন্যান্য মেয়েরা, যেমন

স্টার্লিং, অর্টিজ, পিটন যদি শুধুমাত্র কারও শূন্যস্থানপূরণকারি হয়ে থাকে? তার প্রাথমিক শিকারের কেবল প্রতিনিধিস্বরূপ?"

"আপনি কি প্রতিশোধমূলক কোন লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কিত তত্ত্বের কথা বলছেন নাকি?" জানতে চাইলো জুকার। "আপনি সে মেয়েটিকে মারতে পারেন না যাকে আপনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন, এর কারণ পরাক্রমশিলতা। আপনাকে আতঙ্কে ফেলে এই বিষয়টি। তাই আপনি তার পরিবর্তে সেই মেয়েটির অনুরূপ কাউকে খুঁজে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন।"

ফ্রস্ট বলল, "আপনি বলতে চাইছেন তার আসল লক্ষ্যবস্তু সবসময় কর্ডেলই ছিল? কিন্তু সে তাকে ভয় পায়?"

"এই একই কারণে এডমন্ড কেম্পার ততদিন পর্যন্ত তার মাকে খুন করতে পারেনি যতদিন না তার এই উন্মত্ততা বন্ধ হয়েছিল," বলল জুকার। "সে তার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল অনেক আগে থেকেই, যে মহিলাকে সে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করত। সে তার প্রতি নিজের ক্ষোভ প্রকাশের বদলে অন্য শিকার বেছে নিত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। প্রত্যেক খুনের মধ্যে সে নিজের মাকে প্রতীকিভাবে বিনষ্ট করে ফেলতে চাইত। প্রথমদিকে সে তার উপর কখনও এরকম আচরণ জাহির করার সুযোগ পায়নি কারণ তার মায়ের একটা কর্তৃত্ববোধ ছিল তার প্রতি। কিছু কিছু পর্যায়ে, সে তার মাকে প্রচণ্ডভাবে ভয় পেত। কিন্তু প্রত্যেক খুনের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করতে থাকে সে। পরাক্রম লাভ করে। সবশেষে, নিজের লক্ষ্যে পৌছায়। নিজের মায়ের মাথার খুলি ভেঙে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিলো সে, কেটে টুকরো টুকরো করেছিল তাকে, এমনকি ধর্ষণও করেছিলো। অপমানের শেষাংশ হিসেবে সে তার ল্যারিংক্স কেটে আবর্জনার সাথে ফেলে দিয়েছিলো। ক্রোধের লক্ষ্যবস্তুকে এভাবেই মেরে ফেলেছিলো সে। এরপর তার উন্মত্ততা বন্ধ হয়ে যায়, আর এডমন্ড কেম্পার স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে।"

ব্যারি ফ্রস্ট, যে সাধারণত কোন ক্রাইম-সিনে প্রথম পুলিশ হিসেবে আগে পৌছে থাকে, কেম্পারের পরিণতির কথা শুনে হঠাৎ অসুস্থবোধ করলো। "তাহলে এই প্রথম তিন আক্রমণ শুধুমাত্র আসল খেলা শুরুর আগে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচমাত্র?"

মাথা নাড়ালো জুকার। "হ্যা, ক্যাথারিন কর্ডেলের হত্যার খেলা।"

*

মুর খুব কষ্ট পেলো হাসিমাখা মুখের ক্যাথারিনকে দেখে যখন সে ক্লিনিকের ওয়েটিং রুমে তাকে সম্ভাষণ জানালো কারণ সে জানে যে প্রশ্নগুলো আজকে সে করতে চলেছে সেগুলো এই স্বাগতম সম্ভাষণকে ফিকে করে ফেলবে মুহূর্তেই। এখন তার দিকে তাকিয়ে, সে একজন শিক'রকে নয় বরং উষ্ণ হৃদয়ের সুন্দর নারীকে দেখতে পাচ্ছে

সে, যে তার সাথে বিনা চিন্তায় করমর্দন করে ছেড়ে দিলো হাতখানি।

“আমার মনে হয় আমি সুবিধাজনক সময়েই এসেছি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে,” বলল সে।

“আমি আপনার জন্য সময় বের করে নেবো।” তারপর আবারও সেই মনোমুগ্ধকর হাসি দেখা গেলো তার মুখে। “আপনি কি কফি খাবেন?”

“না, ধন্যবাদ। ঠিক আছে।”

“তাহলে আসুন আমার অফিসে বসা যাক।”

নিজের ডেস্কের বিপরীত পাশে বসে আশা করলো মুরের কাছ থেকে কোন ধরণের খবর শোনার। এই কয়দিনের মধ্যে সে এই মানুষটিকে বিশ্বাস করতে পেরেছে, তার চাহনি মুরের প্রতি সংশয়হীন। মুর তার বন্ধু হিসেবে আস্থার জায়গাটি ধরে রেখেছে, হয়ত মুহূর্তের মধ্যে সে সেটিকে ভাঙতেও চলেছে।

“এটা সবার কাছে এখন পরিস্কার,” বলল সে, “সার্জনের মূল লক্ষ্য আপনি।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো ক্যাথারিন।

“আমাদের যে বিষয়টি ভাবাচ্ছে সেটি হচ্ছে ‘কেন।’ কেন সে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার মেথড অনুসরণ করছে? কেন আপনিই তার মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে আছেন? আপনি কি প্রশ্নগুলোর উত্তর জানেন? ’

তার চোখেমুখে হতভম্ব হয়ে যাওয়ার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। “আমার কোন ধারণাই নেই।”

“আমাদের মনে হয় ধারণাটা আপনার কাছেই রয়েছে।”

“আমি কিভাবে বলতে পারি, তার চিন্তার ধরণ কেমন?”

“ক্যাথারিন, বোস্টনের যেকোন মেয়েকে সে লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারতো। সে এমন একজনকে বেছে নিতে পারতো যে মানসিকভাবে ধারণা করতে পারবে না, কারও শিকারের বস্তু হিসেবে গণ্য হতে চলেছে সে। এটা তার কাজের ক্ষেত্রে কিছুটা যুক্তিও দাঁড় করায়–সহজলভ্য শিকারের সন্ধানে নেমে পড়া। আপনি তার কঠিন শিকারের অংশ কারণ তার আক্রমণের বিরুদ্ধে আপনি আগে থেকেই প্রস্তুত আছেন। সে তার শিকারের কাজটি আরও বেশি কঠিন করে ফেলেছে আপনাকে সতর্কবার্তা দিয়ে। ক্রমাগত বিরক্ত করে। কেন?”

তার মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ আগেকার কোমলভাব ম্লান হয়ে গেল। হঠাৎ কাঁধ সংকুচিত হয়ে এসে মুষ্টিবদ্ধ হাত সজোরে ডেস্কের উপর চাপড় মারলো সে। “আমি আপনাকে সেই কখন থেকে বলছি, আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি না।”

“আপনি একমাত্র সংযোগসূত্র অ্যান্ড্রু ক্যাপরা এবং সার্জনের মধ্যে,” বলল মুর। “আসল শিকার। যেন ক্যাপরা এখনও বেঁচে রয়েছে, সেখান থেকেই খেলাটা শুরু করেছে আগেরবার ঠিক যেখানে শেষ ইতি টেনেছিল। সে খেলাটি আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, ক্যাথারিন–যে কিনা তার শেষ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা

পেয়েছে।"

ক্যাথারিন নিজের ডেস্কের নিপুণভাবে ইন অ্যান্ড আউট বক্সে রাখা ফাইলের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল। মেডিকেল নোটের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন, গোছানোভাবে সে কিছু একটা লিখে রেখেছে। স্থিরভাবে বসে থাকলেও তার হাতের মুঠো অস্থিরতায় নড়াচড়া করছে।

"আপনি আমাকে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার সম্পর্কে কোন বিষয়টি এখনও বলেননি ক্যাথারিন," নরমস্বরে জানতে চাইল সে।

"আমি আপনার কাছে কিছুই লুকাইনি।"

"যে রাতে সে আপনার উপরে আক্রমণ করেছিল, সে-রাতে ঠিক কি কারণে আপনার কাছে এসেছিল?"

"এটা কিভাবে সম্পর্কিত এই কেসের সাথে?"

"আপনি একমাত্র শিকার ছিলেন যাকে ক্যাপরা ব্যক্তিগতভাবে চিনতো। তার অন্যান্য শিকারগুলো অচেনা ছিল তার কাছে, তাদেরকে সে বার থেকে নিয়ে যেতো। কিন্তু আপনি আলাদা ছিলেন। সে আপনাকে পছন্দ করেছিল শিকার হিসেবে।"

"সে–সে আমার উপরে ক্ষুব্ধ ছিল বোধহয়।"

"কাজ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সে আপনার কাছে এসেছিলো, তাই না? একটি ভুল করেছিলো সে। ডিটেক্টিভ সিঙ্গারকে আপনি এই কথাটা বলেছিলেন।"

মাথা নাড়ালো সে। "এটা একটা সামান্যতম ভুলের থেকে অনেক বেশি বড় ছিলো। অনেক গুরুতর সমস্যা বললেও কম বলা হবে। মেডিকেল ত্রুটি বলা যায় যাকে। সে অস্বাভাবিকভাবে একটা ব্লাড টেস্টের ফলো-আপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিলো। এটা একটা উদাসিনতার অংশ। আমি সেদিন সকালবেলায় এই কারণে তাকে অনেক বকাঝকা করেছিলাম।"

"কি বলেছিলেন তাকে?"

"আমি বলেছিলাম তাকে, সে যেন অন্য কোন বিষয় খুঁজে নেয়। কারণ আমি তার সেকেন্ড ইয়ার রেসিডেন্সির কোন সুপারিশ করবো না।"

"সে কি আপনাকে হুমকি দিয়েছিলো? রাগ দেখিয়েছিলো?"

"না। এটাই সবথেকে অদ্ভুত লেগেছিলো আমার কাছে। সে মেনে নিয়েছিলো এটা...হেসেছিলো আমার দিকে তাকিয়ে।"

"হেসেছিলো?"

মাথা নাড়ালো সে। "যেন এটা তার ক্ষেত্রে বড় কোন ব্যাপারই নয়।"

ঘটনাটি চিত্রায়ন করতে গেলে মুরের দেহে একটা অজানা শিহরণ এসে হানা দিলো। সে তখনও হয়ত বুঝতে পারেনি, ক্যাপরা নিজেকে তার রাগ-হাসির মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো।

"রাতের দিকে, আপনার বাড়িতে আসার পরে," মুর জানতে চাইলো, "যখন সে

BOIGHAR.COM

আপনাকে আক্রমণ করেছিলো–"

"আমি এরইমধ্যে সবকিছু অনেকবার বলে ফেলেছি। আমার জবানবন্দিতেও রয়েছে বিষয়গুলো। সবকিছু একদম ডিটেইলে..."

কিছু সময়ের জন্য চুপচাপ থাকলো মুর। অনিচ্ছুকভাবে আবারও জিজ্ঞেস করলো সে। "কিছু বিষয় আছে যা আপনি সিঙ্গারকে বলেননি। ওগুলো আপনি বাদ দিয়েছিলেন।"

এবার রেগেমেগে মুরের দিকে তাকালো সে। তার গালদুটো লাল হয়ে উঠলো। "আমি না বলার মত কিছুই বাদ দেইনি!"

তাকে বারবার একই প্রশ্ন করতে বিরক্ত লাগছে মুরের, কিন্তু তার কাছে এছাড়া আর কোন বিকল্পও নেই। "আমি অ্যান্ড্রু ক্যাপরার অটোপসি রিপোর্ট দেখেছি," বলল সে। "সাভানা পুলিশকে আপনার দেয়া তথ্যমতে সেখানকার কিছু জিনিসে মিল পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আমি ডিটেক্টিভ সিঙ্গারকে যা যা ঘটেছিল ঠিক তাই বলেছিলাম।"

"আপনার দেয়া জবানবন্দি অনুসারে, আপনি বিপর্যস্ত অবস্থায় বিছানার এক দিকে পড়ে গিয়েছিলেন। বিছানার নিচ থেকে দেরি না করেই আপনি বন্দুকটা বের করে আনেন। সেই অবস্থান থেকে ক্যাপরাকে লক্ষ্য করে গুলি করেন।"

"হুম। একদম সত্যি।"

"কিন্তু অটোপসি রিপোর্ট বলছে, গুলিটা তার পেটের মধ্যে দিয়ে সোজা উঠে থোরাসিক স্পাইনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। এরফলে সে অসাড় হয়ে গেছিলো। এই অংশটা আপনার দেয়া জবানবন্দির সাথে মিলে যায়।"

"তাহলে কেন আপনি বলছেন, আমি মিথ্যা কথা বলছি?"

আবারও মুর কিছুটা বিরতি নিয়ে তার অস্বস্তিভাবটা কাটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। বারবার ক্যাথারিনকে আঘাত করছে আজ। "দ্বিতীয় গুলিটা নিয়ে সমস্যা রয়েছে," বলল সে। "এই গুলিটা অনেক কাছ থেকে করা হয়েছিলো, তার বাম চোখ বরাবর। কিন্তু আপনি তো মেঝেতে শুয়ে ছিলেন সেই সময়।"

"সে হয়ত সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিলো, হয়ত তখনই আমি গুলিটা করেছিলাম–"

"হতে পারে বলতে কি বোঝাচ্ছেন?"

"ঠিক বলতে পারবো না। এসব ঘটনা পরিস্কারভাবে মনে করতে পারি না আমি।"

"আপনার দ্বিতীয় গুলিটা করার কথা মনে পড়ছে না?"

"না। হ্যা..."

"সত্যি কোনটা, ক্যাথারিন?" ঠাণ্ডাস্বরে জিজ্ঞেস করলো।

দাঁড়িয়ে পড়লো সে হঠাৎ করে। "আমাকে এভাবে প্রশ্ন করতে পারেন না

আপনি। আমি ঘটনার শিকার ছিলাম।"

"আমি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই, আর সে-কারণে সত্যটা আমার জানা খুবই প্রয়োজন।"

"আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলেছি! আমার মনে হয় এখন আপনার এখানে থেকে চলে যাওয়া উচিত।" দরজার কাছে গিয়ে কপাট খুলে হাঁফ ফেললো সে।

পিটার ফ্যাঙ্কো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে, দরজায় কেবল নক করতে যাবে এমনভাবে।

"তুমি ঠিক আছো, ক্যাথারিন?" জিজ্ঞেস করলো পিটার।

"হ্যা, ঠিক আছে সবকিছু," রাগতস্বরে বলল সে।

মুরের দিকে তাকালে পিটারের দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে এলো। "এসব কী হচ্ছে, বারবার এখানে পুলিশ আসছে কেন?

"আমি শুধু ড. কর্ডেলকে কিছু প্রশ্ন করতে এসেছিলাম, এর বেশি কিছু না।"

"হলওয়ে থেকে কথাবার্তার ধরণ শুনে তো তা মনে হলো না।" পিটার ক্যাথারিনের দিকে তাকাল। "তুমি কি চাও এই লোকটিকে আমি এখান থেকে বের করে দেই?"

"আমি নিজে বিষয়টি সামলে নিচ্ছি।"

"এটা বাধ্যতামূলক বিষয় নয় যে, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে।"

"আমি বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত, ধন্যবাদ তোমাকে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু যদি আমার প্রয়োজন পড়ে তোমার, আমি বাইরেই আছি।" পিটার শেষবারের মত মুরের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে নিজের অফিসে ঢুকে পড়লো। হলওয়ের অপরপ্রান্তে হেলেন আর বিলিং ক্লার্ক অবাকদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বিক্ষুব্ধ হয়ে আবারো দরজা বন্ধ করে দিলো সে। কিছু সময়ের জন্য মুরের দিকে পেছন ঘুরে দাঁড়িয়ে রইলো। এরপর মেরুদণ্ড সোজা করে ঘুরে দাঁড়ালো তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। সে তাকে এখনই উত্তর দিক, আর পরেই দিক, প্রশ্নটা সে করবেই।

"আমি সত্যি আপনার কাছ থেকে কিছুই লুকাইনি," বলল ক্যাথারিন। "যদি আমি আপনাকে সেই রাতের ব্যাপারে কিছু জিনিস বলতে না পারি তার কারণ একটাই–আমি সবকিছু মনে করতে পারি না।"

"সুতরাং সাভানা পুলিশকে দেয়া আপনার জবানবন্দি পুরোপুরি সত্য নয়?"

"আমি যখন জবানবন্দি দিয়েছিলাম তখনও হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। ডিটেক্টিভ সিঙ্গার আমার সাথে সেই অবস্থাতেই কথা বলেছিলেন, কিছু খেই হারানো কথা সে আমাকে ধরিয়ে দিতে সাহায্যও করেছিলেন। আমি তাকে সেগুলোই বলেছিলাম সেই মুহূর্তে আমার কাছে যা সঠিক বলে মনে হয়েছিল।"

"এখন আপনি বিষয়গুলো সম্পর্কে অতোটা নিশ্চিত নন, তাই তো?"

মাথা নাড়ালো সে। "আমার পক্ষে খুব কঠিন মনে করার বিষয়টা, কোন স্মৃতিগুলো সত্য ছিল। অনেক কিছুই আমি মনে করতে পারি না ক্যাপরার দেয়া ড্রাগের কারণে। রোহিপনোল। এখনও মাঝে মাঝে কিছু জিনিস আমার মাথায় ঘুরে ঘুরে ফিরে আসার চেষ্টা করে। তার মধ্যে বাস্তব কিছু থাকতে পারে, আবার কিছু নাও থাকতে পারে।"

"আপনার এখনও স্মৃতিগুলো মাথায় আসে?"

"গতরাতে যেমন একটা এসেছিল। এ মাসে এটাই প্রথম। আমি মনে করেছিলাম বিষয়গুলো আমার মাথা থেকে পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে সেগুলো।" জানালার ধারে এগিয়ে গিয়ে বাইরে একভাবে তাকিয়ে রইলো সে। কংক্রিটের টাওয়ারের ছায়া পড়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার অফিস হাসপাতালের দিকে মুখ করে রয়েছে, এখান থেকে সারি সারি জানালা দেখতে পাওয়া যায় রোগিদের ওয়ার্ডের। অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রি মানুষের নিজস্ব দুনিয়ার এক ঝলক দেখতে পায় ক্যাথারিন এখান থেকে।

"দুটো বছর জীবনের অনেক সময়," বলল ক্যাথারিন। "কোন কিছু ভুলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, দুই বছরে অনেক স্মৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। কিছুই না এটুকু সময়। সেই রাতের পরে আমি আমার নিজের বাড়িতে আর কখনও ফিরে যেতে পারিনি। আমি সেই জায়গাতেও ফিরতে পারিনি যেখানে ঘটনাটি আমার সাথে ঘটেছিল। আমার বাবা আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নতুন এক জায়গায় রাখতে এসেছিলেন। সেখানে ছিলাম আমি, চিফ রেসিডেন্টে, যেখানে রক্ত এবং অন্ত্রের মধ্যে থাকাটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র হলওয়ে দিয়ে বেরিয়ে আমার পুরনো বেডরুমের দরজা খুলতে গেলেই নেয়েঘেমে অস্থির হয়ে পড়তাম আমি। আমার বাবা বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করতো কিন্তু সে বয়স্ক মিলিটারি মানুষ ছিল। কখনও দুর্বলতা মেনে নিতে পারতো না। বিষয়টিকে দেখতো সে যুদ্ধে জখমি হওয়া ঘটনার মত, যা সময়ে সেরে যাবে, জীবনের পথে আবারও নতুনভাবে অগ্রসর হবে। সে আমাকে বলতো সবকিছু ভুলে তাড়াতাড়ি ঘটনাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে।" মাথা নাড়িয়ে সজোরে হাসতে লাগলো সে। "বেরিয়ে এসো ক্যাথারিন এসব থেকে। শুনে মনে হচ্ছে না ব্যাপারগুলো কত সহজ। তার কোন ধারণাই ছিলো না আমার পক্ষে প্রতিদিন সকালে বাইরে বেরোনোর মত ছোট্ট কাজটাও কতটা কঠিন হয়ে পড়েছিলো। আমার গাড়ির কাছে পৌছানো। মুক্ত অবস্থায় বের হওয়া। কিছুদিন পরে, আমি তার সাথে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম কারণ আমি জানতাম সে আমার দুর্বল অবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করে। আমি তাকে মাসেও আর ফোন করিনি...

"আমার অবশেষে দু-বছর সময় লেগেছে ভয়ের পৃথিবীটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে। স্বাভাবিকভাবে বাঁচার প্রক্রিয়াতে ফিরে আসতে, যেখানে মনে হয়নি কেউ

হয়ত আবার অন্ধকার থেকে এসে আমাকে আক্রমণ করতে পারে। আমি আবারও আমার জীবন ফিরে পেয়েছিলাম।" চোখ দুটোতে হাত রাখলো সে যেন নিজের চাপা কান্নাগুলোকে ঢাকার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ শোনালো তার। "এখন আবারও আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি..."

না কাঁদার চেষ্টা করলেও থেমে থেমে কেঁপে উঠছে সে, নিজেকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হাত আঁচড়াচ্ছে। মুর চেয়ার থেকে উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবছে এখন যদি সে তাকে একটু সান্ত্বনা দেয়ার জন্য স্পর্শ করে তাহলে কি সেটা স্বাভাবিক হবে। সে কি তাকে দূরে সরিয়ে দেবে? আবারও একজন পুরুষালী হাতের স্পর্শ কি তাকে আতঙ্কিত করবে? অসহায়দৃষ্টিতে ক্যাথারিনের দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখতে লাগলো, চিন্তা করলো এই মুহূর্তে কেঁদে নিজেকে হাল্কা করে ফেলা উচিত।

ভদ্রভাবে সে ক্যাথারিনের কাঁধে হাত রাখলো। আঁতকে উঠলো না সে বা তাকে সরিয়েও দিলো না। নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলো সে তাকে, হাতদুটো দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলো মুর। তার কষ্টের গভিরতা অনুভব করে ধাক্কা খেলো হঠাৎ। বুঝতে পারলো সে ক্যাথারিনের সারা শরীর কাঁপছে, ঝুলন্ত কোন সেতুর উপরে ঝড়ের আঘাত হানার মত। যদিও সে কোন টু-শব্দ করলো না, তার শ্বাসে কম্পমান ভাব টের পেলো সে, চাপা কান্নার গোঙানি। তার চুলে নিজের ঠোঁটের পরশ বোলাল মুর। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না সে আজকে; তার প্রয়োজন মুরের গভিরে গিয়ে নাড়া দিলো যেন। ক্যাথারিনের মুখটি দু-হাত দিয়ে ধরে তার কপালে আর ভ্রুতে চুমু খেলো।

তার বাহুডোরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ক্যাথারিন। মুর ভাবলো : আমি আমার সীমা আজকে লঙ্ঘন করে ফেলেছি। এই ভেবে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলো তাকে। "দুঃখিত," বলল সে। "আমার এগুলো করা উচিত হয়নি।"

"না। আসলেই উচিত হয়নি।"

"আপনি কি ভুলে যেতে পারবেন এটা?"

"আপনি ভুলতে পারবেন?" কোমলস্বরে জানতে চাইল ক্যাথারিন।

"হ্যা।" সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। আবারও বলল, দৃঢ়ভাবে, যেন নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। "হ্যা, পারবো।"

মুর নিজের হাতের দিকে তাকালো, কিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে বুঝতে পারলো। বিয়ের আঙটিটার দিকে। "আপনার স্ত্রীর জন্য হলেও আপনার সেটা ভুলে যাওয়া উচিত," বলল সে। তার মন্তব্য শুনে মুরের নিজেকে অনেক বেশি দোষি বলে মনে হলো।

আঙটিটার দিকে তাকিয়েই রইলো সে, একটি সাধারণ সোনার আঙটি যা সে অনেককাল আগে পরেছিল, তার মাংসের মধ্যে গেঁথে গেছে এতকাল পরে। "তার

BOIGHAR.COM

নাম ছিলো মেরি," বলল সে। সে জানে ক্যাথারিন তার সম্পর্কে কি ধারণা করেছে : সে তার স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তাই সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো, তার চোখে নিজেকে মুক্ত করার শেষ চেষ্টা।

"দু-বছর আগের ঘটনা। তার ব্রেনে একটা হেমোরেজ ধরা পড়েছিল। যদিও সঙ্গে সঙ্গে সেটি তার মৃত্যু ডেকে আনেনি। ছয় মাসব্যাপি, আমি আশা করেছিলাম, অপেক্ষা করেছিলাম সে জেগে উঠবে..." মাথা নাড়ালো সে। "ক্রনিক ভেজিটেটিভ স্টেট বলেছিলো ডাক্তারেরা। ঈশ্বর, আমি ঘৃণা করি সেই শব্দটিকে, ভেজিটেটিভ। যেন সে কোন অথর্ব গুল্ম অথবা স্থবির বৃক্ষের ন্যায় কিছু। সে যেরকম মানুষ ছিলো তার প্রকৃতির প্রতি সেটা যেন একটা ইয়ার্কি ছিল। যখন সে মারা যায়, আমি চিনতে পারিনি তাকে। আমি আমার আগের মেরিকে আর পাইনি সেই মানুষের মধ্যে।"

ক্যাথারিনের স্পর্শ তার সম্বিত ফিরিয়ে আনলো স্মৃতির পৃথিবী থেকে, আঁতকে উঠল না সে-ও। জানালা দিয়ে আসা ধূসর আলোতে তারা একে অপরের দিকে গভিরভাবে তাকিয়ে রইলো দীর্ঘক্ষণ, ভাবলো মুর : কোন চুম্বন, কোন আলিঙ্গন হয়ত দুটো মানুষকে এত কাছে আনতে পারে না এখন তারা যে পর্যায়ে রয়েছে। দুটো মানুষ একে অপরের সাথে সব থেকে অন্তরঙ্গভাবে যে বন্ধনটিতে আবদ্ধ হয় তা ভালোবাসা বা কামনা নয় বরং সুতীব্র কষ্ট।

ইন্টারকমের শব্দে তাদের দু-জনের মধ্যে স্তব্ধভাবটা যেন হঠাৎ করেই কেটে গেলো। চোখের পলক ফেলে ক্যাথারিন মনে করার চেষ্টা করলো এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে। নিজের ডেস্কের কাছে ফিরে ইন্টারকমের বোতাম চেপে ধরলো।

"হ্যা?"

"ড. কর্ডেল, এসআইসিইউ এখনই ফোন করেছিল আমাদের। তারা আপনার জন্য উপরতলায় স্ট্যাটে অপেক্ষা করে রয়েছে।"

মুর দেখলো, ক্যাথারিনের দৃষ্টিকোণে, উভয়ের মাথায় একই চিন্তা হঠাৎ খেলা করে গেলো : নিনা পিটনের সাথে কিছু হয়নি তো।

"এটা কি বেড টুয়েলভ সংক্রান্ত?" ক্যাথারিন জানতে চাইলো।

"হ্যা। রোগি জ্ঞান ফিরে পেয়েছে কিছুক্ষণ আগে।"

অধ্যায় ১১

নিনা পিটনের চোখে ভীতসন্ত্রস্ত এবং ক্ষিপ্তভাব পরিস্কার ফুটে উঠেছে। কব্জি এবং গোড়ালির চারিদিকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে বেডরেলের সাথে, এই কারণে হাতের টেন্ডনগুলো ভেসে উঠলো চামড়া ভেদ করে, কারণ সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় ব্যস্ত এখন।

"পাঁচ মিনিট আগেই সে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে," এসআইসিইউ নার্স স্টিফানি জানালো তাকে। "প্রথমে আমি খেয়াল করলাম তার হৃদস্পন্দন আস্তে আস্তে বাড়ছে, তারপর দেখলাম চোখ খুলছে। আমি তাকে শান্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে তার হাতের বাঁধনগুলো খোলার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে।"

ক্যাথারিন কার্ডিয়াক মনিটরের দিকে তাকিয়ে মেয়েটির হৃদস্পন্দন আগের তুলনায় ভালো অবস্থায় পেল কিন্তু এখনও সেটি অ্যারিদামিয়াস পর্যায়ে পৌছায়নি। নিনার শ্বাসকার্যও যথেষ্ট দ্রুতগতিতে চলছে, মাঝে মাঝে এই কারণে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব থেকে শ্বাসের সাথে কফও বের হয়ে আসছে শব্দের বেগের সাথে।

"ইটি টিউব," ক্যাথারিন বলল। "যা তার ভয়ের অন্যতম কারণ।"

"আমি কি তাকে কিছু পরিমাণ ভ্যালিয়াম দেব?"

মুর দরজার কাছ থেকে বলল, "আমরা তাকে সজ্ঞানে চাই। যদি তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, আমরা কোন উত্তর পাব না তার কাছ থেকে।"

"সে এমনিতেও আপনার সাথে এরকম অবস্থায় কথা বলতে পারবে না। কণ্ঠনালিতে ইটি টিউব থাকা অবস্থায়।" ক্যাথারিন স্টিফানির দিকে তাকালো। "সর্বশেষ ব্লাড গ্যাসের অবস্থা কি? আমরা কি এক্সটিউবেটের কাজটি করতে পারি?"

স্টিফানি ক্লিপবোর্ডে রাখা কাগজগুলো উল্টে বলল। "বর্ডারলাইনে রয়েছে এগুলো। পিও২ পঁয়ষট্টি, পিসিও২ বত্রিশ। এটা সেই অবস্থায় যখন টি-টিউবে চল্লিশ শতাংশ অক্সিজেন ছিল।"

ভ্রুকুটি করলো ক্যাথারিন, এর মধ্যে কোন বিষয় মনমতো অবস্থায় পেল না সে। নিনাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে চায় সে, পুলিশ তার সাথে যেন কথা বলতে পারে সেই অবস্থায় দেখতে চায়, কিন্তু এর সাথে তার মাথায় আরও কিছু দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করেছে। কণ্ঠনালিতে বসানো টিউবের কারণে যে কারও মধ্যেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। নিনা এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে যে তার বেঁধে রাখা কব্জি এরইমধ্যে ছিঁড়ে ফেলেছে সে নিজের অজান্তেই। কিন্তু একইসাথে টিউব খুলে নিলেও ঝুঁকির মুখে পড়বে। সার্জারির পরে তার ফুসফুসে যথেষ্ট তরলজাতীয় পদার্থ জমা হয়েছিল, যদিও সে চল্লিশ শতাংশ অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারছে-যা এই ঘরের বাতাসের অক্সিজেনের প্রায় দ্বিগুণ-তার রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা সবেমাত্র পর্যাপ্ত হয়েছে।

BOIGHAR.COM

সবমিলিয়ে ক্যাথারিন টিউবটা বের করে ফেলতে চাইছে। কিন্তু যদি তারা টিউবটি বের করে আনে, নিরাপদ অবস্থাসীমাও পার করে ফেলবে। আবার যদি তারা সেটিকে তার কণ্ঠের মধ্যে রেখে দেয় আগের অবস্থানে, রোগি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ঝাঁকুনি দেবে বারবার। যদি তাকে অচেতন করার ব্যবস্থা করে তারা, মুরের প্রশ্নগুলো নিরুত্তরই রয়ে যাবে।

ক্যাথারিন অবশেষে স্টিফানির দিকে তাকালো। "আমি এক্সটিউবেট করতে চলেছি।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"যদি কোন সমস্যা হয় এরপর, আমি আবার টিউবটি লাগিয়ে দেবো।" স্টিফানির চোখে সে যেন দেখতে পেলো, কোন কিছু বলা যতটা সহজ কাজ করাটা তার থেকে অনেকটাই কঠিন। কিছুদিন একটি টিউবকে কোন জায়গায় প্রবেশ করানো থাকলে, তার আশেপাশের ল্যারিঞ্জিয়াল টিস্যুগুলো কখনও কখনও স্ফীত হয়ে উঠে, আবার টিউবটি লাগানো অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে তখন। একমাত্র বিকল্প রাস্তা হিসেবে তখন এমার্জেন্সি ট্রাকিওটমি করতে হয়।

ক্যাথারিন তার রোগির মাথার কাছে এসে মুখটিকে আলতোভাবে দু-হাত দিয়ে ধরলো। "নিনা, আমি ড. কর্ডেল। আমি তোমার কণ্ঠের এই টিউবটি এখন বের করে নেবো। তুমি তো এটাই চাও, তাই না?"

রোগি মাথা নেড়ে সায় দিলো, যেন মরিয়া হয়ে গেছে টিউবটি থেকে মুক্তি লাভের আশায়।

"একেবারে স্থির হয়ে থাকবে, ঠিক আছে? যেন তোমার ভোকাল কর্ডে কোন আঘাত না লাগে।" ক্যাথারিন তাকালো অন্য দিকে। "মাস্ক তৈরি রয়েছে?"

স্টিফানি প্লাস্টিক অক্সিজেন মাস্ক নিয়ে প্রস্তুত থাকলো।

ক্যাথারিন নিনার কাঁধ আলতো করে চেপে ধরলো আশ্বস্ত করার জন্য।টিউবকে ঠিক জায়গায় রাখার প্রয়োজনে ব্যবহৃত টেপটি ছিঁড়ে ফেলে বেলুনের মত দেখতে ইনফ্লেটর কাফ থেকে বাতাস বের করে দিলো। "গভিরভাবে শ্বাস নিয়ে প্রশ্বাস ফেলার চেষ্টা করো তো," বলল ক্যাথারিন। দেখতে পেল বুকের অংশ প্রসারিত হচ্ছে যখন নিনা শ্বসনকার্যের চেষ্টা করলো। টিউবটি আলগা করে দিলো সে।

নিনা যখন কাশলো এবং হাঁচি ফেলতে শুরু করলো আশেপাশের জায়গায় মিউকাস ছড়িয়ে পড়লো। ক্যাথারিন নিজের চুল বাঁচানোর চেষ্টা করলো, বিড়বিড় করলো যখন স্টিফানি তার মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগাচ্ছে।

"এই তো ঠিকঠাক আছে সবকিছু," ক্যাথারিন বলল তাকে।

কিন্তু কার্ডিয়াক মনিটরের রেখাটি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেল হঠাৎ। নিনার ভীত চোখ ক্যাথারিনের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইলো যেন সে-ই তার জীবনের চাবিকাঠি, নব্য লাভ করা জীবন আর কোনভাবেই হারাতে চায় না। রোগির দিকে

তাকিয়ে, ক্যাথারিনের নিজের পরিচিত তিক্ত অভিজ্ঞতা মনে পড়লো। দু-বছর আগের আমি ঠিক একই অবস্থায়। সাভানা হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পেয়েছি। এক দুঃস্বপ্ন থেকে বের হয়ে আর এক দুঃস্বপ্নের পথে এগোচ্ছি...

নিনার কব্জি এবং গোড়ালি আটকে রাখা স্ট্র্যাপের দিকে তাকালে মনে পড়লো তার ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতার কথা, বাঁধা অবস্থায় এভাবে থাকতে ঠিক কি রকম লাগে। অ্যান্ড্রু ক্যাপরা তাকে যেভাবে বেঁধে রেখেছিল।

"বাঁধনগুলো খুলে ফেলো," বলল সে।

"কিন্তু সে যদি ভয় পেয়ে নিজের সীমা ছাড়িয়ে ফেলে ক্ষতি তো তারই হবে।"

"আমি বলছি খুলে ফেলো সেগুলো।"

ক্যাথারিনের ধমক শুনে স্টিফানি ভয় পেলো। কোন কথা না বলে সে রোগির হাত এবং পায়ের স্ট্র্যাপগুলো খুলে ফেললো। সে বুঝবে না এসব বিষয়; কেউই বুঝবে না, কিন্তু ক্যাথারিন বুঝছে বিষয়টা ভালোভাবেই কারণ সাভানার সেই ঘটনার দুই বছর পার হয়ে গেলেও আজও শক্ত কাফের স্লিভ পরার সাহস পায় না সে। যখন শেষ বাঁধনটি থেকে সে মুক্ত হয়ে পড়লো, নিনা কিছু বলতে চাইলো যেন নীরবে।

ধন্যবাদ আপনাকে।

আস্তে আস্তে ইকেজির স্পন্দনও ধীরগতিতে চলতে লাগলো। হৃদপিণ্ডের স্থিরাবস্থায় ভ্রূক্ষেপ না করে মেয়ে দু-জন একে অপরের দিকে তাকালো। যদি ক্যাথারিন নিজের একটা অংশ নিনার অভ্যন্তরে খুঁজে পায়, নিনাও নিজের কিছু অংশ ক্যাথারিনের মধ্যে পাবেই পাবে। এক ভয়াবহ ঘটনার শিকারস্বরূপ বোনের সম্পর্ক বিরাজ করছে যেন তাদের মাঝে।

আমাদের মত হয়ত অনেকেই আছে যাদের কেউ কোনদিন খোঁজ নিয়েও দেখেনি।

"ডিটেক্টিভ আপনারা এখন চাইলে আসতে পারেন," নার্স বলল।

মুর এবং ফ্রস্ট কিউবিকলে ঢুকে দেখলো ক্যাথারিন বিছানার পাশে নিনার হাত ধরে বসে রয়েছে।

"সে আমাকে এখানে থাকতে বলেছে," ক্যাথারিন বলল।

"আমি একজন নারী পুলিশকে ডাকতে পারি," মুর জানালো।

"না, তার আমাকেই প্রয়োজন," ক্যাথারিন বলল। "আমি এখান থেকে কোথাও যাবো না।"

মুরের দিকে সোজাসুজি তাকালে দেখতে পেলো সে, ক্যাথারিনের চোখে আজ এক অন্য ধরণের দৃঢ়তা কাজ করছে, বুঝতে পারলো কিছুসময় আগে যে মেয়েটিকে বুকে আশ্রয় দিয়েছিল নিজেকে হাল্কা করে নেয়ার সুবিধার্থে, এটা সেই একই মানুষেরই ভিন্ন দিক, যা ক্রুদ্ধ, সংরক্ষণশীল, মুর জানে সে এই ক্ষেত্রে হার মানবে না কিছুতেই।

BOIGHAR.COM

মাথা নাড়িয়ে বিছানার একদিকে বসলো সে। ফ্রস্ট ক্যাসেট রেকর্ডার ধরে বিছানার পায়ের কাছে এমনভাবে দাঁড়ালো যেন সে দৃষ্টিগোচরে সহজে না আসে।ফ্রস্টের ভাল স্বভাবের একটা তার বিনয়ীভাব, যে কারণে মুর তাকে এই সাক্ষাৎকার পর্বে নিয়ে এসেছে। সবশেষে নিনা পিটনকে একজন চরম পরিমাণের আক্রমণাত্মক পুলিশের সম্মুখিন হতে হবে এতকিছুর পরেও।

অক্সিজেন মাস্ক খুলে নিয়ে সে জায়গায় নাসাল প্রঙ্গড লাগিয়ে দেয়া হলো, এটার মাধ্যমেই তার নাসারন্ধ্রে বাতাস প্রবেশ করতে লাগলো। তার দৃষ্টি পড়লো পুরুষ দুজনের উপরে, চোখদুটো যেন সতর্ক হয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে তাকে তাদের গতিবিধির সম্পর্কে। মুর সতর্কতার সাথে অনেক বেশি কোমলস্বরে নিজের এবং ব্যারি ফ্রস্টের পরিচয় দিলো। সে প্রাথমিক তথ্যগুলো জিজ্ঞেস করতে থাকলো একে একে, তার নামের সত্যতা, বয়স, সবশেষে ঠিকানা। এই সকল তথ্য তারা জানে কিন্তু এগুলো আবার জিজ্ঞেস করার অর্থ হচ্ছে টেপে রেকর্ড করে নেয়া তার মানসিক অবস্থা ঠিক রয়েছে, সে যথেষ্ট সতর্ক ও উপযুক্ত অবস্থায় রয়েছে সাক্ষাৎকার পর্বের সময়। অনুভূতিহীনভাবে ফ্যাসফেসে এবং ক্ষীণস্বরে নিনা তাদের প্রশ্নগুলোর একে একে উত্তর দিতে লাগলো। তার অবিচল এই ভাব মুরকে ঘাবড়ে দিলো, যেন সে কোন লাশের সাথে কথা বলছে।

"আমার বাড়িতে তার প্রবেশের শব্দ শুনতে পাইনি আমি," বলল সে। "সে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ানোর পর আমার ঘুম ভেঙেছে। আমার জানালাগুলো খুলে শোয়া উচিত হয়নি। আমার ওষুধগুলো খাওয়া উচিত হয়নি..."

"কি ধরণের ওষুধ?" বিনয়ের সাথেই জানতে চাইলো মুর।

"আমার ঘুমের সমস্যা রয়েছে, কারণ..." আর বেশি কিছু বলতে পারলো না সে, গলা ভারি হয়ে পড়লো তার।

"ধর্ষণের কারণে?"

মুরের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে, তার নজর থেকে যেন নিজেকে রক্ষা করতে চাইছে। "আমার দুঃস্বপ্ন আসতো। ক্লিনিকে আমাকে তারা কিছু ওষুধ দিয়েছিলো। ভালোভাবে ঘুমানোর জন্য।"

একটা দুঃস্বপ্ন, একটি বাস্তব দুঃস্বপ্ন বেডরুমে গুটিগুটি পায়ে এসে তার সম্মুখিন হলো।

"আপনি কি তার চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"অন্ধকার ছিল খুব সেই রাতে। আমি তার শ্বাস নেয়ার শব্দ পেয়েছিলাম, কিন্তু নড়াচড়া করতে পারিনি কোনভাবেই। চিৎকারও না।"

"আপনাকে সেই সময়ে কি বেঁধে রেখেছিল সে?"

"আমার মনে পড়ে না বাঁধার কথা। আমি জানিও না আমাকে কখন বেঁধেছিল সে।"

নিনাকে অচেতন করার জন্য ক্লোরোফর্মের সাহায্য নিয়েছিলো সে, ভাবলো মুর। নিনার পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পাওয়ার আগেই সে এই কাজটা করেছিলো।

"এরপর কি হয়েছিলো, নিনা?"

তার শ্বাসপ্রশ্বাস হঠাৎ ত্বরান্বিত হলো। বিছানার উপরে রাখা মনিটরে তার হৃদস্পন্দনের রেখা দ্রুত হয়ে পড়লো হঠাৎ।

"সে আমার বিছানার পাশে রাখা একটা চেয়ারে বসেছিলো। আমি তার ছায়া দেখতে পেয়েছিলাম।"

"কি করছিলো সে?"

"সে-সে...আমার সাথে কথা বলছিলো।"

"কি কথা বলেছিলো?"

"সে বলছিলো..." ঢোক গিললো নিনা, "সে বলছিলো আমি নোংরা। দূষিত। আরও বলছিল নোংরা হবার জন্য আমার নিজেকে ঘৃণা করা উচিত। এরপর সে ওই অংশটা আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চায় যা কলঙ্কযুক্ত, এভাবে আমাকে নিষ্কলুষ করে দেবে সে।" বিরতি নিলো কিছু সময়ের জন্য। তারপর আবার বলল ফিসফিসে গলায় : "ঠিক তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমি মারা যাচ্ছি।"

ক্যাথারিনের মুখ যদিও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শিকার নিনাকে পুরোপুরি চরম পরিমাণে ঠাণ্ডা বলে মনে হলো মুরের, যেন নিজের সাথে ঘটে যাওয়া দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে কথা বলছে না, বরং আরেকজনেরটা ব্যাখ্যা করছে। মুরের দিকে বেশি সময় ধরে তাকিয়ে থাকতে পারলো না সে, মুরকে ছাড়িয়ে কিছু একটা দেখার যেন চেষ্টা করছে, একটা মেয়েকে বিছানার সাথে বেঁধে রাখার চিত্রকল্প। অন্ধকারের আড়ালে চেয়ারে বসে থাকা একজন মানুষ তার পরবর্তি পরিকল্পনার লোমহর্ষক বর্ণনা অত্যন্ত শান্তভাবে দিয়ে যাচ্ছে। মুর ভাবল, সার্জনের কাছে এটা ঠিক ফোরপ্লে-র মত। এটাই তাকে উৎফুল্ল দেয় বেশি। একটা মেয়ের ভীতির গন্ধ। সে উপভোগ করে এই ব্যাপারটা। সে শিকারের বিছানার পাশে বসে তার মনে আসা মৃত্যুর ছবিগুলোকে দেখতে ভালবাসে। শিহরণের ঘাম নিঃসরণ হয় মেয়েটার দেহ থেকে এবং তিক্ত একটা ভয়ের গন্ধ বহন করে সেটা। যে বিশেষ ধরণের সুগন্ধি ব্যগ্রভাবে কামনা করে 'সার্জন'। প্রাণভরে সেটার গন্ধ উপভোগ করে, উত্তেজিত হয়।

"এরপর কি হয়েছিলো?" জিজ্ঞেস করলো মুর।

কোন উত্তর দিলো না সে।

"নিনা?"

"সে আমার মুখের উপরের লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। চোখের কাছে নিয়ে এসেছিলো সে লাইটটাকে, যেন আমি তাকে কোনভাবেই দেখতে না পাই। আমি শুধু সেই উজ্জ্বল আলো দেখতে পেয়েছিলাম। এরপর সে আমার ছবি তুলেছিলো।"

"তারপর?"

BOIGHAR.COM

তাকালো সে মুরের দিকে। "এরপর সে চলে যায়।"

"আপনাকে বাড়িতে একা ফেলে চলে গিয়েছিল সে?"

"না, ঠিক একা নয়। আমি তার চলাফেরার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। টিভি–সারারাত আমি টিভির শব্দ পেয়েছিলাম।"

প্যাটার্ন বদলে ফেলেছে সে, ভাবলো মুর। ফ্রস্ট এবং সে একে অপরের দিকে অবাকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। 'সার্জন' এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসি হয়ে উঠেছে। অনেক বেশি নির্ভীক। তার খুনের কাজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেরে ফেলার বদলে সে দেরি করেছিলো। সারারাত এবং তার পরের দিন, সে তার শিকারকে বিছানার সাথে বেঁধে রেখে তাকে তার অগ্নিপরীক্ষার কথা ভাবার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিলো। ঝুঁকি উপেক্ষা করেই সে তার ভীতভাবের পূর্ণ স্বাদ নিতে চেয়েছিলো। মজা উপভোগ করতে চেয়েছিলো।

মনিটরে হৃদস্পন্দন রেখা আবার দ্রুত হয়ে গেলো। যদিও তার স্বর নির্জীব শোনাচ্ছে তারপরেও শান্ত চেহারার আবডালে এখনও একটা আতঙ্ক কাজ করছে তার মধ্যে।

"এরপরে কি হয়েছিলো নিনা?" জিজ্ঞেস করলো মুর।

"বিকেলের দিকে, আমি মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন আবার জেগে উঠেছিলাম, তখন আবারও অন্ধকার নেমে এসেছিলো। অনেক বেশি পিপাসা পেয়েছিলো আমার। আমি শুধু এটুকুই মনে করতে পারছি, তখন পানি খেতে চেয়েছিলাম আমি..."

"সে কি আপনাকে যখন তখন ফেলে রেখে চলে যেতো? কখনও বাড়িতে পুরোপুরি একা ছিলেন আপনি?"

"আমি ঠিক জানি না। আমি শুধু টিভির শব্দ শুনতে পেতাম। যখন সেটা বন্ধ করতো, আমি বুঝতে পারতাম। আমি বুঝতে পারতাম সে আমার ঘরের দিকেই আসছে।"

"সে যখন এসেছিলো, লাইট কি জ্বালিয়েছিলো সে?"

"হ্যা।"

"আপনি কি তার চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন তখন?"

"শুধু তার চোখ দেখতে পেয়েছিলাম। সে মাস্ক পরে এসেছিলো, যে ধরণের মাস্ক ডাক্তারেরা পরে থাকে।"

"কিন্তু আপনি তো তার চোখ দেখতে পেয়েছেন।"

"হ্যা।"

"আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছিলেন? আপনি কি কখনও তাকে আগে দেখেছিলেন?"

হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে এলো ঘরটাতে। মুর বুঝতে পারলো তার নিজের হৃদস্পন্দন

বেড়ে গেছে, যে উত্তর শুনতে চাইছে সে সেটা শোনার অপেক্ষায়।

এরপর সে কোমলস্বরে, বলল : "না।"

আবারও চেয়ারে বসে পড়লো মুর। ঘরের চাপা উত্তেজনাতে হঠাৎ করে ভাটা পড়ে গেলো। এই শিকারের কাছে, 'সার্জন' তাহলে পুরোপুরি একজন অচেনা মানুষ যার কোন নাম নেই।

জানতে চাইলো মুর, "নিনা, তার সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বর্ণনা দিন।"

গভিরভাবে দম নিয়ে চোখ বন্ধ করে নিজের স্মৃতিগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে আনার চেষ্টা করলো সে। "তার...তার চুলগুলো ছোট ছোট করে কাটা। খুব নিখুঁতভাবে।"

"কি রঙের সেগুলো?"

"বাদামি। হাল্কা বাদামি।"

এলিনা অর্টিজের ক্ষতে যে নমুনাটি তারা খুঁজে পেয়েছে নিনার বর্ণনার সাথে তাহলে মিল পাওয়া গেলো। "তাহলে সে ককেশিয়ান?" মুর বলল।

"হ্যা।"

"চোখ?"

"ফ্যাকাশে ধরণের চোখ তার। নীল অথবা ধূসর। সত্যি কথা বলতে, আমি চোখের দিকে তাকাতে ভয় পেয়েছিলাম।"

"তার মুখের ধরণ কেমন? গোল না ডিম্বাকৃতি?"

"সরু কিছুটা।" একটু ভেবে বলল সে। "সচরাচর বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে যা দেখা যায়।"

"উচ্চতা এবং ওজন কত হবে?"

"এটা তো বলা কঠিন–"

"তা-ও একটু ধারণা করে বলুন তো।"

হাঁফ ফেলে বলল সে। "গড়পড়তাদের মতই।"

গড়পড়তা। মানে এটাও আর দশটা মানুষের মতই। একজন দানব যে অন্যান্য আর দশজন সাধারণ মানব সন্তানের মত দেখতে।

মুর ফ্রস্টের দিকে ঘুরে তাকালো। "তাকে একটু সিক্স-প্যাকস দেখাবে তুমি?"

ফ্রস্ট তার হাতে কিছু ম্যাগশটের একটা বই ধরিয়ে দিলো, একে সিক্স-প্যাকস বলা হয়ে থাকে কারণ প্রতি পৃষ্ঠায় ছয়টা করে ছবি থাকে। মুর বইটাকে বিছানার পাশে রাখা ট্রে-টেবিলে রেখে রোগির কাছে সেটাকে ঠেলে নিয়ে আসলো।

পরবর্তি আধঘণ্টা ধরে তারা সুপ্ত একটা আশা নিয়ে দেখলো, সে বইটার কোন পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে আটকে যায় কিনা। কেউ টু-শব্দটাও করলো না; শুধু অক্সিজেনের হিসহিসানি আর পৃষ্ঠা উল্টানোর শব্দ শোনা গেলো রুমে। এগুলো ছয়জন পরিচিত যৌন অপরাধির ছবি এবং নিনার একটা একটা করে পৃষ্ঠা উল্টানোর সাথে

BOIGHAR.COM

মুর বুঝতে পারলো এরকম হাজারো চেহারা দিলেও শেষ হবে না, এই রকম অনেক মানুষের আসল চেহারার পেছনে অন্ধকার একটা অভিন্ন সত্ত্বা লুকিয়ে রয়েছে, আমাদের সরীসৃপ মানবটিও নিজেকে এরকম সাধারণ মানুষের মুখোশের আড়ালেই লুকিয়ে রাখে।

কিউবিকলের জানালাতে কারও নখের খটখটানোর শব্দ শুনতে পেলো সে। সেদিকে তাকালে, দেখতে পেলো জেন রিজোলি তাকে লক্ষ্য করে ডাকছে।

বাইরে আসলো মুর তার সাথে কথা বলার জন্য।

"কোন পরিচয় পেয়েছো কি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমরা কোন নির্দিষ্ট একজনকে খুঁজে পাবো না হয়ত এভাবে। 'সার্জন' মাস্ক পরে গিয়েছিল।"

রিজোলি ভ্রুকুটি করলো। "মাস্ক কেন?"

"এটা হয়ত তার কাজের নিজস্ব ধারা। যে কারণে সে এই কাজে এসেছে সেটা প্রতিফলিত করতে চায় হয়ত। ডাক্তার হওয়ার বিষয়টা তার কল্পনার একটা অংশ। সে তাকে বলেছিলো যে সে তার সেই অঙ্গ কেটে ফেলতে চলেছে যা কলুষিত করেছে তাকে। সে জানতো নিনা ধর্ষিতা। সে কোন অংশটা কেটে নিয়ে গেছে? গর্ভাশয়।"

রিজোলি কিউবিকলের দিকে তাকালো। শান্তস্বরে উত্তর দিলো সে। "আমার মাথায় আরও একটা চিন্তা এসেছে ঠিক কি কারণে সে মাস্কটি পরেছিল?"

"কেন?"

"সে চায়নি নিনা তার চেহারা দেখে ফেলুক। সে চায়নি মেয়েটা তাকে চিনে ফেলুক।"

"কিন্তু সেটা বলতে তো..."

"আমি এতদিন ধরে তো এটাই বলতে চাইছিলাম।" রিজোলি মুখ ফিরিয়ে মুরের দিকে তাকিয়ে বলল। " 'সার্জন' মন থেকেই চেয়েছিলো, নিনা পিটন যেন বেঁচে থাকে।"

আমরা সত্যিকার অর্থে মানব হৃদয়ের কতটুকু অংশ প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাই, ক্যাথারিন নিনা পিটনের বুকের এক্স-রে দেখতে দেখতে ভাবলো। হাল্কা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে লাইট বক্সের সামনে ফিল্মটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সে হাড় এবং অঙ্গসমূহের ছায়াচিত্রগুলো পরীক্ষা করছে। বক্ষপিঞ্জর, ডায়াফ্রামের ট্রামপুলিন এবং সবার উপরের অংশে হৃদপিণ্ড। আত্মার বাসস্থান নয় বরং একটা পেশিবহুল পাম্প হিসেবে দেখছে সেটাকে ক্যাথারিন, অন্যান্য যে কোন অঙ্গ যেমন ফুসফুস কিংবা বৃক্ক অপেক্ষায় রহস্যগত দিক দিয়ে জটিলভাবে তৈরি এটা। ক্যাথারিনের নিজের এত বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা থাকার পরেও নিনা পিটনের হৃদপিণ্ডটাতে এক আলাদা ধরণের প্রতীকীগত দিক ধরার চেষ্টা করলো।

এটা একজন রক্ষা পেয়ে যাওয়া শিকারের হৃদপিণ্ড।

পাশের ঘরে কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে। পিটার ফাইল ক্লার্কের কাছে একজন রোগির ফিল্ম চাইছে। কিছুসময় পরে নিজের রিডিং রুমের দিকে যাওয়ার সময় ক্যাথারিনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, লাইটবক্সের সামনে।

"তুমি এখনও এখানে রয়েছো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"হ্যা, তুমিও তো আছো পিটার।"

"আমার তো আজকে রাতে ডিউটি রয়েছে। বাড়িতে যাবে না তুমি?"

ক্যাথারিন নিনার বুকের এক্স-রের দিকে আবারও তাকালো। "আমাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে এই বিষয়ে যে রোগি বাঁচবে কিনা।"

সে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। লম্বা এই মানুষটা মনোরম ভঙ্গিতে একঝলক দেখে নিলো ফিল্মটা। ক্যাথারিন পাশে সরে গেলো এই সুযোগে।

"কিছু অ্যাটেলেক্টেসিস বাদে আমি এই রোগির ব্যাপারে চিন্তা করার মত আর কিছু দেখছি না।" ফিল্মের কোণায় লেখা 'জেন ডো' নামটার উপর চোখ পড়লো তার। "এটা কি বেড টুয়েল্ভের সেই মেয়েটি? যে মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণের জন্য সার্বক্ষণিক দায়িত্বে পুলিশ রয়েছে?"

"হ্যা।"

"আমি দেখলাম তুমি তাকে এক্সট্রিউবেট করে দিয়েছো।"

"হ্যা, এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে," অনিচ্ছুকভাবে উত্তর দিলো ক্যাথারিন। নিনা পিটন সম্পর্কে তার কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, এই কেসের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা প্রকাশ করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু পিটার একের পর এক প্রশ্ন করতেই থাকলো।

"তার ব্লাড গ্যাস ঠিক আছে?"

"হুম পরিমিত পরিমাণে রয়েছে।"

"সে কি অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছেছে?"

"হ্যা।"

"তাহলে তুমি বাড়িতে যাচ্ছো না কেন? আমি তোমার হয়ে বিষয়গুলো খেয়াল করবো নি।"

"আমি এই রোগির খেয়াল নিজেই রাখতে চাই।"

ক্যাথারিনের কাঁধে নিজের একটি হাত রাখলো পিটার। "কবে থেকে তুমি তোমার নিজের পার্টনারের উপরে অবিশ্বাস করতে শুরু করলে ক্যাথারিন?"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাতের স্পর্শে সে হঠাৎ করে নিজের মধ্যে হিমশীতলভাব অনুভব করলো। জিনিসটি বুঝতে পেরে হঠাৎ করে হাত সরিয়ে নিলো সে তার কাঁধের উপর থেকে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পরে, পিটার এগিয়ে গিয়ে নিজের এক্স-রে ফিল্মটি নিয়ে লাইট বক্সের উপর সমান করে ধরলো। সে তার রোগির অ্যাবডোমিনাল সিটি সিরিজ

BOIGHAR.COM

নিয়ে এসেছে, এই ফিল্মটি পুরো ক্লিপের সারি ধরে ব্যপ্ত হয়ে গেলো। যখন সে তাদেরকে টাঙ্গানোর কাজটি শেষ করলো খুব স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, এক্স-রে ছবিগুলো চশমাতে প্রতিফলিত হলে চোখ ঢেকে গেলো তার।

"আমি তোমার শত্রু নই, ক্যাথারিন," কোমলস্বরে বলল সে, লাইট বক্সের দিকে তাকালেও তার সম্পূর্ণ মনোযোগ যেন ক্যাথারিন দখল করে রেখেছে। "যদি আমি তোমাকে তা বিশ্বাস করাতে পারতাম। ভাবছিলাম, আমিই হয়ত এমন কিছু করেছি, এমন কিছু বলেছি, যার ফলে আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা এমন হয়ে গেছে।" সবশেষে সে তার দিকে তাকালো। "আমরা একজন আরেকজনের উপর ভরসা করতাম। অন্তত পার্টনার হিসেবে। ঐদিন ওই লোকটার বুকে বিঁধে থাকা রড সরানোর কাজটাও তুমি-আমি মিলেই করেছিলাম! আর আজ এখন, তুমি আমার অধীনে নিজের একটা রোগিকে ছাড়তে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করছো। এতদিনেও কি তুমি আমাকে ভালোভাবে চিনতে পারোনি? বিশ্বাস করতে পারছো না আমাকে?"

"এখানে আর কোন সার্জন নেই পিটার, যাকে আমি তোমার থেকে বেশি বিশ্বাস করতে পারি।"

"তাহলে কি হচ্ছে এসব? আমি একদিন সকালে কাজে এসে দেখি আমাদের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। আর তুমি এ-ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতেও নারাজ। আমি তোমাকে তোমার বেড টুয়েলেভর রোগির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তুমি তার বিষয়ে আমার সাথে একটা কথাও বললে না।"

"পুলিশ আমাকে এই বিষয়ে কারও সাথে কোন ধরণের কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে।"

"পুলিশ মনে হচ্ছে ইদানিং তোমার দৈনন্দিন জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কেন নিষেধ করেছে?"

"এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার কোন স্বাধীনতা নেই আমার।"

"আমি শুধুমাত্র তোমার পার্টনার নই, ক্যাথারিন। আমি ভাবতাম আমরা বন্ধুও।" তার দিকে একধাপ এগিয়ে আসলো। শারীরিকভাবে খুব চিত্তাকর্ষক একজন মানুষ সে, কিন্তু তার এভাবে এগিয়ে আসাতে ক্যাথারিনের হঠাৎ নিজেকে ক্লস্টোফোবিক বলে মনে হলো। "আমি দেখতে পাচ্ছি, কোন কারণে তুমি ভীত। নিজেকে সবসময় অফিসে তালা মেরে বন্ধ করে রাখো। তোমাকে দেখে মনে হয় বহুদিন ভালোভাবে ঘুমাওনি। আমি এভাবে চেয়ে চেয়ে সবকিছু অসহায়ের মত দেখতে পারি না।"

ক্যাথারিন নিনা পিটনের এক্স-রে লাইট বক্স থেকে টেনে নামিয়ে খামের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলো। "তোমার সাথে এসব কোন ব্যাপারের সংশ্লিষ্টতা নেই, পিটার।"

"অবশ্যই আছে, যদি সেটা তোমার কোন ক্ষতি করে।"

তার প্রতিরোধমূলক অবস্থা হঠাৎ রাগে পরিণত হলো। "একটা কথা পরিস্কারভাবে শুনে রাখো পিটার। হ্যা, আমরা একসাথে কাজ করি, আমি তোমাকে

একজন সার্জন হিসেবে শ্রদ্ধা করি। তোমাকে একজন পার্টনার হিসেবেও পছন্দ করি। কিন্তু তাই বলে আমরা একে অপরের জীবনের অংশ নই। এই কারণে আমরা নিজেদের গোপন বিষয়গুলোও ভাগাভাগি করতে পারবো না।"

"কেন নয়?" কোমলকণ্ঠে জানতে চাইলো সে। "তুমি আমাকে কি বলতে ভয় পাচ্ছো জানতে পারি কি?"

সে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো, তার ভদ্রতার সীমা দেখে বলশুন্য বোধ করলো। তৎক্ষণাৎ পিটারের কাছে নিজের না-বলা কথাগুলো বলে হাল্কা হতে চাইলো সে, তার সাথে সাভানাতে কি হয়েছিলো, তার জীবনের এক লজ্জাজনক অধ্যায় জানাতে চাইলো সে পিটারকে। কিন্তু সে জানে এই ধরণের স্বীকারোক্তির পরিণতি। সে বোঝে ধর্ষণের শিকার হওয়া মানুষকে সারাজীবন নিজের সংক্রমণের দাগটি বহন করে বেড়াতে হয়, সারাজীবন শিকার হিসেবেই উল্লেখিত হতে হয়। নিজের প্রতি কারও সহানুভূতি চায় না সে। অন্তত পিটারের কাছে না, যার শ্রদ্ধাবোধ তার কাছে অনেক মূল্য বহন করে।

"ক্যাথারিন?" সে এগিয়ে আসলো নিজের হাতদুটো বাড়িয়ে।

অশ্রুসিক্ত চোখে দেখতে পেলো পিটার তাকে লক্ষ্য করে হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডুবন্ত মেয়ের মত সে রক্ষাকর্তার হাতের বদলে কৃষ্ণসাগরের পানি বেছে নেয়ার কথা ভাবলো। গেল না সে পিটারের কাছে।

তার বদলে মুখ ঘুরিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

BOIGHAR.COM

বইঘর.কম

অধ্যায় ১২

জেন ডো'কে স্থানান্তর করা হয়েছে।

মেয়েটির রক্তের টিউবটি নিয়ে বসে রয়েছি আমি, আর খুব হতাশ এই ভেবে, আমার হাতের স্পর্শেও এখনও পর্যন্ত এটি ঠাণ্ডায় রয়েছে। ফ্লেবটোমিস্টের র‍্যাকে এটি দীর্ঘসময়ব্যাপি পড়ে ছিল, একসময় এতে থাকা রক্তের উষ্ণতা যতটা ছিল কাঁচের মধ্যে দিয়ে তা বিকিরিত হয়ে বাতাসের সাথে মিশে গেছে। ঠাণ্ডা রক্ত মৃত জিনিসের মত যার কোন শক্তিও থাকে না। এ ধরণের রক্ত আমাকে বিচলিত করে না। টিউবের গায়ের লেবেল ১ আমার নজর কেড়েছে শুধু, সাদা চতুর্ভুজাকৃতি কাগজ কাঁচের টিউবটিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে যেখানে রোগির নাম, রুম নম্বর এবং হাসপাতালের নম্বর দেয়া রয়েছে। যদিও নামটি 'জেন ডো' লেখা রয়েছে, কিন্তু আমি জানি রক্তের নমুনাটা কার। সার্জিক্যাল ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নাই সে এখন। তাকে সার্জারি ওয়ার্ডের রুম ৫৩৮-এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

আমি র‍্যাকের উপরে টিউবটিকে আবার রেখে দেই যেখানে আরও দুই ডজন টিউব রয়েছে বিভিন্ন রঙ যেমন নীল, হাল্কা বেগুনি, লাল এবং সবুজ রাবারের ক্যাপ দিয়ে আটকানো। প্রত্যেকটি রঙ তাদের উপর করা এক একটি টেস্টের সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দিয়ে থাকে। যেমন হাল্কা বেগুনি খাপের টিউবগুলো ব্লাড কাউন্টের জন্য, নীল খাপের গুলো ক্লটিং টেস্ট, লাল খাপেরগুলো কেমিস্ট্রি এবং ইলেকট্রোলাইটের জন্য রাখা হয়েছে। যদিও কিছু কিছু লাল খাপের টিউবের রক্তে গাঢ় জেলাটিন জমাট বেঁধে স্তরীভূত হয়েছে। আমি ল্যাব অর্ডারগুলোর বান্ডেল থেকে জেন ডো'র স্লিপটি খুঁজে বের করি। আজকে সকালে ড. কর্ডেল দুটো টেস্ট করার নির্দেশনা দিয়েছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এবং সেরাম ইলেকট্রোলাইটস। এরপর গতরাতের ল্যাব অর্ডারগুলো খুঁজতে গিয়ে ড. কর্ডেলের নামের আরেকটি লিখিত ফরমাশ খুঁজে পাই।

"স্ট্যাট আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস, পোস্ট-এক্সটিউবেশন। নাসাল প্রঙ্গসের মাধ্যমে দুই লিটার অক্সিজেন দেয়া হয়েছে।"

নিনা পিটনকে তাহলে এক্সটিউবেট করা হয়েছে। এখন সে নিজেই নিজের শ্বসনকার্য চালাচ্ছে, যান্ত্রিক কোন সাহায্য অর্থাৎ কণ্ঠের অভ্যন্তরে লাগিয়ে রাখা টিউবের সাহায্য ছাড়ায় বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারছে।

আমি আমার ওয়ার্কস্টেশনে স্থির হয়ে বসে নিনা পিটনের সম্পর্কে না ভেবে, ক্যাথারিন কর্ডেলকে নিয়ে ভাবতে থাকি। সে ভাবছে যে সে এই যাত্রায় বিজয়ী হয়ে গেছে। সে ভাবছে নিনা পিটনের জীবন রক্ষাকারি সে। সময় এসেছে তাকে তার অবস্থান দেখানোর। সময় এসেছে তাকে অবমাননার।

ফোনটি নিয়ে হাসপাতালের ডায়াট্রিতে ফোন দিলাম। একজন মেয়ে ফোনটি ধরলো ওপাশে, তার কণ্ঠে কিছুটা কাজের চাপের লক্ষণ অনুভব করতে পারছি আমি, আশেপাশের জায়গা থেকে ট্রে-র শব্দ ভেসে আসছে। ডিনারের সময় কাছিয়ে এসেছে, আপাতত ফালতু কথা বলে নিজের সময় নষ্ট করতে চাইছে না সে।

"ফাইভ ওয়েস্ট থেকে বলছি', মিথ্যা বললাম। "আমার মনে হয় আমরা আমাদের দু-জন রোগির ডায়াট্রি অর্ডার মিশিয়ে ফেলেছি। আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন রুম ৫৩৮-এর জন্য আপনারা কোন ডায়েট পাঠিয়েছিলেন?"

কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিয়ে নিজের কিবোর্ডে কিছু একটা টাইপ করতে করতে তথ্য বের করে নিয়ে এলো মেয়েটি।

"ক্লিয়ার লিক্যুইডস," উত্তর দিলো সে। "ঠিক আছে?"

"হ্যা, ঠিক আছে। ধন্যবাদ আপনাকে।" আমি ফোন রেখে দিলাম।

আজ সকালে খবরের কাগজে লেখা এসেছে, নিনা পিটন এখনও অচেতন অবস্থাতেই রয়েছে, তার জীবন শঙ্কামুক্ত হয়নি। এটা সত্য ঘটনা না তাহলে। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে মেয়েটি।

ক্যাথারিন কর্ডেল তার জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে, জানতাম আমি এমনটাই করবে সে।

একজন ফ্লেবোটমিস্ট আমার স্টেশন অতিক্রম করে রক্তের টিউবভর্তি একটি ট্রে কাউন্টারের উপরে রাখলো। আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলাম, যেমনটা প্রতিনিয়ত করে থাকি, দুজন বন্ধুসুলভ সহকর্মি যারা একে অপরকে ভাল হিসেবেই জেনে আসছে। তরুণী সে, স্তনগুলো ঠিক তরমুজের মত ইউনিফর্মে স্ফীত হয়ে রয়েছে, দাঁতগুলো খুব চমৎকার তার, সোজাভাবে সাজানো। নতুন নতুন ল্যাব রিক্যুইজিশন, ওয়েভস এবং ওয়াল্ক আউট এনে জমা করলো। আমি মাঝে মাঝে ভাবি তার রক্তের স্বাদ ঠিক কেমন হতে পারে, ঠিক কতোটা নোনতা হবে।

যন্ত্রগুলো হুম হুম শব্দ করে ঘুমপাড়ানি গানের মত চলতে শুরু করলো।

কম্পিউটারের সামনে বসে ৫ ওয়েস্টের রোগির তালিকা দেখার জন্য ডাটাবেজ উন্মুক্ত করলাম। সেই ওয়ার্ডে প্রায় বিশটি শয্যা রয়েছে যাদেরকে বিন্যস্ত করা হয়েছে ঠিক ইংরেজি 'এইচ' অক্ষরের মত, নার্সিংয়ের জায়গাটা 'এইচ' অক্ষরের এক কোণায় রয়েছে। রোগিদের লিস্ট দেখতে শুরু করলাম আমি, সর্বমোট তেত্রিশ জন রয়েছে সেখানে। আস্তে আস্তে তাদের বয়স এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো দেখতে থাকলাম। বার নম্বর নামটাতে চোখ আটকে গেলো আমার, রুম ৫২১-এর রোগি সে।

"মি. হারম্যান গোয়াডস্কি, বয়স ৬৯। পর্যবেক্ষণকারি ডাক্তার: ড. ক্যাথারিন কর্ডেল। পর্যালোচনা : এস/পি এমার্জেন্সি ল্যাপারোটমি ফর মাল্টিপল অ্যাবডোমিনাল ট্রমা।"

রুম ৫২১ নিনা পিটনের ঘরের সমান্তরালেই অবস্থিত। ৫২১ নম্বর ঘর থেকে

BOIGHAR.COM

নিনা পিটনের রুমটি দেখতে পাওয়া যায় না।

মি. গোয়াডস্কির নামে ক্লিক করতেই তার ল্যাব ফ্লো-সিট চলে আসলো। প্রায় দুই সপ্তাহব্যাপি হাসপাতালে রয়েছে সে এবং তার ফ্লো-সিট অনলাইনে দেখে আমি তার প্রকৃত অবস্থা কল্পনা করতে পারছি। তার হাতগুলো দেখতে পাচ্ছি, যেখানে শিরাগুলোতে সূচের দাগ এবং কালশিটে পড়ে রয়েছে। তার রক্তে শর্করার পরিমাণ দেখে আমি ধারণা করতে পারছি যে তার ডায়াবেটিস রয়েছে। হাই হোয়াইট ব্লাড সেল কাউন্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে দেহে কোন কিছুর সংক্রমণ রয়েছে। আমি খেয়াল করলাম এটাও যে তার পায়ের একটি ক্ষতের নমুনার কালচার প্রক্রিয়া এখনও বাকি পড়ে আছে আমাদের কাছে। ডায়াবেটিসের কারণে তার পায়ের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, এই কারণে তার পায়ের পেশিগুলোতে আস্তে আস্তে পচন ধরেছে। সেন্ট্রাল ভেনাস লাইন সাইটেরও একটি সোয়াব কালচার এখনও করা হয়নি।

আমি তার ইলেক্ট্রোলাইট রিপোর্টটি দেখলাম। তার দেহে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে সপ্তাহ থেকে সপ্তাহান্তরে। দুই সপ্তাহ আগে যা ৪.৫ ছিল, গত সপ্তাহে তা ৪.৮ হয়েছে, গতকাল যার মাত্রা ছিল ৫.১। সে বৃদ্ধ এবং তার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বৃক্ক প্রতিদিন রক্তের ক্ষতিকারক পদার্থগুলো ঠিকভাবে রেচনে সাহায্য করতে পারছে না। যেমন পটাসিয়াম।

আমার খুব অসুবিধা হবে না এই রোগির জীবন সঙ্কটাপন্ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে।

কখনও হারম্যান গোয়াডস্কির সাথে দেখা হয়নি আমার–অন্তত সামনাসামনি তো না-ই। কাউন্টারের উপরে রাখা রক্তের টিউবের র‍্যাকের কাছে গিয়ে আমি তাদের লেবেলগুলো পরীক্ষা করি। র‍্যাকটি ৫ ইস্ট এবং ওয়েস্ট থেকে এসেছে। বিভিন্ন স্লটে এতে চব্বিশটি ভিন্ন ভিন্ন টিউব রাখা রয়েছে। রুম ৫২১ এর একটি লাল খাপওয়ালা টিউব নিয়ে নিলাম সেখান থেকে। এটা মি. গোয়াডস্কির রক্ত।

আমি টিউবটি উঠিয়ে লাইটের নিচে সেটিকে ধরে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে দেখতে থাকি। রক্ত জমাট বাঁধেনি, এর অভ্যন্তরের তরলের ধরণ গাঢ় এবং ঈষৎ নোনতা, সূচের অগ্রভাগ মি. গোয়াডস্কির শিরাতে ফোটানো হয়নি বরং অস্বাস্থ্যকর একটি কুয়ার পানিতে ফেলা হয়েছে। টিউবের খাপটি খুলে এর অভ্যন্তরে থাকা তরলটির গন্ধ পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করি। বার্ধক্যে পীড়িত শরীরের ইউরিয়ার গন্ধ পাই তাতে, সংক্রমণের কটু গন্ধ যা। আমি এমন একটি দেহের গন্ধ পাই যাতে এরইমধ্যে পচন ধরা শুরু হয়ে গেছে, মস্তিষ্ক এই সত্যটা না মানলেও বহিরাবরণ খোলসটি অনেক আগেই মৃত হয়ে গেছে।

এভাবে, আমি মি. গোয়াডস্কির নতুন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবলাম।

তার দেহের সাথে আত্মার এই মিতালি আর বেশি সময় ধরে হয়ত দীর্ঘায়িত হবে না।

অ্যাঞ্জেলা রবিন্স ন্যায়নিষ্ঠ নার্স, সে বিরক্ত হচ্ছে এই বিষয়টি দেখে হারম্যান গোয়াডস্কির দশটার সময়ের অ্যান্টিবায়োটিকের ওষুধগুলো এখনও এসে পৌছায়নি। ৫ ওয়েস্টের ওয়ার্ড ক্লার্কের কাছে গিয়ে বলল সে, "আমি এখনও গোয়াডোস্কির আইভি মেডগুলো পাইনি। তুমি কি আবার ফার্মেসিতে ফোন দেবে?"

"তুমি কি ফার্মেসি থেকে আসা কার্টটি খুলে দেখেছিলে? এটা তো নয়টার সময়েই চলে এসেছে।"

"সেখানে গোয়াডস্কির জন্য কিছু পাইনি আমি। তার এখন জোসাইনের আইভি ডোজ প্রয়োজন।"

"ওহ। মনে পড়েছে আমার।" ক্লার্কটি উঠে গিয়ে কাউন্টারটপের উপরে রাখা আরেকটি বক্স নিয়ে আসলো। "৪ ওয়েস্টের একজন সহকারি কিছুক্ষণ আগেই নিয়ে এসেছে এটা।"

"৪ ওয়েস্ট?"

"ব্যাগটি ভুল বিল্ডিংয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।" ক্লার্কটি লেবেল দেখালো তাকে। "গোয়াডস্কি, ৫-২-১-এ।"

"ঠিক আছে," বলল অ্যাঞ্জেলা, আইভি এর ছোট্ট ব্যাগখানি নিয়ে। রুম থেকে বের হয়ে এসে লেবেলটি আবারও পড়লো। রোগির নাম, তাকে পর্যবেক্ষণকারি ডাক্তার এবং এক ব্যাগ স্যালাইনের সাথে জোসাইনের ডোজ ঠিক আছে কিনা দেখে নিলো ভালভাবে। সবকিছু সঠিক অবস্থায় পেল সে। আঠারো বছর আগে, যখন অ্যাঞ্জেলা এই নার্সিংয়ের কাজে নবাগতা ছিল, আর.এন সহজেই ওয়ার্ডের সাপ্লাই রুমে ঢুকে আইভি ফ্লুইডের ব্যাগ এবং সাথে প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে বের হয়ে আসতে পারতো। উদ্বিগ্নে থাকা কিছু নার্সের সময়বিশেষে ভুলের কারণে বিষয়গুলো আইনি কাঠগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এখন পটাসিয়াম মিশ্রিত সামান্যতম স্যালাইনের আইভি ব্যাগও হাসপাতালের ফার্মেসি থেকে আনতে হয়। এটা প্রশাসনিক কাঠামোর আরেকটি স্তর, আরেকটি যান্ত্রিক জটিলতা যার কারণে স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলো আরও জটিলতর পর্যায়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে আর অ্যাঞ্জেলা এটাকে ক্ষতিকর হিসেবে দেখে। পুরোপুরি এক ঘণ্টা দেরিতে সে আইভি-র ব্যাগ এই জটিল প্রক্রিয়ার শিকার হওয়ার দরুণ অবশেষে হাতে পেয়েছে।

মি. গোয়াডস্কির আইভি পোল থেকে পুরনো ব্যাগটি সরিয়ে দিয়ে নতুন ব্যাগটি আটকিয়ে দিলো। এতদিন পর্যন্ত, সে মি. গোয়াডস্কিকে নিথর অবস্থাতেই দেখে আসছে। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে অজ্ঞান অবস্থাতেই রয়েছে লোকটি, তার দেহ থেকে এরইমধ্যে মৃত্যুর একটা গন্ধও চলে এসেছে। অ্যাঞ্জেলা এই চাকরিতে বহুদিন যাবত থাকায়, এই গন্ধটি ভালোভাবেই বুঝতে পারে সে, ঠিক নোনতা মাংসের মত, এটাই শেষ যাত্রার অন্তিম সুর। যখনই সে এই বিষয়টি কোন রোগির মধ্যে খেয়াল করে অন্যান্য নার্সদের সাথে আলোচনা করে সে "এ বোধ হয় আর বেশিদিন টিকবে

না।" এখন আবারও মনে হচ্ছে তার একই বিষয়, যখন সে আইভি ফ্লো-রেট এবং রোগির ভাইটাল সাইনগুলো দেখলো। এ বোধহয় আর বেশিদিন টিকবে না। এরপরেও, সে নিজের কাজটি যথেষ্ট নিষ্ঠাবোধের সাথে করার চেষ্টা করে ঠিক প্রত্যেকটা রোগির ক্ষেত্রে যা করে।

স্পঞ্জ বাথের সময় হয়ে গেছে। বিছানার কাছে উষ্ণ পানির বেসিনটি এগিয়ে নিয়ে আসলো সে, একটি ন্যাকড়া ভিজিয়ে মি. গোয়াডস্কির মুখ মুছে দিতে শুরু করলো। মুখটি কিঞ্চিৎ খোলা রেখেই শুয়ে রয়েছে নিথরভাবে, জিহ্বা শুকিয়ে গুটিয়ে গেছে তার। এই মানুষটিকে যদি তারা যেতে দিতে পারতো। এই মানুষটি যদি এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতো। ছেলেটি তো তার কোড স্ট্যাটাস কোনমতে বদলাতে চায় না, এভাবেই বৃদ্ধ মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সে। যদি এটাকে সত্যিই জীবন্ত থাকা বলে তো, তার পচনশীল দেহাবরণে হৃদপিণ্ডটি একাই যেন নিজের সচল থাকার প্রমাণ দিয়ে চলেছে অবিরত।

রোগির হাসপাতালের গাউনটি উঠিয়ে সেন্ট্রাল ভেনাস লাইন স্কিন সাইট খুঁজে বের করলো সে। ক্ষতটি আজকে কিছুটা বেশি লালচে দেখাচ্ছে, যা তাকে উদ্বিগ্নতায় ফেলে দিলো। তার হাতে আর কোন আইভি সাইট নেই, সব জায়গায় এরইমধ্যে একাধিকবার সূচ ফুটিয়ে ফেলেছে তারা। এটাই একমাত্র আইভি সাইট বাকি আছে, অ্যাঞ্জেলা জায়গাটিকে পরিস্কার রাখার ব্যাপারে ও নতুন ব্যান্ডেজ লাগানোর ব্যাপারে একনিষ্ঠ সবসময়। বেড ব্যাথের পরে, তার ড্রেসিং পরিবর্তন করে দেয় সে।

বুকের কাছের অংশটি মুছে নিলো সে, বক্ষপিঞ্জরের এপাশ ওপাশ সহকারে। নির্দ্বিধায় বলতে পারে সে, এই মানুষটি সারা জীবনব্যাপি কখনও পেশিবহুল মানুষ ছিলো না আর এখন যা অবশিষ্ট রয়েছে সেটিকে বুকের হাড়ের উপরে এক ফালি পুরনো কাগজের অংশ বললেও খারাপ হবে না।

পায়ের শব্দ পেলো সে, মি. গোয়াডস্কির ছেলেকে আসতে দেখে যারপরনাই বিরক্তবোধ করলো। একবার তাকিয়েই সে আক্রমণাত্মক একটা প্রভাব চালাতে চায় সবার উপরেই–এমন এক ধরণের মানুষ সে যে অন্য মানুষের ভুলত্রুটি এবং খুঁত দেখানো ছাড়া আর কোন কিছু করতে পারে না। নিজের বোনের সাথেও এই ধরণের ব্যবহার করে সে । একবার অ্যাঞ্জেলা তাদেরকে ঝগড়া করতে দেখেছে, বোনের পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করা থেকে নিজেকে অনেক কষ্টে সংবরণ করেছে। যাই হোক না কেন, আর কিছু হলেও অ্যাঞ্জেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে গোয়াডস্কির এই ছেলেকে বোঝানো সম্ভব না মাঝে মাঝে তার কথাবার্তাগুলো ঠিক কতটা বিরক্তিকর লাগে। সে এই কারণে কখনও তার সাথে বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাবও দেখায় না। মাথা নাড়িয়ে নিজের স্পঞ্জ বাথের কাজটি একাগ্রচিত্তে করতে থাকে অ্যাঞ্জেলা।

"কেমন আছে সে এখন?" ইভান গোয়াডস্কি জানতে চাইলো।

"কোন পরিবর্তন নেই তার অবস্থায়।" মাপাস্বরে বলল সে কথাগুলো। আশা

করছে সে ছেলেটি যেন শীঘ্রই এখান থেকে চলে যায়, তার এই যত্নশীলতার কৃত্রিম অভিব্যক্তি আর দেখতে ভালো লাগে না তার, নিজের এই কাজটি থেকেও মুক্তি চায় সে। সে ভালোভাবেই জানে ছেলেটির এখানে আসার কারণের খুব ক্ষুদ্র অংশ বাবার প্রতি ছেলের ভালবাসা। বাবার দায়িত্ব নিয়েছে সে এই জন্যই কারণ এই কাজটি তার দায়িত্বের অংশ, আর কোনভাবেই এটা সে অন্য কারো উপরে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এমনকি মৃত্যুর হাতেও না।

"ডাক্তার এসেছিল কি তাকে দেখতে?"

"ড. কর্ডেল প্রতিদিন সকালে এসে দেখে যান।"

"তার মতে কি সে এখনও কোমাতেই রয়েছে?"

অ্যাঞ্জেলা পরিস্কার করার ছোট্ট ন্যাকড়াটি বেসিনে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালো তার দিকে। "আমি জানি না আপনাকে আর কিভাবে বোঝানো সম্ভব, মি. গোয়াডস্কি।"

"সে এরকম অবস্থায় কতদিন থাকবে?"

"যতদিন আপনি তাকে এভাবে দেখতে চান।"

"কি বলতে চাইছেন আপনি?"

"আপনার কি মনে হয় না তাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া উচিত আপনার?"

ইভান গোয়াডস্কি তার দিকে হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। "হ্যা, তাতে অনেকের জীবনই সহজ হয়ে যাবে হয়ত, তাই না? আর এটা হাসপাতালের আরেকটি শয্যাও খালি করে দেবে।"

"আমি যা বলতে চেয়েছি তার মানে কিন্তু এটা ছিল না।"

"আমি জানি হাসপাতালের আয় আজকাল কোন প্রক্রিয়াতে হয়ে থাকে। রোগি যদি বেশিদিন টিকে থাকে আপনারা তার খরচ নিজেরা নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে থাকেন।"

"আমি শুধু বলেছি আপনার বাবার জন্য এখন কি ভাল হতে পারে।"

"কোনটা ভাল এটা এই হাসপাতালের কার্যাবলীই বলে দেবে।"

কিছু বলতে যাওয়ার আগে অনুতাপ হলো তার, কেন এই লোকটার সাথে আবারও কথা বলতে বসেছে সে। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যাঞ্জেলা আবারও বেসিন থেকে দেহ পরিস্কার করার ছোট্ট ন্যাকড়াটি উঠিয়ে নিলো। কম্পমান হাতে নিংড়ে নিলো সেটি। তার সাথে তর্ক করতে যেও না। নিজের কাজ করো তুমি। সে এমন একটা মানুষ যে সামান্যতম বিষয় নিয়েও লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলতে সক্ষম।

রোগির পেটের উপর ভেজা ন্যাকড়াটিকে রাখলো সে। তখনই বুঝতে পারলো যে বৃদ্ধ মানুষটি প্রশ্বাস ফেলছে না।

একবার অ্যাঞ্জেলা ভাবলো তার হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করে দেখবে।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো তার ছেলে। "ঠিক আছে সে?"

BOIGHAR.COM

কোন উত্তর দিলো না অ্যাঞ্জেলা। পাশ কাটিয়ে হলে দৌড়ে চলে গেলো সে। "কোড ব্লু!" ভয়ে আর্তনাদ করলো সে। "রুম ৫-২-১ এ কোড ব্লু-র ঘটনা ঘটেছে।"

ক্যাথারিন ছুটে বেরিয়ে আসলো নিনা পিটনের রুম থেকে, তারপর হলওয়ের দিকে দ্রুতবেগে ছুটে গেলো। রুম ৫২১ এ এরইমধ্যে বিশেষ কার্যনির্বাহিরা পৌঁছে গেছে আর করিডর ধরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু মেডিকেল শিক্ষার্থি যারা ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করছে ভেতরের অবস্থা।

ক্যাথারিন সবাইকে পাশ কাটিয়ে রুমে ঢুকে উচ্চস্বরে একজনের কাছে জানতে চাইলো, "কি হয়েছে?"

মি. গোয়াডস্কির নার্স অ্যাঞ্জেলা বলল, "কিছুক্ষণ আগেই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে তার! এমনকি পাল্‌সও নেই।"

ক্যাথারিন বিছানার ধারে গিয়ে দেখলো আরেকজন নার্স একটি মাস্ক রোগির মুখের উপর লাগাচ্ছে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবাহের জন্য। একজন ইন্টার্ন তার বুকে হাত রেখে চাপ দিচ্ছে হৃদপিণ্ডটিতে আবারও ধমনি হয়ে শিরা বরাবর রক্ত সঞ্চালনের প্রচেষ্টায়। যেন সেগুলো আবারও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং মস্তিষ্ককে সচল করতে পারে।

"ইকেজি এখনও দেখা যাচ্ছে!" একজন জানালো তাকে।

ক্যাথারিন মনিটরের দিকে তাকালো। সেখানে ভেন্ট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন দেখা যাচ্ছে। হৃদপিণ্ডের পেশিগুলো সংকুচিত হচ্ছে না। এর বদলে, প্রত্যেকটি পেশি কেঁপে উঠে হৃদপিণ্ডটিকে একটা ফাঁপা ব্যাগে পরিণত হতে সাহায্য করেছে।

"প্যাডেলের চার্জ তৈরি আছে?" ক্যাথারিন জানতে চাইলো।

"একশ জুলস।"

"এখনই দাও!"

নার্স ডিফাইব্রিলেটর প্যাডেলগুলো তার বুকে ধরে জোরগলায় বলল, "সবাই পেছনে সরে যান!"

প্যাডেলগুলো হৃদপিণ্ডের মধ্যে চার্জটুকু দিয়ে ডিসচার্জড হয়ে গেল আবার। ফলে লোকটির বুক ম্যাট্রেসের উপর এমনভাবে ধড়ফড়িয়ে উঠল যেন কোন বিড়ালকে গরম তাওয়ার উপর বসানো হয়েছে।

"এখনও ভি. ফিব রয়েছে!"

"এক মিলিগ্রাম এপিনেফ্রাইন আইভি দিয়ে এরপরে আবারও তা:কে একশো জুলে শক দাও," ক্যাথারিন বলল।

এপিনেফ্রাইনের বিন্দু সিভিপি লাইন দিয়ে গড়িয়ে চললো দেহ পথ বরাবর।

"পেছনে সরে দাঁড়ান সবাই!"

আবারও শক দেয়া হলো প্যাডেল লাগিয়ে,বুক ধড়ফড় করে উঠলো তার।

কিন্তু মনিটরে ইকেজি লাইন একবার তীক্ষ্ণভাবে উঁচু হয়ে শেষবারের মত সোজা

একটি কাঁপানো রেখায় মিলিয়ে গেলো। বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডের সর্বশেষ সংকেত।

ক্যাথারিন তার রোগির দিকে তাকিয়ে ভাবলো কিভাবে আমি এই শুকিয়ে যাওয়া হাড়ের টুকরো আবারও পুণরুজ্জীবিত করবো।

"আপনি কি–আবারও–চেষ্টা করে দেখবেন?" ইন্টার্ন জিজ্ঞেস করলো, পাম্প করতে করতে হাঁপিয়ে গেছে সে। এক ফোঁটা ঘাম কপাল বেয়ে গালে পড়লো তার।

আমি আর তার উপরে কোন কোড প্রয়োগ করবো না, ভাবলো সে, যখন সব কিছু প্রয়োগ করতে মানা করবে, এমন সময় নার্স অ্যাঞ্জেলা এসে তার কানে ফিসফিসিয়ে বলল : "তার ছেলে এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখছে সে।"

ক্যাথারিনের চোখ সোজা পড়লো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ইভান গোয়াডস্কির উপরে। এখন তার কাছে কোন বিকল্প পথ নেই। যদি আমাদের চেষ্টার কোন কমতি দেখে এই লোকটি তাহলে সবার অবস্থা বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

মনিটরের রেখাগুলো ঝড়ে আক্রান্ত সমুদ্রের তীরে আছড়ানো ঢেউয়ের মত সুস্থির হয়ে গেছে।

"চলো আবারও পদ্ধতিগুলো আবার প্রয়োগ করা যাক," বলল ক্যাথারিন। "দুশো জুলস দিয়ে এইবার। কিছু রক্ত নিয়ে স্ট্যাটলাইটসের জন্য পাঠিয়ে দাও।"

কোড কার্টের ড্রয়ার থেকে কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে দেখার ঝনঝনানি শব্দ পেলো সে। অবশেষে রক্ত নেয়ার জন্য টিউব এবং সিরিঞ্জ দেখতে পেলো।

"আমি তার শিরা খুঁজে পাচ্ছি না!"

"সিভিপি ব্যবহার করো।"

"পেছনে সরে দাঁড়ান সবাই!"

প্রত্যেকে এক ধাপ পেছনে সরে গেলো যখন প্যাডেলদ্বয় আবারও ডিসচার্জড হলো।

ক্যাথারিন মনিটরের দিকে তাকিয়ে আশা করলো হয়ত সে অসাড় হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডটিতে সচল হওয়ার বিষয়টি কিছুটা হলেও দেখতে পাবে। তার বদলে একটি অবসন্ন ঢেউয়ের মত রেখা দেখতে পেলো সে।

আরেক বিন্দু এপিনেফ্রাইন সিভিপি লাইনে প্রবেশ করানো হলো।

ইন্টার্নটি নেয়েঘেমে একাকার অবস্থায় আবার নিজের পাম্প করার কাজটি শুরু করলো। নতুন জোড়া হাত এসে এবার অ্যাম্পু ব্যাগে হাত রেখে ফুসফুসে কৃত্রিম উপায়ে বাতাস প্রবেশ করানোর কাজটি করতে লাগলো, কিন্তু বিষয়টা ঠিক এমন, শুকিয়ে থাকা শস্যের দানাতে প্রাণ প্রচেষ্টার কাজ করছে তারা। এরইমধ্যে ক্যাথারিন তার আশেপাশের সবার কণ্ঠস্বর পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ্য করেছে, তড়িঘড়ি করে প্রাণরক্ষা করার বিষয়টি উড়ে গিয়ে তাদের এখন অনেকটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এটা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র অনিবার্য ঘটনাটির সম্মুখিন হওয়ার। ঘরের আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো আরও ডজন খানেক মানুষ এসে সেখানে জড়ো হয়েছে, দেখতে

BOIGHAR.COM

পেলো তার সিদ্ধান্ত একটা চরম সত্য হতে চলেছে তাদের কাছে। শুধু অপেক্ষা করছে তারা ক্যাথারিনের মুখ থেকে বিষয়টি শোনার।

পরিত্যাগ করলো সে অবশিষ্ট চেষ্টা। "কোডটি লিখে ফেলো জলদি," সে বলল, "এগারোটা তেত্রিশ।"

নীরবে প্রত্যেকে সরে দাঁড়ালে হেরে যাওয়া প্রাণ, হারম্যান গোয়াডস্কিকে তার এবং আইভি টিউবিংয়ের জটলার মধ্যে নিথর অবস্থাতে দেখা গেলো। একজন নার্স ইকেজি মনিটর বন্ধ করে দিলো। অক্সিলোস্কোপ শূন্য দেখালো তার।

"পেসমেকার দিলে কি হতো?"

ক্যাথারিন কোড সিট স্বাক্ষর করার মধ্য অবস্থায় ঘুরে দেখলো রোগির ছেলেটি অবশেষে ঘরে প্রবেশ করেছে। "তাকে আর বাঁচিয়ে রাখার মত কোন পরিস্থিতি ছিল না," বলল সে। "আমি দুঃখিত। আমরা তার হৃদপিণ্ড আবার সচল করতে ব্যর্থ হয়েছি।"

"আপনারা কি পেসমেকার ব্যবহার করতে পারতেন না এই ক্ষেত্রে?"

"আমাদের যতটুকু করা সম্ভব ছিল সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি—"

"আপনি সবকিছু করা বলতে শুধু তাকে শক দিয়েছেন।"

সবকিছু? সে রুমের সবকিছুর দিকে তাকালো, তাদের চেষ্টার অংশটুকু, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, ড্রাগ ভায়াল এবং ভাঁজ হয়ে পড়ে থাকা প্যাকেটগুলো। মেডিকেলের ছোট ছোট আবর্জনার এই অংশই তো প্রমাণ করে যে তাদের যুদ্ধের কোন কমতি ছিল না। রুমের অন্যান্যরা দেখতে লাগলো কিভাবে ক্যাথারিন বিষয়টি মোকাবেলা করে।

যে ক্লিপবোর্ডে এতসময় লিখছিলো সে সেটাকে রেখে দিলো, রাগান্বিত মনের শব্দগুলো এরইমধ্যে তার ঠোঁটের কাছে চলে এসেছে। এই কথাগুলো বলার সুযোগ পায়নি সে আগে। কিন্তু কথাগুলো বলার বদলে সে দরজার দিকে এগোল।

ওয়ার্ডের এক জায়গায়, একজন মহিলা তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাথারিন রুম থেকে বের হয়ে গেলে, নার্সরাও তার পিছ ধরে বেরিয়ে পড়লো। কর্নারের কাছে যেতেই দেখলো সে একজন সহকারি হলওয়েতে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁদছে, নিনার রুমের দিকে ইশারা করে দেখাচ্ছে। রুমের বাইরে রাখা চেয়ারটি শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে এখন।

এখানে তো একজন পুলিশ থাকার কথা। কোথায় সে?

ক্যাথারিন রুমের দরজা খুলে ভয়ে জমে গেলো।

প্রথমে সে জিনিসটি দেখতে পেলো সে তা রক্ত, দেয়াল বেয়ে রক্তের ফিনকির ধারা বেয়ে পড়ছে। এরপর রোগির দিকে তাকালো সে, মেঝেতে মুখ উপুড় করে পড়ে রয়েছে। নিনা বিছানা এবং দরজার মাঝখানের অংশে পড়ে আছে, পুরোপুরি অসাড় হওয়ার আগে কয়েক ধাপ ফেলার শেষ চেষ্টা করেছিল সে। আইভি সংযোগহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, খোলা টিউব থেকে স্যালাইন পড়ে মেঝে ভেসে

গেছে, যেখানে সেটি রক্তের ধারার পাশে নিজস্ব একটা ছোট্ট জলাশয়ের মত অংশ তৈরি করেছে।

সে এখানে এসেছিলো। 'সার্জন' এসেছিলো এখানে।

যদিও ঘটনার সবকিছু দেখে অভ্যন্তরীণ সত্ত্বা তাকে বলছে তার এখন এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু নিজেকে শক্ত করে সামনের দিকে এগোল সে, নিনার নিথর দেহের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো। রক্তের উষ্ণতা তার স্ক্রাব প্যান্ট ভেদ করে চামড়াতে আঘাত করলো। দেহটিকে সম্মুখদিকে ঘোরাল সে।

পাংশুটে চেহারা এবং স্থির দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ক্যাথারিন বুঝতে পারলো নিনা এবার সত্যি চলে গেছে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে। কিছু সময় আগে আমি তোমার হৃদস্পন্দনের শব্দ পেয়েছিলাম।

আস্তে আস্তে ঘোর লাগা অবস্থা থেকে বেরিয়ে, ক্যাথারিন মুখ তুলে দেখলো অনেকগুলো ভীত চোখ তাকিয়ে রয়েছে এদিকে লক্ষ্য করে। "পুলিশের লোকটা কোথায়?" জিজ্ঞেস করলো সে। "কোথায় সেই পুলিশ?"

"আমরা জানি না–"

নড়বড়ে ভাব নিয়ে অবশেষে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এগোল সামনের দিকে, অন্যান্যরা তাকে রাস্তা করে দিলো বাইরে যাওয়ার জন্য। সে যে নিজেও রক্তের ধারা সাথে নিয়ে বেরোচ্ছে সেটা খেয়ালে থাকলো না তার, হলওয়েতে এদিক ওদিক শুধু একজনকেই খুঁজতে লাগলো।

"ওহ্, ঈশ্বর," একজন নার্স বলল।

করিডরের শেষ মাথায় তরলের একটি গাঢ় রেখা মেঝেতে এসে জমা হচ্ছে। রক্ত। সাপ্লাই রুমের দরজার নিচ দিয়ে বের হয়ে আসছে তা।

BOIGHAR.COM

অধ্যায় ১৩

নিনা পিটনের ঘরের সামনে লাগানো ক্রাইম-সিন টেপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রিজোলি। ঝর্ণার উদ্দাম ফোয়ারার মত শুকিয়ে যাওয়া ধমনির রক্ত সারা ঘরব্যাপি ছড়িয়ে রয়েছে। করিডর দিয়ে এগিয়ে সাপ্লাই রুমের দিকে এগোল সে যেখানে পুলিশ সহকর্মিটির লাশ পাওয়া গেছে। এই দরজাটিও ক্রাইম-সিন টেপ দিয়ে চারিদিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। ঘরের ভেতরে আইভি পোলের সারি, বেডপ্যান, বেসিনভর্তি শেল্ফ, বাক্সভর্তি দস্তানা সবকিছুই রক্তস্নাত হয়ে গেছে। তাদের খুব কাছের মানুষ এই ঘরে খুন হয়েছে আজ, বোস্টন পিডির প্রত্যেক পুলিশের জন্য 'সার্জন'কে খুঁজে বের করার দায়বদ্ধতা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে কয়েকগুণ, কারণ সে তাদের উপর হামলা করার সাহস দেখিয়েছে এখন।

ধারেকাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পেট্রলম্যানের কাছে গেলো সে। "ডিটেক্টিভ মুর কোথায়?"

"নিচতলায় প্রশাসনিক অফিসে। হাসপাতালের সার্ভিলেন্স ক্যামেরার টেপগুলো খুঁজতে গেছে সেখানে।"

রিজোলি হলের উপরে নিচে ভালোভাবে তাকালে কোন সিকিউরিটি ক্যামেরা দেখতে পেলো না সেখানে। তাদের কাছে অন্ততপক্ষে এই করিডরের কোন ভিডিও ফুটেজ থাকা সম্ভব না।

নিচতলায় এসে কনফারেন্স রুমে ঢুকে দেখলো মুর এবং অন্য দুজন নার্স নজরদারির টেপগুলো আবার দেখার ব্যবস্থা করেছে। রিজোলির ঘরে প্রবেশের বিষয়টি খেয়াল করলো না কেউই; সবার মনোযোগ এখন আবিষ্ট হয়ে রয়েছে টিভির মনিটরের উপরে, যেখানে টেপটি চলছে।

ক্যামেরা তাক করা রয়েছে ৫ ওয়েস্টের এলিভেটরের উপরে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এলিভেটরের দরজা খুলে গেলো। মুর এই ছবিটি থামিয়ে দেখতে লাগলো কিছুসময়।

"এখানে," বলল সে। "এটাই প্রথম গ্রুপ ছিলো যারা কোড কল করার পরে এলিভেটরে এসেছিল। আমার হিসাব মতে এখানে এগারোজন যাত্রি রয়েছে, তারা সবাই তাড়াহুড়ো করে বের হচ্ছে।"

"এটাই কোড ব্লু-র চিরাচরিত নিয়ম," চার্জে থাকা নার্স উত্তর দিলো। "হাসপাতালের স্পিকার সিস্টেম মারফত একটা ঘোষণা পাঠানো হয় সবার কাছে। যাদের সেখানে পৌছানো সম্ভব দ্রুত, তারা উত্তর দেয় এভাবেই।"

"চেহারাগুলো একটু ভালোভাবে দেখুন তো," মুর বলল। "আপনি কি সবাইকে চিনতে পারছেন? এখানে কি এমন কেউ রয়েছে যার থাকার কথা নয়?"

"আমি তো চেহারাগুলো পরিস্কারভাবে দেখতেই পাচ্ছি না। তারা গ্রুপ ধরে

হাঁটছে তো।"

"আপনি কি মনে করেন, শ্যারন?" মুর দ্বিতীয় নার্সটির কাছে জানতে চাইলো।

শ্যারন মনিটরের দিকে ঝুঁকে আসলো ভালোভাবে দেখার জন্য। "এখানে যে তিনজনকে দেখতে পাচ্ছেন, তারা নার্স। পাশের এই দু-জন কম বয়সি ছেলে যারা মেডিকেলের ছাত্র। আমি তৃতীয় মানুষটিকে চিনতে পারছি, এই যে এইখানে–" সে স্ক্রিনের উপরিভাগ নির্দেশ করে দেখালো। "একজন কেরাণি সে। অন্যান্যদের চেহারা পরিচিত মনে হলেও, নাম বলতে পারবো না কোনমতেই।"

"ঠিক আছে," বলল মুর, তার কণ্ঠে উদ্বিগ্নভাব ফুটে উঠলো। "এখন বাকি এই মানুষগুলোকে একটু দেখুন তো। এরপরে আমরা সিঁড়ির ক্যামেরার টেপটি দেখবো।"

রিজোলি এতক্ষণ চার্জে থাকা নার্সের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো, কিন্তু এই কথা শুনে কিছুটা এগিয়ে আসলো সেও।

স্ক্রিনে, ছবিটি আগের অংশে ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে আবারও, এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো হঠাৎ। মুর প্লে বাটনে চাপ দিলে দরজা আবারও খুললো। এগারো জন মানুষ বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে, একের অধিক পা-বিশিষ্ট প্রাণী মনে হচ্ছে তাদেরকে দেখে যখন তারা কোডে পৌছানোর জন্য দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। রিজোলি তাদের চেহারাতে জরুরিভাবের চিত্র দেখতে পেলো, এই অবস্থাতে হয়ত এটাই স্বাভাবিক। সেই মানুষগুলো গুচ্ছ ধরে স্ক্রিনের বাম দিকে হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেলো। এলিভেটরের দরজা আবারও বন্ধ হলো। কিছুসময় পরে দরজাটি আবার খুললে আরও কিছু মানুষের গুচ্ছ দেখা গেলো। রিজোলি গুণে দেখলো সর্বমোট তেরো জন এসেছে এবার। তাহলে তিন মিনিটের মধ্যে একই তলায় সর্বমোট চব্বিশ জন মানুষের আগমন ঘটলো শুধুমাত্র এলিভেটরের মাধ্যমেই। তাহলে সিঁড়ি দিয়ে কতজন আসতে পারে? রিজোলি অতি উৎসাহে বাকিটুকু দেখতে লাগলো। সময়ের ধারাতে কোন খুঁত ধরতে পারবে না কেউই। একটি কোড ব্লু ডাকা মানে আতঙ্কে দিশেহারা হওয়া দশার সমপর্যায়। ডজন ধরে পুরো হাসপাতাল থেকে আসা বিভিন্ন কাজে সাহায্যকারি মানুষের মধ্যে একজনের সাদা কোটে ৫ ওয়েস্ট থেকে অগোচরে বের হয়ে যাওয়াটা অনেক বেশি সহজসাধ্য। কোন সন্দেহ নেই, খুনি এলিভেটরে সবার পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সবার অন্তরালে। সে সতর্ক ছিলো নিজেকে লুকানোর ব্যাপারে, যাতে সে ক্যামেরা এবং অন্য মানুষের মধ্যে দিয়ে ফাঁক পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে। তারা এমন একজনের পেছনে ধাওয়া করছে যে ভালোভাবেই জানে হাসপাতালের কার্যবিধি ঠিক কিভাবে চলে।

দ্বিতীয় গ্রুপের এলিভেটরের যাত্রিদেরও স্ক্রিনে চলে যেতে দেখলো সে। চেহারা দুটো কোনভাবেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে।

এখন মুর টেপ বদলে ফেললে ছবিগুলো কিছুটা পরিবর্তিত হলো। এখন তারা সিঁড়িঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছু সময়ের জন্য কিছুই ঘটলো না সেখানে। এরপর দরজাটি খুলে গেলে, সাদা কোট পরা একজন লোক হুড়মুড় করে ঢুকলো

BOIGHAR.COM

সেখানে।

"আমি চিনি তাকে। এটা মার্ক নোবেল, ইন্টার্নদের একজন," শ্যারন বলল।

রিজোলি নিজের স্পাইরাল নোটবুক বের করে নামটি লিখে ফেললো খুব দ্রুত।

আবারও দরজাটি খুলে গেলে, সাদা ইউনিফর্মধারি দুজন নার্স ঢুকলো সেখানে।

"এটা ভেরোনিকা ট্যাম," চার্জে থাকা নার্সটি অবগত করলো, জোড়ার ছোট গড়নের মহিলাটিকে দেখিয়ে। "সে ৫ ওয়েস্টে কাজ করে। যখন কোড ডাকা হয়েছিলো তখন ব্রেকে গিয়েছিলো সে।"

"অপর মহিলাটি?"

"আমি চিনি না তাকে। আপনি কি তার চেহারা পরিস্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন নাকি বলেন।"

রিজোলি এটাও লিখে নিলো:

১০: ৪৮, সিঁড়িঘরের ক্যামেরা :

ভেরোনিকা ট্যাম, নার্স, ৫ ওয়েস্ট।

অপরিচিত মহিলা, কালো চুলের, ল্যাব কোট পরা।

সর্বমোট সাতজন মানুষ সিঁড়িঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো সেখানে। নার্স দুজন তাদের মধ্যে শুধুমাত্র দু-জনকে চিনতে পারলো। রিজোলি গুণে দেখলো এলিভেটর এবং সিঁড়ি দিয়ে সর্বমোট একই তলাতে একত্রিশ জন মানুষ এসেছিলো। তার সাথে এই তলাটিতে যারা কার্যনির্বাহির জন্য আগে থেকেই ছিলো তাদেরকে মিলিয়ে সংখ্যাটি দাঁড়ায় চল্লিশজনে। মানে তাদের ৫ ওয়েস্টের সর্বমোট চল্লিশজন মানুষের সাথে বিষয়টি আলোচনা করা লাগবে।

"এখন দেখুন কি হয়েছিলো কোড ডাকার ঠিক আগে এবং পরে," মুর বলল। "এই সময় কিন্তু জনাসমগম ঠিক অতটা দেখা যাচ্ছে না। হয়ত এর মধ্যে দু-একজনের চেহারা এবং নামও খুঁজে পাওয়া যাবে।" সে ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করলো টেপটিকে। স্ক্রিনের একেবারে নিচে, টাইম ডিসপ্লে আট মিনিট এগিয়ে গেল। কোড সেই সময়েও চলছে, কিন্তু সেই সময় অনেক কাজহীন কার্যনির্বাহীগুলো ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এখানে ওখানে ঘুরছে। ক্যামেরাতে শুধুমাত্র তাদের পিঠের অংশ দেখা গেলো যারা সিঁড়িঘরের দিকে এগোচ্ছে। প্রথমে, দুজন মেডিকেল ছাত্রকে দেখতে পেল তারা, কিছুসময় পরে তৃতীয় একজন অপরিচিত মানুষ যে একা একাই হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর সেখানে লম্বা সময়ের বিরতি বিরাজ করলো, যা আবারো মুর ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করে দিলো। এরপর চারজন পুরুষের একটি গ্রুপ দেখা গেলো যারা সিঁড়িঘরের দিকে এগোচ্ছে। সময়টা তখন ১১:১৪। ততক্ষণে আনুষ্ঠানিকভাবে কোডের সমাপ্তি ঘটে গেছে আর হারম্যান গোয়াডস্কিকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে।

মুর আবারও টেপ পরিবর্তন করলো। আবার তারা এলিভেটরের টেপটি দেখলো।

যখন আবারও টেপটি চালালো সে, রিজোলি নিজের নোটবুকের তিন পৃষ্ঠা

বিভিন্ন তথ্যে ভরপুর করে ফেলেছে, হিসাব করছে সে কোডের সময় আগমন হওয়া মানুষের আলাদা আলাদা সংখ্যা। তেরজন পুরুষ এবং সতের জন মহিলা এসেছিলো এই এমার্জেন্সির সময়। এখন রিজোলি হিসাব করছে তাদের মধ্যে ঠিক কতজনকে কোড শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি ত্যাগ করতে দেখা গেছে।

সংখ্যাগুলো মিললো না।

সবশেষে মুর স্টপ বাটন টিপলে স্ক্রিন শূন্য অবস্থায় দেখল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তারা ভিডিওটি দেখছে, নার্স দুজন সেই পরিমাণে ধাক্কা খেয়েছে বলে মনে হলো।

নীরবতা ভাঙ্গতে রিজোলি কণ্ঠস্বর দুজনেরই সম্বিত ফেরানোর কাজ করলো। "আপনাদের শিফটে ৫ ওয়েস্টে কাজ করার জন্য কোন পুরুষকর্মি আছে কি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

চার্জে থাকা নার্স রিজোলির দিকে মনোযোগ দিলো। অবাক হলো এটা দেখে যে তাদের অজান্তেই আরেকজন পুলিশ এই রুমটিতে প্রবেশ করেছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তারা। "সেখানে একজন পুরুষ নার্স রয়েছে যে সাধারণত তিনটার সময় আসে। এ বাদে আমার ডে-শিফটে কোন পুরুষকর্মি নেই।"

"কোন পুরুষ কর্মি তাহলে ৫ ওয়েস্টে ছিল না যখন কোড ডাকা হয়েছিলো তাই তো?"

"সেই তলাতে এই সময়ে পুরুষ হিসেবে শুধুমাত্র সার্জিক্যাল রেসিডেন্টরাই থাকে। কিন্তু কোন পুরুষ নার্স থাকে না।"

"কোন রেসিডেন্ট? একটু মনে করে বলতে পারবেন কি?"

"সব সময় তাদের ডিউটি বদল হয়, রাউন্ডে থাকে তারা। আমরা তো আর সবার খোঁজখবর রাখতে পারি না। আমাদের নিজস্ব কিছু কাজও রয়েছে।" নার্সটি মুরের দিকে তাকাল। "আমাদের এখন কাজে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।"

মুর মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আপনারা যেতে পারেন। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।"

রিজোলি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো যতক্ষণ না নার্স দুজন সেই রুম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। এরপর সে মুরকে বলল, "'সার্জন' আগে থেকেই ওয়ার্ডে ছিলো। কোড ডাকার অনেক আগে থেকেই। তাই না?"

উঠে দাঁড়িয়ে মুর ভিসিআরের কাছে গেলো। মুরের মধ্যে আজকে সে রাগের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে, যেভাবে সে টেপটি মেশিন থেকে সজোরে বের করে নিলো, যেভাবে সে দ্বিতীয় টেপটি আবারও ভিসিআরে প্রবেশ করালো।

"তেরজন পুরুষ ফাইভ ওয়েস্টে এসেছিলো। কোড শেষ হওয়ার পরে দেখা গেলো চোদ্দজন পুরুষের প্রস্থান। সেখানে একজন অতিরিক্ত ছিলো। সে এই জায়গাতে আগে থেকেই ছিলো তাহলে।"

মুর আবারও প্লে বাটনে চাপ দিলো। সিঁড়িঘরের টেপটি চলতে শুরু করলো।

"ড্যাম ইট, মুর। ক্রো এখানকার সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলো। এখন

BOIGHAR.COM

আমরা আমাদের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীটাকেও হারালাম।"

কোন বাক্যব্যয় না করে স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে, বার বার দেখা পরিচিত মুখগুলো সিঁড়িঘরের কাছে যাচ্ছে, আসছে এবং উধাও হয়ে যাচ্ছে।

"এই খুনি দেয়ালে হাঁটার পদ্ধতি জানে হয়ত," বলল রিজোলি। "ফিনফিনে বাতাসেও নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে সক্ষম। তাদের সেই নির্দিষ্ট তলায় নয়জন নার্স সর্বক্ষণ কর্মরত থাকে, কেউ বুঝতে পারেনি খুনি তাদের মধ্যেই রয়েছে। তাদের সাথে সর্বক্ষণের জন্য ছায়ার মত লেগেছিলো সে।"

"এটা একটা সম্ভাব্যতার কথা বলেছো তুমি।"

"তাহলে সে কিভাবে পুলিশের কাছে গেলো? কিভাবে পুলিশ তার কাছে গেলো রোগির রুমের দরজা থেকে উঠে? তাও সাপ্লাই রুমের দিকে?"

"সে এমন একজন ছিলো হয়ত যে পরিচিত। অথবা এমন কেউ যাকে দেখে হুমকিস্বরূপ কিছু মনে হয়নি তার।"

কোড চলাকালীন সময়ে, যেখানে সবাই একজনের জীবন বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে গিয়েছিলো সবাই, এটা স্বাভাবিক একজন হাসপাতালের কর্মির ক্ষেত্রে, যে সে হলওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা কারও সাহায্য নেবে কোন প্রয়োজনে আর সেখানে একজন পুলিশই ছিলো দাঁড়িয়ে। হয়ত সে তাকে ডেকেছিল সাপ্লাই রুম থেকে কিছু জিনিস বের করে নিতে সাহায্যে।

মুর "পজ' বাটন টিপলো। "এই তো।" হাল্কাস্বরে বলল সে। "আমার মনে হয় এটাই আমাদের সেই খুনি।"

রিজোলি অবাকদৃষ্টিতে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলো। এটা সেই মানুষ যে কোড শুরু হওয়ার পর পরই সিঁড়িঘরের কাছে এসেছে। তারা শুধু তাদের পিঠের অংশই দেখতে পাচ্ছে। একটি সাদা রঙের কোট এবং ও.আর ক্যাপ পরে আছে সে। ক্যাপের নিচ দিয়ে সুনিপুণভাবে কাটা বাদামি বর্ণের চুলগুলো বের হয়ে রয়েছে। তার দেহ অনেকটা লিকলিকে ধরণের, কাঁধের অংশেও বিশেষত্ব কিছুই নেই। দেহভঙ্গির উপরেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন চলে আসলো তার।

"এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি," বলল মুর। "আমি তাকে এলিভেটরের ফুটেজের কোথাও পাইনি। আমি তাকে সিঁড়িঘরের দরজা দিয়েও আসতে দেখিনি। কিন্তু সে ঐ পথ দিয়েই গেছে। দেখো, সে কিভাবে নিজের কোমরের সাহায্যে দরজাটি লাগিয়ে দিচ্ছে, যেন হাত দিতে স্পর্শ করতে চাচ্ছে না সে? আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, কোনখানেই তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না। অনেক বেশি যত্নশীল সে এই ব্যাপারে। দেখো কেমনভাবে সে নিজের মাথা নামিয়ে যাচ্ছে, যেন জানে আগে থেকেই ক্যামেরাতে তাকে দেখা যাবে। সে জানে আমরা তাকে খুঁজছি।"

"আমাদের কোন আইডি আছে কি?"

"কেউ তার নাম বলতে পারলো না।"

"শিট, সে তো তাদের সেই তলাতেই ছিল।"

"হ্যা, অন্যান্য সাধারণ লোকের সাথে মিশে। সবার উদ্দেশ্য তখন একটাই ছিলো হারম্যান গোয়াডস্কিকে বাঁচানো। সবাই শুধু সে ছাড়া।"

রিজোলি ভিডিও স্ক্রিনের কাছে এসে সাদা হলওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকা লিকলিকে গড়নের লোকটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। যদিও সে তার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না, তারপরেও এক ধরণের শিহরণ অনুভব করলো যেন স্বয়ং শয়তানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তুমিই কি তাহলে 'সার্জন'?

"কেউ মনে করতে পারছে না তাকে দেখেছে কিনা," বলল মুর। "কেউ মনে করতে পারছে না তার সাথে কেউ এলিভেটরে এসেছিলো কিনা। তারপরেও সে সেখানেই ছিলো। ভূতের মত, যে নিজের ইচ্ছেয় আসে, নিজের ইচ্ছেতে মুহূর্তেই উধাও হয়ে যায়।"

"কোড শুরু হওয়ার আট মিনিট পরে জায়গাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলো সে," রিজোলি বলল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে। "সেখানে দু-জন মেডিকেলের ছাত্রকেও দেখা যাচ্ছে যারা তার অভিমুখে হাঁটছে।"

"হ্যা, আমি তাদের সাথেও কথা বলেছিলাম। তাদের সকাল এগারোটার সময় একটা লেকচার ছিলো। তাই তারা কোডটি প্রারম্ভেই ছেড়ে দিয়ে যায়। তারা খেয়াল করেনি আমাদের খুনি তাদেরকে লক্ষ্য করে সিঁড়িঘরের দিকে গেছে।"

"সুতরাং আবারও আমাদের কোন প্রত্যক্ষদর্শী নেই।"

"শুধু এই ক্যামেরাটি ছাড়া।"

সে এখনও একভাবে সময়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ততক্ষণ কোডের আট মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আট মিনিট দীর্ঘ সময়।চিন্তাগুলোকে নিজের মাথায় সমন্বিত করার চেষ্টা করলো। পুলিশের কাছে গেলো সেঃ দশ সেকেন্ড। তাকে বলল যে তার সাথে হলওয়ের দিকে একটু যেতে হবে সাপ্লাই রুমেঃ ত্রিশ সেকেন্ড। পুলিশের গলা কাটলো সেঃ দশ সেকেন্ড। হেঁটে বেড়িয়ে এসে দরজা লাগিয়ে নিনা পিটনের ঘরে গেলোঃ পনের সেকেন্ড। দ্বিতীয় শিকারকেও একইভাবে মেরে পালিয়ে গেলো : ত্রিশ সেকেন্ড। খুব বেশি হলে সব মিলিয়ে দুই মিনিটের বেশি হচ্ছে না। তাহলে তার হাতে আরও ছয় মিনিট বাকি ছিলো। সে কোন কাজে সেই বাকি সময়টুকু ব্যবহার করেছিলো? পরিস্কার হয়ে নিতে? সেখানে তো প্রচুর রক্ত ছিলো; তার দেহ তো রক্তস্নাত হয়ে যাওয়ার কথা।

তার কাছে অনেক সময় ছিলো কাজগুলো করার জন্য। নার্সের সহকারি নিনা পিটনের লাশ সেই দশ মিনিট অবধি পায়নি যখন লোকটিকে শেষবারের জন্য সিঁড়িঘরের কাছে ক্যামেরার স্ক্রিনে দেখা গিয়েছিলো। ততক্ষণে সে হয়ত তার গাড়ি নিয়ে এখান থেকে এক মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছিলো।

কত নিখুঁত তোমার সময়বন্টন। আমাদের এই খুনি ঠিক যেন সুইস ঘড়ির মত সূক্ষ্মতার সাথে নিজের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

BOIGHAR.COM

হঠাৎ সে খাড়া হয়ে বসলো, কোন একটা কিছুর ধারণা তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের গতিতে চলে গেলো। "সে জানতো। হায় জিশু, মুর, সে জানতো ঠিক কোথায় কোড ব্লু কল করা হয়েছে।" মুরের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে, তার সুস্থির অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারলো, এরইমধ্যে সে কথার শেষাংশে পৌছে গেছে। "মি. গোয়াডস্কিকে দেখতে কি কেউ এসেছিলো নাকি?"

"তার ছেলে এসেছিলো। কিন্তু তার রুমে নার্স সারাক্ষণই ছিলো। যখন রোগির সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে কোড ডাকতে হয়েছিলো তখনও সে ছিলো সেখানে।"

"তাহলে কোড ডাকার আগে কি ধরণের ঘটনা ঘটেছিলো?"

"সে তার আইভি ব্যাগ বদলিয়ে দিয়েছিলো। আমরা সেই ব্যাগটি পরীক্ষার জন্য এরইমধ্যে ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

রিজোলি আবারও ভিডিও স্ক্রিনের দিকে তাকালো, যেখানে সাদা কোট পরা একটি লোকের চলে যাওয়ার ছবি স্থির হয়ে রয়েছে। "তাহলে ব্যাপারটি তো কোনমতেই মিলছে না। এই ধরণের ঝুঁকি নিতে যাবে কেন সে?"

"এটা হয়ত তার পরিস্কারের মত কাজ। ধরা পরার সম্ভাবনা এবং প্রত্যক্ষদর্শী উভয় থেকে মুক্তিলাভ।"

"কিন্তু নিনা পিটন ঠিক কি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলো তার কাছে? সে তো শুধুমাত্র একটি মাস্কে ঢাকা চেহারা দেখেছিলো। সে জানতো মেয়েটি তাকে কখনই চিনতে পারবে না। সে জানতো সে কোন বিপদের বস্তু হতে পারে না তার কাজের পথে। এরপরেও সে এত ঝুঁকি নিয়েছে কি শুধুমাত্র ঐ মেয়েটিকে খুন করার জন্যই? নিজেকে প্রকাশ করেও ফেলেছে এই চক্করে যাতে সে ধরাও পড়ে যেতে পারে। কি পেয়েছে সে এরকম একটি কাজ করে?"

"আত্মতৃপ্তি। সে অবশেষে নিজের হত্যালীলা সাঙ্গ করতে পেরেছে।"

"কিন্তু এটা তো সে তার বাসাতেও শেষ করতে পারতো, তাইনা। মুর, সে নিনা পিটনকে সেই রাতে জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো। তার মানে দাঁড়ায়, সে খেলাটি এভাবেই খেলতে চেয়েছিল আগে থেকেই।"

"তাই বলে হাসপাতালে?"

"হ্যা।"

"কি উদ্দেশ্যে?"

"জানি না আমি। কিন্তু আমার একটা বিষয় আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌছেছে যে খুনি সেই ওয়ার্ডের সব রোগিকে বাদ দিয়ে ঘটনাটির মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য হারম্যান গোয়াডস্কিকেই ব্যবহার করলো কেন। ক্যাথারিন কর্ডেলের একজন রোগি ছিল যে।"

মুরের বিপার হঠাৎ বেজে উঠলো। যখন সে কল করতে গেলো রিজোলি আবার মনিটরে ভেসে থাকা ছবির দিকে মনোনিবেশ করলো। 'প্লে' বাটন টিপে আবার জায়গাটি চালু করে দেখতে লাগলো কিভাবে সাদা কোট গায়ে দেয়া লোকটি দরজার

দিকে এগোচ্ছে। লোকটি কোমর কিছুটা ঝুঁকিয়ে দরজার হাতলে বাড়ি দিয়ে সিঁড়িঘরে ঢুকে পড়লো। একবারের জন্যও সে নিজের চেহারা ক্যামেরার সামনে প্রকাশ হতে দেয়নি। সে আবার দেখলো জায়গাটি 'রিওয়াইন্ড' করে। এইবার যখন তার কোমর কিছুটা ঘুরলো সে দেখতে পেলো কোটের নিচের উত্থিত অংশ। এটা তার ডান দিকেই ছিল, কোমর বরাবর। কি লুকোচ্ছে সে ওখানে? পরিবর্তন করা কাপড়? তার খুনের অস্ত্র?

সে মুরকে ফোনে বলতে শুনলো : "ছুঁয়েন না খবরদার! যেখানে যেটা রয়েছে সেখানে সেটা রেখে দিন। আমি আসছি অতি শীঘ্রই।"

ফোন কেটে দিলে রিজোলি তাকে জিজ্ঞেস করলো: "কার সাথে কথা বলছিলে?"

"ক্যাথারিন," মুর বলল। "আমাদের খুনে ছেলেটি আবারও তাকে একটি নতুন বার্তা পাঠিয়েছে।"

"এটা ইন্টারডিপার্টমেন্টাল মেইল হিসেবে এসেছে," ক্যাথারিন বলল। "আমি যখনই খামটি দেখেছি, আমি বুঝতে পেরেছি এটা তার তরফ থেকেই এসেছে।"

রিজোলি দেখলো মুর নিজের হাতে এক জোড়া গ্লাভস পরে নিলো–অপ্রয়োজনীয় সাবধানতা, ভাবলো সে, যেখানে 'সার্জন' নিজের কোন প্রিন্ট তার পাঠানো বা ফেলে যাওয়া নমুনাতে রাখেনি। এটা একটা বড় আকারের বাদামি রঙের খাম যাতে বোতাম এবং সুতার তৈরি একটি ক্লোজার আটকিয়ে রাখা হয়েছে। খামের উপরে শূন্য রেখার উপর নীল কালিতে কিছু লেখা প্রিন্ট করা : "ক্যাথারিন কর্ডেলকে। এসি'র পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভকামনা।"

অ্যান্ড্রু ক্যাপরা, ভাবলো রিজোলি।

"আপনি এটা খোলেননি, তাই না?" জানতে চাইলো মুর।

"না। আমি আমার ডেস্কের উপরেই এটা রেখে দিয়েছি এইভাবে। এরপর আমি আপনাকে ফোন করেছি।"

"ভালো মেয়ে।"

রিজোলি ভাবলো মুরের প্রতিক্রিয়া ক্যাথারিনের প্রতি দয়াশীলের মত ছিলো, কিন্তু পক্ষান্তরে ক্যাথারিন জিনিসটিকে সেভাবে গ্রহণ করলো না বরং মুরের কথা শুনে তার মুখে একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। মুর এবং ক্যাথারিনের মধ্যে কোন ব্যাপার তো অবশ্যই চলছে। এক দেখাতেই রিজোলির মধ্যে উদ্ভুত হওয়া হিংসার তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেলো। তাহলে এদের দুজনের অভ্যন্তরের সম্পর্ক আমি যতটুকু ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি দূরেই গড়িয়েছে।

"এখানে কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না," বলল মুর। গ্লাভস পরা হাতে সে সুতোর বাঁধনটি ছিঁড়ে ফেললো। রিজোলি একটা পাতলা সাদা কাগজের সিট কাউন্টারের উপর বিছিয়ে দিলো যাতে ভেতরে থাকা কোন উপকরণ তাদের দৃষ্টির অগোচরে না যায়। ভাঁজ হওয়া অংশটি খুলে খামটিকে উল্টো করলো।

সিল্কের লালচে-বাদামি কিছু তন্তু বের হয়ে সাদা কাগজের উপর পড়লো।

রিজোলির মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা বাতাস এসে যেন তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করলো। "এটা তো মানুষের চুলের মত দেখতে।"

"ওহ্ ঈশ্বর...ওহ্ ঈশ্বর..."

রিজোলি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো ক্যাথারিন আঁতকে উঠে পেছনের দিকে সরে গেছে। ক্যাথারিনের চুলের দিকে তাকালো সে, এরপর খামের মধ্যে থেকে বের হওয়া সাদা কাগজের উপরে পড়ে থাকা কিছু তন্তুস্বরূপ চুলের দিকে তাকালো। এটা তো তারই। চুলগুলো কর্ডেলের।

"ক্যাথারিন," মুর নরম আর ঠাণ্ডাস্বরে বললো। "এটা আপনার হতে পারে না।"

আতঙ্কে মুরের দিকে তাকালো ক্যাথারিন। "যদি এটা আমার হয় তো? কেমন ভাবে সে–"

"আপনি কি ও.আর লকারে কোন চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ রাখেন? কিংবা আপনার অফিসে?"

"মুর," রিজোলি বলল। "এই চুলের তন্তুগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করো। এগুলো চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ থেকে তুলে নেয়া হয়নি। চুলের মূল কেটে ফেলা হয়েছে।" ক্যাথারিনের দিকে তাকালো সে। "আপনার চুল শেষবার কে কেটেছিল, ড. কর্ডেল?"

আস্তে আস্তে ক্যাথারিন কাউন্টারের কাছে এগিয়ে এসে পড়ে থাকা চুলের তন্তুগুলোর দিকে এমনভাবে তাকালো যেন কোন বিষধর গোখরা সাপ তার সামনে বসে রয়েছে। "আমি জানি সে কখন এই কাজ করেছে," কোমলস্বরে জানালো সে। "মনে পড়ছে আমার।"

"কখন?"

"এটা সেই রাতের ঘটনা..." রিজোলির দিকে হতবিহবল হয়ে যাওয়ার মত একটা অভিব্যক্তি নিয়ে তাকালো। "সাভানাতে।"

রিজোলি ফোন রেখে দিয়ে মুরের দিকে তাকালো। "ডিটেক্টিভ সিঙ্গার ব্যাপারটার সত্যতা নিশ্চিত করেছে। একগুচ্ছ চুল কেটে নেয়া হয়েছিলো তার।"

"তাহলে সিঙ্গারের রিপোর্টে এটার উল্লেখ নেই কেন?"

"কর্ডেল বিষয়টি খেয়াল করেনি প্রথমে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দু-দিন পরে সে যখন আয়নাতে নিজেকে দেখেছিলো, বিষয়টি আবিষ্কার হয়েছিলো তখন। যেহেতু ক্যাপরা মৃত ছিলো, আর ক্রাইম-সিনে এ ধরণের কোন চুলের নমুনা মেলেনি তাই সিঙ্গার ধারণা করেছিলো যে হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কেউ হয়ত তার চুল কেটেছে, এমার্জেন্সিতে চিকিৎসা দেয়ার সময়। কর্ডেলের মুখ ফুলে কালশিটে পড়ে গিয়েছিলো, মনে পড়ছে না তোমার? ই.আর হয়ত তার চুলগুলো কেটে ফেলেছিলো মাথার ত্বক পরিষ্কারের অংশ হিসেবে।"

"সিঙ্গার কি এই ব্যাপারে কখনও হাসপাতালের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলো চুলগুলো তারাই কেটেছিলো কিনা?"

রিজোলি পেন্সিল দিয়ে ডেস্কের উপর গুঁতো মেরে হাঁফ ফেলে বলল। "না,

এরপরে সে আর এই বিষয়ে কারও সাথে কথা বলেনি।"

"সে সেখানেই ব্যাপারটিকে ছেড়ে দিয়েছিলো? কখনও নিজের রিপোর্টে পর্যন্ত উল্লেখ করেনি যেহেতু সে নিজে এর কোন মানে দাঁড় করাতে পারেনি।"

"যাই হোক, এটার এমনিতেও কোন মানে দাঁড়ায় না মুর! তাহলে বলো কাটা চুলগুলো ঠিক কি কারণে ক্রাইম-সিনে ক্যাপরার দেহের আশেপাশে পাওয়া যায়নি?"

"ক্যাথারিন ঐ রাতের ঘটনার বেশিরভাগ অংশই মনে করতে পারে না। রোহিপনোল তার স্মৃতির একটা বিরাট অংশ নষ্ট করে দিয়েছে ঐ দিনের ঘটনার। ক্যাপরা কখনও বাইরে গিয়েছিলো হয়ত সেই রাতে। পরে ফিরে এসেছিলো।"

"ঠিক আছে। এখানে একটি বিরাট প্রশ্ন রয়েছে। ক্যাপরা মৃত। তাহলে তার নিয়ে যাওয়া এই স্মারকটি আমাদের সার্জনের হাতে পৌছলো কি করে?"

এই প্রশ্নের কোন উত্তর পেলো না মুর। দু-জন খুনি, একজন জীবিত, একজন মৃত। তাহলে কি সূত্রে এই দুই দানব একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট? তাদের মধ্যে সম্পর্ক কোন মনস্তাত্ত্বিক শক্তির তুলনায় এক ধাপ উপরে তো অবশ্যই রয়েছে; এটা এখন শারীরিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিছু একটা বিষয় তো আছেই যা তারা উভয়েই দেখতে পায়, স্পর্শ করে।

দুটো এভিডেন্স ব্যাগের দিকে তাকালো সে। একটাতে লেবেল লাগানো রয়েছে: পরিচয়হীন মানুষের চুলের অংশবিশেষ। অপর ব্যাগটিতে ক্যাথারিনের চুল রয়েছে সাদৃশ্য মিলিয়ে দেখার জন্য। মুর তামাটে রঙা চুলগুলো একটু শুঁকে নিয়ে আবার জিপলক ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলো সেগুলোকে। এই ধরণের চুল এমনিতেই যে খুনির কাছে আকর্ষণীয় স্মারক হিসেবে বিবেচ্য হবে এটাই স্বাভাবিক। চুল খুব ব্যক্তিগত জিনিস। একজন মেয়ের সার্বক্ষণিক জীবনের অংশ। এটা গন্ধ, রঙ এবং গঠনের আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। মেয়েদের দেহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্যাস বহন করে এই অংশ। কোন সন্দেহ নেই ক্যাথারিন আতঙ্কিত হবে জানলে যে সে যে মানুষটিকে চেনে না, তার কাছে ক্যাথারিনের এমন একটি ব্যক্তিগত অংশ রয়েছে। এটা জেনে ভীত হবে যে এই অংশ অনেকবার নিজের হাতে নিয়ে বুলিয়েছে সে, গন্ধ শুঁকেছে, যেন সে তার প্রেমিক।

এর মানে এই দাঁড়ায়, 'সার্জন' ক্যাথারিনের চুলের গন্ধ ভালোভাবেই জানে।

মধ্যরাতের কিছু আগে সময়টা হলেও, লাইটগুলো জ্বালানো রয়েছে তার বাড়ির। বন্ধ থাকা পর্দার এপাশ থেকেও সে ছায়া দেখতে পেলো, বুঝতে পারলো যে ক্যাথারিন জেগে রয়েছে।

মুর পার্ক করা ক্রুজারের কাছে এসে ভেতরে অবস্থান নেয়া দুজন পেট্রলম্যানের সাথে কথা বলার জন্য একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো। "নতুন কিছু বলার রয়েছে তোমাদের?"

"বাড়িতে আসার পর থেকে তাকে এই বিল্ডিংয়ের বাইরে আসতে দেখা যায়নি। হাঁটাহাঁটি করছে শুধু বাড়ির মধ্যে। দেখে মনে হচ্ছে আরেকটি রাত সে নির্ঘুম অবস্থায় কাটাতে চলেছে।"

"আমি বাড়িতে যাচ্ছি তার সাথে কথা বলতে," বলল মুর, রাস্তা পার হয়ে ওপাশে চলে গেলো সে।

"তুমি কি সারারাত এখানে থাকবে?"

মুর দাঁড়িয়ে পড়লো। গাড়িতে বসে থাকা পুলিশদের দিকে তাকালো সে। "দুঃখিত কিছু বললে?"

"তুমি কি এখানে সারারাত থাকবে?" কারণ যদি তুমি এখানে থাকো, তাহলে আমরা পরবর্তি টিমের কাছে খবরটি পৌছে দেবো। শুধু তাদেরকে জানিয়ে দেবো তাদের এখানে আর আসার দরকার নেই, কারণ আমাদের মধ্যে একজন তার সাথে রয়েছে।

মুর হঠাৎ করে উঠে যাওয়া রাগ হজম করে ফেললো। পেট্রলম্যানদের কথাতে যুক্তি আছে, তাহলে তার হঠাৎ এরকম কথা গায়ে লাগলো কেন?

কারণ আমি জানি এটা দেখতে কেমন লাগতে পারে, মধ্যরাতে তার বাড়িতে যাওয়া। আমি জানি তাদের মাথায় কোন বিষয়টি ঘুরছে। যে একই বিষয় আমার মাথাতেও ঘুরপাক খাচ্ছে।

মুর ক্যাথারিনের অ্যাপার্টমেন্টে তাড়াতাড়ি পৌছলো। চোখে প্রশ্নসূচক চিহ্ন দেখতে পেলো সে, তাকে গম্ভীরভাবে জানালো কথাটা। "আমি ভয় পাচ্ছিলাম ল্যাব কি বলতে চলেছে। সে আপনার চুলই পাঠিয়েছে।"

হতবাক এবং স্তব্ধ হয়ে খবরটি গ্রহণ করলো ক্যাথারিন।

রান্নাঘরে, কেটলি হঠাৎ শব্দ করে উঠলো। হেঁটে সে ঘরের অপরদিকে চলে গেলো।

দরজা লাগানোর সময় চকচকে নতুন ডেড বোল্টগুলো দেখতে পেলো সে। দেয়াল ভেদ করে আসা অজানা প্রতিদ্বন্দ্বির কাছে এই ধরণের শক্ত স্টিলের কবচও পরাস্ত্র হয়ে যায়। ক্যাথারিনকে অনুসরণ করে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে দেখলো সে উত্তপ্ত কেটলি রাখা চুলাটি বন্ধ করে দিলো সে। টি-ব্যাগের বক্স থেকে দুটো টি-ব্যাগ বের করে নিতে গেলে তা পড়ে গেলো কাউন্টারটপের উপরে। ছোট্ট একটি ঘটনা, কিন্তু এই মুহূর্তে এটাও যেন অলুক্ষণে মনে হলো। কিছুক্ষণ পরে সে কাউন্টারে ঠেস দিয়ে সাদা টাইলসের উপরে হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে রইলো। সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সে কেঁদে না ফেলার, মুরের চোখের সামনে ভেঙে পড়তে চাইছে না যেন, আস্তে আস্তে জীবনের এই খেলাতে যেন হেরে যাচ্ছে সে। মুর দেখলো ক্যাথারিনকে গভিরভাবে দম নিতে। দেখলো তার কাঁধ নড়ে উঠছে, কান্নাকে রুখতে চাইছে তারা।

এই দৃশ্য দেখে বেশি সময়ব্যাপি দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না মুর। তার দিকে এগিয়ে নিজের কাছে টেনে জড়িয়ে ধরলো তাকে। তার আলিঙ্গনে কাঁপছে এখন ক্যাথারিন। সারাদিনব্যাপি মুর আজ ভেবেছে তাকে একটু জড়িয়ে ধরে থাকার কথা। ভয় ক্যাথারিনকে এভাবে তার বাহুপাশে নিয়ে আসবে, সে এভাবে চায়নি তা।

নিজেকে দায়িত্ববান দেখাতে চেয়েছিলো সে, তাকে কিছুটা সুরক্ষিতের অনুভব দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু এখন এই জিনিসটি তার অতীব প্রয়োজন। তাই সে তাকে জড়িয়ে ধরে, রাতের ভয়াবহতা থেকে আগলে রাখতে চাইলো।

"কেন হচ্ছে এসব আবার?" ফিসফিসানো কণ্ঠে জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

"আমি জানিনা, ক্যাথারিন।"

"এটা ক্যাপরা–"

"না। সে তো মৃত।"ভেজা মুখটি দুহাত দিয়ে উঁচিয়ে ধরে নিজের দিকে মুখ ফেরালো তার। "অ্যান্ড্রু ক্যাপরা মৃত।"

তার দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো সে, স্থিরভাবে। "তাহলে কেন 'সার্জন' আমাকেই তার শিকার হিসেবে পছন্দ করেছে?"

"যদি এই প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে, সেটা আপনি।"

"আমি জানি না কিছুই।"

"হয়ত সচেতনভাবে এ বিষয়ে কোন ধারণা নেই আপনার। কিন্তু আপনিই আমাকে নিজের মুখে বলেছিলেন আপনি সাভানার ঘটনার পুরোটুকু মনে করতে পারেন না। আপনি মনে করতে পারেন না দ্বিতীয়বার গুলি নিক্ষেপের ঘটনাটি। আপনি মনে করতে পারেন না, আপনার চুল কে এবং কখন সেদিন কেটে নিয়েছিল। আর কি কি আপনি মনে করতে পারেন না?"

মাথা নাড়ালো সে। এরপর চোখের পলক ফেলে, হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মুরের বিপারটি বেজে উঠলো হঠাৎ।

তারা আমাকে একা ছাড়ে না কেন? রান্নাঘরে রাখা ফোনের কাছে এগিয়ে গেলো সে পেজের উত্তর দিতে।

রিজোলির স্বরে দোষারোপ করার মত সম্ভাষণ শুনতে পেলো। "তুমি এখন তার বাড়িতে রয়েছো।"

"ভালো ধারণা।"

"না, কলার আইডি। এখন মধ্যরাত। তুমি কি একবারের জন্যও ভেবেছো মুর তুমি কি করছো এইসব?"

বিরক্তির সাথে উত্তর দিলো সে। "তুমি আমাকে পেজ পাঠিয়েছো কেন?"

"ক্যাথারিন কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে?"

মুর ঘুরে দেখলো ক্যাথারিন এরইমধ্যে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। ঘরটাতে কেমন যেন একটা শূন্যতা নেমে এসেছে ক্যাথারিনের অভাবে। আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে। "না," বলল সে।

"আমি চুলের তন্তুগুলোর বিষয়ে ভাবছিলাম। এটার আরেকটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে, সে কিভাবে পেলো সেটা।"

"কি সেটা?"

BOIGHAR.COM

"সে নিজেকেই নিজের চুলগুলো পাঠিয়েছে।"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না কথাগুলো আমাকে তোমার কাছ থেকে শুনতে হচ্ছে রিজোলি।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তোমার মাথাতেও ঢুকতে চাইছে না এই বিষয়।"

"এটার পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, বলো?"

"যে একই কারণের বশীভূত হয়ে মানুষ রাস্তা পার হয়ে এসে এমন কিছু খুনের স্বীকারোক্তি দেয় যা তারা করেইনি। দেখো, ভালো করে এই সব কিছুতে সে শুধুমাত্র নিজের দিকেই সবার মনোযোগ নিয়ে আসছে! তোমার মনোযোগ। এখন মধ্যরাত, এখনও তুমি তার ওখানেই রয়েছো তাকে সান্ত্বনা দিতে। এর মানে আমি বলছি না যে 'সার্জন' তার পিছু ধাওয়া করেনি। কিন্তু চুলের এই ব্যাপারটি আমাকে সবকিছু আবার নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে, আমার কাছে ব্যাপারটি ভুয়া বলেই মনে হচ্ছে। এখন সময় এসেছে মুর লক্ষ্য করার, এই খেলার সাথে আরও কোন খেলা চলছে কিনা। কিভাবে 'সার্জন' তার সেই চুলগুলো পেয়েছে বলতে পারো? ক্যাপরা কি তাকে দুই বছর আগে সেই চুলগুলো দিয়েছিলও? সে সেই কাজটাও কিভাবে করতে পারে যেখানে সে মৃত অবস্থায় ক্যাথারিনের বেডরুমের মেঝেতে পড়েছিলও? তুমি ক্যাথারিনের জবানবন্দি এবং ক্যাপরার অটোপসি রিপোর্টে কিছু অসামঞ্জস্যতা নিজেই লক্ষ্য করেছো। আমরা উভয়েই জানি যে সে আমাদের পুরো সত্যি কথা বলছে না এখনও।"

"ডিটেক্টিভ সিঙ্গার তার কাছ থেকে সেই জবানবন্দিটি ফাঁকি মেরে নিয়েছিলো সে সময়।"

"তুমি মনে করছো গল্পটি সিঙ্গারেরই শেখানো পড়ানো?"

"একটু ভেবে দেখো সিঙ্গার সেই সময় ঠিক কতটা চাপের মধ্যে ছিলো। চারটে খুন। প্রত্যেকে চেঁচামেচি শুরু করেছিলো শুধু একটা মানুষকে গ্রেফতারের জন্য। তার কাছে সব কিছুর একটা সুন্দর ও পরিস্কার সমাধান চলে এসেছিলো : খুনি মৃত, যাকে তার শিকারই মেরে ফেলেছে। ক্যাথারিন সিঙ্গারের হয়ে এই কেসটি সহজে ইতি টানতেও সাহায্য করেছিলো। মাঝখান থেকে সে তার অর্ধেক কথায় শোনেনি হয়ত।" মুর কিছুসময়ের জন্য চুপচাপ থেকে আবারও বলল। "আমাদের এখন জানতে হবে সেই রাতে সাভানাতে আসলে ঠিক কি ঘটেছিলো।"

"সেই একমাত্র মানুষ, যে সেখানে ছিলো। সে বারবার একই কথা বলছে সে যে, পুরো ঘটনাটুকু মনে আসে না তার।"

ক্যাথারিন ঘরে ফিরে আসলে মুর তার দিকে লক্ষ্য করে বলল। "এখন সেই তত্ত্বের পরিবর্তন হবে বলে আশা করি।"

অধ্যায় ১৪

আপনি কি নিশ্চিত ড. কর্ডেলের এতে সম্মতি রয়েছে? জিজ্ঞেস করলো অ্যালেক্স পোলোচেক।

"ড. কর্ডেল বাইরে বসে অপেক্ষা করছেন,' মুর বলল।

"আপনি কিন্তু এই সময়টুকু তার সাথে কোন কথাবার্তা বলতে পারবেন না? কারণ হিপনোসিসের সময় যদি মানুষ প্রতিরোধি ভূমিকা দেখায়, জিনিসটি কোন কাজে আসে না। তাকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করতে হবে, নাহলে কিন্তু সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না।"

এরইমধ্যে রিজোলি এই সেশনকে 'সময় নষ্ট' হিসেবে অভিহিত করে ফেলেছে, একই চিন্তাচেতনা সে ইউনিটের আরও কয়েকজনের সাথে ভাগাভাগিও করেছে। তারা মনে করে হিপনোসিস হলো একটা ধান্ধাবাজির কাজ, ভেগাসের সেই মনোরঞ্জনকারি অথবা পার্লার ম্যাজিশিয়ানদের মত। একসময়, মুরের ধারণাও ঠিক একইরকম ছিল।

কিন্তু মেগান ফ্লোরেন্সের কেস তার এই ধারণা আমূলে পাল্টে ফেলে।

১৯৯৮ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখে দশ বছর বয়সি মেগান স্কুল থেকে বাসায় হেঁটে ফিরছিলো, এমন সময় তার পাশে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়। এরপরে কেউ তাকে কখনও জীবিত দেখেনি আর।

এই অপহরণের ঘটনাটির একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলো ঘটনাস্থলের নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা বারো বছর বয়সি এক ছেলে। যদিও গাড়িটি তার দৃষ্টিসীমার সমান্তরালেই ছিলো, গাড়ির আকার এবং রঙও বলে দিয়েছিলো সে পুলিশকে, কিন্তু গাড়িটির লাইসেন্স প্লেটের নম্বর মনে করতে পেরেছিলো না। সপ্তাহখানেক পরে, কেসের কোন অগ্রগতি না দেখে অপহরণ হয়ে যাওয়া মেয়েটির বাবা-মা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে এক হিপনোটিস্টকে ডেকে পাঠায় ছোট ছেলেটির আবার সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য। প্রত্যেক জায়গায় বিফল হয়ে থাকা পুলিশ তাদের এই কাজে সম্মতিপ্রকাশ করে।

মুর সেই সেশনের সময় নিজেও সশরীরে উপস্থিত ছিলো। সে দেখেছিলো অ্যালেক্স পোলোচেক কিভাবে ছেলেটিকে সুনিপুণভাবে হিপনোটিক স্টেটে নিয়ে গিয়েছিলো আর অদ্ভুত এক উৎসাহ নিয়ে দেখেছিলো কিভাবে ছেলেটি ঘোরের এক পর্যায়ে লাইসেন্স প্লেটটির নম্বর সুন্দরভাবে বলে দিয়েছিলো।

মেগান ফ্লোরেন্সের লাশ এই ঘটনার দু-দিন পরে পেয়েছিলো তারা, অপহরণকারির বাড়ির পেছনের জায়গায়।

মুর আশা করে পোলোচেকের যে জাদু সেই ছেলের ক্ষেত্রে কাজে এসেছিলো, আজকেও যেন কর্ডেলের ক্ষেত্রে তা খেটে যায়।

BOIGHAR.COM

মানুষ দুজন সাক্ষাৎকারের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওয়ান-ওয়ে মিররের সাহায্যে জানালার ওপাশে থাকা ক্যাথারিন এবং রিজোলির দিকে তাকিয়ে। ক্যাথারিন অস্বস্তিবোধ করছে বলে মনে হলো তাদের। নিজের চেয়ারে নড়াচড়া করে জানালার দিকে তাকালো যেন সে জানে এই মুহূর্তে মানুষ দুজন অপরপাশ থেকে তাকেই দেখছে। পাশে রাখা ছোট্ট টেবিলের উপর চায়ের কাপটি তখনও স্পর্শ করেনি সে।

"স্মৃতি আবার স্মরণের পুরো খেলাটা হয়ত তার ক্ষেত্রে খুব কষ্টকর হবে বলে মনে হচ্ছে," মুর বলল। "সে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে চাইবে, কিন্তু তার জন্য হয়ত সেটা খুব একটা সুখপ্রদ হবে না। কারণ আক্রমণের পুরোটা সময় তার উপরে রোহিপনোলের প্রভাব বিরাজ করেছিলো।"

"দু-বছর আগেকার ড্রাগে জর্জরিত স্মৃতি? আবার বলছেন স্মৃতি পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয়।"

"সাভানার একজন ডিটেক্টিভ মনে হয় প্রশ্ন করার সময়ে নিজস্ব কিছু মতামত দিয়ে তার ঘটনাগুলোর মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলো, আমার ধারণা।"

"আপনি জানেন, আমার অতিপ্রাকৃত কোন কাজের সূত্র জানা নেই। এই সেশন থেকে পাওয়া কোন কিছুকে আপনি প্রমাণ হিসেবেও উপস্থাপন করতে পারবেন না। বরং এই ধরণের ঘটনা তার আগে দেয়া জবানবন্দিকে কোর্টের সামনে বিভ্রান্তিকর হিসেবে দাঁড় করাতে পারে।"

"আমি জানি।"

"এরপরেও আপনি ঘটনাটির সাথে একমত হতে চাইছেন?"

"হ্যা।"

মুর দরজা খুললে মানুষ দুজন সাক্ষাতকারের ঘরে প্রবেশ করলো। "ক্যাথারিন," মুর বলল, "এই মানুষটির সম্পর্কেই আপনাকে বলেছিলাম, অ্যালেক্স পোলোচেক। ইনি বোস্টন পিডিতে ফরেনসিক হিপনোটিস্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।"

যখন ক্যাথারিন পোলোচেকের সাথে হাত মেলালো তার মুখে একটা উদ্বিগ্নতার হাসি ফুটে উঠলো।

"আমি দুঃখিত," বলল সে। "আমি ধারণা করছি আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারবো না আপনারা কি পেতে চলেছেন।"

"আপনার কি মনে হয় আমি কালো আলখাল্লা এবং জাদুকরের ছড়ি নিয়ে এসেছি," পোলোচেক বলল।

"কিছুটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও, কিন্তু হ্যা, এটাই সত্যি।"

"তার বদলে আপনি একটা ছোট গড়নের মোটাসোটা লোককে সামনে দেখছেন যে।"

আবারও হেসে ফেললো ক্যাথারিন, কিছুটা স্বস্তির সাথে এইবার।

"আপনাকে কখনও হিপনোটাইজ করা হয়নি এর আগে, তাই না?" জিজ্ঞেস করলো পোলোচেক।

"না, সত্যি বলতে। আমি মনে করিনা এটা কিছু করতে পারে।"

"কেন আপনার এরকম মনে হচ্ছে?"

"কারণ সত্যি কথা বলতে আমি এই ধরণের ব্যাপারগুলোতে বিশ্বাসই করি না।"

"এরপরেও আপনি রাজি হয়েছেন এই সেশনের জন্য?"

"ডিটেক্টিভ মুরের মনে হয়েছে আমার উপরে এটা একবার প্রয়োগ করে দেখা উচিত।"

পোলোচেক তার মুখোমুখি রাখা একটি চেয়ারে বসে পড়লো। "ড. কর্ডেল, আপনার এই সেশনকে ফলপ্রসূ করার জন্য হিপনোসিসে বিশ্বাস আনতে হবে না। আপনি বরং চেষ্টা করুন এটা যেন কাজে লাগে। শুধুমাত্র আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। আপনাকে নিশ্চিতভাবে এমন একটা পর্যায়ে যেতে হবে যেখানে আপনি পুরোপুরি শিথিল হয়ে আশেপাশের সবকিছুকে ভুলে যাবেন। আমি আপনাকে শুধু একটা পরিবর্তনশীল দশাতে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখাবো। রাতে পুরোপুরি ঘুম আসার আগে যে অবস্থা বিরাজ করে এটা অনেকটা সেরকম পর্যায়। কিন্তু আপনি ঘুমাবেন না এক্ষেত্রে। আমি কথা দিচ্ছি, আপনি সচেতন থাকবেন আপনার আশেপাশে কি ঘটছে এসব বিষয়ে। কিন্তু আপনি এতটাই শিথিল হয়ে পড়বেন যে আপনি আপনার মস্তিষ্কের এমন এমন অংশেও সহজে পৌছাতে পারবেন যেখানে সাধারণ কোন চিন্তার ক্ষেত্রে, সচেতন অবস্থায় আপনি প্রবেশ করতে পারেন না। এটা অনেকটা আপনার মস্তিষ্কের জটিল তালা দেয়া ফাইল ক্যাবিনেটের তালা খোলার প্রক্রিয়া, অবশেষে আপনি এই ক্যাবিনেটের ড্রয়ার খুলেই ইচ্ছেমত ফাইলপত্র বের করে নিয়ে আসতে পারবেন সহজভাবেই।"

"এই অংশটিই আমার বিশ্বাস হয় না যে, হিপনোসিসের ফলে আমার কিছু মনে পড়বে।"

"উহু, আপনাকে স্মরণ করতে সাহায্য করবে না তো। আপনার কাছে সেই স্মৃতিকে তুলে ধরবে।"

"ঠিক আছে, আমার স্মরণশক্তির উপর তাহলে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যাক। এটা আমার কাছে এমন মনে হচ্ছে, যে জিনিসটা আমি সহজে মনে করতে পারিনা, হিপনোসিস তা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে আমাকে সাহায্য করবে।"

পোলোচেক মাথা নেড়ে সায় দিলো। "হ্যা, আপনি বিদ্রুপাত্মকভাবে হলেও সঠিক কথাটিই বলেছেন। এটা অনেকটা তো ঐ রকমই, তাই না? আমাদের কাছে কিছু উদাহরণ আছে কিভাবে আমাদের মস্তিষ্কে কিছু কিছু স্মৃতি আটকা পড়ে যায়। এটাকে ল' অব রিভার্সড ইফেক্ট বলা হয়ে থাকে। আপনি যত প্রবলভাবে কোনকিছু ভাবার চেষ্টা করবেন, সেই স্মৃতি ফিরে আসার ক্ষমতা ততটাই ফিকে হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত আপনার সাথেও জিনিসটি ঘটেছে। আমাদের সবার সাথেই ঘটেছে। অনেকটা এরকম আপনি টিভিতে একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীকে দেখছেন, তার নাম আপনি জানেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনভাবেই আপনার তার নামটি মনে পড়ছে না।

BOIGHAR.COM

এটা আপনার মাথাও খারাপ করে দেয় একেক সময়। এক ঘণ্টাব্যাপি আপনি শতচেষ্টা করেও তার নাম কোনমতেই মনে করতে না পারার পর তখন এমনিতেই মনে হবে আপনি আলজেইমারে আক্রান্ত হয়ে গেলেন কিনা। আমাকে বলুন এ ধরণের ঘটনা আপনার সাথে ঘটে কিনা।"

"সবসময়।" ক্যাথারিন মুচকি হাসছে এখন। ব্যাপারটা পরিস্কার পোলোচেককে মনে ধরেছে তার, সে কাজে সহযোগিতা দেবে স্বস্তির সাথেই। শুভ সূচনা।

"অবশেষে আপনার সেই অভিনেত্রীর নাম মনে পড়ে তো, তাইনা?" বলল সে।

"হ্যা।"

"এই ব্যাপারটি কখন ঘটে?"

"যখন আমি প্রবলভাবে চিন্তা করার চেষ্টা বন্ধ করে দেই। যখন আমি একটু আরাম পাই, অন্য কিছু নিয়ে ভাবি। অথবা ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমার বিষয়টি মনে পড়ে যায়।"

"এই তো ঠিক আছে। যখন আপনি একটু আরাম পান, যখন আপনার মন গুরুতরভাবে মস্তিষ্কের একটা নির্দিষ্ট ফাইল ক্যাবিনেটে আঁচড়ানোর কাজটি বন্ধ করে দেয়, ঠিক সেই সময়। তখনই জাদুর ছোঁয়ার মতো, ড্রয়ারটি খুলে ফাইলগুলো বের হয়ে আসতে থাকে। হিপনোসিসের মূলতত্ত্বটি কি আপনার সামনে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করতে পেরেছে এই ঘটনা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"যাই হোক, আমরা এখন এটাই করতে চলেছি। আপনাকে শিথিল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেই ফাইল ক্যাবিনেটের রাস্তায় পৌছাতে সাহায্য করা হবে।"

"আমি নিশ্চিত নই পুরোপুরি শিথিলায়নে যেতে সক্ষম হবো কিনা।"

"এটাই কি ঘর? আর চেয়ারে বসে থাকবে সে?"

"চেয়ারে ভালোভাবেই হবে সমস্যা নেই। কিন্তু..." সে ভিডিও ক্যামেরার দিকে অস্বস্তির সাথে তাকালো। "দর্শক।"

"ডিটেক্টিভ মুর এবং রিজোলি ঘর ছেড়ে চলে যাবে। ক্যামেরার ব্যাপারটা ধরে নেন, এটা একটা জড়বস্তু। যান্ত্রিক জিনিস। এভাবেই বিষয়টিকে গ্রহণ করুন।"

"আশা করি..."

"আপনার আর কিছু বলার রয়েছে?"

কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিয়ে কোমলস্বরে বলল সে। "ভয় পাচ্ছি আমি।"

"আমাকে?"

"না। স্মৃতিগুলোকে। সেগুলোকে পুণরুজ্জীবিত করতে।"

"আমি আপনাকে এটা করতে দেবো না। ডিটেক্টিভ মুর আমাকে বলেছে ঘটনাটা কতটা কষ্টকর, আমরা সেই ঘটনা আপনাকে আর কোনভাবেই অনুভব করতে দিতে চাই না। আমরা বিষয়টিকে অন্যভাবে নিয়ে আসবো। সুতরাং ভয় আমাদের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না।"

"আমি কিভাবে বুঝবো সেগুলোই প্রকৃত স্মৃতি? আমি সেগুলো বসে থেকে বানাচ্ছি না?"

পোলোচেক কিছুসময়ের জন্য চুপচাপ রইলো। "একটা চিন্তার বিষয় সত্যি, যে আপনার স্মৃতিগুলো এখনও পর্যন্ত তাজা আছে কিনা। অনেকসময় চলে গেছে সেই ঘটনার পরে।এরপরেও আমাদের ঐ জায়গাটি নিয়ে কাজে এগিয়ে যেতে হবে। এখন আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে অবগত করতে চাই, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আপনার এই কেসের ব্যাপারে খুব কম বিষয়ই জানি। বেশি জানার চেষ্টাও করবো না তাই, আপনার সেই ভয়াবহ স্মৃতিগুলো যাতে আর মনে চলে না আসে সেটা কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেই এগোব। আমাকে যা বলা হয়েছে তা হলো, আপনার সাথে ঘটনাটি ঘটেছিল দুই বছর আগে, আপনার উপরে গুরুতর আক্রমণ করা হয়েছিল, আপনার দেহে রোহিপনোল পাওয়া গেছে। এছাড়া, এখনও আমার কাছে পুরো বিষয়টিই অন্ধকার। সুতরাং যে স্মৃতিগুলো বের হয়ে আসবে সেগুলো শুধুমাত্র আপনারই হবে। আমি আপনাকে শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট ফাইল ক্যাবিনেটটা খুলতে সাহায্য করবো।"

হাঁফ ফেললো সে। "আমার মনে হয়, তৈরি আমি।"

পোলোচেক ডিটেক্টিভদ্বয়ের দিকে তাকালো।

মুর কিঞ্চিৎ মাথা নাড়ালো; রিজোলি, সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল খানিক পরেই।

জানালার অপরপাশ দিয়ে তারা দেখছে পোলোচেক একটি পেন এবং একটি পেপার প্যাড বের করে টেবিলে তার হাতের পাশে রাখলো। আরও কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো সে ক্যাথারিনকে। কি করে সে শিথিল হওয়ার জন্য। কোন বিশেষ জায়গা আছে কিনা বা বিশেষ কোন স্মৃতি যা তার কাছে অনেক বেশি প্রশান্তির।

"গ্রীষ্মকালে, আমি তখন সদ্য কৈশোরে পদার্পণ করেছি," বলল সে, "নিউ হ্যাম্পশায়ারে আমার নানার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। হ্রদের ধারে তাদের একটা কেবিন ছিল।"

"আমাকে এটা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়গুলোও বাদ দেবেন না যেন।"

"জায়গাটি খুব ছিমছাম ছিলো। ছোট। জলাশয়ের ধারে কেবিনের একটি বিরাট বারান্দা। বাড়িটির পাশে বন্য র‍্যাস্পবেরির ঝোপ ছিলো। আমি প্রতিদিন বেরি ফল তুলে নিয়ে আসতাম। কেবিনের ঐ পথের ধারে আমার নানী অনেকগুলো ডে-লিলির গাছ লাগিয়েছিলো।"

"তাহলে আপনার সেই বেরি ফলগুলোর কথা মনে পড়ছে। ফুলগুলোকে মনে পড়ছে।"

"হ্যা। পানিও। আমার পানি দেখতে খুব ভাল লাগে। আমি ডকের ধারে বসে সূর্যস্নান করতাম মাঝে মাঝে।"

"শুনে ভালো লাগছে।" প্যাডে ছোট ছোট জিনিসগুলো টুকে নিয়ে পেনটি

BOIGHAR.COM

আবারও আগের জায়গায় রেখে দিলো সে। "ঠিক আছে। এখন তিনবার দম নিয়ে আসুন সেশন শুরু করা যাক। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। এই তো। এখন চোখ বন্ধ করে আমার কণ্ঠস্বরের প্রতি মনোযোগ দিন।"

ক্যাথারিনের আস্তে আস্তে চোখের পাতা বন্ধ করার ঘটনা দেখলো মুর। "রেকর্ডিং চালু করো," রিজোলিকে বলল সে।

ভিডিও রেকর্ড বাটনে চাপ দিতেই টেপটি চালু হয়ে গেলো রেকর্ডিংয়ের জন্য।

পাশের ঘরে, পোলোচেক ক্যাথারিনকে শিথিলায়নের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ সম্পন্ন করছে, তাকে নির্দেশ দিচ্ছে প্রথমে পায়ের পাতার দিকে খেয়াল করতে, আস্তে আস্তে চিন্তামুক্ত হচ্ছে সে এভাবেই। এখন তার পা দুটো অসাড় হয়ে পড়লো যখন সেখানে শিথিলায়ন বিস্তার করলো।

"তুমি সত্যি এসব গাঁজাখোরি জিনিস বিশ্বাস করো মুর?" রিজোলি বলল।

"আমি দেখেছি স্বচক্ষে, এটা কাজে দেয়।"

"হ্যা, হতে পারে এটা কাজে দেয়। কারণ এতে আমার তো অন্ততপক্ষে ঘুম পাচ্ছে।"

রিজোলির দিকে তাকালো মুর, হাত ভাঁজ করে মুখে একটা বিরক্তির ছাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। "দেখো চুপচাপ," বলল সে।

"সে ভাসমান দশাতে পৌছাবে কখন?"

পোলোচেক ক্যাথারিনকে শিথিলায়নের পরবর্তি পর্যায়ে উন্নীত করতে লাগলো যার ফলে তার দেহের অন্যান্য পেশিগুলোও অসাড় হয়ে পড়লো, উরুসন্ধি, পিঠের অংশ, কাঁধ। তার হাতদুটো কার্যহীনভাবে দেহের দু-পাশে যেন ঝুলে পড়লো। মুখ অনেক বেশি কোমল দেখাচ্ছে এখন আগের তুলনায়, আর অনেক বেশি নির্বিঘ্ন। তার শ্বাসের গতি মন্থর এবং গভির হলো।

"এখন আমরা সেই জায়গা দেখতে চলেছি যে জায়গা আপনার সবথেকে বেশি পছন্দের," পোলোচেক বলল। "আপনার নানা-নানীর সেই হ্রদের ধারের কটেজটি। আমি চাই আপনি সেই বড় বারান্দাটিতে গিয়ে দাঁড়ান। পানির দিকে তাকান। আজকে উষ্ণ একটা দিন সেখানে, ধীরে শান্ত বাতাস বইছে মাঝে মাঝে।শুধুমাত্র পাখিদের কিচিরমিচিরের শব্দ আপনার কাছে এসে পৌছাচ্ছে, আর কিছু নয়। খুব শান্ত এখানে পরিবেশ এবং কোলাহলমুক্ত। সূর্যালোক পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছে..."

ক্যাথারিনের মুখে হঠাৎ যে প্রশান্তির এক বহিঃপ্রকাশ দেখা গেলো তাতে মুর প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলো না যে সে মেয়েটি কি সত্যি ক্যাথারিন। সেই স্থলে অনেক বেশি প্রাণময় আর অল্প বয়সি মেয়ের গোলাপি আশাগুলো দেখতে পেলো। আমি সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি যা একসময় ছিলো সে, ভাবলো মুর। নিষ্পাপ স্বভাব হারানোর অনেক আগে, পূর্ণ বয়স্কের হতাশাপূর্ণ সময়গুলো ছাপিয়ে। তার মধ্যে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার চিহ্ন রেখে যাওয়ার অনেক আগের ক্যাথারিনকে দেখছে সে এখন।

"জলাশয়ের পানি দেখতে এত সুন্দর লাগছে যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাদের মাঝে হারিয়ে যেতে তাইনা," পোলোচেক বলল। "বারান্দার সিঁড়ি ধরে নেমে রাস্তা দিয়ে হ্রদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকুন।"

ক্যাথারিন স্থিরভাবে বসে রইলো, তার মুখ পুরোপুরি শিথিলায়ন পর্যায়ে চলে গেছে, হাত দুটো ঝুলছে দু-পাশে।

"আপনার পায়ের নিচে মাটি অনেক বেশি ঠাণ্ডা তাইনা। সূর্যালোক আপনার পিঠের উপর এসে পড়ছে। গাছের শাখাগুলোতে পাখি কিচিরমিচির করে ডাকছে। আপনি এখন পুরোপুরি আরামের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। প্রত্যেক ধাপের সাথে সাথে আপনি শান্তির আরও গভির থেকে গভিরতর ধাপে অবতীর্ণ হবেন। আপনার মধ্যে এখন এক অদ্ভুত ধরণের প্রশান্তি বিরাজ করছে। রাস্তার এক ধারে কিছু ডে-লিলির গাছ দেখা যাচ্ছে। তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় আপনি ফুলগুলোর সুমিষ্ট গন্ধ পেলেন, দম ভরে তা গ্রহণ করলেন। এটা খুব বিশেষ এবং মোহনিয় একধরণের গন্ধ যা আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে। হাঁটতে হাঁটতে আপনি অনুভব করছেন আপনার পা ভারি লাগছে। ফুলের গন্ধ যেন ড্রাগের মত কাজ করেছে, আপনাকে আরও বেশি প্রশান্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো। সূর্যালোকের উষ্ণতা আপনার দেহ থেকে সমস্ত ক্লান্তি বের করে দিচ্ছে।"

"এখন আপনি জলাশয়ের ধারে এসে পড়েছেন। আপনি দেখছেন ডকের ধারে একটি ছোট্ট নৌকা দাঁড় করানো রয়েছে। আপনি ডকের দিকে হেঁটে গেলেন। পানি শীতল, আয়নার মত ঝকঝক করছে। যেন স্বচ্ছ কাঁচ। পানির উপরে নৌকাটি এত সুন্দরভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে যাতে দেখে মনে হচ্ছে নিজে নিজেই ভেসে আছে তা নিজের খুশিতে। এটা জাদুর নৌকা। আপনি যেখানে যেতে ইচ্ছুক এটা আপনাকে সেখানে কারও সাহায্য ছাড়াই নিয়ে যেতে সক্ষম। যেখানে আপনি যেতে চান। আপনাকে শুধুমাত্র নৌকাতে উঠে পড়তে হবে। এখন আপনি আপনার ডান পা তুলে নৌকার উপরে উঠার চেষ্টা করুন।"

মুর ক্যাথারিনের পায়ের দিকে তাকালো, দেখলো তার ডান পা সত্যি উঠছে। মেঝে থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠে তা ভাসছে।

"ঠিক আছে। আপনি ডান পা প্রথমে রেখেছেন। নৌকাটি এখনও স্থির হয়ে রয়েছে। এটা আপনাকে নিরাপদভাবে ধরে রাখবে। আপনার মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস রয়েছে এবং আপনি সন্তুষ্ট তাতে। এবার আপনি নিজের বাম পায়ের পাতা নৌকাতে রাখবেন।"

ক্যাথারিনের বাম পা-ও মেঝে থেকে কিছুটা উঠে গিয়ে আবারও নেমে পড়লো।

"হে, জিশু, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না," বলল রিজোলি।

"হ্যা, তুমি যা দেখছো সব সত্যি।"

"হ্যা, কিন্তু আমি বুঝবো কিভাবে যে সে সত্যিই সম্মোহিত অবস্থায় রয়েছে? সে কোন ভুয়াবাজি দেখানোর কাজ করছে না?"

"উহু তোমার ধারণা ঠিক নয়।"

পোলোচেক ক্যাথারিনের কাছে এগিয়ে আসলো কিন্তু তার দেহ স্পর্শ করলো না, শুধুমাত্র তার সাথে কথা বলে তাকে পরবর্তি ধাপে নিয়ে যেতে থাকলো। "আপনি ডক থেকে নৌকার দড়িটি খুলে নিলেন। এখন নৌকাটা মুক্ত হয়ে গেছে পুরোপুরি, পানিতে ভেসে যাচ্ছে। আপনি নিজের নিয়ন্ত্রণে আছেন। এখন আপনাকে ভাবতে হবে এমন একটি স্থানের ব্যাপারে যেখানে নৌকাটি জাদুর মাধ্যমে আপনাকে পৌছে দেবে," পোলোচেক ওয়ান-ওয়ে মিররের দিকে তাকিয়ে মাথা কিছুটা নাড়ালো।

"সে এখন তাকে সেই জায়গাতে নিয়ে যেতে চলেছে," মুর বলল।

"ঠিক আছে, ক্যাথারিন।" পোলোচেক তার পেপার প্যাডে তাড়াহুড়ো করে ঘটনার সময়টা টুকে নিলো। "আপনি এখন নৌকাটিকে অন্য একটি জায়গায় নিয়ে যেতে চলেছেন। অন্য একটি সময়ে। এখনও আপনি নিজের নিয়ন্ত্রণে আছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন পানির উপরের অংশ হঠাৎ করেই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, উষ্ণ এবং মৃদু কুয়াশা আপনার মুখে এসে আলতো করে বাড়ি দিচ্ছে। আপনি ভালো অনুভব করছেন তাতে। নৌকা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে। আপনি নিচু হয়ে বসে পানি স্পর্শ করছেন, রেশমের ছোঁয়ার মত অনুভব হচ্ছে আপনার। কি উষ্ণ আর স্থির! এখন কুয়াশা আস্তে আস্তে উবে যাচ্ছে এবং জলাশয়ের কূলে আপনি একটি বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন। এক দরজাবিশিষ্ট কোন বিল্ডিং।"

মুর হঠাৎ করেই জানালার খুব কাছে চলে এলো। চিন্তিতভাবে হাত রাখলো সেখানে, হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে তার।

"নৌকাটি কূলে ভিড়লে আপনি সেখান থেকে নেমে পড়লেন। বাড়ির রাস্তাটি ধরে হাঁটতে হাঁটতে আপনি সেখানে গেলেন, দরজা খুললেন। ভেতরে একটিমাত্র ঘর রয়েছে। সেখানে সুন্দর একটি মোটা কার্পেট পেতে রাখা আছে, সেখানে একটি আরামদায়ক চেয়ারও আছে, এর মত নরম চেয়ার আগে কখনও দেখেননি আপনি। খুব আরাম করে বসে পড়লেন আপনি সেখানে। নিজের নিয়ন্ত্রণে আছেন আপনি।"

ক্যাথারিন গভিরভাবে দম নিলো যেন সে মোটা গদিওয়ালা কোন কুশনের উপরে বসে আছে।

"সামনের দেয়ালে একটি মুভি স্ক্রিন দেখতে পেলেন আপনি। সেটা একটা জাদুর মুভিস্ক্রিন কারণ সেখানে আপনার জীবন সংশ্লিষ্ট সব ছবি আপনি দেখতে পারবেন ইচ্ছে করলেই। এটা অনেক দূরবর্তি অবস্থানেও আপনাকে নিয়ে যেতে সক্ষম। আপনি এখন নিজের নিয়ন্ত্রণে আছেন। আপনি এটার সম্মুখ বা পশ্চাৎদিকের চলন নির্ধারণ করতে পারবেন। আপনি যেকোন জায়গায় যেকোন ঘটনা থামিয়েও দিতে পারবেন চাইলে। সব আপনার ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল। আসুন, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। আপনার জীবনের একটু সুখের স্মৃতিতে ঘুরে আসা যাক। এমন একটি সময় যখন আপনি হ্রদের ধারে আপনার নানা-নানীর কটেজে রয়েছেন। র‍্যাস্পবেরির ফল তুলছেন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এগুলো, স্ক্রিনে?"

ক্যাথারিনের উত্তর আসতে অনেক দেরি হলো। যখন তার মুখে শব্দ ফুটে উঠলো, তার শব্দগুলো এত ক্ষীণ শোনালো যে মুর কিছু বুঝতেই পারলো না।

"হ্যা আমি দেখতে পাচ্ছি তা।"

"আপনি কি করছেন? স্ক্রিনে?" পোলোচেক জিজ্ঞেস করলো তাকে।

"আমি একটি কাগজের ব্যাগে বেরি ফল তুলে নিচ্ছি।"

"আপনি কি ফল তুলতে তুলতে দু-একটা মুখে দিয়েছেন?"

মুচকি হাসি দেখা গেলো ক্যাথারিনের মুখে। কোমল এবং স্বপ্নে বিভোর একটা ভাব প্রকাশ পেলো তার মধ্যে। "ওহ, হ্যা। মিষ্টি অনেক ফলগুলো। সূর্যের আলো পড়ার কারণে কিছুটা উষ্ণও হয়ে রয়েছে।"

মুর ভ্রূকুটি করলো। ঘটনাগুলো পুরোই অকল্পনীয় লাগছে তার। ক্যাথারিন স্বাদ এবং গন্ধ বুঝতে পারছে, তার মানে দাঁড়ায় সে মুহূর্তগুলো অনুভব করতে পারছে। শুধু মুভি স্ক্রিনে ব্যাপারগুলো সংগঠিত হতে দেখছেই না; সে নিজেও দৃশ্যগুলোতে রয়েছে। সে দেখলো পোলোচেক উদ্বিগ্নভঙ্গিতে জানালার দিকে তাকাচ্ছে। মুভি স্ক্রিনের এই পন্থা অবলম্বন করেছে শুধু এই কারণে যাতে ক্যাথারিন তার উপর ঘটে যাওয়া দুঃসহ স্মৃতিগুলো আর অনুভব করে কষ্ট না পায়। কিন্তু সে পুরোপুরি ঘটনাগুলো থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও করতে পারেনি। পোলোচেকের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিলো পরবর্তি পদক্ষেপ কি হতে চলেছে এই ভেবে।

"ক্যাথারিন," বলল সে, "আমি চাই আপনি যেখানে বসে রয়েছেন সেখানকার কুশনের উপরে মনোযোগ দিন। এখন আপনি সেই ঘরের চেয়ারে বসে মুভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অনুভব করুন কুশনটা কত নরম তুলতুলে। কেমনভাবে চেয়ারটি আপনাকে আগলে ধরে রেখেছে। আপনি কি অনুভব করতে পারছেন এইসব?"

কিছুসময় বিরতি নেয়ার পর বলে উঠলো সে। "হ্যা।"

"ঠিক আছে। এখন আপনি সেই চেয়ারে স্থির হয়ে বসে রয়েছেন। কোনভাবেই সেটি থেকে উঠবেন না আপনি। আমরা এই জাদুর স্ক্রিন ব্যবহার করে আপনার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় দেখতে চলেছি। আপনি চেয়ারে বসে রয়েছেন এখন। কুশনের সেই তুলতুলে ভাব আপনি অনুভব করতে পারছেন। এখন আপনি মুভি স্ক্রিনে শুধুমাত্র একটি মুভি দেখতে চলেছেন। ঠিক আছে?"

"হ্যা, ঠিক আছে।"

"এখন।" পোলোচেক গভিরভাবে দম নিলো। "সাভানাতে আমরা পনের জুনের রাতে ফিরে গেছি। যে রাতে অ্যান্ড্রু ক্যাপরা আপনার সমানের দরজার কড়া নেড়েছিলো। আমাকে বলুন এখন স্ক্রিনে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন।"

মুর দেখছে, খুব হাল্কা হাল্কাভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে সে।

"সে আমার বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে," ক্যাথারিন বলল। "সে বলছে আমার সাথে কথা বলতে চায়।"

BOIGHAR.COM

"কিসের ব্যাপারে?"

"যে ভুলগুলো করেছে সে, তার ব্যাপারে। হাসপাতালে।"

এরপর সে যে কথাগুলো বলে গেলো একে একে সেগুলোর সাথে সাভানাতে ডিটেক্টিভ সিঙ্গারকে দেয়া জবানবন্দির কোন পার্থক্য দেখতে পেলো না মুর। অনিচ্ছুকভাবেই ক্যাপরাকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দিয়েছিলো ক্যাথারিন। সেই রাতটা প্রচণ্ড গরম থাকায় ক্যাপরা বলেছিলো সে তৃষ্ণার্ত, এই কারণে ক্যাথারিন তাকে বিয়ার এনে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলো। নিজের জন্যও একটা বিয়ার খুলে নিয়েছিলো সে। সেদিন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক বেশি বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন দেখিয়েছিল ক্যাপরাকে। হ্যা, সে অনেক বড় ভুল করেছিল। কিন্তু তাই বলে আর কোন ডাক্তার কি কখনও ভুল করে না? বড় ভুল হবে যদি তাকে প্রোগ্রাম থেকে পুরোপুরি বহিষ্কার করে দেয়া হয়, এতে তার মেধা অপ্রকাশিতই থেকে যাবে। এমোরিতে একজন মেডিকেল শিক্ষার্থিকে চিনতো, যে অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন হওয়ার পরেও শুধুমাত্র একটামাত্র ভুলের জন্য ভবিষ্যৎ জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিলো তার। এটা সঠিক নয় ক্যাথারিনের হাতে কারও জীবন তৈরি বা নষ্ট করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। প্রত্যেক মানুষেরই দ্বিতীয়বার সুযোগের প্রয়োজন পড়ে।

সে যতই তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলো, ক্যাপরা যেন ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ক্যাথারিন বিষয়টি খেয়াল করেছিল ক্যাপরার কম্পমান হাতের দিকে তাকিয়ে। অবশেষে বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠে গিয়েছিলো সে ক্যাপরার রাগ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে।

"যখন আপনি বাথরুম থেকে ফিরে এসেছিলেন?" পোলোচেক জানতে চাইলো। "কি হচ্ছে মুভিতে? কি দেখতে পাচ্ছেন আপনি?"

"অ্যান্ড্রুকে অনেকবেশি শান্ত দেখাচ্ছে। একেবারেই রাগিভাব নেই তার মধ্যে। সে বলছে সে আমার এই রকম করার কারণ বুঝতে পারছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিলো যখন আমি বিয়ার শেষ করলাম।"

"হাসলো?"

"অদ্ভুত। অদ্ভুত ধরণের হাসি সেটা। যেমনটা সে আমাকে দেখে হাসপাতালে হেসেছিলো..."

মুর শুনতে পারছে ক্যাথারিনের নিঃশ্বাস দ্রুত হতে শুরু করেছে। সেই ঘটনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নীরব দর্শক হওয়ার পরেও কেন যেন মনে হচ্ছে সে ঘটনার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অনুভবের কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা খুঁজে পায়নি।

"এরপর কি ঘটলো?"

"আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।"

"আপনি কি এগুলো মুভি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন?"

"হ্যা।"

"এরপর।"

"আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। স্ক্রিনটা মিশমিশে কালো হয়ে গেছে।"

রোহিপনোল। ঘটনার এই অংশের স্মৃতি তার মাথা থেকে না-ই হয়ে গেছে।

"ঠিক আছে," পোলোচেক বলল। "আসুন কালো মিশমিশে অংশটিকে ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করা যাক। মুভির পরবর্তি অংশে যাওয়া যাক। আপনি স্ক্রিনে এখন যে ছবি দেখতে চলেছেন সেই ব্যাপারে কথা বলা যাক।"

ক্যাথারিনের নিঃশ্বাস বিচলিত হতে লাগলো।

"কি দেখছেন আপনি?"

"আমি–আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। আমার ঘরে। হাত-পা নড়াতে পারছি না কোনভাবেই।"

"কেন নয়?"

"আমাকে বিছানার সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমার পোশাক-আশাক কিছুই নেই আর সে আমার উপরে শুয়ে রয়েছে। আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে সে। নড়াচড়া করছে ক্রমাগত..."

"অ্যান্ড্রু ক্যাপরা?"

"হ্যা। হ্যা..." ক্যাথারিনের নিঃশ্বাস অস্থির হয়ে পড়েছে, ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

এই কথা শুনে মুর মুষ্টিবদ্ধ করে ফেললো, শ্বাস ত্বরান্বিত হয়ে পড়েছে তার। জানালাতে বাড়ি মারা থেকে নিজেকে কোনক্রমে সংযত করলো। আর কিছু শোনার জন্য এখন দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থাতেও যেন নেই সে। তাকে ধর্ষণের এই ঘটনা আবার মনে করিয়ে দেয়াটা তাদের মোটেও উচিত হয়নি।

কিন্তু পোলোচেক বুঝে গেলো হঠাৎ আসতে চলা আশঙ্কার কথা, তাকে কষ্টকর স্মৃতির পথ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে এগোলো সে।

"আপনি এখনও আপনার চেয়ারে বসে রয়েছেন," পোলোচেক বলল। "রুমে মুভি স্ক্রিনের সাথে সুরক্ষিত অবস্থাতেই আছেন। এটা শুধুই একটা মুভি ক্যাথারিন। অন্য কারও সাথে ঘটছে। আপনি নিরাপদে আছেন। সুরক্ষিত। আত্মবিশ্বাসি।"

তার নিঃশ্বাস আবারও প্রশান্ত হয়ে আসলো, ধীর গতির স্পন্দনে পরিণত হলো যেন তা। মুরেরও।

"ঠিক আছে। আবারও মুভিটা দেখা যাক। আপনি যা করছেন তাতে গভির মনোযোগ দিন। অ্যান্ড্রুর উপরে না। এরপর কি হলো আমাকে বলুন।"

"আবারও স্ক্রিনটি শূন্য এবং কালো হয়ে পড়েছে। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

সে তখনও পুরোপুরি রোহিপনোলের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি।

"ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করে কালো অংশটি কাটিয়ে আসুন। পরবর্তি দৃশ্য। কি দেখতে পাচ্ছেন?"

BOIGHAR.COM

"আলো। আমি আলো দেখতে পাচ্ছি..."

পোলোচেক কিছু সময় চুপচাপ রইলো। "আমি চাই আপনি জিনিসটা একটু গভিরভাবে দেখুন, ক্যাথারিন। আমি চাই আপনি ঘরের প্রত্যেকটি অংশে নজর বোলান। স্ক্রিনে কি দেখতে পাচ্ছেন?"

"জিনিসপত্র। নাইটস্ট্যান্ডের উপরে।"

"কি ধরণের জিনিসপত্র?"

"যন্ত্রপাতি। একটি স্কালপেল। আমি একটি স্কালপেল দেখতে পাচ্ছি।"

"অ্যান্ড্রু কোথায়?"

"জানি না আমি।"

"সে ঘরে নেই?"

"সে চলে গেছে। আমি পানি পড়ার শব্দ পাচ্ছি।"

"এরপর কি হচ্ছে?"

তার নিঃশ্বাসের গতি আরও দ্রুত হলো, স্বর বিচলিত। "আমি দড়ি ধরে টানাটানি করছি,নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায়। আমার পা নড়াতে পারছি না। কিন্তু আমার ডান হাতে–কব্জির কাছে দড়িটা একটু আলগা হয়ে গেছে। টানছি। আমি সর্বচেষ্টা দিয়ে টানছি। আমার কব্জি থেকে রক্ত পড়ছে।"

"অ্যান্ড্রু এখনও রুমের বাইরে?"

"হ্যা। আমি তার হাসির শব্দ পাচ্ছি। আমি তার স্বর শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বাড়ির অন্যকোন খানে সেটা।"

"দড়িটার কি হলো?"

"খুলে আসছে। রক্ত দড়িটাকে পিচ্ছিল করে তুলছে, আমার হাত বেরিয়ে গেলো এভাবেই..."

"এরপর কি করছেন আপনি?"

"আমি স্কালপেলটি হাতের কাছে পেলাম। অপর হাত বেঁধে রাখা দড়ি কেটে ফেললাম। সবকিছু এত বেশি সময় নিচ্ছে। আমার ভীষণ দুর্বল লাগছে নিজেকে। আমার হাতদুটো ঠিক মত কাজ করতে চাইছে না। অনেক শ্লথ তাদের গতি আর রুম কখনও কখনও অন্ধকার হচ্ছে চোখের সামনে, কখনও কখনও আলোকিত। আমি এখনও তার কণ্ঠস্বর পাচ্ছি, কথা বলছে অনবরত। আমি আমার এক পায়ের গোড়ালির দড়িও কেটে ফেললাম। এরপর আমি তার পায়ের শব্দ পেলাম। বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু ডান পায়ের গোড়ালি তখনও আটকে রয়েছে। আমি ঘুরে শুতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম। উপুড় হয়ে।"

"তারপর?"

অ্যান্ড্রু দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার কাছে। অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি আমার বিছানার নিচে হাত দিয়ে বন্দুকটি খুঁজে বের করে আনলাম।

"আপনার বিছানার নিচে বন্দুক রাখা ছিলো?"

"হ্যা। আমার বাবার বন্দুক। আমার হাতে কোন ভূমিকাই নেই তার, আমি ঠিকমত ধরতেও পারছি না। আবারও চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু করেছে।"

"অ্যান্ড্রু কোথায়?"

"সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে..."

"তারপর কি হলো, ক্যাথারিন?"

"আমি বন্দুকটা ধরে রেখেছি। শব্দ হলো কিছু সময় পর। প্রচণ্ড শব্দ।"

"বন্দুক থেকে গুলি নিক্ষেপের?"

"হ্যা।"

"আপনি গুলি নিক্ষেপ করলেন?"

"হ্যা।"

"অ্যান্ড্রু কি করলো?"

"পেটে হাত রেখেই সে পড়ে গেলো। আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত দেখা গেলো।"

"এরপর কি হলো?"

দীর্ঘসময়ের বিরতি নিলো সে।

"ক্যাথারিন? মুভি স্ক্রিনে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন?"

"অন্ধকার, একদম কালো। স্ক্রিন আবারও কালো হয়ে গেছে।"

"আর স্ক্রিনে যখন আবার নতুন দৃশ্য পেলেন কি দেখাচ্ছে সেটা?"

"মানুষ। রুমের মধ্যে বেশ জনসমাগম।"

"কোন ধরণের মানুষ?"

"পুলিশ..."

মুর হতাশ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো আবারও। তার স্মৃতির এই অংশে একটা বিশাল শূন্যস্থান রয়েছে। রোহিপনোল এবং পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পাওয়ার ফলে সে পুরোপুরি অচেতন এই বিষয়ে। ক্যাথারিনের দ্বিতীয়বার গুলি করার ঘটনা সম্পর্কে কিছুই হয়ত সে-কারণে মনে নেই। তারা এখনও পর্যন্ত জানে না ঠিক কেমন করে, কিভাবে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার মাথায় দ্বিতীয় গুলিটি লেগেছিলো।

পোলোচেক জানালার দিকে তাকালো প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে। তারা কি সন্তুষ্ট?

মুরকে অবাক করে দিয়ে রিজোলি দরজা খুলে পোলোচেকের উদ্দেশ্যে দেখালো, সে যেন পাশের রুমে আসে। ক্যাথারিনকে একা ফেলে দরজা বন্ধ করে চলে আসলো সে।

"তাকে পেছনের স্মৃতির অংশে একটু ফিরিয়ে নিয়ে যান, ক্যাপরাকে গুলি করার আগের স্মৃতিটুকুতে। যখন সে বিছানাতে শুয়ে ছিলো।" বলল রিজোলি। "আমি চাই আপনি তাকে পাশের ঘরে কি শুনেছিলো, সেই জায়গাটিতে মনোযোগ দেয়ার কথা বলেন। পানি পড়ছে। ক্যাপরার হাসি। আমি চাই প্রত্যেক শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ বর্ণনা সে আমাদের আবার দিক।"

BOIGHAR.COM

"কোন বিশেষ কারণে কি?"

"যা বলছি সেটা করুন।"

পোলোচেক মাথা নাড়িয়ে সাক্ষাৎকারের ঘরে চলে এলো। ক্যাথারিন নড়াচড়া করেনি; একইভাবে বসে রয়েছে সে, স্থিরভাবে; যেন পোলোচেকের অনুপস্থিতি তাকে ভাসমান কোন পৃথিবীতে নিয়ে গেছে।

"ক্যাথারিন," নম্রস্বরে বলল সে। "আমি চাই আপনি আবার মুভিটির আগের কিছু অংশে প্রত্যাগমন করুন। আমরা পেছনের দিকে যেতে চলেছি, গুলি মারার ঘটনার আগে। যখন আপনার হাত মুক্ত ছিল না আর আপনি মেঝেতেও পড়েননি উল্টে। আমরা মুভির সেই অংশে রয়েছি যেখানে আপনি বিছানায় শুয়ে রয়েছেন আর অ্যান্ড্রু ঘরে নেই। আপনি বলেছেন আপনি পানি পড়ার শব্দ পাচ্ছেন?"

"হ্যা।"

"যা যা শুনতে পাচ্ছেন আমাকে সবটুকু বলুন।"

"পানির শব্দ। আমি শুনতে পাচ্ছি পাইপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তা। হিসহিস করে। আমি শুনতে পাচ্ছি ড্রেন দিয়ে তা নির্গমন হয়ে যাওয়ার শব্দও।"

"সে সিঙ্কের পানি চালিয়ে রেখেছে?"

"হ্যা।"

"আপনি বলেছেন আপনি হাসাহাসির শব্দ পাচ্ছেন।"

"অ্যান্ড্রু হাসছে।"

"সে কি কথা বলছে?"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে আবারও বলল। "হ্যা।"

"কি বলছে সে?"

"আমি জানিনা। সে অনেক দূরে রয়েছে আমার থেকে।"

"আপনি কি নিশ্চিত সেটা অ্যান্ড্রুই ছিল? নাকি টিভির শব্দ?"

"না, ওটা সে-ই ছিল। অ্যান্ড্রু।"

"ঠিক আছে। মুভিটির গতি শ্লথ করুন। সেকেন্ড ধরে এগোন সামনে। আমাকে বলুন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন।"

"পানি, এখনও পড়ছে। অ্যান্ড্রু বলছে, 'সোজা।' হ্যা, এই শব্দটা বলছে সে। 'সোজা।' "

"শুধু এটুকুই?"

"সে বলছে, 'একজনকেই দেখো, একজনের উপরেই কাজটি করো, একজনকেই শেখাও।' "

" 'একজনকেই দেখো, একজনের উপরেই কাজটি করো, একজনকেই শেখাও।' এটা বলছে সে?"

"হ্যা।"

"এরপর পরবর্তি কোন শব্দ শুনতে পেলেন আপনি?"

" 'এবার আমার পালা, ক্যাপরা।' "

পোলোচেক চুপ হয়ে গেলো। "আপনি কি কথাটা আবার বলবেন?"

" 'এবার আমার পালা, ক্যাপরা।' "

"অ্যান্ড্রু বলছে এই কথা?"

"না। অ্যান্ড্রু না।"

মুরের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিহরণ বয়ে গেলো চেয়ারে বসে থাকা অসাড় মেয়েটিকে দেখে।

পোলোচেক জানালার দিকে তাকালো, চোখে মুখে ঝিলিক ফুটে উঠেছে তার। ক্যাথারিনের দিকে আবারও তাকাল সে।

"তাহলে কে বলছে?" পোলোচেক জানতে চাইলো। "কে বলছে, 'এবার আমার পালা, ক্যাপরা?' "

"জানি না। আমি তার কণ্ঠস্বর চিনি না।"

মুর আর রিজোলি একে অন্যের দিকে তাকালো।

তার মানে, ক্যাথারিনের বাড়িতে সেই সময় আরো একজন উপস্থিত ছিলো।

অধ্যায় ১৫

মুর এখন তার সাথেই আছে।

রিজোলির ছুরি বিচ্ছিন্নভাবে কাটিং বোর্ডের উপর চলতে থাকলো, ছোট ছোট করে কাঁটা পেয়াজের টুকরোগুলো কাউন্টার থেকে মেঝেতে পড়ে গেলো। পাশের ঘরে, তার বাবা এবং দুইভাই উচ্চশব্দে টিভি ছেড়ে রেখেছে। তাদের বাড়িতে সর্বদাই টিভি একটু উচ্চশব্দেই দেখা হয়ে থাকে যার মানে দাঁড়ায় কথা বলতে হলে টিভির শব্দের থেকেও উচ্চশব্দে কথা বলতে হবে। যদি তুমি ফ্রাঙ্ক রিজোলির বাড়িতে থেকে উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে না পারো, তাহলে ধরে নিতে হবে তোমার কথা কেউ শুনছে না, স্বাভাবিক পারিবারিক কথোপকথনও তাদের বাড়িতে অনেকটাই ঝগড়ার মত শোনায়। ছোট ছোট করে কাটা পেঁয়াজগুলোকে একটি বাটিতে তুলে নিয়ে রসুন কাটতে শুরু করলো সে। চোখ দিয়ে ঝাঁজে পানি বের হয়ে আসছে তার, মনে শুধুমাত্র ঘুরপাক খাচ্ছে মুর এবং ক্যাথারিন কর্ডেলের নব্য গঠিত সম্পর্কের চিত্র।

ড. পোলোচেকের সাথে সেশন শেষ হওয়ার পরে মুরই সেই মানুষ যে কর্ডেলকে তার বাড়িতে এগিয়ে দিতে গেছে। রিজোলি তাদের একত্রে এলিভেটরে ঢুকে, ক্যাথারিনের কাঁধে মুরকে হাত রাখতে দেখেছে, যে দৃশ্য দেখে শুধু যত্নশীল নয় বরং তার চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়েছে রিজোলির। সে দেখতে পেয়েছে মুরের কর্ডেলের দিকে তাকানোর ভঙ্গি, তার অভিব্যক্তি, তার চোখের ঝলক। সে শুধুমাত্র একজন পুলিশ নেই এই ক্ষেত্রে যে একজন সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে, বরং সে এমন একজন মানুষে পরিণত হয়েছে যে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ড. ক্যাথারিন কর্ডেলের।

রিজোলি রসুনের কোয়াগুলো আলাদা করে, ছুরির ব্লেড দিয়ে তাদেরকে ছোট ছোট এবং মিহি করে কেটে, পাতলা খোসার অংশগুলো উঠিয়ে নিলো। ছুরি কাটিং বোর্ডে এখন আগের থেকেও অনেক দ্রুত ও উচ্চশব্দে চলছে। তার মা স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে এগুলো দেখার পরেও কিছু বললো না তাকে।

সে এখন তার সাথে রয়েছে। তার বাড়িতে। হয়ত ক্যাথারিনের বিছানায়।

নিজের কিছু না-বলা হতাশা রসুনের কোয়াগুলোর প্রতি প্রকাশ করতে লাগলো, ব্যাং ব্যাং ব্যাং। সে জানে না এই মুহূর্তে মুর এবং কর্ডেলের চিন্তা তাকে এত বিরক্ত করছে কেন। হয়ত সেটা এই কারণে যে এই পৃথিবীতে কিছু মানুষই সন্ন্যাসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যেসব মানুষ জীবন দিয়ে হলেও নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয়, সে ভেবেছিলো মুর হয়ত তাদের মধ্যেই একজন। কিন্তু মুর তার আশায় গুড়েবালি দিয়ে দিয়েছে, মানব চরিত্র কখনও নিখুঁত হয় না আর মুর তার বৈশিষ্ট্যে আজ অনেক বেশি হতাশ করেছে রিজোলিকে।

হয়ত আরও এই কারণে যে এই সামান্য জিনিসের প্রভাব তাদের তদন্তে কত গভির প্রভাব ফেলবে তা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে। একজন মানুষ গভিরভাবে কেস সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লে সে চিন্তাও করতে পারে না ঠিকভাবে, এমনকি যৌক্তিকভাবে কিছু করতেও পারে না।

অথবা এই কারণেও তোমার এত খারাপ লাগছে রিজোলি কারণ তোমার হিংসা জন্মাচ্ছে ক্যাথারিনের প্রতি। হিংসা হচ্ছে এমন একটা মেয়ের প্রতি যে এক দেখাতেই যে কোন পুরুষের নজর নিজের উপর ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। আর পুরুষ মানুষ মেয়েদের চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাতে তাদের উপর বেশিই আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

পাশের ঘরে, তার বাবা আর ভাইয়েরা টিভি দেখতে দেখতে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠছে থেকে থেকে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে চায় সে, আর এ কারণে এখান থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়ার অজুহাত খুঁজছে সে। ডিনার খাওয়ার সময় হয়ত এখানে তার একটু বসার সুযোগ হবে। তার মা তাকে বারবার স্মরণ করাচ্ছে যে, ফ্রাঙ্ক জুনিয়র খুব কমই বাড়িতে আসে, জেনি কেন তার ভাইয়ের সাথে কিছু ভালো সময় কাটাতে চায় না? তাকে এই কারণে এক সন্ধ্যা ফ্রাঙ্কের বুট ক্যাম্পের গল্প অনিচ্ছাকৃত ভাবে হজম করতে হবে। এই বছরের নিয়োগগুলো কত দুঃখজনক ছিল, আমেরিকার তরুণ প্রজন্ম কিভাবে দিনকে দিন কোমলমতি মানুষে পরিণত হচ্ছে, তাকে কিভাবে সেই সব মেয়েলি পুরুষের পশ্চাৎদেশে লাথি দিয়ে ট্রেনিংয়ের কোর্স করাতে হয়, কত বিরক্তিকর। রিজোলির মা এবং বাবা খুব মনোযোগ সহকারে তার এসব গল্প শুনতে থাকে। জেনিকে যে বিষয়টি সব থেকে বিরক্ত করে তা হলো তার পরিবার কখনও তার কাজের প্রতি ন্যূনতম আগ্রহ প্রকাশ করে না। ক্যারিয়ারের দীর্ঘসময়ে ফ্রাঙ্কি দ্য ম্যাচো মেরিনের একবারই যুদ্ধে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। কিন্তু জেনিকে প্রত্যেকদিন যুদ্ধের সম্মুখিন হতে হয়, বাস্তব পৃথিবীর মানুষের সাথে, বাস্তব খুনিদের সম্মুখে।

ফ্রাঙ্কি রান্নাঘরে ঢুকে রেফ্রিজারেটর থেকে এক বোতল বিয়ার বের করে নিলো। "তাহলে ডিনার কখন হতে চলেছে?" জিজ্ঞেস করলো সে, বিয়ারের মুখ খুলের নেয়ার সময়। ব্যবহার দেখে মনে হলো যেন জেন এই বাড়ির কাজের মেয়ে।

"আরও এক ঘণ্টা," তাদের মা বলল।

"হায় জিশু, মা। এখন সাতটা ত্রিশ বাজে। আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে।"

"অভিশাপ দিয়ো না, ফ্রাঙ্কি।"

"তুমি তো জানোই," রিজোলি বলল, "খাদ্য তৈরির কাজটা অনেক আগেই শেষ করতে পারতাম যদি আমাদেরকে সাহায্য করা হতো।"

"আমি অপেক্ষা করতে পারবো," এই কথা বলে ফ্রাঙ্কি টিভির ঘরে চলে গেলো। দরজার কাছে গিয়ে কিছুসময়ের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লো সে। "ওহ, আমি বলতে ভুলেই গেছিলাম। তোমার একটি মেসেজ এসেছে।"

BOIGHAR.COM

"কি?"

"তোমার মোবাইল ফোন বাজছিলো। ফ্রস্টি নামের একজন ফোন করেছিলো।"

"মানে ব্যারি ফ্রস্ট?"

"হ্যা, ওরকম ই হবে হয়ত নাম। সে বলেছে তুমি যেন তার সাথে কথা বলো শীঘ্রই।"

"কখনকার ব্যাপার এটা?"

"তুমি যখন বাইরে গাড়িগুলো সরাচ্ছিলে।"

"গডড্যামমম ইট, ফ্রাঙ্কি! সে তো এক ঘণ্টা আগেকার ঘটনা!"

"জেনি," তার মা বলল।

রিজোলি তার অ্যাপ্রন খুলে কাউন্টারের উপরে তা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। "এটা আমার চাকরি মা! কেন বিষয়টিকে তোমরা গ্রাহ্য করতে চাও না?" রান্নাঘরের ফোনটি নিয়ে ব্যারি ফ্রস্টের নম্বর ডায়াল করলো সে।

প্রথম রিং হতে না হতেই রিসিভ করলো সে ফোনটি।

"হ্যা, আমি বলছি," জানালো রিজোলি। "আমি কেবলই তোমাকে ফোন করার মেসেজ পেলাম।"

"তুমি তো একটা বিরাট সংবাদ হারাতেই যাচ্ছিলে।"

"কি?"

"নিনা পিটনের দেহ থেকে যে নমুনাটি পাওয়া গিয়েছিলো, তার ডিএনএ রিপোর্ট চলে এসেছে।"

"তুমি বলছে চাইছো যে ঐ বীর্যের নমুনার ডিএনএ? কোডিসে পেয়েছো নাকি তার সাদৃশ্য?"

"ডিএনএ একজন অপরাধির সাথে মিলে গেছে, যার নাম কার্ল প্যাচিকো। ১৯৯৭ সালে তাকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে আটক করা হয়েছিলো, কিন্তু বর্তমানে মুক্ত অবস্থায় আছে সে। তার ভাষ্যে যৌন সঙ্গমের বিষয়টি পারস্পরিক সমঝোতামূলক ছিলো। জুরি তার কথা বিশ্বাস করেছিলো।"

"সেই নিনা পিটনকে ধর্ষণ করেছিলো তাহলে?"

"আমাদের কাছে সেই নমুনার প্রমাণ রয়েছে।"

সে বাতাসে একটা অদৃশ্য কিল ছুঁড়লো হঠাৎ। "ঠিকানা বলো আমাকে?"

"চার-পাঁচ-সাত-আট কলাম্বাস অ্যাভিনিউ। টিমের সবাই সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছাতে চলেছে।"

"আমিও বের হচ্ছি।"

সে দরজা থেকে বের হয়ে পড়ার সময়, পেছন থেকে তার মা ডাক দিলো: "জেনি! ডিনারের কি হবে তাহলে?"

"আমাকে এখন যেতে হবে, মা।"

"কিন্তু ফ্রাঙ্কি এখানে আজ রাতেই থাকবে শুধু।"

"আমাদের একজনকে গ্রেফতার করতে হবে।"

"তারা তোমাকে ছাড়া এই কাজটি কি করতে পারবে না?"

রিজোলি ঘুরে দাঁড়ালো দরজার হাতলের উপর হাত রেখে, তার রাগ হঠাৎ ভয়াবহ পর্যায়ে ত্বরান্বিত হয়েছে। সে দেখলো, পরিস্কারভাবেই, সে কি করছে বা কোন পর্যায়ে পৌছাবে নিজের পেশাজীবনে, তার পরিবারের কাছে বিষয়টি কখনই তাৎপর্য রাখবে না, এই একটা ঘটনা তার জীবনের বাস্তবতাকে কিছুটা হলেও তুলে ধরেছেঃ জেনি, দুই ভাইয়ের এক বোন। অবহেলিত মেয়ে মানুষ।

কোন কথা না বলে, দরজা সজোরে লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে।

কলাম্বাস অ্যাভিনিউ রক্সব্যারির একেবারে উত্তরের প্রান্তে অবস্থিত, কাকতালিয়ভাবে এটি সার্জনের মৃত্যুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলের একটি জায়গায় পড়েছে। দক্ষিণে নিনা পিটনের বাড়ি জ্যামাইকা প্লেইনে অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্বে এলিনা অর্টিজের বাড়ি। উত্তর পূর্ব কোণে ব্যাক বে যেখানে ডায়ানা স্টার্লিং এবং ক্যাথারিন কর্ডেল উভয়েরই বাড়ি রয়েছে। গাছের সারিবদ্ধ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রিজোলি লাল ইটের সারি সারি বাড়িগুলো দেখতে লাগলো, এই এলাকাতে সাধারণত নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং কর্মিরা বসবাস করে থাকে। অর্থাৎ অনেক কো-এড রয়েছে এই এলাকায়।

অনেক ভালো শিকার।

মাথার উপরে ট্র্যাফিকের হলুদ লাইট জ্বলে রয়েছে। অ্যাড্রেনালিন প্রবাহ বেড়ে গেছে তার আচমকাই, আক্সিলারেটরের গতি কমিয়ে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে রইলো সে।এই গ্রেফতারের পুরো কৃতিত্ব পুরোটা তাকেই নিতে হবে। সপ্তাহ ধরে, রিজোলি 'সার্জন'কে ওতপ্রোতভাবে নিজের সাথে নিয়ে, অনুভব করে বেঁচে রয়েছে। ইদানিং এমনকি স্বপ্নেও সে সার্জনের দেখা পায়। খুনি তার প্রত্যেকদিনের জীবনযাত্রার ধরণ পুরোই পাল্টে ফেলেছে, চেতন মনে কিংবা অবচেতনভাবে তার উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে একটাই-'সার্জন'কে খুঁজে বের করা। কেউ তাকে ধরতে এত বেশি পরিশ্রম করেনি আর এখন সে নিজের পুরস্কার থেকে বেশি কদম দূরেও নয়।

কার্ল প্যাচিকোর বাড়ির এক ব্লক দূরে একটি ক্রুজারের পেছনে নিজের গাড়িটিকে পার্ক করলো সে। রাস্তাতে তার গাড়িটা ছাড়াও আরও চারটে গাড়ি পার্ক করা রয়েছে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে হয়ত, ভাবলো সে, বিল্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে ছুটতে ছুটতে। তারা সবাই এরইমধ্যে পৌছে গেছে।

বিল্ডিংয়ের ভেতরে সিঁড়ির কাছে এসে পায়ের শব্দ এবং পুরুষকণ্ঠের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলো। তৃতীয় তলাতে উঠে পড়লো সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে, ঢুকে পড়লো কার্ল প্যাচিকোর অ্যাপার্টমেন্টে।

BOIGHAR.COM

সেখানে বিশৃঙ্খল এক পরিবেশের সম্মুখিন হলো সে। ভাঙা দরজার ছোট ছোট টুকরো এখানে ওখানে ছিটিয়ে রয়েছে। চেয়ারগুলো উল্টে রাখা, ল্যাম্প ভাঙা যেন কিছুসময় আগেই এখানে কোন বন্য ষাঁড় এসে আক্রমণ করে তছনছ করে ফেলেছে সবকিছু। ঘরের বাতাস টেস্টোস্টেরনের গন্ধে যেন বিষাক্ত একটা রূপ ধারণ করেছে, সর্বস্তরের পুলিশ সেখানে ছোটাছুটি করছে সেই মানুষটিকে শিকারের আশায় যে কিছুদিন আগে তাদেরই এক সহকর্মিকে জবাই করে ফেলতে পর্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করেনি।

মেঝেতে একটি লোককে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ সে-'সার্জন' হতে পারে না কোনভাবেই। ক্রো নিজের পায়ের সাহায্যে কৃষ্ণাঙ্গ লোকটির ঘাড়ের উপর চাপ প্রয়োগ করছে অনবরত।

"আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, বানচোত," ক্রো বলে উঠলো উচ্চস্বরে। "প্যাচিকো কোথায়?"

লোকটির মুখ থেকে গোঙানির মত শব্দ বের হতে লাগলো, মাথা ওঠানোর চেষ্টা করার মত ভুল করে বসলো সে। ক্রো আবারও পায়ের চাপে কঠোরভাবে তাকে আঘাত করলো যার ফলে মানুষটির মুখের এক পাশ বাড়ি খেলো মেঝেতে। লোকটি বিষম খেয়ে পরাস্ত হয়ে পড়লো।

"ওকে দাঁড় করাও," চিৎকার করে নির্দেশ দিলো রিজোলি।

"তাকে স্থির করে দাঁড় করানো সম্ভব না!"

"সরে যাও তার কাছ থেকে, তখন যদি সে তোমাকে কিছু বলতে পারে তো!" রিজোলি ক্রো-কে একপাশে সরিয়ে দিলো। আটককারি এবার কিছুটা ছাড়া পেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগলো ডাঙ্গায় এসে পড়া মাছের মত।

ক্রো আবারও জিজ্ঞেস করলো উচ্চস্বরে, "কোথায় প্যাচিকো?"

"জানি না-জানি না আমি-"

"তুমি তাহলে এই অ্যাপার্টমেন্টে কি করছো?"

"চলে গেছে সে। চলে গেছে-"

"কখন?"

লোকটি ভয়ঙ্করভাবে কাশতে লাগলো, যেন ফুসফুস ছিঁড়ে বের হয়ে আসতে চাইছে। অন্যান্য পুলিশ আশেপাশে এসে জড়ো হয়ে মেঝেতে শুয়ে থাকা আটককারির দিকে ঘৃণ্যভরে তাকিয়ে রয়েছে। পুলিশ-খুনির বন্ধু তুমি।

বিরক্ত হয়ে রিজোলি হল ছেড়ে বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলো। ক্লোজেটের দরজা খুলে রাখা হয়েছে, হ্যাঙ্গারে ঝুলে থাকা কাপড়গুলো বর্তমানে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফ্ল্যাটটিকে অনেক বর্বরভাবে তল্লাশি করা হয়েছে, দরজাগুলো খুলে, গুপ্ত জিনিসগুলো প্রকাশ্যে এনে ফেলে রেখে দেয়া হয়েছে। সে হাতে গ্লাভস পরে নিয়ে ড্রেসার ড্রয়ারের বিভিন্ন পকেটে ডেটবুক, অ্যাড্রেসবুক খুঁজতে লাগলো যা

তাকে বলতে পারে প্যাচিকো ঠিক কোথায় পালিয়েছে।

মুর ঘরে ঢুকলে সে তাকালো তার দিকে। "তুমি এই ঘটনার ইনচার্জ?" জিজ্ঞেস করলো সে।

মাথা নাড়ালো সে। "মারক্যুয়েট নির্দেশ দিয়েছিলো। আমাদের কাছে তথ্য ছিলো যে প্যাচিকো এই সময় এই বিল্ডিংটাতেই অবস্থান নিয়েছে।"

"তাহলে কোথায় সে?" ড্রয়ারটি অনেক জোরে বাড়ি দিয়ে লাগিয়ে বেডরুমের জানালার কাছে চলে গেলো সে। জানালা লাগানো রয়েছে কিন্তু খিড়কির তালা আটকানো নাই। ফায়ার এস্কেপ তার ডানেই রয়েছে বাইরের দিকে। জানালাটি খুলে রিজোলি মাথা বের করলো। গলিতে স্কোয়াডের একটি গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে, রেডিও বেজে যাচ্ছে তার অবিরতভাবে, সে দেখছে ড্যাম্পস্টারের উপরে একজন পেট্রলম্যান তার ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করে কি যেন একটা খুঁজে চলেছে।

কেবল নিজের মাথাটা জানালার এপাশে টেনে নিতে যাবে ঠিক এমন সময়, সে অনুভব করলো তার মাথাতে কিছু একটা পড়লে ফায়ার-এস্কেপ থেকে কিছু নুড়ি পাথরের খড়খড় শব্দ শুনতে পেলো। অবাকদৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকালো সে। রাতের আকাশ শহরের আলোতেও যেন মিশমিশে হয়ে রয়েছে, তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। কিছুক্ষণ ধরে সে একইভাবে আলো কুচকুচে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো ছাদের ধার ধরে তাকিয়ে, কিছু একটা নড়ছে কিনা দেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এমন কিছুই পেলো না সে।

সে জানালা বেয়ে ফায়ার-এস্কেপের দিকে এগিয়ে গেলো, মইয়ের সাহায্যে সেটার উপরের অংশে ওঠার চেষ্টা করলো। পরবর্তি তলায় গিয়ে প্যাচিকোর ফ্ল্যাটের একেবারে উপরের ফ্ল্যাটে দেখার চেষ্টা করলো কিছু আছে কিনা। পর্দা সুন্দরভাবে টেনে রাখা হয়েছে সেখানকার, ঘরটা যারপরনাই অন্ধকারে নিমজ্জিত।

আবারও সে উপরের দিকে তাকিয়ে ছাদের দিকে এগোতে থাকল। যদিও সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না কিছু, কিন্তু তার ঘাড়ের পেছনের অংশের চুল কোন একটা অজানা কারণে যেন দাঁড়িয়ে পড়লো।

"রিজোলি?" জানালার কাছ থেকে ডাক দিলো মুর। কোন উত্তর না দিয়ে তাকে ছাদের দিকে তাকাতে বলল সে, অভিপ্রায়ের নীরব জবানবন্দি দিলো যেন।

নিজের স্ল্যাকসে ঘেমে যাওয়া হাতটি মুছে নিয়ে সে মই বেয়ে ছাদের দিকে উঠে যেতে থাকলো। সর্বশেষ পদক্ষেপে দাঁড়িয়ে পড়লো সে হঠাৎ, গভিরভাবে দম নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা উঠালো কোণার দিকটা দেখার জন্য।

স্থির আকাশের নিচে, ছাদের উপরের অংশটি যেন ছায়ার বনের মত মনে হচ্ছে। টেবিল, চেয়ার ও গাছের বাঁকানো ডালপালার ছায়া দেখতে পেলো সে এখানে ওখানে। ছাদের উপরে বাগান রয়েছে। কোণা বেয়ে উঠে আস্ফাল্টের অমসৃণ নুড়ির উপর নেমে নিজের অস্ত্রটি বের করে নিলো রিজোলি। দুই ধাপ ফেললে তার জুতো

যেন একটা বাধার সাথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে শব্দ করলো। জেরানিয়ামের তীব্র গন্ধ নাকে আসছে তার। বুঝতে পারছে আশেপাশের অনেকগুলো মাটির টবে গাছ লাগানো রয়েছে। তাদের মধ্যে একটার সাথেই তার পা ধাক্কা খেয়েছে।

তার বাম দিকে, কিছু একটা সরে দাঁড়ানোর আভাস পেলো সে।

চোখের সামনের ছায়াগুলো ভেদ করে দেখার চেষ্টা করলো সে, যেন একটি মানুষের আকারের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনই দেখতে পেল সে, ছোট্ট আকারের কালো হোমানকুলাসের মত গুড়ি মেরে বসে রয়েছে কেউ একজন।

নিজের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরে বলল সে : "ওখানেই থাকো!"

সে দেখতে পেলো না সামনের মানুষটি তার হাতে কি ধরে রেখেছে। সেটি তার দিকে লক্ষ্য করে সজোরে নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গার্ডেন ট্রাওয়েলটি রিজোলির মুখে নিক্ষেপ করার কিছু সময় আগে সে বাতাসের আচমকা গতি বুঝে গেলো, অন্ধকারে যেন কোন শয়তানি বাতাস এগিয়ে আসছে। বাম গালে ভারি বস্তুটি এমনভাবে আঘাত করলো কিছুক্ষণের জন্য যাতে চোখে সর্ষে ফুল দেখলো রিজোলি।

কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে বসে পড়লো সে সেখানেই, স্নায়ুজুড়ে ব্যথা যেন জোয়ারের ঢেউয়ের মত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। এত ভয়াবহভাবে আঘাত পেয়েছে সে যে, তার দম বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়লো।

"রিজোলি?" ডাক দিলো মুর। সে তার ছাদের উপরে এসে দাঁড়ানোর শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায়নি।

"আমি ঠিক আছি। ঠিক আছি..." তির্যকদৃষ্টিতে তাকালো সে যেখানে ছায়ার অন্তরালে মানুষটি গুড়ি মেরে বসেছিলো। চলে গেছে। "সে এখানেই ছিলো," ফিসফিসানো কণ্ঠে বলল সে। "আমি কুত্তার বাচ্চাকে ধরতে চাই।"

মুর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো হঠাৎ। রিজোলি মাথায় হাত রেখে চেষ্টা করলো যেন তার ব্যথায় ঘোর লাগা ভাবটা কেটে যায়, নিজের উদাসিনতার উপর এখন প্রচণ্ড পরিমাণে রাগ হচ্ছে তার। চেষ্টা করছে সে নিজের মাথা হাল্কা করার, নিজের পায়ে অবশেষে বহুকষ্টে দাঁড়ালো সে। রাগ কখনও কখনও শক্তিশালি জ্বালানি হিসেবে কাজ করে; তার পায়ে এভাবেই বল পেলো হঠাৎ আর হাতের অস্ত্রটিকে শক্ত করে ধরে রাখলো।

মুর তার ডান দিকে কয়েক ইয়ার্ড দূরত্বেই রয়েছে; টেবিল চেয়ারের পাশে নড়াচড়া করা ছায়ার দৃশ্য এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে শুধু রিজোলি।

বামে মোড় ঘুরলো সে, ছাদের বিপরীত দিক দেখার আশায়। গালের প্রত্যেকটি রোম, স্নায়ুর ব্যথার ঘা মনে করাচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে রাগ উঠেছে তার ভালোভাবেই। এই বার তাকে আর ছাড়বো না আমি। টবে লাগানো গাছ এবং ঝোপের পাশের ছায়াগুলোর দিকে তাকালো সে।

হঠাৎ খসখস একটা শব্দ শুনে ডানে ঘুরে দাঁড়ালো সে। দৌড়ানোর শব্দ পাচ্ছে, দেখতে পেলো তার সোজাসুজি একটা ছায়া ছাদ থেকে নেমে পড়ার চেষ্টা করছে।

মুর চিৎকার করে বলল, "দাঁড়িয়ে যাও ওখানেই! পুলিশ!"

লোকটি দাঁড়ালো না।

রিজোলি হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে অস্ত্র তার দিকে তাক করলো। মুখের ব্যথা যেন রাগের আগুনে কিছুটা ঘি ঢাললো। প্রত্যেক ধরণের অপমান যা সে সহ্য করেছে এতদিন, প্রত্যেকদিনের খোঁচা মারা কথা, অবমাননা, ড্যারেন ক্রো'র প্রাত্যহিক যন্ত্রণা, একটা সামান্যতম রাগও তার কাছে এ মুহূর্তে অসামান্য বলে মনে হলো।

বাস্টার্ড এবার, আমার পালা। লোকটি তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেও, তার হাত দুটো আকাশের দিকে প্রসারিত হয়ে রয়েছে, এরপরেও নিজের সিদ্ধান্তে রিজোলি অটল রইল।

ট্রিগার টিপলো সে।

লোকটি ঘুরে পড়ে গেলো আচমকাই।

দ্বিতীয়বার গুলি করলো সে, তৃতীয়বারও। আর প্রত্যেকবার ক্লিক শব্দে এক অন্য ধরণের সন্তুষ্টি অনুভব করলো নিজের মধ্যেই।

"রিজোলি! গুলি করা বন্ধ করো।"

মুরের চিৎকার তার কানে এসে যেন গর্জনের মতো শোনাল। ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেলো সে, অস্ত্রটি এখনও তাক করে ধরে রেখেছে। হাত ব্যথা করছে তার।

অপরাধি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, নিথর হয়ে গেছে সে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে গুটিয়ে থাকা লাশটির কাছে গেলো। প্রত্যেক ধাপে অনুভব করলো এই কয়েক মুহূর্ত আগে কোন লোমহর্ষক কাজ সংগঠিত করে ফেলেছে সে।

মুর এরইমধ্যে হাঁটু ভেঙে বসে রয়েছে লোকটির পাশে, হৃদস্পন্দন দেখছে। রিজোলির দিকে তাকালো সে, যদিও এই অন্ধকার ছাদে তার প্রকৃত অভিব্যক্তি এই মুহূর্তে বুঝতে পারলো না, এরপরেও সে জানে তার চোখে দোষারোপের চিত্র ভেসে উঠেছে।

"সে মৃত, রিজোলি।"

"ও নিজের হাতে কিছু একটা ধরে রেখেছে–"

"কিছুই নেই।"

"আমি দেখেছিলাম। আমি জানি কিছু একটা দেখেছিলাম আমি!"

"তার হাতদুটো শূন্যে ছিল।"

"গডড্যাম ইট, মুর! চিন্তাভাবনা করেই গুলি মেরেছি আমি! তুমি আমার হয়ে এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে!"

ছাদের উঁপরে আরও কিছু পুলিশের কণ্ঠ শোনা গেল যখন তারা একত্রিত হলো এক জায়গায়। মুর এবং রিজোলি একে অপরের সাথে আর কোন কথা বলল না।

BOIGHAR.COM

ক্রো তার হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো লোকটির উপরে ফেললো। খোলা চোখ, রক্তে ভিজে কালচে হয়ে যাওয়া শার্টটির মানুষের দুঃস্বপ্ন দেখার মত চেহারার দিকে তাকালো রিজোলি।

"হে, এটা তো প্যাচিকো!" ক্রো বলল। "কে মেরেছে তাকে?"

রিজোলি নির্বিকারভাবে উত্তর দিলো, "আমি।"

কেউ যেন তার পিঠে একটা বাহবা দিয়ে চাপড় দিলো। "মেয়ে পুলিশেরা ঠিকঠাক কাজ করে!"

"চুপ করো," রিজোলি বলল। "দয়া করে চুপ করো!" চলে গেলো সে বিশৃঙ্খল একটা পরিবেশ ভেদ করে, ফায়ার এস্কেপ বেয়ে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সে। সেখানে স্টিয়ারিং হুইল ধরে মনে হলো যেন ব্যথায় বমি করে ফেলবে সে এই মুহূর্তেই। মানসিকভাবে এখনও সে খেলে চলেছে ছাদের উপরে চলতে থাকা ঘটনাগুলোর সাথে। প্যাচিকো কি করেছিলো তার সাথে, কি করলো সে প্যাচিকোর সাথে। সে তো শুধুমাত্র ছায়ার মত দৌড়ে আসতে দেখেছিলো তাকে লক্ষ্য করে অস্থিরভাবে। সে দাঁড়িয়েও পড়েছিলো সেখানে। হ্যা, দাঁড়িয়ে পড়েছিলো সে। সে দেখেছিলো প্যাচিকো তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

একটি অস্ত্র। হায় জিশু, দয়া করে, যদি সেখানে তারা একই অস্ত্র পায়।

কিন্তু সে সেখানে তার হাতে কোন অস্ত্রই দেখেছিলো না। তার গুলি নিক্ষেপের কয়েক মুহূর্ত আগের চিত্রগুলো যেন মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে। একজন লোক স্থির হয়ে, নিজেকে সোপর্দ করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কেউ একজন তার গাড়ির জানালার কাঁচে নক করলো। ব্যারি ফ্রস্ট। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে নিলো সে।

"মারক্যুয়েট তোমার সাথে কথা বলতে চায়," বলল সে।

"ঠিক আছে।"

"কিছু হয়েছে কি? রিজোলি, ঠিক আছো, তুমি?"

"মনে হচ্ছে একটু আগে একটা ট্রাক আমার মুখের উপর দিয়ে চলে গেছে।"

ফ্রস্ট ঝুঁকে এসে তার ফুলে উঠা গালের দিকে অবাকদৃষ্টে চেয়ে রইলো। "ওয়াও। সত্যি সেই হারামজাদা নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছিলো।"

রিজোলির নিজেরও বিশ্বাস ঠিক তাই বলে যে প্যাচিকোর মৃত্যু অনিবার্য ছিলো। হ্যা, তার ভাগ্যে এটাই নির্ধারিত ছিলো, বিনা কারণে সে নিজে অনুতপ্ত বোধ করছে এখন। তার মুখের অবস্থা কি প্রমাণ করে না তা? সে তার উপরে আক্রমণ করেছিলো। একটা দানব ছিলো সে এবং তাকে মেরে ফেলে রিজোলি সন্তাদরের হলেও ন্যায়বিচার এনেছে। আর কেউ না হোক, এলিনা অর্টিজ, নিনা পিটন এবং ডায়ানা স্টার্লিংয়ের আত্মা শান্তি পাবে এতে। কেউ এই ধরণের শুয়োরের জন্য দুঃখবোধ করবে না।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো সে, ফ্রস্টের সহানুভূতিশীল কথাগুলো শুনে এখন কিছুটা ভালো বোধ করছে সে। শক্তিও ফিরে এসেছে তার। বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলো সে, দেখল মারক্যুয়েট নিচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুরের সাথে কথা বলছে সে এখন।

সেখানে পৌছলে দু-জনেই তার দিকে তাকালো। খেয়াল করলো মুর তার দিকে তাকাচ্ছে না বরং অন্য কোন দিকে মনোযোগ দিয়ে রয়েছে সে, তার দৃষ্টি থেকে পালাতে চাইছে যেন। তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে।

মারক্যুয়েট বলল, "আমার তোমার অস্ত্রটি প্রয়োজন, রিজোলি।"

"আমি নিজের জীবনরক্ষার্থে গুলি করেছিলাম। লোকটি আমার উপরে আক্রমণ করেছিলো।"

"আমি বুঝেছি বিষয়টা। কিন্তু তুমি নিজের ভুলটা হয়ত জানো রিজোলি।"

সে মুরের দিকে তাকালো। আমি পছন্দ করতাম তোমাকে। আমি বিশ্বাস রেখেছিলাম তোমার উপরে। রিজোলি নিজের হোলস্টার থেকে বন্দুক বের করে মারক্যুয়েটের হাতে দিলো। "এখানে আমার শত্রু কে?" বলল সে। "মাঝে মাঝে আমি ভেবে অবাক হই।" এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার গাড়ির দিকে চলে গেলো সে।

*

মুর কার্ল প্যাচিকোর ক্লোজেটের দিকে তাকিয়ে ভাবছে : এখানে সবকিছু উল্টোপাল্টা রয়েছে। মেঝের উপরে প্রায় হাফ ডজন ১১ সাইজের কিছুটা বড় আকারের জুতো পড়ে রয়েছে। শেল্ফের উপরে ধূলাময় সোয়েটার, পুরনো ব্যাটারি ভর্তি শু-বক্স, খুচরো পয়সা ও একগাদা পেন্টহাউজ ম্যাগাজিন থাক থাক করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

একটি ড্রয়ার খোলার হাল্কা শব্দ শুনতে পেলো সে, ঘুরে দেখলো ফ্রস্ট হাতে গ্লাভস পরে প্যাচিকোর মোজা রাখার ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে।

"কিছু পেলে?" জিজ্ঞেস করলো মুর।

"না কোন ক্লোরোফর্ম রয়েছে, না কোন স্কালপেল। এমনকি ডাক্ট টেপের কোন অংশবিশেষও নেই।"

"ডিং ডিং ডিং!" একটি জিপলক ব্যাগে বাদামি রঙের তরল বিশিষ্ট প্লাস্টিক ভায়াল নাচাতে নাচাতে বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় ক্রো বলল। "মেক্সিকোর গরম পরিবেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে হয়ত, ফার্মাসিউটিক্যাল জিনিসের ভাণ্ডার বলা হয় যাকে।"

"রুফিস?" জানতে চাইলো ফ্রস্ট।

মুর লেবেলের দিকে তাকালো, যা স্প্যানিশ ভাষাতে লেখা। "গামা হাইড্রোক্সিবিউটিরেট। একই কাজ।"

BOIGHAR.COM

ক্রো ব্যাগটাকে নাড়ালো আবারও। "অন্ততপক্ষে একশো ডেট রেপের ডোজ আছে এই জায়গায়। প্যাচিকো হয়ত এই কাজে অনেক বেশিই ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করতো।" হাসলো সে।

ক্রো'র কথাগুলো শুনে মুর রেগে গেলো হঠাৎ। ভাবতে লাগলো প্যাচিকো নিজের এসব কাজের মাধ্যমে ঠিক কত জনের জীবন নষ্ট করেছে। সেটা শুধু শারীরিক ক্ষতিই নয় বরং আত্মিক দিক দিয়েও সে তার শিকারদের সারাজীবনের মত ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। আত্মা দুইভাগ হয়ে গেছে তাদের। তার মনে পড়ছে ক্যাথারিনের বলা কথাগুলো : প্রত্যেক ধর্ষিতার জীবনের পর্যায় সাধারণত দুই ভাগে ভাগ হয়, ধর্ষণের আগে এবং পরে। যৌন নির্যাতনের ঘটনা মেয়েদের জীবনকে বর্ণহীন এক দৃশ্যে পরিণত করে যেখানে নিজের হাসি, নিজের অমূল্য মুহূর্তগুলো নৈরাশ্যে পরিণত হয়ে যায়। সপ্তাহখানেক আগে হলেও ক্রো'র হাসি হয়ত মুরের চোখে সেভাবে ধরা পড়তো না। কিন্তু, এখন সে শুধু শুনতেই পাচ্ছে না, তার হাসির পেছনের এক কদাকার রূপটাকেও যেন দেখতে পাচ্ছে মুর।

লিভিংরুমে চলে গেলো সে, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গটিকে ডিটেক্টিভ স্লিপার জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

"আমি আপনাকে বলেছি এর মধ্যে অনেকবার, আমরা এখানে শুধু ঘুরতে এসেছিলাম," বলছে সে।

"তুমি এখানে ঘুরতে এসেছিলে পকেটে ছয়শো ডলার নিয়ে তাই তো?"

"আমি সব সময় সঙ্গে করে কিছু ক্যাশ নিয়ে বেড়াতে পছন্দ করি, ম্যান।"

"এখানে তুমি কি কিনতে এসেছিলে?"

"কিছুই না।"

"কিভাবে প্যাচিকোকে চেনো তুমি?"

"এমনি চিনি।"

"ওহ্, খুব কাছের বন্ধু তাহলে। কি বিক্রি করতো সে?"

জিএইচবি, ভাবলো মুর। ডেট রেপ ড্রাগ। এখানে এই লোকটিও যা কিনতে এসেছিলো। আরেকজন সর্বনাশা ব্যস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি।

বাইরে বের হয়ে আসলে ক্রুজারগুলোর উজ্জ্বল আলো দেখে নিজেকে উদ্ভ্রান্ত মনে হতে লাগলো তার। রিজোলির গাড়ি চলে গেছে। শূন্য জায়গার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো সে কত বড় ভুল করে বসেছে। তার যেটা মনে হয়েছিলো সেটা সে করেছে কিন্তু এখন কেন জানি সবকিছু ভেবে নিজের কাঁধে বোঝা নিয়ে ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে তার। তার পেশাগত জীবনে এর আগে কখনও তার এত বেশি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়নি, যদিও সে জানে মন থেকে নিজের সিদ্ধান্ত ঠিক ছিলো তার, কিন্তু এরপরেও অনেক বেশি অপরাধবোধ হচ্ছে তার এক না-বলা কারণে। রিজোলির প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আবারও মিটমাট করে নিতে চাইছে ছাদের উপরে সে যা দেখেছিলো সে সব কিছু বাদ দিয়ে। এখনও দেরি হয়ে যায়নি সে

মারক্যুয়েটকে যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে নেয়ার। জায়গাটা অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছাদের উপরে সবকিছু আবছায়াতে ছিলো; হয়ত রিজোলি সেই পরিবেশের কারণেই ভেবেছিলো প্যাচিকোর হাতে অস্ত্র রয়েছে। হয়ত সে এমন কোন অবয়ব দেখেছিলো, কোন ধরণের গতিবিধি যা মুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু যতই সে চেষ্টা করুক না কেন, সে এমন কোন স্মৃতি হাতড়ে বের করতে পারলো না যা রিজোলির কাজকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারে। সে ব্যাখ্যা করতে পারবে না কিসের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলো সে, এটা কিছু না বরং ঠাণ্ডা মাথার খুন ছিলো।

যখন রিজোলির সাথে তার আবার দেখা হলো, নিজের ডেস্কে গালের উপরে এক ব্যাগ আইস ধরে গুটিসুটি মেরে বসে আছে সে। মধ্যরাত এখন, মুরের তার সাথে কথা বলার মত ন্যূনতম কোন ইচ্ছে কাজ করেছে না। কিন্তু যখন সে তার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো তার দৃষ্টি মুরের ভেতরে এক হিমশীতল শিহরণের সৃষ্টি করলো।

"মারক্যুয়েটকে কি বলেছো তুমি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমার কাছে যা সে জানতে চেয়েছিলো। কিভাবে প্যাচিকোর মৃত্যু হয়েছে। আমি কোন মিথ্যা কথা বলতে পারিনি।"

"কুত্তার বাচ্চা।"

"তোমার মনে হয় আমি তাকে সত্য কথাটা বলতে চেয়েছিলাম?"

"তোমার একটা বিকল্প পথ ছিলো।"

"তোমারও তো ছিলো, ছাদের উপরে। তুমি ভুল করলে কেন তাহলে।"

"ও, মনে হচ্ছে তুমি কখনও ভুল সিদ্ধান্ত নাও না? তুমি কোন ভুল কাজ করোই না।"

"আমি ভুল করলে, তার দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিই।"

"ওহ্, তাই নাকি। ফাকিং সেইন্ট টমাস।"

রিজোলির ডেস্কের কাছে এগিয়ে এসে তার দিকে একদৃষ্টে তাকালো মুর। "আমার জীবনে সহকর্মিদের মধ্যে তুমি অন্যতম সেরা একজন রিজোলি। কিন্তু আজকে রাতে, তুমি একটা লোককে পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছো আর আমি সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শি।"

"তোমার সেটা দেখার তো কোন দরকার ছিলো না।"

"হ্যা ছিলো।"

"আমরা আসলে সেখানে কি দেখেছি মুর? অনেকগুলো ছায়া, কিছু গতিবিধি। সঠিক সিদ্ধান্ত এবং ভুল সিদ্ধান্তের মধ্যে শুধুমাত্র একটা সূক্ষ্ম রেখা বিরাজ করছিলো সেখানে।" দুটো নখ তুলে ধরলো সে যা স্পর্শ করতে যাচ্ছিলো প্রায় মুরকে। "আমাদের শেষ পর্যন্ত এটা করতে হয়েছে। আমরা একে অপরের সুবিধার্থে আজকে থেকে একটা সন্দেহ প্রকাশ করবো পরস্পরের প্রতি।"

BOIGHAR.COM

"ঠিক আছে।"

"তুমি চেষ্টা করোনি ভালোভাবে।"

"আমি অন্য কারও জন্য হলেও মিথ্যা কথা বলতাম না। যদি সে আমার বন্ধুই হোক না কেন।"

"দেখো আমাদের দেখা উচিত এখানে খারাপ মানুষ আদৌ কে। আমরা না সেটা।"

"আমরা যদি মিথ্যা বলতে শুরু করি, আমরা কিভাবে তাদের এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানবো বলতে পারো? কথাতেই শেষ হবে এই খেলা?"

আইস ব্যাগ মুখ থেকে সরিয়ে তার গালের দিকে নির্দেশ করে দেখালো রিজোলি। একটা চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে তার, মুখের বামদিক বেলুনের মত ফুলে রয়েছে। মুখের নির্মম আঘাতের নমুনা দেখে মুর যারপরনাই অবাক হলো। "দেখো তোমার সেই প্যাচিকো আমার মুখের কি অবস্থা করেছে। শুধু একটা বন্ধুসুলভ চড় মেরেছে তাইনা? তুমি তাদের এবং আমাদের সম্পর্কে বলছিলে। সে কোন অংশে পড়ে? আমি পৃথিবীর উপরে একটা উপকার করেছি বলতে গেলে তাকে পরলোকে পাঠিয়ে। 'সার্জন'কে আর মনে করবে না আর কিছু হলেও।"

"কার্ল প্যাচিকো 'সার্জন' ছিল না। তুমি ভুল মানুষকে মেরেছো রিজোলি।"

সে তার দিকে অবাকদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, ফুলে যাওয়া মুখটি দেখে পিকাসোর কিছু ভীতিকর ছবি মনে পড়লো মুরের, যার অর্ধেক মুখ স্বাভাবিক থাকে, অর্ধেক কদাকার। "আমাদের কাছে তো ডিএনএ-র সাদৃশ্যের বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে তাইনা! সেই তো–"

"হ্যা, সে-ই নিনা পিটনের ধর্ষক। কিন্তু সার্জনের সাথে তার কোন মিল নেই।" ডেস্কের উপর একটা হেয়ার অ্যান্ড ফাইবার রিপোর্টের কপি ফেললো মুর।

"এটা কি?"

"প্যাচিকোর মাথার চুলের মাইক্রোস্কোপিক রিপোর্ট। ভিন্ন রঙ, ভিন্ন ধরণের কোঁকড়ানোর ধরণ, ভিন্ন ধরণের কিউটিকল ডেনসিটি, এলিনা অর্টিজের ক্ষতে যে চুলটি পাওয়া গিয়েছিল সেটার তুলনায়। এখানে ব্যাম্বু হেয়ারের সাদৃশ্যপূর্ণ কোন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়নি।"

নিথর হয়ে পড়লো যেন সে, ল্যাব রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে। "বুঝতে পারলাম না আমি–"

"প্যাচিকো নিনা পিটনের ধর্ষক। বিনা সন্দেহে এটুকুই আমরা বলতে পারি।"

"কিন্তু স্টার্লিং আর অর্টিজও ধর্ষণের শিকার হয়েছিলো।"

"আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই প্যাচিকোই দায়ি ছিলো সেই দুই ক্ষেত্রেও। এখন যেহেতু সে মৃত, আমরা আর কখনও জানতেও পারবো না তা।"

মুরের দিকে তাকালো সে, অক্ষত থাকা গালের এক দিকে রাগের চিহ্ন ফুটে

উঠলো। "এটা সে-ই ছিল। এই শহরের তিনটা মেয়েকে লক্ষ্যহীনভাবে পছন্দ করো, সম্ভাব্য সবগুলো মেয়েই কি তাহলে ধর্ষিতা বের হবে? 'সার্জন' এই কাজটাই করেছে। সে তিনজনকে বেছে বেছেই পছন্দ করেছে। যদি সে তাদেরকে ধর্ষণ না করে থাকে, তাহলে কিভাবে জানলো সে কাকে নিজের পছন্দের শিকার বানাবে, কাকে জবাই করবে? যদি এটা প্যাচিকো না হয়ে থাকে, তাহলে এটা তার বন্ধু হতে পারে অথবা কোন পার্টনার। এমন কোন শকুন হয়ত সে, যে প্যাচিকোর ফেলে দেয়া গলিত মাংসগুলো ভক্ষণের কাজ করে থাকে।" ল্যাব রিপোর্ট মুরকে দিয়ে দিলো সে। "হয়ত আমি 'সার্জন'কে গুলি করিনি। কিন্তু আমি যে লোকটিকে গুলি করেছি সে নিজেও একটা বেজন্মা ছিলো কিনা। সবাই মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটিও ভুলতে বসেছে। প্যাচিকো একটা বেজন্মা। আমি কি এটার কারণে একটা মেডেল পাওয়ার যোগ্যতা রাখি না?" উঠে দাঁড়িয়ে বসে থাকা চেয়ারটিকে কিছুটা সরিয়ে দিলো সে ডেস্ক থেকে। "প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব পড়েছে আমার এখন। মারক্যুয়েট আমাকে এই ডেস্কে বসে কাগুজে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে। তোমায় অশেষ ধন্যবাদ, মুর।"

মুর দেখতে পেলো নিঃশব্দে হেঁটে চলে যাচ্ছে রিজোলি, কি বলবে তাকে কিছু ভেবে পেলো না। তাদের মধ্যে সৃষ্ট ফাটলকে কিভাবে আবার ঠিক করবে সে।

নিজের ওয়ার্কস্টেশনে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লো। চিন্তা করলো সে, আমি একটা ডাইনোসর, এমন একটা পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে সত্য বলা মানুষকে সব সময় অবহেলিত হতে হয়। সে রিজোলির ব্যাপারে আর কোন কথা ভাবতে পারলো না। প্যাচিকোর বিরুদ্ধে কেসটিও নষ্ট হয়ে গেছে এখন, তার লক্ষ্য একটাই বেনামী খুনির সন্ধানে আবারও নেমে পড়তে হবে।

তিনজনই ধর্ষিতা। আবারও বিষয়টি একই জায়গায় এসে পুঞ্জিভূত হয়েছে। কিভাবে 'সার্জন' তাদেরকে খুঁজে বের করেছে? শুধুমাত্র নিনা পিটন তার উপরে সংগঠিত অপরাধের ব্যাপারে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছিলো। এলিনা অর্টিজ এবং ডায়ানা স্টার্লিং তাদের উপরে ধর্ষণের ঘটনা কখনও কারো কাছে উল্লেখ করেনি। ধাক্কাটা তারা নিজেরাই ব্যক্তিগতভাবে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছিলো, তাদেরকে শুধু ধর্ষকেরা চিনত শিকার হিসেবে এবং মেডিকেল প্রফেশনালরা যারা তাদের চিকিৎসা করেছিলো। কিন্তু এই তিনজন মেয়ে তো ভিন্ন তিন জায়গা থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে: স্টার্লিং ব্যাক বে তে একজন গাইনোকলোজিস্টের কাছে। অর্টিজ পিলগ্রিম হাসপাতালের ই.আর এ। নিনা পিটন ফরেস্ট হিলের মেয়েদের ক্লিনিকে। ব্যক্তিগতভাবে কোন ডাক্তার, নার্স, অভ্যর্থনাকারি অথবা কার্যনির্বাহি যাদের সংস্পর্শে এই মেয়ে তিনজন চিকিৎসার সুবাদে এসেছিলো তাদের মধ্যেও তো কোন মিল নেই।

যেভাবেই হোক না কেন 'সার্জন' আগে থেকেই জানত এই মেয়েগুলো ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রয়েছে মানসিকভাবে, তাদের এই কষ্টটাই তাকে আকৃষ্ট করেছিলো বেশি। সেক্সুয়াল কিলারগুলো সমাজের সব থেকে শঙ্কিত এবং নিগৃহীত

BOIGHAR.COM

জনগোষ্ঠির মধ্যে থেকেই নিজেদের শিকার বেছে নেয়। তারা এমন কিছু মেয়েদের খোঁজে যাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে তারা, যারা আগে থেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে, আর যেসব মেয়েরা তাদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া মেয়েদের তুলনায় আর বেশি ঙ্গুর মানসিক অবস্থার মেয়ে কিভাবে পাবে সে?

মুর যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলো, দেয়ালের দিকে তাকালো সে যেখানে স্টার্লিং, অর্টিজ এবং পিটনের ছবি লাগিয়ে রাখা রয়েছে। তিনজন মেয়ে, তিনটি ধর্ষণের ঘটনা।

এবং চতুর্থ। সাভানাতে ক্যাথারিনকেও ধর্ষণ করা হয়েছিল।

তার চেহারা মনে আসতেই ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ চোখের পলক ফেললো, এমন একটি ছবি তার মাথায় এসেছে যাকে হয়ত এদের সাথে এই দেয়ালেই সংযোগ করতে হবে তাকে।

যেভাবেই হোক না কেন, এই সব ঘটনার সাথে সাভানাতে সেই রাতের ঘটনার কোন না কোন সংশ্লিষ্টতা রয়েছেই। তাছাড়া প্রত্যেকটি বিষয় বারবার অ্যান্ড্রু ক্যাপরাকেই নির্দেশ করবে কেন।

অধ্যায় ১৬

মেক্সিকো সিটির অন্তঃস্থল দিয়ে এক সময় মানব রক্তের ধারা প্রবাহিত হতো। আধুনিক মেট্রোপলিসের ভীতের নিচে প্রাচীন অ্যাজটেক শহর টেনোচটিটল্যানের টেম্পলো মেয়রের ধ্বংসাবশেষ শায়িত রয়েছে। এখানে একসময়, হাজারো হাজারো দুর্ভাগা মেক্সিকানদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিলো।

যে-দিন আমি সেই টেম্পলের মাটিতে পা রেখেছিলাম, সেখানকার ক্যাথেড্রালে কিছু ক্যাথলিক মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছিল স্বর্গে অবস্থানকারি পরম করুণাময়ের কাছে, যা দেখে আমি ভীষণ মজা পেয়েছিলাম মনে মনে। তারা সেই জায়গাতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছিলো, যেখানকার পাথরগুলো একসময় রক্তে পিচ্ছিল হয়ে থাকতো। রবিবারে গেছিলাম সেখানে, আমি জানতাম না রবিবারে সেখানে জনসাধারণকে ফ্রি-তে ঘুরে দেখার সুযোগ দেয়া হয় আর এই দিনে টেম্পলো মেয়রের জাদুঘরে বাচ্চাদের আনাগোনা অনেক বেশি থাকে, তাদের কণ্ঠ দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে। বাচ্চাদের প্রতি আমার কোন ধরণের ভালোলাগা কাজ করে না কখনই, তারা যেসব বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে সেসব আমি মেনে নিতে পারি না কোনভাবেই; আমি যদি কখনও ফিরি এখানে, মনে থাকবে সেবার আমি রবিবারে অন্ততপক্ষে জাদুঘরে বেড়াতে যাবো না।

কিন্তু সেদিন সেই শহরে আমার শেষ দিন ছিলো,তাই আমি বিরক্তিকর সেই পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। আমি খনন কাজ দেখতে চেয়েছিলাম, আমি হল টুতে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলাম। এই হলটিই ছিলো অ্যাজটেকদের সেই অনুষ্ঠানবিধি আর উৎসর্গের জায়গা–হল অব রিচ্যুয়াল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস বলে যাকে।

অ্যাজটেক সভ্যতার মানুষেরা বিশ্বাস করতো জীবন ধারণের জন্য মৃত্যু অপরিহার্য অংশ। পৃথিবীর পবিত্র চালনা শক্তি ধরে রাখতে হলে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে তাকে রক্ষা করতে হলে এমনকি সূর্যের প্রতিদিনের উদিত হওয়ার ঘটনাটিও নিশ্চিত করতে হলে ঈশ্বরকে মানব হৃদয় উৎসর্গ করতে হবে। আমি হল অব রিচ্যুয়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিলাম গ্লাস কেসের মধ্যে থাকা উৎসর্গের নিমিত্তে ব্যবহার করা ধারালো সেই ছুরিটা যা একসময় মানুষের মাংস সুনিপুণ ধাঁচে কাটার জন্য ব্যবহার করা হতো। এই ছুরিটির একটি নামও রয়েছে টেকপ্যাটল ইক্সচুয়াহুয়া। প্রশস্ত কপালবিশিষ্ট ছুরি। ফ্লিন্ট দিয়ে তৈরি হতো এর ব্লেড আর হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মানুষের আদলে এর হাতল তৈরি করা হতো।

আমি ভেবে অবাক হই, কিভাবে মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র একটা ফ্লিন্ট ছুরির সাহায্যে সুচারুরূপে মানব হৃদয় দেহ থেকে আলাদা করে নিয়ে আসা সম্ভব?

BOIGHAR.COM

এই প্রশ্ন আমার মাথায় আবারও ঘুরে এসেছিলো যখন আমি সেই বিকেলে, অ্যালামেডা সেন্ট্রালে হাঁটছিলাম, আমার পেছনে আর্চিনের মত চিটচিটে কিছু লোকজন ভিক্ষার কয়েন নেয়ার জন্য ঘুরছিলো। কিছু সময় পরে তারা বুঝতে পেরেছিলো যে আমাকে বাদামি চোখ এবং দেঁতো হাসি কোনভাবেই প্রলুব্ধ করতে পারবে না, এভাবেই তারা আমাকে অনুসরণ করা ছেড়ে দিয়েছিলো। সবশেষে আমি কিছুটা শান্তির পরশ অনুভব করেছিলাম–এই একই ধরণের জিনিস মেক্সিকো সিটির ক্যাকোফনিতেও পাওয়া যায়। একটি ক্যাফে খুঁজে নিয়ে সেখানে বাইরে বসে স্ট্রং কফি উপভোগ করেছিলাম, আমিই একমাত্র ছিলাম সেখানে যে বাইরে প্রখর তাপের মধ্যে বসে থাকার বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলাম। পরিবেশে বেশি উত্তাপ ভালো লাগে আমার কারণ এটা আমার ফেটে যাওয়া চামড়ার জন্য অনেকবেশি উপকারি। আমি এই উত্তাপ এমনভাবে খুঁজি যেমনটা কোন সরীসৃপ উষ্ণ পাথর সন্ধান করে অবস্থানের জন্য। তাই অস্বস্তিকর গরমের দিনে কফি খেতে খেতে আমি ভেবেছিলাম মানুষের বক্ষপিঞ্জরের কথা যা এক অমূল্য ধ্বনিত হওয়া বস্তু সংরক্ষণের কাজ নির্বিঘ্নে করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

অ্যাজটেকদের উৎসর্গের অনুষ্ঠানটিকে কোমল, কম যন্ত্রণামূলক আর কিছুটা সঙ্কটবেষ্টিত হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি জানি স্টার্নাম ভেদ করে বুকের ব্রেস্টবোন আলাদা করার কাজটি অনেকবেশি জটিল যা ভেতরের হৃদপিণ্ডটিকে ঠিক বর্মের মত রক্ষা করে। কার্ডিয়াক সার্জনরা বুকের মধ্য অংশ বরাবর লম্বালম্বিভাবে ইন্সিশন করে থাকে আর স্টার্নামকে করাত দিয়ে দুইভাগ করে নেয়। সহকারি থাকে তাদের হাড়গুলোকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য, তারা অভিজাত চকচকে স্টিলের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে ক্ষেত্রটি পরবর্তিতে বিস্মৃত করার কাজে।

অ্যাজটেক পুরোহিত এই কাজটি করত শুধুমাত্র একটি ফ্লিন্ট ছুরির সাহায্যে, এভাবে ব্যবহার করতে হয়ত তাকে অনেক সমস্যার মধ্যেও পড়তে হতো। হয়ত বুকের মধ্যাংশে পৌছানোর জন্য বাটালি জাতীয় কোন অস্ত্র দিয়ে ব্রেস্টবোন ভেদ করার প্রয়োজন পড়তো, এই কাজ করতে যথেষ্ট ঝামেলায় পড়তে হতো তাকে। অনেক আর্তনাদ সহ্য করে নির্বিঘ্নে কাজটা করা মোটেও সহজ ছিল না হয়ত।

বরং হৃদপিণ্ডটিকে হয়ত তারা ভিন্ন কোন পন্থায় বের করে আনতো শরীর থেকে।

বুকের পাঁজরের দুটো হাড়ের পাশ দিয়ে আড়াআড়িভাবে কেটে? এটাতেও সমস্যাতে পড়তে হতো। মানবদেহের কঙ্কাল অনেক বলি" গঠনের হয়ে থাকে যার ফলে পাঁজরের হাড় দুটো সরিয়ে একটি হাত ঢুকিয়ে হৃদপিণ্ড বের করে নিয়ে আসতে সে সময়ে অনেক শক্তির সাথে আধুনিকতর যন্ত্রেরও প্রয়োজন পড়তও। নিচের অংশটি কি ঠিক যৌক্তিক লাগছে তাদের কাজের সাথে? পেটের অংশ সূক্ষ্মভাবে চিরে দিলে কি তাহলে পেট উন্মুক্ত হয়ে পড়তো আর সকল পুরোহিতেরা ডায়াফ্রাম কেটে

হৃদপিণ্ডের কাছে পৌছতো। আহ, কিন্তু বিষয়টা কিছুটা নোংরাটে হয়ে গেল না, বেদির উপরে অন্ত্রের প্রাচুর্য। অ্যাজটেক চিত্রকর্মের কোনখানে আমি উৎসর্গকৃত শিকারের অন্ত্র বের হয়ে, পেট ফেঁপে থাকার দৃষ্টান্ত পায়নি।

অনেক অদ্ভুত জিনিস এই বইগুলো, তারা যে কোন কিছু বলে দিতে পারে, সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে, এমনকি একটি ফ্লিন্ট ছুরির সাহায্যে বড় ধরণের রক্তক্ষরণ না ঘটিয়ে কিভাবে হৃদপিণ্ড দেহ থেকে আলাদা করা যেতে পারে সেটার ব্যাখ্যা করতে পারে। শেরউড ক্লার্ক নামের একজন অ্যাকাডেমিকের (ইউনিভার্সিটিগুলো অনেক কৌতূহলোদ্দীপক জায়গা হয়ে থাকে!) লেখা হিউম্যান স্যাক্রিফাইস অ্যান্ড ওয়ারফেয়ার শীর্ষক টেক্সটবইতে আমি আমার সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম, এই মানুষটার সাথে কোন না কোনদিন আমার সামনাসামনি দেখা করার খুব ইচ্ছে রয়েছে।

আমার মনে হয় আমরা একে অপরকে অনেক কিছুই নতুনভাবে শেখাতে সক্ষম।

মি. ক্লার্কের মতে অ্যাজটেকরা একধরণের ট্রান্সভার্স থোরাকোটমির সাহায্য নিতো হৃদপিণ্ড বের করে নিয়ে আসার জন্য। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাঁজরের হাড় বরাবর বুকের স্টার্নামের এক পাশে ক্ষত করা হতো, এভাবে সেটার মধ্যে দিয়ে ব্রেস্টবোন কেটে বিপরীত পাশে রেখে দিতো তারা। আড়াআড়িভাবে হাড়টিকে ভেঙে ফেলতো হয়ত ধারালো কোন বাটালি দিয়ে সূক্ষ্মভাবে আঘাত করে। ফলাফল হিসেবে সেখানে একটি শূন্য জায়গার সৃষ্টি হতো। ফুসফুস বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে চলে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলতো। ফলে শিকার দ্রুত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো। হৃদপিণ্ড সচল থাকা অবস্থাতেই পুরোহিত নিজের হাত বুকের শূন্যস্থানে ঢুকিয়ে ধমনি এবং শিরার জাল ছিন্ন করে ফেলতো। পিণ্ডটির কাছে হাত পৌছালে সে রক্তাক্ত জিনিসটিকে দ্রুত বের করে নিয়ে এসে আকাশের অভিমুখে তুলে ধরতো জয়সূচক ভঙ্গিতে।

একইভাবে এটার ব্যাখ্যা বার্নারদিনো ডি সাহাগ্যানের কোডেক্স ফ্লোরেনশিও, দ্য জেনারেল হিস্টোরি অফ নিউ স্পেনে পাওয়া গেছে :

অর্পণকারি পুরোহিত একটা ঈগল চিহ্নিত দণ্ড নিয়ে আসতো, বন্দির বুকের উপরে হৃদপিণ্ড বরাবর খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখতো সেটা, রক্তে ভিজে যেতো একসময় দণ্ডটি। তারপরেও সেটাকে সে নিমজ্জিত করে দিতো।

এরপর কিছু রক্ত সূর্যকে অর্পণ করতো সে।

সেখানে বলা হয়েছে "এভাবেই সে রক্ত উচিয়ে ধরতো সূর্যের পানাহারের জন্য।"

এরপর বন্দিকারি তার বন্দির রক্ত পালকবিশিষ্ট রিমের একটি সবুজ রঙের বাটিতে নিয়ে নিতো।

BOIGHAR.COM

উৎসর্গকারি পুরোহিত সেখান থেকে নিজের জন্য কিছু অংশ ঢেলে নিতো।

এরপর সেখানে একটি ফাঁপা পালকবিশিষ্ট দণ্ড চুবানো হত, আর সবশেষে বন্দিকারি প্রস্থান গ্রহণ করতো তার শয়তান প্রভুকে পরিপোষণের উদ্দেশ্যে।

শয়তানের পরিপোষণ।

রক্তের কত শক্তিশালি অর্থ ব্যক্ত করে তা।

আমার মনে হয় এই প্রত্যেকটি বিষয়, যখন শক্তিশালি এই জিনিসটিকে সূচের মত পাতলা পিপেটের মধ্যে টেনে নিতে হয়। আমার আশেপাশে শুধু এগুলোরই টেস্ট টিউব রয়েছে, যন্ত্রের গুমগুম শব্দে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। প্রাচীন সভ্যতার মানুষ রক্তকে পবিত্র বস্তু হিসেবে মনে করতো যা জীবনের প্রতিপালক, দানবের খাদ্য ছিল। আমি তাদের কল্পনাপ্রসূত এসব চিন্তা নিজের মধ্যেও প্রতিপালন করি, যদিও আমি বুঝি এটা শুধু একটা জৈবিক তরল, প্লাজমাতে ভাসমান কিছু কোষের সমষ্টি বৈ আর কিছু নয়। যে জিনিসটি নিয়ে প্রতিনিয়ত আমাকে কাজ করতে হয়।

গড়পড়তা পঁচাত্তর কেজি ভরের মানবদেহে মাত্র পাঁচ লিটারের মত রক্ত থাকে। যার মধ্যে, ৪৫% কোষ এবং বাকিটুকু এক ধরণের রাসায়নিক স্যুপ যা ৯৫% পানি এবং বাকি অংশ প্রোটিন, ইলেকট্রোলাইট ও নিউট্রিয়েন্ট দিয়ে তৈরি যাকে সাধারণভাবে প্লাজমা বলা হয়ে থাকে। কিছু কিছু মানুষ বলে, যখন এর জৈবিক বিল্ডিং ব্লকে কমতি দেখা দেয় একমাত্র তখনই এর ঐশ্বরিক ক্ষমতা ফুটে উঠে, কিন্তু আমি মানি না এই তত্ত্ব। আমার মতে বিল্ডিং ব্লকগুলোর দিকে স্বাভাবিকভাবে তাকালেই এর অলৌকিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

মেশিন বিপ শব্দ করে উঠলো, তার মানে বিশ্লেষণী কাজ শেষ হয়ে গেছে তার, প্রিন্টার থেকে সেই কারণে একটি রিপোর্ট বের হয়ে আসলো। হাতে নিয়ে রিপোর্টটি দেখতে লাগলাম আমি।

রিপোর্টটিতে চোখ বোলাতেই আমি মিসেস সুসান কারমাইকেলের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেললাম, যাকে আমি কখনও দেখিনি। তার হেমোক্রিটের পরিমাণ কম–মাত্র ২৮, যেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় ৪০ থাকা উচিত ছিল। সে অ্যানিমিক, রেড ব্লাড সেলের পরিমাণ তার রক্তে তুলনামূলকভাবে কম, যা তার সারা দেহে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায়। এখানে হিমোগ্লোবিন নামের একধরণের প্রোটিন ডিস্ক আকৃতির কোষগুলোতে সংরক্ষিত থাকে, যার কারণে আমাদের রক্তের রঙ লাল, নখের আগা গোলাপি এবং কম বয়সি মেয়েদের গালে লাল রঙের আভা ছড়ায়। মিসেস কারমাইকেলের নখের আগা ফ্যাকাশে, কেউ যদি তার চোখের পাঁপড়ি উল্টো করে পরীক্ষা করে তো দেখতে পাবে তার চোখের কংজাঙ্গটিভা অংশ শামুকের খোলসের মত ফ্যাকাশে গোলাপি রঙ ধারণ করেছে। কারণ সে অ্যানিমিক, তার হৃদপিণ্ড অবশ্যই দ্রুত পাম্প করে লঘু রক্ত ধমনিতে প্রবাহের জন্য, এই কারণে মহিলাটির প্রত্যেক সিঁড়িতে ধাপ ফেলতে নাভিশ্বাস উঠে যায়, তার হৃদপন্দনের গতি

কমাতে। আমি কল্পনায় তাকে সামনের দিকে নিচু হয়ে শ্বাস নিতে দেখছি, গলাতে হাত রেখেছে সে, বুক হাঁপরের মত উঠানামা করছে তার। পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে যেই যাচ্ছে না কেন পরিষ্কারভাবে দেখতে পারছে যে, অবস্থা ভালো নেই তার।

আমি এক পৃষ্ঠা রিপোর্ট দেখে তার মোটামুটি একটা বাস্তব ভাসমান চিত্র দেখতে পেলাম।

এরকম আরও রয়েছে। তার মুখের উপরিভাগে লাল রঙের ফুটকি চিহ্ন রয়েছে–পেটিকিয়া বলে যাকে, যেখানে রক্ত শিরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিউকাস মেমব্রেনে জমা হয়েছে। যদিও এই তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি তার ভ্রুক্ষেপ নাও থাকতে পারে। হয়ত দেহের অন্যান্য অনেক জায়গাতেও সে একই জিনিস দেখেছে বিশেষত নখের নিচে অথবা জঙ্ঘাস্থিতে। হয়ত সে তার দেহে এমন কিছু চিহ্ন পেয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে মনে করতে পারে না কিভাবে এসেছে সেগুলো, বিশেষত হাতে অথবা উরুতে নীল রঙের কিছু শিরার দৃশ্যমান দ্বীপ লক্ষ্য করে। এই সময় সে ভাবে হয়ত নিজের অজান্তেই আঘাত লেগেছে তার। গাড়ির দরজা লাগানোর সময় আঘাত পেয়েছি কি? নাকি যখন বাচ্চাটা আমার পায়ের উপর মুঠো করে বারবার কোমলভাবে আঘাত করেছিল? বাহ্যিক কারণ খুঁজে বেড়াবে সে, যেখানে আসল কারণ তার রক্তেই লুকিয়ে রয়েছে।

তার প্লেটলেটের সংখ্যা বিশ হাজার; যেখানে এটা আরও দশ গুণ হওয়া উচিত ছিল। যেসব ছোট আকারের কোষ রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে অর্থাৎ সেই প্লেটলেট ছাড়া হাল্কা আঘাতের কারণে কালশিটে পড়ে যায়।

এখানে এই ফিনফিনে পৃষ্ঠাটিতে তার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য রয়েছে।

আমি তার হোয়াইট ব্লাড সেল ডিফারেন্সিয়াল দেখছি, বুঝতে পারছি তার দুর্দশার কারণ ঠিক কি। মেশিনটি মায়েলোব্লাস্ট পেয়েছে নিরীক্ষার পর, প্রিমিটিভ হোয়াইট ব্লাড সেল প্রিকার্সর যার উপস্থিতি তার রক্তে স্বাভাবিক নয়। সুসান কারমাইকেলের অ্যাকিউট মায়েলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া রয়েছে।

আমি তার জীবন কল্পনা করছি যা কয়েক মাসের মধ্যে সমাপ্তির রেখা টানতে চলেছে। আমি তাকে ট্রিটমেন্ট টেবিলে দেখতে পাচ্ছি, চোখ বন্ধ করে কোমরে বোন ম্যারো নিডল ফোটার দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি তার চুল মরা পাতার মত ঝরে ঝরে পড়ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের মাথা কোন ইলেকট্রিক শেভারে সমর্পণ করলো।

সকালে উঠে গুটিসুটি মেরে টয়লেটে বসে থাকতে দেখছি তাকে, দীর্ঘ দিনব্যাপি সিলিঙের দিকে তাকানোর পরিণতি। তার পৃথিবী চার দেয়ালের ঘরে সীমাবদ্ধ হয়ে যেতেও দেখছি।

রক্ত জীবনের চালক, এই মোহনীয় তরলটিই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে প্রতিনিয়ত। কিন্তু সুসান কারমাইকেলের রক্ত বিপরীত রূপ ধারণ করেছে; তার শিরায়

BOIGHAR.COM

এখন সেটি বিষাক্ত তরল হিসেবে বয়ে চলেছে।

তার এই ব্যক্তিগত তথ্যগুলো সম্পর্কে আমি জানি এখন, তার সাথে দেখা হওয়া ছাড়া।

আমি তার স্ট্যাট রেজাল্ট ডাক্তারের কাছে ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে ল্যাব রিপোর্টটি পরে ডেলিভারি করার জন্য আউটবাস্কেটে রাখলাম, নতুন আরেকটা নমুনা হাতে নিলাম। আরেকজন রোগি, আরেক টিউব রক্ত।

মানবসন্তান আবির্ভাবের সময়কাল থেকেই রক্তের সাথে জীবনের একটা গভির সম্পর্কের বিষয়টি পরিষ্কার। প্রাচীনকালে মানুষেরা জানতো না যে রক্ত মজ্জাতে তৈরি হয় অথবা এটার বেশিরভাগ অংশ পানি দিয়ে তৈরি, কিন্তু তারা এই তরলটিকে আচারবিধি এবং উৎসর্গের অংশস্বরূপ অনেক শক্তিশালি মনে করতো। অ্যাজটেকরা হাড়ের তৈরি ছিদ্র করার যন্ত্র অথবা অ্যাগেভ গাছের তীক্ষ্ণ কাঁটার সাহায্যে নিজেদের চামড়া ছিদ্র করে রক্ত বের করতো। তারা নিজেদের ঠোঁট, জিহ্বা কিংবা বুকেও এই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ছিদ্র করে রক্ত বের করত, এটাই তাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করার একধরণের রীতি ছিল। আজকের যুগে স্বেচ্ছায় নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করার অভ্যাসকে সবাই অসুস্থ এবং বিদঘুটে মনে করে, উন্মত্ততার প্রতীক হিসেবেও মনে করে।

আমি ভেবে অবাক হই অ্যাজটেকরা এই যুগে বেঁচে থাকলে আমাদের এই চিন্তা দেখে কি বলতো।

এখানে বসে আছি আমি, জীবাণুনাশক পারিপার্শ্বিকতায় সাদা পোশাকে আবৃত হয়ে। হাতে গ্লাভস পরে রক্ত দেখছি খুব সাবধানে যেন সেটি আমার দেহে ছিটকে না পড়ে কোনভাবেই। কতটুকুই আমরা নিজেদের আসল ব্যক্তিত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই। রক্তের কয়েক ফোঁটা দেখলেই কিছু কিছু মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, পথে চলতে গিয়ে রক্তাক্ত ঘটনার সম্মুখিন হলে এখনও বেশিরভাগ মানুষ ভয়ে চোখ ঢেকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় অথবা টেলিভিশনে রক্তাক্ত ঘটনা কাকতালিয়ভাবে চলে আসলে মানুষ নিজেদের বাচ্চাদের চোখ হাত দিয়ে ঢেকে রাখে। দিনকে দিন মানুষের এই ব্যাপারটি থেকে নিজেকে অস্পৃশ্য রাখার চেষ্টা করছে মানুষ যা দিয়ে, যার মাধ্যমে তারা তৈরি হয়েছে।

অন্তত কিছু কিছু মানুষ এখনও নিজেদের আদিমতা ছাড়তে পারেনি।

আমরা অন্যান্যদের সাথে রাস্তাতে চলে ফিরে বেড়াচ্ছি স্বাভাবিক জীবনের বিভিন্ন কাজে; হয়ত আমরা অন্যান্য অনেকের তুলনায় অনেকবেশিই স্বাভাবিক কারণ আমরা নিজেদের উপরে সভ্যতার জীবাণুনাশক ব্যান্ডেজ আবৃত করে অন্ততপক্ষে মমিতে পরিণত হইনি। আমরা রক্ত দেখে, মুখ না ঘুরিয়েই থাকতে পারি স্বাভাবিকভাবে। আমরা এর মোহনীয় সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা রাখি, আমরা এর মধ্যে আদিম একটা টান অনুভব করি প্রতিনিয়ত।

যে কেউ দুর্ঘটনা সংগঠিত স্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবারের জন্য হলেও রক্তের দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারে না। মনোভাবের অদ্ভুত একটা পরিবর্তন ঘটে যায় আকস্মিকই যার ফলে ঘুরতে বাধ্য হয় সে, এক প্রবল টান অনুভব করে সে। আকর্ষণ বলে যাকে।

আমরা সবাই দেখতে চাই তা। কিন্তু সবাই সত্যটা স্বীকার করতে কুণ্ঠিতবোধ করি।

একাকি এই আমি, কিছু অনুভূতিহীন মানুষের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি এখন। বিকেলে শহরটাতে ঘুরে বেড়ায়, ভারি একটা বাতাসের স্বাদ পায় যা নিজের কল্পনার চোখে দেখতেও পায় আমি। এটা আমার ফুসফুসকে উষ্ণতা দেয় গরম কোন সিরাপের মত। রাস্তায় হেঁটে চলে ফিরে বেড়ানো মানুষের মাঝে আমি পরিচিত একটা মুখ খুঁজে পেতে চাই যে আমার রক্ত-সম্পর্কের ভাই হবে, যেমনটা তুমি ছিলে। এমন কি কেউ আছে যে আদিম সেই আকর্ষণ ভালোভাবেই অনুভব করে যা আমাদের সবার মাঝে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে? আমি ভেবে অবাক হই যদি আমাদের একে অপরের সাথে কখনও দেখা হয়ে যায়, ভয়ও হয় আমাদের আর কখনও দেখা হবে কিনা কারণ আমরা নিজেদেরকে একটা ছদ্মবেশে রাখি সবসময় যার ফলে আপাতদৃষ্টিতে আর দশজনের মত স্বাভাবিকই দেখায়।

তাই আমি একাই হেঁটে যাওয়ার সময় তোমার কথা ভাবি। একমাত্র তুমিই ছিলে যে আমাকে সম্পূর্ণ বুঝতো।

BOIGHAR.COM

অধ্যায় ১৭

ডাক্তার হওয়ার সুবাদে ক্যাথারিন মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে অসংখ্যবার দেখেছে, এই বিষয়টা এখন তার উপরে তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। রোগির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে, তার চোখে কোন প্রাণ অবশিষ্ট নেই, শূন্য এবং স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় হয়ে পড়েছে তা। সে দেখেছে সাদা চামড়াকে ধূসরে পরিণত হতে, রক্ত শুষে নিয়ে আত্মাকে দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে। এই পেশাতে জীবনের সাথে যেমন তাদের প্রত্যহ চলাফেরা করতে হয়, ঠিক তেমনভাবে মৃত্যুকেও প্রতিনিয়ত তাদেরকে অনেক কাছে থেকেই দেখতে হয়। রোগির উপরে মৃত্যুর এই ঠাণ্ডা পরশের চেনাজানা বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া ক্যাথারিন অনেক আগেই রপ্ত করে ফেলেছে। মৃতদেহ ভয় পায় না সে এখন।

মুর যখন অ্যালবেনি স্ট্রিটে মোড় ঘুরলো, ক্যাথারিনের চোখে সুনিপুণধাঁচে গড়া মেডিকেল এক্সামিনারের অফিস চোখে পড়তেই, হাত ঘেমে উঠলো তার।

গাড়িটিকে বিল্ডিংয়ের পেছনে এক জায়গায় পার্ক করলো 'কমনওয়েলথ অব ম্যাসাচুসেটস, অফিস অব দ্য মেডিকেল এক্সামিনার' লেখা সাদা রঙের একটি ভ্যানের পাশে। গাড়ি থেকে বের হতে চাইছে না সে। মুর যখন দরজা খোলার জন্য এগিয়ে এলো তখন বাধ্য মেয়ের মত গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলো ক্যাথারিন।

"আপনি কি তৈরি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমি এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না," স্বীকার করলো সে। "কিন্তু তবুও যাওয়া যাক।"

যদিও সে নিজের জীবনে অনেক অটোপসি দেখেছে, তারপরেও এই মুহূর্তে ল্যাবে ঢোকার পর পরই রক্ত আর ফেঁটে যাওয়া অন্ত্রের কটু গন্ধের মিশ্রণের জন্য প্রস্তুত ছিলো না সে। মেডিকেল পেশাদারী জীবনে প্রথমবারের জন্য তার মনে হলো, মৃতদেহ দেখে সে অসুস্থবোধ করছে।

বয়স্ক একজন ভদ্রলোক, প্লাস্টিক ফেস শিল্ড দিয়ে ঢাকা মুখে তাদের দিকে তাকানোর জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। সে চিনতে পারলো এম.ই কে, ড. অ্যাশফোর্ড টিয়ার্নি, এই মানুষটার সাথে মাস ছয়েক আগে তার ফরেনসিক প্যাথোলজি কনফারেন্সে দেখা হয়েছিলো। ট্রমা সার্জনদের হেরে যাওয়া অনেক গম্ভীর বিষয়গুলো ড. টিয়ার্নির অটোপসি টেবিলে এসে জায়গা পায়, এক মাস আগেই ক্যাথারিন তার সাথে কথা বলেছিলো প্লীহা ফেটে একটি বাচ্চার আকস্মিক মৃত্যু সংশ্লিষ্ট জটিলতা বিষয়ে।

ড. টিয়ার্নির রক্তমাখা হাতের গ্লাভসের বিপরীতে ভদ্রোচিত হাসিমাখা মুখটি কেমন যেন বেমানান লাগলো তার কাছে। "ড. কর্ডেল, আপনাকে আবার দেখে

ভালো লাগছে অনেক।" কিছু সময়ের বিরতি নিলো সে যেন নিজের বক্তব্যে নিজেই অবাক হয়েছে। "যদিও আমাদের দেখা এর তুলনায় ভালো পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে হলেও পারত।"

"তুমি এরমধ্যেই কাটাকুটি করতে শুরু করেছো," মুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠলো।

"লেফটেন্যান্ট মারক্যুয়েটের অতীব তাড়াতাড়ি কিছু প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন," টিয়ার্নি বলল। "পুলিশ শুটিংয়ের ঘটনা মানেই হলো সাংবাদিকদের আনাগোনা।"

"কিন্তু আমি তো বলেছিলাম আমরা আসার পর কাজটা শুরু করতে।"

"ড. কর্ডেল এর আগেও বহু অটোপসি দেখেছে হয়ত। এটা তার কাছে নতুন কিছুই নয়। আমাকে শুধু এই এক্সিশনটি সম্পূর্ণ করতে দাও, এরপরেই সে চেহারাটি দেখতে পাবে।"

টিয়ার্নি আবার লাশের পেটের দিকে মনোযোগ দিলো। স্কালপেল দিয়ে ইন্টেস্টাইনের ছোট ছোট অন্ত্রের অংশগুলো কেটে আলাদা করে নিয়ে এসে একটি স্টিলের বেসিনে রাখলো সেগুলো। এরপর সে আবারও টেবিল থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে মুরকে বলল, "দেখতে পারো এবার।"

মুর ক্যাথারিনের হাত ধরলো। অস্থিরচিত্তে লাশটির দিকে এগিয়ে গেলো সে। প্রথমে তার হা হয়ে থাকা অংশটির উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। খোলা পেটের অংশে পরিচিত সবকিছুই, সম্পর্কহীন অঙ্গগুলো আর সেগুলো থেকে বেরিয়ে পড়া টিস্যুর গুচ্ছ। অঙ্গগুলো আবেগের উপর তেমন কোন প্রভাব ফেলে না সাধারণভাবে, আলাদাভাবে মানুষের কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ও বহন করে না। দক্ষ পেশাদারী চোখের সাহায্যে সেগুলো পরীক্ষা করতে লাগলো সে, দেখলো এখনও পর্যন্ত পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয় এবং যকৃত নিজেদের জায়গায় রয়েছে, তারা নিজেরাও যেন নিজেদের অপসারণের অপেক্ষায় রয়েছে। Y-ইন্সিশনের মাধ্যমে ঘাড়ের অংশ থেকে পিউবিস পর্যন্ত কেটে রাখা হয়েছে যাতে বুকের অংশ এবং পেটের গহ্বর উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস এরমধ্যেই কেটে নেয়া হয়েছে এবং একটা শূন্য পাত্রে থোরাক্স অংশটিকে রাখা হয়েছে। বুকের দেয়ালে দুটো গুলির ক্ষত দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে একটা বাম স্তন বরাবর এবং অপরটা তার থেকে কয়েকটা হাড় নিচে করা হয়েছে। দুটো গুলিই হয়ত থোরাক্সে প্রবেশ করে হয় হৃদপিণ্ডে নাহয় ফুসফুসে বিদ্ধ হয়েছে। বাম দিকে পেটের নিম্নাংশে আরেকটা ক্ষত সৃষ্টি করা হয়েছে, যেই জায়গাটি সোজা প্লীহা বরাবর চলে গেছে। আরেকটা বিপত্তিমূলক আঘাত। যেই কার্ল প্যাচিকোকে গুলি করে থাকুক না তাকে হত্যা করাটাই উদ্দেশ্য ছিল তার।

"ক্যাথারিন?" মুর ডাক দিলো, বুঝতে পারলো অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ রয়েছে সে।

গভির দম নিয়ে নিজের মধ্যে রক্ত এবং ঠাণ্ডা মাংসের গন্ধ নিতে চাইলো সে।

BOIGHAR.COM

এখন সে কার্ল প্যাচিকোর দেহের অভ্যন্তরের প্যাথলজির ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা পেয়েছে; চেহারা দেখার সময় এসেছে এবার।

কালো রঙের চুল দেখতে পেলো সে। লম্বাটে মুখের মানুষটির নাক অনেকটা ব্লেডের মত। চোয়াল মাংসবহুল পেশিতে তৈরি আর মুখ কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে। দাঁতগুলো সরল গঠনবিশিষ্ট। সবশেষে লাশটির চোখের দিকে তাকালো সে। মুর এই মানুষটির ব্যাপারে সেরকম কিছুই জানায়নি তাকে, ক্যাথারিন শুধুমাত্র তার নাম জানে, গ্রেফতার হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে পালানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছে পুলিশের হাতে–এই তথ্যটি রয়েছে তার কাছে। তুমিই কি 'সার্জন?'

চোখদুটোর কর্নিয়াতে মৃত্যুর কালোমেঘ ঘনীভূত হয়েছে, কোন স্মৃতির চিহ্ন নেই সেখানে। মুখটি পরীক্ষা করে নিয়ে, সে কার্ল প্যাচিকোর লাশের অন্তিম পর্যায়ে এসে অনুভব করার চেষ্টা করলো আসলেই তার মধ্যে কোন শয়তানের আবেশ আছে কিনা, কিন্তু সেরকম কিছু পেলো না ক্যাথারিন। মানবদেহের অংশটুকু এখন খোলসের মত অন্তঃসারশূন্য এবং আগের মানুষের কোন চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে।

বলল সে, "আমি এই মানুষকে চিনি না।" রুম ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলো।

গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো সে যখন মুর বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসলো। অটোপসি রুমের কটু গন্ধে তার পেট গুলিয়ে আসছে এবং উষ্ণ বাতাসে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করছে যেন সে। সে অনবরত ঘেমে যাচ্ছে এখন, কিন্তু তারপরেও বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরীণ ঠাণ্ডা পরিবেশ যেন তার মজ্জাতে গিয়ে আস্তানা করে নিয়েছে, এখনও ঠাণ্ডাবোধ করছে যে কারণে সে।

"কার্ল প্যাচিকো কে ছিল?" জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন।

পিলগ্রিম হাসপাতালের দিক থেকে আসা একটি অ্যাম্বুলেন্সের শব্দের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল মুর। "একজন যৌন শিকারি'। "একজন পুরুষ যে মেয়েদের নিজেরশিকার বানাতো ।"

"সেই কি 'সার্জন'?"

মুর দম ফেলে বলল। "দেখে তো মনে হচ্ছে না এরকম কিছু।"

"কিন্তু আপনি তাকে সেরকম ভেবেছিলেন তাই তো?"

"নিনা পিটনের দেহ থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ এর সাথে তার সংশ্লিষ্টতা পেয়েছিলাম আমরা। দু-মাস আগে, সে তাকে ধর্ষণ করেছিলো। কিন্তু আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই, যা তাকে এলিনা অর্টিজ অথবা ডায়ানা স্টার্লিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে। এমনকিছুই পায়নি আমরা যা তাদের জীবনে কার্লের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ দেয়।"

"অথবা আমার জীবনে।"

"আপনি কি নিশ্চিত আপনি তাকে কখনও দেখেননি?"

"আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত তার ব্যাপারে কিছু স্মরণে নাই।"

সূর্যের প্রখর তাপের কারণে গাড়ির ভেতরের পরিবেশ ওভেনের মত গরম হয়ে গেছে এবং এই কারণে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তারা কিছুটা ঠাণ্ডা হলে গাড়িতে যেন ঢুকতে পারে। গাড়ির ছাদের উপর দিয়ে ক্যাথারিন মুরের দিকে তাকিয়েছিলো, খেয়াল করলো মানুষটা কত ক্লান্ত। এরইমধ্যে তার শার্ট নেয়েঘেমে একাকার হয়ে পড়েছে। শনিবার বিকেল কাটানোর একটা সুন্দর জায়গা তাহলে এটা, মর্গে একজন সাক্ষীকে গাড়িতে করে নিয়ে আসা। অনেক দিক দিয়ে, পুলিশ এবং ডাক্তারদের জীবনের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তারা দীর্ঘসময়ব্যাপি চাকরি করে, এমন কোন পেশাতে তারা নেই তারা যেখানে ঘড়িতে পাঁচটা বাজলেই দিনশেষের একটা সংকেত আসবে। তারা মানব বৈশিষ্ট্যের সব থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিতেই সম্পৃক্ত এবং বিরক্তিকর সময়গুলো এভাবেই পার করে থাকে তারা। একই ধরণের দুঃস্বপ্ন দেখে তারা এবং শিখে যায় ভয়াবহ চিত্র মাথায় রেখেও কিভাবে বেঁচে থাকা যায়।

এবং কি ধরণের চিত্র মুর মাথায় নিয়ে ঘুরে? চিন্তা করতে লাগলো সে, যখন মুর ক্যাথারিনকে তার বাড়িতে পৌছে দেয়ার জন্য গাড়ি চালাতে লাগলো। কত ধরণের শিকারের মুখ, কত ধরণের ক্রাইম-সিন তার মাথায় ছবির মত সারিবদ্ধভাবে রয়েছে? সে তো এই কেসে শুধু একটি উপাদানমাত্র এবং ভাবছে মুরের মাথাতে এই কেস সংশ্লিষ্ট জীবিত এবং মৃত নারীরা কিভাবে প্রতিযোগিতা করে টিকে আছে স্মৃতিভাণ্ডারে।

ক্যাথারিনের বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো মুর। ক্যাথারিন নিজের অ্যাপার্টমেন্টের জানালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো এবং গাড়ি থেকে বের হতে কুণ্ঠাবোধ করলো। মুরের সঙ্গ ছেড়ে যেতে চাইছে না সে। বিগত কিছুদিনে মুরের সাথে সে এত বেশি সময় পার করে ফেলেছে যে মুরের ক্ষমতা এবং দয়ালুভাবের প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যদি তাদের কোন সুখপ্রদ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দেখা হতো, তার সুদর্শন চেহারাটায় ক্যাথারিনের চোখে পড়তো শুধু। এখন যে বিষয়ের প্রতি সে আকৃষ্টবোধ করে বেশি সেটা শুধুমাত্র তার বুদ্ধিমত্তা নয় বরং হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ একটা কোমলভাব। এই মানুষটির উপরে ক্যাথারিন নির্দ্বিধায় ভরসা করতে পারে।

নিজের পরবর্তি শব্দগুলো খুব গভিরভাবে চিন্তা করে বেছে নেয়ার চেষ্টা করলো ক্যাথারিন এবং যদিও এই শব্দগুলো বলে আদৌ হবে কি। সিদ্ধান্ত নিলো সে ফলাফল যায় হোক না কেন, সে পিছপা হবে না।

জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন অবশেষে কোমলস্বরে: "একটা ড্রিঙ্ক একসাথে খেতে পারি কি আমরা, উপরে আসবেন?"

তাৎক্ষণিকভাবে কোন উত্তর দিতে পারলো না মুর এবং খেয়াল করলো সে হঠাৎ নীরবতাটা কেন জানি বিরক্তিকর প্রতিপন্ন হচ্ছে তাদের মধ্যে। একটা সিদ্ধান্তে

BOIGHAR.COM

পৌঁছানোর জন্য যেন সর্বাত্মক চেষ্টা করছে; সেও বুঝতে পারছে তাদের মধ্যে কি ঘটছে এবং অনিশ্চিত এই ভেবে কি করবে তারা সামনের দিনগুলোতে।

অবশেষে সে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আসবো আমি," তারা উভয়েই জানে ড্রিঙ্কের থেকে আরও বেশি কিছু মাথায় ঘুরছে তাদের।

লবির দরজার কাছে পৌঁছতেই, মুরের হাত ক্যাথারিনকে স্পর্শ করলো। শুধুমাত্র নিরাপদ একটা বেষ্টনির থেকে যেন বেশি কিছু এটা, কাঁধে রাখলো সে তার হাতখানা। তার স্পর্শের উষ্ণতা এবং ক্যাথারিনের নিজের প্রতিক্রিয়া কিছুটা এলোমেলো করে দিলো তার চিন্তা, ফলে সিকিউরিটি কিবোর্ডে পাসওয়ার্ড দেয়ার সময় হাত কাঁপতে লাগলো ক্যাথারিনের। কোন কিছুর পূর্বানুমান তাকে ধীর এবং চিন্তাগুলোকে আউলিয়ে ফেললো অকস্মাৎ। উপরতলায় পৌঁছে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ধরলো সে কম্পমান হাতে এবং শীতল পরিবেশমণ্ডিত ফ্ল্যাটটিতে প্রবেশ করলো। কিছুক্ষণ পরে মুর অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ডেড বোল্টগুলো লাগিয়ে দিলো।

এরপর সে তাকে নিজের বাহুতে আবিষ্ট করে নিলো।

অনেক দিন হয়ে গেছে ক্যাথারিন নিজেকে এভাবে কারও বাহুতে আবিষ্ট হতে দেয়নি। একসময়, তার দেহে কোন পুরুষ মানুষের হাতের স্পর্শের কথা ভেবে কেঁপে উঠতো ক্যাথারিন। কিন্তু মুরের আলিঙ্গনে তার মধ্যে আতঙ্কের কোন চিহ্ন দেখা গেলো না। সে তার চুমুর জবাবও দিলো এবং নিজেদের মধ্যে উভয়ই আদিম এক তাড়না অনুভব করে অবাক হয়ে উঠলো। ক্যাথারিন এই সব বিষয় থেকে এত দীর্ঘসময়ব্যাপি নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে যে তার মধ্যে থেকে অন্য এক ধরণের ক্ষুধার চিন্তার কথা হারিয়েই গিয়েছিল। এখন, তার দেহের প্রত্যেকটি অংশ যেন প্রাণ লাভ করছে নতুনভাবে, মনে করতে পারছে সে অদম্য ইচ্ছেগুলো ঠিক কেমন হয়ে থাকে এবং ক্ষুধার্তের মত তার ঠোঁট মুরের ঠোঁটে নিমজ্জিত হলো ক্ষণিকেই। মুরকে হল থেকে বেডরুমে নিয়ে এলো চুম্বনের সময়টুকুতে। মুরের শার্টের বোতাম এবং বেল্ট খুলে ফেললো ক্যাথারিন নিজেই। মুর জানে, নিজেকে আগ্রাসীভাবে উপস্থাপন করবে না সে, ক্যাথারিন যেন ভয় না পায় সেই চেষ্টায় থাকবে তার। প্রথমবারের জন্য তাই সে চেয়েছিলো, ক্যাথারিন এগিয়ে আসুক। কিন্তু অবশেষে নিজের উত্তেজিতভাব কোনভাবেই দমন করতে পারলো না সেও এবং ক্যাথারিন তা বুঝতে পারলো জিপার খোলার সাথে সাথে ট্রাউজার নেমে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে।

ক্যাথারিনের ব্লাউজের বোতাম খুঁজতে গিয়ে থেমে পড়লো হঠাৎ, তার চোখ ক্যাথারিনের দৃষ্টি খুঁজছে। সে যেভাবে তার দিকে তাকালো, তার শ্বাস যেভাবে তীব্রতর হলো মুরের বুঝতে সময় লাগলো না, হ্যা, সে-ও চায় সেটা যা আমি চাই। ব্লাউজ তার কাঁধ বেয়ে ধীরগতিতে পড়ে গেলো। মৃদুশব্দে ব্রা-ও লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। ভদ্রভাবে সে সব কাজ করে গেল একে একে, যেন তার উপর নিজের

ক্ষমতা প্রদর্শন করছে না বরং স্বাগতম জানাচ্ছে নিজের সাথে মিশে যেতে। মুক্তির আশ্বাস। ক্যাথারিন চোখ বন্ধ করে তার প্রতি মুরের ভালোবাসাটুকু গ্রহণ করতে থাকলো। নির্যাতন নয় কোন সম্মানের সাথে ভালোবাসা।

দুই বছরে প্রথমবারের জন্য ক্যাথারিন নিজেকে কোন পুরুষ মানুষের কাছে মেলে ধরতে পারলো পূর্ণাঙ্গভাবে। মুরের সাথে বিছানায় অবস্থানকালীন সময়ে তার মাথায় অ্যান্ড্রু ক্যাপরার কোন চিন্তা আসলো না। কোন আতঙ্ক কাজ করলো না, না কোন দুঃসহ স্মৃতি। ম্যাট্রেসের উপর গভিরভাবে জড়িয়ে ধরলো মুর ক্যাথারিনকে। অন্যান্য পুরুষেরা তার সাথে বর্বরোচিত যেসব ব্যবহার করেছে এই মুহূর্তে মুরের শরীরের সংস্পর্শে এসে সেই সব স্মৃতি যেন ভুলে গেলো সে। আক্রমণ কখনও যৌনতা হতে পারে না, আর যৌনতা কোনভাবে ভালোবাসা হতে পারে না। ভালোবাসা সেটাই যা ক্যাথারিন অনুভব করলো যখন মুর তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মুখটি নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলো। সে ভুলেই গিয়েছিলো প্রায় কিছু আলাদা ধরণের সুখের কথা, এ মুহূর্তে সেই অলীকবস্তু পেয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেললো উৎফুল্লতার অকূল পাথারে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন, যখন ক্যাথারিন মুরের হাতের নিচে অবস্থান করা দশায় জাগা পেলো। তাকে আবেশিত চোখে দেখতে থাকলো যখন মুর জানতে চাইলো : "কয়টা বাজছে এখন?"

"আটটা পঞ্চান্ন।"

"ওয়াও।" মনভুলানো একটা হাসি দিয়ে পেছন ফিরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো । "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা সারা বিকেল ঘুমিয়েছি। আমার মনে হয় ভীষণ ঘুম পেয়েছিলো।"

"তুমি তো এমনিতেও সেভাবে ঘুমাতে পারো না, তাইনা।"

"ঘুমের প্রয়োজন কার?"

"ডাক্তারের মত কথা বলছো যে।"

"আমাদের মধ্যে একটা সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় আছে তো," বলল মুর এবং তার আস্তে আস্তে ক্যাথারিনের দেহের সংস্পর্শে চলে আসলো। "আমরা দুজনেই অনেকদিন ব্যাপি কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিত ছিলাম..."

কিছু সময়ের জন্য তারা স্থিরভাবে শুয়ে রইলো। এরপর কোমলস্বরে জিজ্ঞেস করলো মুর: "অনুভূতি কেমন তোমার ক্যাথারিন?"

"মানে তুমি আমার কাছে জানতে চাইছো তো, তুমি কত ভালো প্রেমিক?"

"না, মানে, তোমার কাছে বিষয়টি কেমন লেগেছে। আমি যে তোমাকে স্পর্শ করেছি।"

মুচকি হাসলো সে। "ভালো।"

BOIGHAR.COM

"আমি কি কোন ভুল করেছি? আমি তোমাকে আতঙ্কে ফেলিনি তো?"

"উহু, আমি নিজেকে সুরক্ষিত অনুভব করছিলাম তোমার সাথে। এটাই আমি চেয়েছিলাম সব থেকে বেশি। নিরাপদ অনুভূতি। আমার মনে হয় তুমিই একমাত্র পুরুষ যে আমাকে পুরোপুরি বুঝতে পারো। যে মানুষটিকে আমি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারি।"

"কিছু কিছু মানুষ বিশ্বাসের যোগ্যতা রাখে।"

"ঠিক কোন ধরণের মানুষ? কখনও বুঝিনি আমি।"

"তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না ব্যাপারগুলো, যতক্ষণ না তুমি খারাপ সময়ে অবতীর্ণ হও। সেই সময়ে কেউ তোমার পাশে না থাকলেও, এই ধরণের মানুষ তোমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না।"

"তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমি এমন কোন মানুষ পায়নি। আমি বরং শুনেছি অন্য মেয়েদের বলতে যদি তুমি কোন পুরুষকে নিজের সাথে হওয়া ঘটনার ব্যাপারে বলে দাও, ধর্ষণের বিষয় অবগত করো, সেই মানুষটি তোমাকে ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে চাইবে। যেন আমরা কোন নষ্ট পণ্য। পুরুষ মানুষ এসব বিষয়ে কোন কথা শুনতেও পর্যন্ত চায় না। তারা স্বীকারোক্তির থেকে নীরবতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কিন্তু নীরবতা গুঞ্জরিত হয় সময় বিশেষে। নিজের একটা আলাদা রূপ ধারণ করে তা, যদি তুমি নিজের ব্যাপারে কিছুই না বলো তো। জীবনের সবকিছুই যেন নিষিদ্ধ বস্তু।"

"এভাবে কোন মানুষই বাঁচতে পারে না।"

"এভাবেই আমাদের আশেপাশের অনেক মানুষ চলছে। যদি আমরা নিজেদের সত্যতা গোপন রাখতে পারি তো ভালো। কিন্তু আমি যদি সেসবের ব্যাপারে কথা নাও বলি, আমার সাথেই তো ব্যাপারগুলো জড়িয়ে আজীবন থাকবে তাইনা।"

মুর চুমু খেলো তাকে এবং সাধারণ একটা কাজ যেন অনেকবেশি অন্তরঙ্গ হয়ে গেলো ভালোবাসা প্রকাশের অংশ হিসেবে কারণ স্বীকারোক্তির সর্বশিখরে নিজের অবস্থান নিয়ে ফেলেছে এটা।

"তুমি কি আজ রাতে আমার সাথে থাকবে?" ফিসফিসানো কণ্ঠে জানতে চাইলো ক্যাথারিন।

মুরের উষ্ণ শ্বাস ক্যাথারিনের চুলে এসে পড়ছে। "যদি আমি তোমাকে ডিনারে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস পায় তো।"

"ওহ। আমি তো খাওয়ার কথা পুরো ভুলেই গেছিলাম।"

"পুরুষ এবং নারীর মধ্যে এই ব্যাপারে একটা পার্থক্য রয়েছে। পুরুষেরা কখনও খাওয়ার কথা ভুলতে পারে না।"

হাসতে হাসতে উঠে বসলো সে। "তুমি তাহলে ড্রিঙ্ক বানাও। আমি খাওয়ার তৈরি করছি।"

দুটো মার্টিনি মিশিয়ে নিলো সে এবং ক্যাথারিনের সালাদ ও ব্রইলারে স্টেক কেটে নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দিতে লাগলো তারা নিজেদের পানীয়তে। পুরুষালী খাবার, হাস্যচ্ছলে ভাবলো সে। তার জীবনে আগমনকৃত নতুন এই মানুষটির জন্য রেড মিট রান্না করতে চলেছে সে। রান্নার কাজটা আজকে রাতের আগে তার কাছে কখনও এত সুখপ্রদ মনে হয়নি, মুর তার হাতে লবণ এবং গোলমরিচের গুঁড়ো এগিয়ে দেয়ার সময় মুচকি হাসি দিলো। এরইমধ্যে জিনের প্রভাবে ক্যাথারিনের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। মনে করতে পারলো না সবশেষে কবে নিজের রান্না করা খাবার তার এতো ভালো লেগেছে। মনে হচ্ছে আজকে সে কোন বদ্ধ বোতল থেকে মুক্তির আস্বাদন লাভ করেছে এবং স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতিগুলো নতুনভাবে গ্রহণ করছে।

কিচেন টেবিলে বসে খেয়ে নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে মদ খেতে লাগলো তারা। ক্যাথারিনের কাছে নিজের কিচেন সাদা টাইলস এবং সাদা ক্যাবিনেটের জায়গায় অনেকবেশি উজ্জ্বল রঙবিশিষ্ট মনে হচ্ছে আজ। রুবি রঙা মদ, ক্রিস্প গ্রিন লেটুস এবং নীল রঙের ক্রস চেক ন্যাপকিন সবকিছু মিলিয়ে পরিবেশ আজকে অন্য রঙ ধারণ করেছে। সামনে আর কেউনা মুর বসে রয়েছে। একসময় মনে করেছিলো সে মানুষটি বর্ণহীন, রাস্তাতে হেঁটে যাওয়া আর দশটা মানুষের মতও তার জীবনেরও নির্দিষ্ট কোন আকৃতি নেই, জীবনচিত্র অনেকটাই সেই সমতল ক্যানভাসে আঁকা সীমারেখার মত। এখন সে আসল মুরকে দেখতে পাচ্ছে, তার উষ্ণ লালিত্যের চামড়ার স্পর্শ অনুভব করতে পারছে, চোখের চারপাশে হাসির রেখা দেখতে পাচ্ছে। মানুষের মনোমুগ্ধকর বৈশিষ্ট্যগুলো হয়ত লুক্কায়িত অবস্থাতেই থাকে।

আমাদের কাছে আজকে পুরো রাতটাই রয়েছে, ভাবলো ক্যাথারিন এবং সম্ভাব্য সবকিছু ভেবে মুখের কোণে এক চিলতে হাসিও দেখা গেলো তার। উঠে দাঁড়িয়ে মুরের হাতটি নিজের হাতে রাখলো সে।

*

ড. জুকার, ড. পোলোচেকের সেশনের ভিডিওটেপটি থামিয়ে দিলো এবং মুর ও মারক্যুয়েটের দিকে তাকালো। "এটা বিভ্রমও হতে পারে তার। কর্ডেল হয়ত দ্বিতীয় কোন কণ্ঠস্বর নিজের মনেই সৃষ্টি করেছে যার কোন অস্তিত্ব আদৌ নেই। আপনারা দেখেন, হিপনোসিসের সমস্যাই হলো এটা। স্মৃতি বিষয়টা তরল পদার্থের মত। এটা রূপান্তরিত হয়, পুনর্লিখিত হয় আশাব্যঞ্জক কোন গল্প বানানোর জন্য। এই সেশনে গিয়েছিলো সে হয়ত এই ভেবে যে ক্যাপরার কোন পার্টনার ছিলো। প্রেস্টো, স্মৃতি হাতড়ে পেয়ে গেছে সে! দ্বিতীয় কণ্ঠ। বাড়িতে দ্বিতীয় আরেকজনের উপস্থিতি।" জুকার মাথা নাড়িয়ে বলল। "এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

BOIGHAR.COM

"এটা তো শুধুমাত্র তার কোন স্মৃতি নয় যে আরেকজন খুনির উপস্থিতির বিষয়টাতে আলোকপাত করছে," বলল মুর। "আমাদের খুনি তাকে সেই চুলের কাটা অংশ পাঠিয়েছিলো যা সাভানাতে তার মাথা থেকে কেটে নেয়া হয়েছিলো।"

"সে বলেছে যে সাভানাতে তার চুল কেটে নেয়া হয়েছিলো," মারক্যুয়েট বিষয়টি জোর দিয়ে উপস্থাপন করলো।

"তুমিও তাকে বিশ্বাস করো না, তাই তো?"

"লেফটেন্যান্ট একটা মূখ্য বিষয় নির্দেশ করেছে," জুকার বলল। "আমরা এখানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত একজন মানুষকে নিয়ে আলোচনা করছি। আক্রমণের দুই বছর পরেও, পুরোপুরি ধাতস্থ হতে পারেনি যে।"

"সে একজন ট্রমা সার্জন।"

"হ্যা, আর কর্মক্ষেত্রে একেবারে ঠিকঠাক অবস্থাতে রয়েছে সে। কিন্তু মানসিকভাবে ভঙ্গুর অনেক। আপনিও সেটা জানেন। আক্রমণ নিজের চিহ্ন তার মাঝে রেখেই গেছে।"

মুর নীরব হয়ে পড়লো, ক্যাথারিনের সাথে সাক্ষাতের প্রথম দিনের কথা মনে পড়লো তার। চালচলন কত নিখুঁত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো। হিপনোসিস সেশনের সময় দেখা ভাবনাহীন মেয়ের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে আলাদা, যে ক্যাথারিন তার নানা-নানীর ডকে রৌদ্রালোকের আমেজ পুরোপুরি গ্রহণ করতো। গতরাতে, প্রফুল্ল মনের সেই ক্যাথারিন যে তার বাহুপাশে নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলো। একটা ভঙ্গুর খোলসে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হলেও, মুক্তির অপেক্ষার প্রহর গুনছে সে এখন।

"তাহলে এই হিপনোসিস সেশনের মাধ্যমে আমরা কি সিদ্ধান্তে এসে পৌছালাম?" মারক্যুয়েট জিজ্ঞেস করলো।

জুকার বলল, "আমি বলছি না ক্যাথারিন বিশ্বাস করছে না বিষয়টি। কিন্তু সে জিনিসগুলো পুরোপুরি ঠিকঠাকভাবে মনেও তো করতে পারছে না। এটা অনেকটা এরকম বাড়ির পেছনের বাগানে হাতি এসেছে, দেখবে। কিছুক্ষণ পরে, বাচ্চাটি তার মায়ের কথা শুনে বিশ্বাস করে নেয় এবং মনের চোখেই হাতির শুঁড়, পিঠের উপরে খড়ের টুকরো সবই দেখতে পায়। তারপর ভাঙা গজদন্ত। কল্পনা বাস্তবরূপ নেয় এভাবেই। যদি সেটা কখনো ঘটেও না থাকে তবুও।"

"আমরা তাই বলে স্মৃতিটাকে এভাবে অস্বীকারও করতে পারি না," মুর বলল। "আপনি কর্ডেলের উপর কোন বিশ্বাস রাখতে পারছেন না ঠিক আছে, কিন্তু আপনাকে মানতে হবে যে সে-ই আমাদের খুনির মূললক্ষ্য। ক্যাপরা যা শুরু করেছিলো-শিকারের পেছনে ধাওয়া করে খুন করা–বন্ধ হয়নি সেটা। এখানেও সেটা তাকে তাড়া করে এসেছে।"

"কপিক্যাট?" মারক্যুয়েট বলল।

“অথবা তার সহযোগি,” মুর বলল। “এরকম অনেক নজির আছে।”

জুকার মাথা নেড়ে সায় দিলো। “খুনিদের মধ্যে যৌথভাবে কাজ করার প্রক্রিয়াটা নতুন এবং অস্বাভাবিক কিছুই না। আমরা মনে করি সিরিয়াল কিলাররা একাকিত্বে ভোগা নেকড়ের ন্যায় হয়ে থাকে এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ সিরিয়াল খুনের ঘটনা পার্টনার খুঁজেই করে থাকে তারা। হেনরি সি লুকাসের একটা ছিলো। কেনেথ বিয়াঙ্কির সহযোগি ছিলো। বিষয়গুলোকে আরও বেশি সহজসাধ্য করে তুলে যৌথভাবে খুনের ঘটনা। অপহরণ, নিয়ন্ত্রণ। সাফল্য নিশ্চিত করতে এটা সমন্বিত শিকার হয়।”

“নেকড়েরাও তো গোত্রভুক্ত হয়ে শিকার করে থাকে?” বলল মুর। “হয়ত ক্যাপরাও তাই করতো।”

মারক্যুয়েট ভিসিআর রিমোটটি নিয়ে আবার টেপটি রিওয়াইন্ড করে প্লে বোতাম টিপলো। টিভি স্ক্রিনে ক্যাথারিনকে চোখ বন্ধ করে, হাত অসাড় অবস্থায় বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

কে ঐ শব্দগুলো বলছে, ক্যাথারিন? কে বলছে, “এবার আমার পালা, ক্যাপরা?”

আমি জানি না। আমি তার কণ্ঠস্বর চিনিনা।

মারক্যুয়েট পজ বাটন টিপলে ক্যাথারিনের মুখ স্ক্রিনে স্থির হয়ে পড়লো। মুরের দিকে তাকালো সে। “সাভানাতে তার সাথে ঘটনাটি ঘটার পর প্রায় দুই বছর পার হয়ে গেছে। যদি সে ক্যাপরার পার্টনার হয়ে থাকে, কেন সে এত দীর্ঘসময় অপেক্ষা করলো তার পেছনে তাড়া দেয়ার জন্য? এখনই ঘটনাগুলো ঘটছে কেন?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো মুর। “আমার মাথাতেও ঠিক একই বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। আমার মনে হয় আমি প্রশ্নের উত্তরটা জানিও।” মিটিং এ নিয়ে আসা ফোল্ডারটি খুলে বোস্টন গ্লোব থেকে ছিঁড়ে নেয়া একটি সিট বের করে দেখালো সে। “এলিনা অর্টিজ খুন হওয়ার সতেরো দিন আগে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিলো। এই আর্টিকেলটি বোস্টনে অবস্থানরত নারী সার্জনদের উপরে লেখা হয়েছে। এর তৃতীয় অংশে কর্ডেলের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তার সাফল্যের ব্যাপারে। তার কৃতিত্বের ব্যাপারে। সাথে এখানে তার একটি রঙিন ছবিও দেয়া হয়েছে।” জুকারকে সিটটি দিয়ে দিলো সে।

“ওহ, ব্যাপারটা অনেক আকর্ষণীয় তো,” জুকার বলল। “এই ছবির দিকে তাকালে কি দেখতে পাচ্ছেন আপনি, ডিটেক্টিভ মুর?”

“একজন আকর্ষণীয় নারী।”

“এ বাদে? তার হাবভাব, অভিব্যক্তি দেখে কি বুঝতে পারছেন?”

“আত্মবিশ্বাস,” কিছুক্ষণ পরে বলল মুর। “ব্যবধান।”

“আমিও এটাই দেখতে পাচ্ছি। খুনির হত্যালীলার প্রধান নারী চরিত্র। যে নারী তার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। হাত ভাঁজ করে, মুখ উন্নাসিক ভাবে রেখেছে।

BOIGHAR.COM

অনেকেরই ধর্তব্যের বাইরে সে।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন?" মারক্যুয়েট জিজ্ঞেস করলো।

"একটু ভাবুন আমাদের খুনি কাদেরকে লক্ষ্যে পরিণত করছে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থার মেয়েদের, ধর্ষিতাদের। প্রতীকিভাবে যেসব মেয়েদের আগেই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। অপরদিকে রয়েছে ক্যাথারিন কর্ডেল, যে তার পার্টনার অ্যান্ড্রু ক্যাপরাকে হত্যা করেছে। কোন অংশেই তাকে দেখে কিন্তু বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে না। তাকে দেখে আক্রমণের শিকারও মনে হচ্ছে না। অন্ততপক্ষে এই ছবিতে তো তাকে বিজেতা মনে হচ্ছে। আপনার কি মনে হয় আমাদের খুনি এই ছবিটি দেখার পর কি রকম অনুভব করতে পারে?" জুকার মুরের দিকে তাকালো।

"রেগে গেছে সে।"

"শুধু রাগেনি সে, ডিটেক্টিভ। বিশুদ্ধ এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধে আক্রান্ত হয়েছে সে। ক্যাথারিনের সাভানা ছেড়ে দেয়ার পরে, তাকে বোস্টনেও অনুসরণ করেছিলো সে, কিন্তু তার ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পায়নি কারণ ক্যাথারিন নিজেই নিজের বর্ম হয়ে রয়েছে। তাই খুনি নিজের সময়গুলো অন্য কোন লক্ষ্যকে শিকার করে অতিক্রান্ত করতে শুরু করলো। সে হয়ত কল্পনা করেছিলো কর্ডেলকে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় পাবে সে। একজন অর্ধমৃত মানুষ হয়ে গেছে সে, যে তার শিকার হিসেবেই নির্দিষ্ট। এরপর একদিন খবরের কাগজ খুলে মুখোমুখি হয় নিজের শিকারের না, বরং একজন বিজেতা নারীর।" জুকার আর্টিকেলটি আবার মুরকে দিয়ে দিলো। "আমাদের ছেলেটি আবারও তাকে হেরে যাওয়া অবস্থায় দেখতে চায়। এই কারণে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর কাজে নেমেছে সে।"

"তার অন্তিম লক্ষ্য কি তাহলে?" মারক্যুয়েট জিজ্ঞেস করলো।

"তাকে সেই হারের পর্যায়ে নামানো, যেখানে সে আবারও সম্মুখিন হবে তাকে মারতে। আমাদের খুনি শুধুমাত্র সেই সব মেয়েদেরকেই হত্যা করে যারা তার কাছে কিছু কমজোরি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। যে সব মেয়েরা মানসিকভাবে এত ভঙ্গুর এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকে যে, তাদেরকে নিজের হুমকি হিসেবে দেখতে পায়না সে। আর যদি অ্যান্ড্রু ক্যাপরা তার পার্টনার হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের খুনির কাছে আরেকটি কারণও রয়েছে। প্রতিশোধ, যে সম্পর্ক ক্যাথারিন নষ্ট করেছে অকালে।"

মারক্যুয়েট বলল, "তাহলে আমরা এই গুপ্ত সহযোগি তত্ত্ব নিয়ে কোন দিকে অগ্রসর হবো?"

"যদি ক্যাপরার কোন পার্টনার থেকে থাকে," মুর বলল, "তাহলে বিষয়টি সোজাসুজি আমাদেরকে সাভানার দিকে নির্দেশ করছে। আমরা এখানে শূন্য হাতে বসে রয়েছি। এরইমধ্যে আমরা এক হাজারেরও বেশি সাক্ষাৎকার পর্ব নিয়ে ফেলেছি এবং কোন সন্দেহভাজন পর্যন্ত পায়নি। আমার মনে হয় অ্যান্ড্রু ক্যাপরার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকূলকে দেখতে যাওয়ার সময় এসেছে। দেখতে হবে তাদের মধ্যে কেউ

বোস্টনে এসেছে কিনা। ফ্রস্ট ইতিমধ্যে ডিটেক্টিভ সিঙ্গারকে ফোন দিয়ে ফেলেছে, যে সাভানাতে এই কেসটার প্রধান ছিলো। সেখানে গিয়ে প্রমাণগুলোর ব্যাপারে আবারও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পরিষ্কার করবে সে।"

"ফ্রস্ট কেন?"

"কেন নয়?"

মারক্যুয়েট জুকারের দিকে তাকালো। "আমরা কি বুনোহাঁসকে তাড়া করছি বলে মনে হচ্ছে আপনার?"

"কখনও কখনও, আপনাদের বুনোহাঁস শিকার করা উচিত।"

মাথা নাড়ালও মারক্যুয়েট। "আচ্ছা। তাহলে সাভানার বিষয়ে আসা যাক।"

মুর যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় মারক্যুয়েট বলল "তুমি কি কয়েক মিনিট থাকবে এখানে? আমার তোমার সাথে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।" জুকারের অফিস ছাড়ার সময়টুকু অপেক্ষা করলো তারা; এরপর দরজা বন্ধ করে মারক্যুয়েট বলল, "আমি চাইনা ডিটেক্টিভ ফ্রস্ট যাক সাভানাতে।"

"আমি কি জানতে পারি, কেন?"

"কারণ আমি চাই তুমি নিজেই সাভানার পথে রওয়ানা হও।"

"ফ্রস্ট তৈরি হয়ে গেছে যাওয়ার জন্য। প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছে সে।"

"এটা ফ্রস্টের কোন ব্যাপার নয় মুর। ব্যাপারটার সাথে তোমার সংশ্লিষ্টতা আছে। তোমাকে এই কেসের প্রয়োজনে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে।"

মুর নীরব হয়ে গেল কথাটা শুনে, বুঝতে পারলো কথাটা ঠিক কোন দিকে গড়াচ্ছে।

"তুমি ক্যাথারিন কর্ডেলের সাথে একটু বেশি সময়ই অতিবাহিত করছো আজকাল," মারক্যুয়েট বলল।

"সেই তো এই তদন্তের চাবিকাঠি।"

"তাই বলে প্রত্যেক সন্ধ্যে তার সঙ্গে কাটাতে হবে। তুমি তার সাথে গত মঙ্গলবার মধ্যরাতেও ছিলে।"

রিজোলি, রিজোলি এই ব্যাপারে জানতো।

"শনিবার, পুরো রাত কাটিয়েছো তোমরা একসাথে। কি চলছে তোমাদের মধ্যে?"

মুর বলল না কিছুই। কি বলবেই বা সে? হ্যা, আমি আমার সীমারেখা পার করে ফেলেছি। কিন্তু আর কোন উপায়ও ছিল না।

মারক্যুয়েট চেয়ারে আরাম করে বসে রইলো মুখে চরম অসন্তুষ্টির ছাপ নিয়ে। "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমি তোমার সাথে এসব ব্যাপারে কথা বলছি। বাকি সবার মধ্যে, তোমাকেই বলতে হচ্ছে এসব কথা।" হাঁফ ফেললো সে। "সময় এসেছে মুর নিজের রাশ টেনে ধরো। তার সাথে কথাবার্তা বলার জন্য অন্য কেউ থাকবে

BOIGHAR.COM

এখানে।”

“কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করে।”

“এটাই কি তোমাদের মধ্যে একমাত্র বিষয়, বিশ্বাস? আমি যতটুকু শুনেছি সে অনুসারে তুমি তো এর থেকে অনেক বেশি দূরে এগিয়ে গেছো। আমি তোমাকে বলতে চাইছি না বিষয়টি এই ক্ষেত্রে ঠিক কতটা খাপছাড়া। দেখো, আমরা অন্যান্য পুলিশের সাথে এগুলো ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কোন সুফল ডেকে আনেনি তা। এবারেও এটা কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না। এখন, তার তোমাকে প্রয়োজন এবং তুমি তার হাতের নাগালেই রয়েছো। তোমরা দু-জন একে অপরের সান্নিধ্যে খুব বেশি হলে কয়েক মাস কিংবা বড়জোর একমাস থাকতে পারবে। এরপর একদিন সকালে উঠে মনে হবে, সম্পর্ক শেষ করে ফেলি। হয় সে দুঃখ পাবে নতুবা তুমি। প্রত্যেকেই দুঃখিত বোধ করবে যদি এরকম কোন ঘটনা ঘটে তো।” মারক্যুয়েট কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিয়ে অপেক্ষা করলো মুরের জবাবের। কিন্তু কিছুই বলল না সে।

“ব্যক্তিগত সম্পর্ক যদি বাদ দিয়েও দেই,” বলতে থাকলো মারক্যুয়েট, “তদন্তটিকেও এই একটা বিষয় আরও বেশি জটিল করে ফেলবে। পুরো ইউনিটের জন্য তা লজ্জাজনক বিষয়ে পরিণত হবে।” দরজার দিকে দেখিয়ে বলল সে। “সাভানাতে যাও। অনুগ্রহ করে কর্ডেলের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকো।”

“আমার তাকে কিছু জিনিস ব্যাখ্যা করে যেতে হবে–”

“তুমি ফোনও করবে না তাকে। আমরা তাকে মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দেবো। তোমার কাজগুলোর দায়িত্ব পড়বে ক্রো'র উপরে।”

“ক্রো কে অন্তত না,” মুর তীক্ষ্ণস্বরে বলল।

“তাহলে কাকে দেবো?”

“ফ্রস্টকে।” গভিরভাবে দম নিয়ে বলল সে। “ফ্রস্টকে এই দায়িত্ব দাও।”

“ঠিক আছে, তাহলে ফ্রস্টকেই বলবো। এবার যাও প্লেন ধরার জন্য প্রস্তুতি নাও। এখন সবকিছুকে শীতল অবস্থায় আনতে হলে তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। তুমি হয়ত আমার কথাগুলো শুনে প্রচণ্ডভাবে রাগান্বিত বোধ করছো। কিন্তু আমি তোমাকে শুধুমাত্র একটা সঠিক কাজ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।”

মুর আগেই বুঝতে পেরেছিলো বিষয়গুলো এবং নিজের ব্যবহারের প্রতিবিম্ব এভাবে দেখতে পেয়ে অনেকবেশি কষ্ট পাচ্ছে সে এখন। নিজের সেইন্ট টমাস অস্তিত্বকে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়া অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে, নিজের বাসনাগুলোর কাছেই পরাজিত হয়ে গেছে সে। সত্যটা তাকে আরও বেশি রাগিয়ে তুলছে এখন কারণ সে এর বিপরীতে কোন প্রতিবাদ করার বিকল্পটাও রাখেনি। অস্বীকার করতে পারছে না সে নিজের ভুলগুলো। নীরবতা বজায় রেখে মারক্যুয়েটের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো সে, কিন্তু যখন রিজোলিকে ডেস্কে বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো,

কোনমতেই রাগ সংবরণ করতে পারলো না মুর।

"অভিনন্দন তোমাকে," বলল সে। "তুমি তোমার পাওনা ভালোভাবেই উশুল করে নিয়েছ। রক্ত বের করে ভালো লাগছে খুব তাইনা?"

"সত্যি কি আমি?"

"তুমিই মারক্যুয়েটকে বলেছো সব।"

"ও তাই, যদি আমি তা করেই থাকি, প্রথম পুলিশ হিসেবে আমি পার্টনারের বিষয়টিতে তাকে গুরুত্বের নজর দিতে বলতাম না।"

তার প্রত্যাবর্তনটা যেন কটু হয়ে গেলো হঠাৎ করেই এবং আশেপাশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। হিমশীতল নীরবতায় ঘুরে চলে গেলো মুর।

বিল্ডিং থেকে বের হলে বাতাসের হাল্কা ধাক্কা খেয়ে কিছু সময়ের জন্য দাঁড়ালো সে, নিজের চিন্তাগুলোর মাঝে হারিয়ে গেছে সে, ক্যাথারিনের সাথে আজ রাতে আর দেখা করতে পারবে না। মারক্যুয়েট ঠিক কথায় বলেছে; এভাবেই ঘটনাগুলো স্বাভাবিক হবে। শুরু থেকে হয়ত দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন ছিলো, আকর্ষণগুলোকে বাধা দিয়ে। কিন্তু সে আস্তে আস্তে মুরের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছিলো এবং মুরও তাতে বোকার মত সাড়া দিয়েছিলো। সারাজীবন সরল এবং সোজা রাস্তায় চলা মুর, নিজেকে যেন এক কানাগলিতে হারিয়ে ফেলেছে, যে গলিতে কোন কিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায় না, যেখানে ভালোবাসাটাই মূখ্য। এই নতুন পৃথিবীতে সে কোনভাবেই স্বস্তি পাচ্ছে না। সে জানেও না, এই পথ থেকে কিভাবে বের হবে সে।

*

ক্যাথারিন নিজের গাড়িতে বসে সাহস সঞ্চয় করছে ওয়ান শ্রোয়েডার প্লাজাতে যাওয়ার জন্য। সারা বিকেল, অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পার করে এসেছে সে, রোগি দেখতে দেখতে সাধারণত মুখে যে সন্তুষ্টিসূচক রেখা আসে তা বাহ্যিকভাবে দেখিয়েছে শুধু। সহকর্মিদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছে এবং সারাদিনব্যাপি নিজের অভ্যন্তরে চলতে থাকা ছোট ছোট বিরক্তিগুলোকে কোনভাবে কাটিয়েছে। তার মুখের হাসি যেন আবারও প্রাণহীন হয়ে গেছে এবং বিনীত মুখের মুখোশের নিচের উৎকণ্ঠা তার পিছু ছাড়ছে না। মুর একবারের জন্যও তার ফোন ব্যাক করেনি আজ আর সে জানে না ব্যাপারটা ঠিক কি। শুধুমাত্র এক রাত ক সাথে থেকেই কি তাদের মধ্যে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেলো।

সবশেষে গাড়ি থেকে বের হয়ে বোস্টন পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ঢুকে পড়লো সে।

যদিও এর আগে একবার এখানে এসেছে সে, ড. পোলোচেকের সাথে সেশনে বসার জন্য, এরপরেও বিল্ডিংটি দেখে কেন যেন তার নিষিদ্ধ দুর্গ বলে মনে হলো,

BOIGHAR.COM

যেখানে তার আসাটা মোটেও উচিত হয়নি। এই চিন্তা আরও দীর্ঘায়িত হলো যখন ইউনিফর্মধারি একজন অফিসার রিসেপশন ডেস্কের পেছন থেকে তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো।

"আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?" জিজ্ঞেস করলো সে। বন্ধুত্বপূর্ণভাবেও নয়, আবারও কঠোরভাবেও নয়।

"আমি হোমিসাইড ইউনিটের ডিটেক্টিভ টমাস মুরের সাথে দেখা করতে এসেছি।"

"একটু অপেক্ষা করুন আমি উপরতলায় ফোন দিচ্ছি। আপনার নামটা?"

"ক্যাথারিন কর্ডেল।"

যখন সে ফোন করলো, লবিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলো ক্যাথারিন, পলিশ করা গ্রানাইটের অফিসটাতে ইউনিফর্মধারি এবং সাধারণ পোশাক পরা পুরুষদের দেখে যারপরনাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে সে, তারাও তার দিকে কৌতুহলমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। এটাই মুরের পৃথিবী, সেখানে ক্যাথারিন একজন আগন্তুক, এমন এক জায়গায় অনুপ্রবেশ করেছে সে যেখানে কঠোর স্বভাবের পুরুষেরা তাকাচ্ছে তার দিকে, তাদের হোলস্টারে রাখা বন্দুক দেখা যাচ্ছে পরিস্কার। হঠাৎ বুঝতে পারলো ক্যাথারিন একটা ভুল করে বসেছে সে, এখানে তার আসাটা কোনমতেই উচিত হয়নি। বেরিয়ে যাওয়ার পথে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে। সেই পথ ধরে এগিয়ে যাবে হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর তাকে ডাকলো :

"ড. কর্ডেল?"

ঘুরে দাঁড়ালে পরিচিত ভদ্রোচিত চেহারার ব্লন্ড পুরুষটিকে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলো সে। ডিটেক্টিভ ফ্রস্ট।

"আমরা উপরতলায় যেতে পারি না?" বলল ফ্রস্ট।

"আমি এখানে মুরের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম।"

"হ্যা, আমি জানি। আমি এই কারণে আপনার সাথে দেখা করে নিতে এসেছি আপনাকে।" এলিভেটরের দিকে নির্দেশ করে দেখালো সে। "যেতে পারি কি আমরা?"

তৃতীয় তলায়, ফ্রস্ট হলওয়ে ধরে তাকে হোমিসাইড ইউনিটে নিয়ে আসলো। অফিসের এই অঞ্চলে আসেনি সে এর আগেরদিন এবং অবাক হলো জায়গাটির বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে, পুরোদস্তুর ব্যবসায়ি কোন সংস্থার মত আলাদা কম্পিউটার টার্মিনাল রয়েছে এখানে এবং ডেস্কগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে একের পর এক। ফ্রস্ট তাকে একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে বলল। বিনয়ী দৃষ্টি তার। সে বুঝতে পারলো ক্যাথারিন এই ভিন্ন পরিবেশে এসে অস্বস্তিবোধ করছে এবং তাকে কিছুটা হাল্কা করার চেষ্টা করলো এই কারণে।

"এক কাপ কফি চলবে?" জানতে চাইলো ফ্রস্ট।

"না, ধন্যবাদ আপনাকে।"

"এ বাদে আর কিছু নেবেন কি? সোডা? অথবা পানি?"

"ঠিক আছি আমি।"

ফ্রস্টও বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। "তাহলে। ড. কর্ডেল আপনি কি ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিলেন?"

"আমি ডিটেক্টিভ মুরের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। সারা সকাল আমার সার্জারি করতে করতেই কেটেছে এবং আমি চিন্তা করলাম সে হয়ত আমার সাথে অনেকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছে, তাই..."

"আসলে..." কিছুসময় নিলো সে নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়ার জন্য, অস্বস্তি তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। "আমি দুপুরের দিকে আপনার অফিসের স্টাফের কাছে একটা মেসেজ দিয়েছিলাম। এখন থেকে, আপনার যে কোন দরকারে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ডিটেক্টিভ মুরের সাথে না।"

"হ্যা, আমি মেসেজটি পেয়েছিলাম। আমি শুধু জানতে চাই..." নিজের আবেগগুলোকে ঢোক গিলে আটকানোর চেষ্টা করছে সে। "আমি জানতে এসেছি কেন ব্যাপারগুলো হঠাৎ এভাবে পরিবর্তন করা হলো।"

"আসলে তদন্তের স্বার্থে।"

"কি বলতে চাইছেন আপনি?"

"আমরা চাই মুর কেসের অন্যান্য অংশেও কিছুটা নজর দিক।"

"কে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই বিষয়ে?"

ফ্রস্টকে আরও আরও বেশি দুর্দশাগ্রস্থ দেখাচ্ছে এখন। "আমি সত্যি জানিনা, ড. কর্ডেল।"

"মুর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি?"

কিছুসময়ের জন্য বিরতি নিয়ে বলল সে। "না।"

"তাহলে ব্যাপার এটা নয় যে সে বলেছে, আমার সাথে দেখা করতে চায় না সে।"

"আমার মনে হয় বিষয়টি ঠিক তা নয়।"

ক্যাথারিন জানে না লোকটি তাকে সত্যি কথা বলছে কিনা কিংবা তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভুয়া চেষ্টা করছে। সে দেখলো আরও দুজন ডিটেক্টিভ নিজেদের ওয়ার্কপড থেকে ক্যাথারিনের দিকে হাবার মত তাকিয়ে রয়েছে এবং এই দেখে হঠাৎ করেই রাগ উঠে গেলো তার। সে বাদে কি তাহলে সবাই সত্যটা সম্পর্কে অবগত? তাদের চোখে কি সে তার নিজের জন্য সমবেদনা দেখছে? সারা সকাল সে গতরাতের স্মৃতিগুলো নিয়ে ভেবেছে। সে অপেক্ষা করেছে মুরের একটা ফোনের, অপেক্ষা করেছে তার কণ্ঠস্বর শোনার, জানার, সে-ও তার কথা চিন্তা করছে কিনা। কিন্তু সে একবারের জন্যও ফোন করেনি।

দুপুরে, ফ্রস্টের টেলিফোনে দেয়া একটা মেসেজ দেয়া হলো তাকে, নিকট ভবিষ্যতে সে যেন মুরের সাথে নয় বরং ফ্রস্টের সাথে যোগাযোগ করে।

সে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে এখন নিজেকে সামলানোর এবং চাপা কান্নাগুলো আটকানোর। জিজ্ঞেস করলো ক্যাথারিন হঠাৎ: "আমি কেন তার সাথে কথা বলতে পারবো না এর পেছনে কোন কারণ রয়েছে কি?"

"আমি বলতে ভয় পাচ্ছি বিষয়টি, কিন্তু আপাতত সে এই শহরে নেই। আজ বিকেলে সে শহর ছেড়ে চলে গেছে।"

"ওহ, আচ্ছা।" বুঝতে পারলো সে কোন ব্যাখ্যা ছাড়ায়, এটা বাদে তার পক্ষে আর কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয়। জানতে চাইলো না ক্যাথারিন মুর কোথায় গেছে এবং এটাও জিজ্ঞেস করলো না তার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে সে। এরইমধ্যে এখানে এসে সে নিজেকে যথেষ্ট ছোট করে ফেলেছে, আর একটা কথা বেশি জিজ্ঞেস করতে গেলে আত্মভিমান বলে আর কিছুই বাকি থাকবে না তার। গত দু-বছরে, তার এই আত্মভিমান তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। এটা তাকে সম্মুখপথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। দিনের পর দিন, শিকারের মুখোশ হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে এই জিনিসটি তাকে। অন্যেরা যখন তার দিকে তাকিয়েছে, শুধুমাত্র ঠাণ্ডা স্বভাবের দক্ষ মানুষটাকেই দেখতে পেয়েছে এবং আবেগের ব্যবধান কারণ ক্যাথারিন নিজেই তাদেরকে সে জিনিসটি দেখিয়েছে।

একমাত্র মুরই আসল ক্যাথারিনকে চিনেছিলো। বিপর্যস্ত এবং শঙ্কিত। ফলাফল হলো এটা। এই কারণে আমি কখনও কারও সামনে নিজের দুর্বল দিক আর কখনও দেখাতে চায় না।

শিরদাঁড়া সোজা রেখে স্থির দৃষ্টি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে চলে যাওয়ার জন্য। ওয়ার্কপড থেকে বের হয়ে চলে যাওয়ার সময় মুরের ডেস্কটির সামনে পড়লো তার। সে জানে এটা তারই কারণ তার নেমপ্লেট আছে সেখানে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ক্যাথারিন সেখানে রাখা ছবিটি দেখতে থাকলো, চুলে সূর্যের আলো পড়া একটি মেয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে।

বেরিয়ে চলে গেলো সে, মুরের পৃথিবী থেকে নিজের কষ্টের দুনিয়ায়।

অধ্যায় ১৮

মুর ভেবেছিলো হয়ত বোস্টনের তাপমাত্রায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়; কিন্তু সাভানার পরিবেশে পা দেয়ার পর ধারণা পাল্টে গেলো তার, মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে। বিকেলের শেষে এয়ারপোর্টে থেকে বের হওয়ার সময় তাকে দেখে মনে হলো সূর্যস্নান করে যেন বের হচ্ছে এবং অনুভব করছে পানির মধ্যে দিয়ে হাঁটছে। যতক্ষণ না রেন্টাল কার পার্কিং লটে এসে পৌছলো এরইমধ্যে তার পা ঘেমে স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েছে। বাঁধানো পাথরের রাস্তার ধার থেকে সেখানে পানি গড়িয়ে পড়ছে। যখন নিজের হোটেলের রুমে পৌছলো মুর তার শার্ট নেয়েঘেমে একাকার হয়ে পড়েছে। জামাকাপড় তাড়াতাড়ি খুলে মিনিট কয়েক বিশ্রাম নেয়ার জন্য বিছানায় শুয়ে পড়লো সে, এভাবেই সারা বিকেলটা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলো।

যখন জাগা পেলো, অন্ধকার নেমে পড়েছে, আর অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঘরে কাঁপছে সে। বিছানার এক ধারে বসে থাকলো সে, মাথা চরম ব্যথা করছে।

স্যুটকেস থেকে একটা পরিষ্কার শার্ট বের করে ঝটপট পরে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লো মুর।

এমনকি রাতেও,গরম হল্কার মত বাতাস বইছে এখানে। গাড়ি চালানোর সময় জানালা খুলে রাখায় দক্ষিণের পরিবেশের একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ নাকে লাগলো তার। এর আগে কখনও সাভানাতে আসেনি মুর, কিন্তু এখানকার মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, পুরনো ধাঁচের সুন্দর বাড়িগুলো এবং মরিচা পড়ে যাওয়া বেঞ্চগুলোর কথা, মিডনাইট ইন দ্য গার্ডেন অব গুড অ্যান্ড ইভিলের ব্যাপারে শুনেছে সে। কিন্তু আজকের রাতে কোন পর্যটন এলাকার সন্ধানে বের হয়নি সে। বরং শহরের উত্তর পূর্ব দিকের একটি বিশেষ ঠিকানায় পৌছানোর জন্য বের হয়েছে। এলাকাটি শান্তিময় পরিবেশবেষ্টিত এবং ছোট কিন্তু সম্মুখ বারান্দার সাথে বেড়া দেয়া শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট গাছগাছালি সমৃদ্ধ বাগানের বাড়ি দিয়ে সজ্জিত। রোন্ডা স্ট্রিটের পথ ধরে এগোতে লাগলো সে এবং একটি বাড়ির সামনে এসে গাড়িটিকে থামিয়ে দিলো।

বাড়ির ভেতরে লাইট জ্বলছে এবং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে টিভির নীল প্রজ্বলন।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো সে কে বাস করে এখন এই জায়গাতে এবং বর্তমানে বসবাসকারি মানুষগুলো কি জানে এই বাড়ির ইতিহাস। যখন তারা লাইট বন্ধ করে বিছানাতে রাতে ঘুমানোর জন্য যায়, তারা কি আদৌ জানে এই ঘরে কি ঘটেছিলো? অন্ধকারে শুয়ে কি তারা দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকা লোমহর্ষক আর্তনাদ শুনতে পায় না?

জানালার পাশ দিয়ে ছায়ারূপ অবয়ব চলে যেতে দেখলো সে–লিকলিকে গঠনের বড় চুলবিশিষ্ট মহিলা। ঠিক যেন ক্যাথারিনের মত।

BOIGHAR.COM

দেখতে পাচ্ছে সে বিষয়গুলো, নিজের মনের চোখের সাহায্যে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন তরুণ সম্মুখ দরজার কড়া নাড়াচ্ছে। দরজা খুলে গেলে, অন্ধকারের মধ্যে সোনালী আলোর আভা এসে পড়লো। ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, আলোর অভিমুখে, হাসপাতাল থেকে আসা পরিচিত মানুষটিকে ভেতরে ঢোকার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে সে, তখনও জানেনা সে অতিথিটি নিজের মনে তার জন্য কত লোমহর্ষক পরিণতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয় কণ্ঠটি, দ্বিতীয় পুরুষটি–কোথায় থেকে এসেছিলো সে?

মুর অনেকক্ষণব্যাপি বসে রইলো একইভাবে, বাড়িটা নিরীক্ষা করছে সে, জানালাগুলো এবং ঝোপের এলাকা ভালোভাবে দেখছে। গাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার ধার দিয়ে হাঁটতে থাকলো সে বাড়ির আশেপাশের বিষয়গুলোর খুঁটিনাটি দেখে নেয়ার জন্য। ঝোপগাছগুলো অনেক ঘন আর পুরনো মনে হচ্ছে তার, বাড়ির পেছনের অংশটা কিছুতেই পাশ কাটিয়ে দেখতে পেলো না মুর।

রাস্তায়, পোর্চলাইট এসে পড়ছে।

হঠাৎ দেখলো সে পাতলা গঠনের এক মহিলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুরের দিকে তাকিয়ে। কানে টেলিফোন ধরে রেখেছে সে।

গাড়িতে উঠে দ্রুত চালিয়ে বেরিয়ে গেলো সে জায়গাটি থেকে। আরও একটি ঠিকানা দেখতে চায়। এটা স্টেট কলেজের কাছাকাছি, দক্ষিণদিকে কয়েক মাইল দূরে। ভাবছে সে ক্যাথারিন সপ্তাহে কয়বার এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করতো, রাস্তার বাম পাশে থাকা ছোট্ট পিৎজার দোকানে অথবা ডানে অবস্থিত ড্রাই ক্লিনিংয়ের দোকানে কখনও আসতো কি সে। যে দিকেই তাকালো,ক্যাথারিন যেন তার কল্পনাতে চলে আসছে বারবার এবং এই বিষয়টি বিরক্ত করলো তাকে খুব। এটার মানে দাঁড়ায় সে নিজের আবেগগুলোকে এই তদন্তের সাথে অনেকবেশি জড়িয়ে ফেলেছে এবং এটা ভালো বিষয় নয়।

সেই রাস্তায় পৌছে গেলো মুর যার প্রত্যাশায় বেরিয়েছিলো সে। কিছু ব্লক দূরে, একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, কখনও না কখনও সেটি যে একটি ঠিকানা ছিল তা পরিস্কারভাবে বোঝা গেলো। সেখানে সে একটি শূন্য আগাছামণ্ডিত পোড়োবাড়ি দেখতে পেলো। আশা করেছিল মুর, এখানে একটি বিল্ডিং রয়েছে, বিধবা মিসেস স্টেলা পুলের নামে, বয়স পঞ্চান্ন যার। তিন বছর আগে, মিসেস পুল তার উপরতলার অ্যাপার্টমেন্ট অ্যান্ড্রু ক্যাপরা নামের সার্জিক্যাল ইন্টার্নকে ভাড়া দিয়েছিলো, একজন শান্তশিষ্ট ভাড়াটিয়া ছিল সে যে ঠিক সময়ে ভাড়া পরিশোধ করে দিতো।

গাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার ফুটপাতে এসে দাঁড়ালো মুর যেখানে একসময় অ্যান্ড্রু ক্যাপরা নিশ্চিতপক্ষে হেঁটেছিলো বলে ধারণা করে নিলো। ক্যাপরার আশ্রয়স্থলের আশেপাশের বাড়িগুলোকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলো সে। স্টেট

কলেজ থেকে এটা বোধ হয় কয়েক ব্লক দূরেই হবে এবং ধারণা করলো এই রাস্তার বেশিরভাগ বাড়ি হয়ত ক্যাপরার মত ছাত্রদেরকেই ভাড়া দেয়া হয়েছে—অল্প সময়ের ভাড়াটিয়া যারা, কুখ্যাত প্রতিবেশিটির অতীতের গল্প জানার অবকাশই হয়ত পায়নি কখনও।

নোনতা বাতাসের সাথে কোথায় থেকে যেন এক অচেনা বায়ু এসে আঘাত মারলো তার মুখে, গন্ধটা মুরের কাছে এক ফোঁটাও ভালো লাগলো না। পচন ধরার গন্ধ এটা। অ্যান্ড্রু ক্যাপরার বাড়ির সামনে থাকা গাছের দিকে তাকালে দেখতে পেলো সে একটি শাখা থেকে একগুচ্ছ স্প্যানিশ মস খসে খসে নিচে পড়ছে। আতঙ্কে এক ধাপ পেছনে সরে গেল সে এবং ভাবলোঃ আজব ধরণের ফল, ছোটবেলার এক ভয়াবহ হ্যালোউইনের সময় মনে করিয়ে দিলো তা, যখন মুরের কোন প্রতিবেশি এটাকে ট্রিক-ও-ট্রিটার্সদের ভয় দেখানোর অংশ হিসেবে কাকতাড়ুয়ার ঘাড়ের সাথে দড়ি লাগিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখতো সুন্দরভাবে। মুরের বাবা এই ঘটনা দেখতে পেলে প্রচণ্ড রেগে যেতো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশির বাড়িতে গিয়ে তাদের বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করেই কাকতাড়ুয়াটিকে কেটে ফেলে দিতো।

মুর নিজের ভেতরে সেই একই চাপ অনুভব করছে এখন, গাছে উঠে ঝুলে থাকা মসটি কেটে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে তার।

এর বদলে গাড়িতে উঠে হোটেলে ফিরে গেলো সে।

ডিটেক্টিভ মার্ক সিঙ্গার টেবিলের উপর একটা কার্টনের সেট বসিয়ে রেখেছে এবং হাত থেকে ধুলো ঝাড়ছে। "এটাই বাকি ছিলো। আমাদের পুরো সপ্তাহ সময় লেগেছে এটাকে খুঁজে বের করতে, কিন্তু বাকিগুলো কাছেধারেই ছিলো।"

মুর টেবিলের উপরে সারি করে সাজানো ডজনখানেক প্রমাণের বক্স দেখে বলল, "আমি একটা স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে এখানে পাকাপাকিভাবেই চলে আসি।"

উচ্চস্বরে হাসতে লাগলো সিঙ্গার। "যা মন চায় করুন, আপনি যদি বক্সের প্রতিটি কাগজ আবারও দেখতে চান, সব এখানেই রয়েছে। বিল্ডিংয়ে আমরা কিছু ফেলে আসেনি, ঠিক আছে? ফটোকপি মেশিন হলে রয়েছে; শুধুমাত্র নিজের নাম এবং এজেন্সির নাম দিতে হবে। বাথরুম ঐ দিকে। স্কোয়াড রুমে বেশিরভাগ সময়ে আপনি ডোনাট এবং কফি পাবেন। যদি আপনি ডোনাট খান, কয়েক ডলার বেশি করে দিলে সেই ছেলেগুলো আপনার খাবারের ব্যবস্থা ভালোভাবেই করে দেবে।" কথাগুলো হাসিমুখে বলে চলে গেলেও, মুর গুপ্ত কথাগুলো সহজেই বুঝে নিলোঃ আমাদের নিজস্ব নিয়ম শৃঙ্খলা রয়েছে এখানে, এবং তোমরা যেখান থেকেই আসো না কেন, সে বোস্টনই হোক না কেন, মানতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে।

ক্যাথারিন এই পুলিশদেরকে কেন জানি খুব একটা পছন্দ করে না এবং মুর বুঝতে পারলো ঠিক কেন। সিঙ্গার তার আশার তুলনায় কমবয়সি অনেক, চল্লিশেও পা দেয়নি হয়ত সে, পেশিবহুল মানুষ সে যে নিজের সমালোচনা একেবারেই

ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না। একটা প্যাকে একটাই আলফা ডগ থাকে এবং এ মুহূর্তে এই ভূমিকাটা মুর সিঙ্গারকেই দিয়ে দিলো।

"এখানে চারটি বক্স রয়েছে, সবগুলোতে তদন্তের অগ্রগতির বিষয়াবলী সংক্রান্ত ফাইল রয়েছে," বলল সিঙ্গার। "এগুলো দিয়েই কি শুরু করবেন। এই বক্সে ক্রস ইনডেক্সার ফাইলগুলো রয়েছে, অ্যাকশন ফাইল এই বক্সে।" সে টেবিলের কাছে গিয়ে বক্সগুলোতে চাপড় দিতে দিতে বলল। "আর এখানে ডোরা চিক্কোনির অ্যাটলান্টার ফাইল রয়েছে। শুধুমাত্র ফটোকপি এগুলো।"

"অ্যাটলান্টা পিডির কাছে আসল কাগজগুলো আছে কি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সিঙ্গার। "প্রথম শিকার, একমাত্রই খুন যা সে সেখানে করেছিলো।"

"যেহেতু এগুলো ফটোকপি, তাহলে কি আমি এই বক্স নিয়ে যেতে পারি? আমার হোটেলে গিয়ে ডকুমেন্টগুলো দেখতে পারি তাহলে ভালোভাবে?"

"যতক্ষণ ইচ্ছে রাখতে পারেন," হাঁফ ফেলে বলল সিঙ্গার, বক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে। "আমি জানিনা, আদৌ আপনি এগুলোতে কি খুঁজতে এসেছেন। কখনও এত ওপেন অ্যান্ড শাট কেসে পড়া উচিতই না। এখানকার প্রত্যেক জিনিসে আমরা ক্যাপরার ডিএনএ পেয়েছি। ফাইবার ম্যাচ রয়েছে। আমাদের কাছে টাইমলাইনও রয়েছে। ক্যাপরা অ্যাটলান্টাতে বসবাস করতো, ডোরা চিক্কোনিও সেখানে খুন হয়েছিলো। ক্যাপরা সাভানাতে আসলে, এখানকার মেয়েরা একে একে তার শিকারে পরিণত হতে শুরু করলো। সে প্রত্যেক জায়গায়, সঠিক সময়েই যেন পৌঁছে যেতো।"

"আমি কিন্তু একবারের জন্যও সন্দেহের আঙুলল তুলে বলিনি ক্যাপরা অপরাধি ছিলো না।"

"তাহলে এগুলো নিয়ে আবারও ঘাঁটতে বসেছেন কেন? কিছু কিছু জিনিস তো তিন-চার বছরেরও বেশি পুরনো হবে।"

মুর আত্মরক্ষার ভাব লক্ষ্য করলো সিঙ্গারের কণ্ঠে এবং বুঝতে পারলো কূটনৈতিক চাল-টা এই জায়গাতেই দিতে হবে। মুর যদি বলে দেয় সিঙ্গার ক্যাপরার কেসে কত বড় ত্রুটি রেখে দিয়েছে যা এখনও ধরতে পারেনি সে, ক্যাপরার সাথে তার এক সহযোগিও ছিল প্রত্যেক ক্ষেত্রে, তাহলে সাভানা পিডি থেকে আর কোন সাহায্যের আশা থাকবে না মুরের।

মুর মনমতো একটা উত্তর খুঁজে নিয়ে বলে দিলো যাতে কোন দোষারোপের সুর ফুটে উঠলো না। "আমাদের একটি কপিক্যাট তত্ত্ব রয়েছে," বলল সে, "আমাদের বোস্টনের খুনি ক্যাপরার প্রিয়ভাজন কেউ। সে তারই খুনের পন্থাগুলো সূক্ষাতিসূক্ষভাবে আবার পরিচালনা করছে।"

"কিভাবে জানে সে তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বর্ণনাগুলো?"

"ক্যাপরার বেঁচে থাকাকালীন সময়ে হয়ত তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো।"

সিঙ্গারকে নির্বিঘ্ন দেখালো। এমনকি সজোরে হেসেও ফেললো সে। "অসুস্থ ফাকারদের ফ্যান ক্লাব, হাহ? ভালো।"

"যেহেতু আমাদের খুনি ক্যাপরার কাজের ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানে, আমাকে বিষয়টি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে।"

সিঙ্গার টেবিলের উপর বাড়ি দিয়ে বলল। "তাহলে কাজ শুরু করে দিন।"

সিঙ্গারের রুম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে, মুর এভিডেন্স বক্সগুলোর লেবেল পরীক্ষা করতে লাগলো। আইসি#১ চিহ্নিত একটি বক্স খুলে নিলো সে। সাভানার ইনভেস্টিগেশন কন্ট্রোল ফাইল সেগুলো। ভেতরে তিনটি অ্যাকর্ডিয়ন ফাইল ফোল্ডার পেলো যার প্রত্যেক পকেট পূর্ণ হয়ে রয়েছে কাগজে। এটা বাকি চারটা আইসি বক্সের একটা নমুনামাত্র। প্রথম অ্যাকর্ডিয়ন ফোল্ডারে সাভানাতে সংগঠিত তিনটি ঘটনার রিপোর্ট, সাক্ষিদের জবানবন্দি এবং কিছু কিছু কার্যকর ওয়ারেন্ট রয়েছে। দ্বিতীয় অ্যাকর্ডিয়ন ফোল্ডারে সন্দেহভাজনের ফাইল, ক্রিমিনাল রেকর্ড চেক এবং ল্যাব রিপোর্ট রয়েছে। সারাদিন পড়ার জন্য প্রথম বক্সের এই সব উপাদানই যথেষ্ট।

এরপর আরও এগারোটি বক্স রয়েছে।

সিঙ্গারের কাজের অন্তিম সারমর্ম পড়ার মধ্যে দিয়ে ফাইলগুলো দেখা শুরু করলো মুর। আবারও সে অবাক হচ্ছে এই দেখে যে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো কতটা যথাযথ ছিলো। সেই রেকর্ডে সর্বমোট পাঁচটি আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে চারটি অনেক বেশি গুরুতর। প্রথম শিকার, ডোরা চিকোনি, অ্যাটলান্টাতে খুন হয়েছিলো। তার এক বছর পরে, আক্রমণের ঘটনাগুলো সাভানাতে ঘটতে থাকে। এক বছরে তিনজন মেয়েঃ লিসা ফক্স, রুথ ভুরহিস এবং জেনিফার টরিগ্রোসা।

হত্যালীলা শেষ হয়েছিলো, যখন ক্যাথারিন কর্ডেলের বেডরুমে ক্যাপরাকে গুলি করে মারা হয়।

প্রত্যেক কেসে, শিকারের ভ্যাজাইনাল ভল্ট থেকে বীর্যের নমুনা পাওয়া গেছে এবং ডিএনএ ক্যাপরার সাথে মিলেছে। ফক্স এবং টরিগ্রোসা ক্রাইম-সিনে যেগুলো চুলের গুচ্ছ পাওয়া গেছে সেগুলোও ক্যাপরার সাথে মিলেছে। প্রথম শিকার, চিকোনিকে সেই বছরে হত্যা করা হয়েছিলো যখন ক্যাপরা অ্যাটলান্টার এমোরি ইউনিভার্সিটির মেডিকেল স্কুলে শেষবর্ষ সম্পন্ন করেছে।

এরপর সাভানাতে এসে ক্যাপরা খুনের খেলাগুলো শুরু করেছিলো।

প্রত্যেকটি প্রমাণ যেন নিখুঁতভাবে বুনন করে রাখা হয়েছে এবং দেখে মনে হচ্ছে এই বুননকৃত কাপড় অভেদ্য। কিন্তু মুর এটাও বুঝতে পারছে কেসের একটি সারাংশ পড়ছে সে, যা সিঙ্গারের কেসটির পরিসমাপ্তি টানার একটা ধরণও হতে পারে। বিসাদৃশ্যমূলক জিনিসগুলো হয়ত বাদ দেয়া হয়েছে সে কারণে। এটা সেই

BOIGHAR.COM

সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়গুলোই, ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ, যা আশা করছে এই এভিডেন্স বক্সেই পাবে সে। ভাবছে মুর, এখানেই কোথাও 'সার্জন' নিজের পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে।

প্রথম অ্যাকর্ডিয়ন ফোল্ডারটি খুলে পড়ার কাজটি অবশেষে শুরু করলো সে।

তিন ঘণ্টা পরে যখন নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গলো এরইমধ্যে দুপুর হয়ে গেছে এবং পর্বতসমান কাগজের স্তুপগুলো সে মাপার মত অবস্থায় নেই। এত কিছু দেখার পরেও সার্জনের গন্ধের ফুঁৎকারও পায়নি সে। টেবিলের কাছে গিয়ে, বক্সের লেবেলগুলো দেখতে লাগলো সে যেগুলো তখনও পর্যন্ত খুলেনি এবং এদের মধ্যে একটা নজর কাড়লো তার, যাতে লেখা ছিলঃ "#১২ ফক্স/ টরিগ্রোসা/ ভুরহিস/ কর্ডেল। প্রেস ক্লিপিংস/ ভিডিওস/ অন্যান্য।"

বক্সটি খুলে প্রায় হাফ ডজনের মত ভিডিও টেপ দেখতে পেলো মুর, কিছু ফোল্ডারের স্তুপের উপর।একটি ভিডিও টেপ বের করে নিলো সে যাতে লেখা রয়েছেঃ ক্যাপরা রেসিডেন্স। জুন ১৬ তারিখ দেয়া রয়েছে সেখানে। ক্যাথারিনের উপরে আক্রমণ হওয়ার পরের দিন।

সিঙ্গারকে তার ডেস্কে বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে এমন অবস্থায় পেলো। ডেলি স্পেশাল, রোস্ট বিফে স্তরীভূত হয়ে রয়েছে। ডেস্কটা তাকে সিঙ্গারের ব্যাপারে কিছুটা হলেও ধারণা দিয়ে ফেললো। জায়গাটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুছিয়ে রেখেছে সে, একদিকের কোণায় সারি করে কাগজ সাজানো যার। একজন পুলিশ যে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে হয়ত নিখুঁত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে কিন্তু সহকর্মি হিসেবে প্রায় বিষফোঁড়াস্বরূপ।

"এখানে কি কোন ভিসিআর রয়েছে যা আমি ব্যবহার করতে পারি?" মুর জানতে চাইলো তার কাছে।

"আমরা সেটিতে তালা মেরে রাখি।"

মুর অপেক্ষা করলো, পরবর্তি অনুরোধ পরিচিত হওয়ায়, সেটা বলার মত কোন প্রয়োজন বোধ করলো না সে। নাটকিয়তার সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিঙ্গার ডেস্ক থেকে চাবি বের করে দাঁড়িয়ে পড়লো। "আমার মনে হয় এটা আপনার এখনই লাগবে, তাইনা?"

স্টোরেজ রুম থেকে, সিঙ্গার ভিসিআর এবং টিভির কার্টটি বের করে মুর যেখানে কাজ করছে সেই ঘরটিতে দিয়ে আসলো। তার লাগিয়ে, পাওয়ার বাটন টিপলো সে এবং সন্তুষ্টির সাথে জানান দিলো সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে।

"ধন্যবাদ আপনাকে," বলল মুর। "আমার এটা হয়ত আরও কয়েকদিন দরকার হতে পারে।"

"আপনি কি কোন বড় কিছু উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন এই দীর্ঘ সময়ব্যাপি কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করে?" অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে তার স্বরে এক ধরণের বিদ্রূপ ফুটে উঠলো এই কথাটির মাধ্যমে।

"আমার কাজ তো কেবল শুরু হয়েছে।"

"আমি দেখলাম আপনি ক্যাপরার ভিডিওটি খুঁজে পেয়েছেন।" সিঙ্গার মাথা ঝাঁকালো। "আর, বলবেন না বাড়িটা কেমন যেন গা ছমছমে ছিল তার।"

"আমি গতরাতে সেই ঠিকানাতে গেছিলাম গাড়ি করে। সেখানে শুধুমাত্র একটা পরিত্যক্ত পোড়োবাড়ি পড়ে রয়েছে।"

"এক বছর আগে সেই বিল্ডিংটিতে আগুন ধরে যায়। ক্যাপরার মৃত্যুর পর, বাড়িটির মালিক উপরতলার সেই অ্যাপার্টমেন্টটি আর কখনও কাউকে ভাড়া দেননি। সে সেখানে একটা ছোটখাট টুরিস্ট পয়েন্ট করে ক্যাপরার মত মানুষের বাসস্থান দেখার জন্য এবং বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা সেখানে প্রচুর জনসমাগমও হতো এবং এটার মাধ্যমে মহিলা আয়ও করে প্রচুর। আপনি জানেন হয়তো, অ্যান রাইসের জঘন্য সেই জায়গার মত যেখানে মানুষজনের জমায়েত হতো প্রচুর পরিমাণে, এখানেও মানুষের কোন কমতি দেখা যায়নি, দানবের বাসস্থান দেখতে আসতো তারা। আমার তো মনে হয় মালিক নিজেও কিছুটা উদ্ভট ধরণের মানুষ ছিলো।"

"আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।"

"যদি আপনার মৃত মানুষের সাথে কথা বলার আগের অভিজ্ঞতা থেকে থাকে তো, তাহলে সম্ভব।"

"আগুনে পুড়ে গিয়েছিলো?"

"ক্রিস্পি ক্রিটার।" হাসলো সিঙ্গার। "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সেটা সে প্রমাণও করে গেছে।"

সিঙ্গার যাওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করলো মুর। এরপর ভিসিআর স্লটে "ক্যাপরা রেসিডেন্স' লেখা ভিডিওটেপটি ঢোকাল।

প্রথম দৃশ্য বাড়ির বাইরের অংশের, সূর্যের আলোতে ক্যাপরা অনেক আগে যেখানে থাকতো তা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। মুর সম্মুখ বাগানের গাছটি চিনতে পারলো, স্প্যানিশ মস ঝুলছিলো যেখানে। বাড়িটির মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই, দোতলা একটি বর্ণহীন বাড়ি, যার রঙের প্রয়োজন। ক্যামেরাম্যানের স্বরে তারিখ, সময় এবং জায়গাটির বিস্তর বর্ণনা শুনতে পেলো সে। নিজেকে সাভানা ডিটেক্টিভ স্পাইরো পাটাকি বলে পরিচয় দিলো। দিবালোকের ধরণে মনে হলো তার, এই ভিডিওটি অনেক সকালে শুট করা হয়েছে। রাস্তার আশেপাশে ক্যামেরা ঘুরতে লাগলো এবং দেখলো একজন জগার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে, যেতে যেতে আগ্রহবশত মুখটিকে লেন্সের দিকে ঘুরাচ্ছে। ট্র্যাফিক প্রচুর সেখানে (সকালের ব্যস্ত সময় হয়ত?) এবং কিছু প্রতিবেশি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকিয়ে।

এরপর আবারও বাড়িটির দিকে ক্যামেরাটি ঘুরালো সে, দরজার কাছে এগিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা হাতে দরজার হাতল ঘুরিয়ে খুলে নিলো তা। ভেতরে ঢুকে,

BOIGHAR.COM

ডিটেক্টিভ পাটাকি নিচের তলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো ধারণ করতে লাগলো যেখানে একসময় সেই বাড়ির মালিক থাকতো। মুর দেখতে পেলো ফ্যাকাশে কার্পেট, গাঢ় বর্ণের ফার্নিচার এবং অ্যাশট্রে-টি সিগারেটে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। একজন ভবিতব্য ক্রিস্পি ক্রিটারের ভয়াবহ অভ্যাস। উঠে যাওয়া সরু সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে ক্যামেরাম্যান উঠে চললো উপরে, ভারি বোল্টের দরজা খুলে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলো সে।

মুরের নিজেকে ক্লস্টোফোবিক মনে হচ্ছে টিভির দিকে তাকিয়ে। দোতলার ঘরগুলো ছোট ছোট এবং যেই এই বাড়ির সংস্কারের কাজ করুক না কেন, কাঠের প্যানেল করার বিষয়টিতে যথেষ্ট পারদর্শি বলতে হয় তাকে। প্রত্যেকটি দেয়াল গাঢ় বর্ণের পাতলা কাঠের আবরণ দিয়ে মোড়া। ক্যামেরা হলওয়ে দিয়ে এমনভাবে চললো যেন দেখে মনে হচ্ছে কোন টানেলের গর্তের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে তা। "ডানে ক্যাপরার বেডরুম," প্যাটাকি বললো দরজা অতিক্রম করে দুই বিছানা, একটি নাইটস্ট্যান্ড আর একটি ড্রেসার সম্পন্ন গোছানো ঘরটির দিকে ক্যামেরার লেন্স তাক করিয়ে। এই গুহার মধ্যে যে ধরণের আসবাব ভালো মানায় আর কি।

"এখন আমরা লিভিং এরিয়ার দিকে এগোচ্ছি," প্যাটাকি আবারও ক্যামেরা ঘুরিয়ে টানেলের দিকে ধরলো। এবার একটা বড় ঘর দেখা গেলো যেখানে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কঠোর চেহারায়। মুর সিঙ্গারকে ক্লোজেটের দরজার কাছে দেখতে পেলো। এখানে নিশ্চয় সে কিছু করার চেষ্টা করছে।

ক্যামেরা সিঙ্গারের দিকে ফোকাস করলো। "এই দরজাটাতে তালা দেয়া ছিলো," ভেঙে যাওয়া তালাটি দেখিয়ে বলল সিঙ্গার। "কজাগুলোর পাশ দিয়ে উঁকি মারতে হয়েছিলো প্রথমে। এটার ভেতরে আমরা এগুলো পেয়েছি।" ক্লোজেটের দরজা খুলে লাইট চেইন টেনে ধরলো সে।

ক্যামেরা মুহূর্তের মধ্যে ফোকাস হারিয়ে ফেললো। কিছু সময় পরে ভালোভাবে আবারও ফোকাস করলো তা, টিভিতে এই মুহূর্তে ঝকঝকে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এটা একটা মেয়ের মুখের সাদা কালো ছবি, চোখ খুলে রেখেছে সে এবং মৃত, গলা এমন গভিরভাবে কাটা রয়েছে যাতে তার ট্রাকিয়াল তরুণাস্থিগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

"আমার বিশ্বাস এটা ডোরা চিক্কোনি," সিঙ্গার বলল। "এখন, এই জায়গায় একটু ফোকাস করো তো।"

এরপর ক্যামেরা ডান দিকে চলে গেলো। আরেকটি ছবি, অন্য আরেকজন মেয়ের।

"দেখে মনে হচ্ছে এগুলো পোস্টমর্টেমের ছবি, চারজন আলাদা শিকারের। আমার বিশ্বাস, আমরা ডোরা চিক্কোনি, লিসা ফক্স, রুথ ভুরহিস এবং জেনিফার টরিগ্রোসার মৃত্যুর চিত্র দেখছি।"

এটা অ্যান্ড্রু ক্যাপরার ব্যক্তিগত ফটো গ্যালারি। হত্যার পরবর্তি সময়গুলোতে

নিজের হত্যালীলা দেখার আনন্দ নিতো সে এগুলো থেকে। মুরের ছবিগুলোর তুলনায় আরও বেশি যা জঘন্য লাগলো তা হচ্ছে দেয়ালে কিছু শূন্য জায়গা এবং শেল্ফে রাখা কিছু আলপিন। যেন আরও অনেকের জন্য রুম বরাদ্দ করে রেখেছিলো সে।

ক্যামেরা ঘোলাটেভাবে ক্লোজেট থেকে সরে গিয়ে বড় ঘরের চারিদিক দেখাতে লাগলো। ধীরে ধীরে প্যাটাকি ঘুরছে এখন, ক্যামেরাটি একবার কাউচ, টিভি, ডেস্ক এবং ফোনের দিকে তাক করলো সে। বুকশেল্ফ তার মেডিকেলের বই দিয়ে পরিপূর্ণ। ক্যামেরা ঘুরতে লাগলো ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি রান্নাঘরে আসলো। রেফ্রিজারেটরে ফোকাস করলো এবার।

মুর কাছে এগিয়ে আসলো, হঠাৎ করেই যেন গলা শুকিয়ে এসেছে তার। এরইমধ্যে জানে সেখানে কি জিনিস দেখতে চলেছে সে, এরপরেই বুঝতে পারলো তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে একধাপ। অজানা আতঙ্কে তার পাকস্থলী মোচড় দিয়ে উঠলো যখন সে দেখলো সিঙ্গারকে রেফ্রিজেটরের দিকে হেঁটে আসতে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে চেয়ে রইলো সিঙ্গার।

"এখানে আমরা এই জিনিসগুলো পেয়েছি," এই কথা বলে রেফ্রিজারেটরের দরজাটা খুলে ধরলো সে।

BOIGHAR.COM

বইঘর.কম

অধ্যায় ১৯

বাইরে এসে হাঁটাহাটি করছে মুর এবং ভিডিওটেপের বিষয়গুলো তার মধ্যে যে হিমভাবের সৃষ্টি করেছে সেই কারণে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের তাপের আভাস কোনভাবেই টের পেল না মুর। কনফারেন্স রুম থেকে বের হয়ে এসে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছে সে, ভয়ার্ত একটা অনুভূতি লক্ষ্য করছে নিজের মধ্যে। সাভানার ঘন বাতাস এবং হালকা সবুজ আলোর পরিবেশটাই কেন যেন তাকে অনেক অস্বস্তিকর একটা অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বোস্টনের পরিবেশ কোলাহলপূর্ণ এবং প্রত্যেক বিল্ডিং, প্রত্যেকটা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা আলাদা থাকলেও সূক্ষ্মভাবে তা আলাদা করে নেয়া যায়। বোস্টনে, আর কিছু হলেও নিজেকে জীবন্ত বলে মনে হয় সবসময়, কারণ সবসময় আশেপাশে একটা বিরক্তিকর পরিবেশ বিরাজমান থাকে। এখানে কোন কিছুই মনোযোগের কেন্দ্রে নিজেকে ধরা দিতে চায় না। সাভানাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার পরেও সে বুঝতে পারছে বিনয়ী হাসি এবং নিদ্রাতুর কণ্ঠের মানুষের এই জায়গাটিতে দৃষ্টিসীমার বাইরে অন্ধকারের নেপথ্যে কিছু না কিছু লুকিয়ে তো রয়েছেই সুপ্ত অবস্থায়।

যখন স্কোয়াড রুমে ফিরে আসলো সে, সিঙ্গারকে নিজের ল্যাপটপে কিছু টাইপ করতে দেখতে পেলো সে। "একটু দাঁড়ান," বলল সিঙ্গার এবং স্পেলচেক অপশনে ক্লিক করলো। তার রিপোর্টে যদি কোন ভুল বানান থেকে থাকে তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকেও সে ক্ষমা পাবে বলে মনে হচ্ছে না, এমন একটা ভাব তার। সন্তুষ্টির সাথে মুরের দিকে তাকালো সে। "হ্যা বলুন এবার?"

"আপনি কি ক্যাপরার অ্যাড্রেস বুক খুঁজে পেয়েছিলেন?"

"কি ধরণের অ্যাড্রেস বুক?"

"অনেক মানুষই নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ঠিকানাগুলো তাদের টেলিফোনের কাছে একটি বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রাখে। ভিডিওতে তার অ্যাপার্টমেন্টে আমি এই জিনিসটি দেখতে পায়নি, আর আপনার দেয়া প্রোপার্টি লিস্টেও তা পায়নি।"

"আপনি দুই বছর আগেকার কথা বলছেন। যদি সেটা আমাদের লিস্টে না থাকে, তাহলে আমরা সেটা পায়নি সেখানে।"

"নাকি তার অ্যাপার্টমেন্টে আপনাদের পৌছানোর আগেই কেউ সরিয়ে ফেলেছিলো?"

"আপনি আসলে কোন বিষয়ের পেছনে লেগেছেন বলুন তো? আমি চিন্তা করেছিলাম আপনি এখানে ক্যাপরার কাজের ধরণ সম্পর্কে বিস্তর জানার জন্য এসেছেন, দু-বছর আগেকার পুরনো কেস আবার তদন্ত করার জন্য নয়।"

"আমি ক্যাপরার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের ব্যাপারে জানতে আগ্রহি। যারা তাকে

অনেক ভালোভাবেই চিনতো।"

"ঈশ্বর, কেউই তাকে ভালোভাবে চিনতো না। আমরা সকল ডাক্তার এবং নার্সদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম যাদের সাথে কাজ করেছিলো সে। বাড়ির মালিক, তার প্রতিবেশি। আমি অ্যাটলান্টাতে গিয়ে তার খালার সাথেও কথা বলে এসেছি। তার একমাত্র বেঁচে থাকা আত্মীয়।"

"হ্যা, আমি প্রত্যেক সাক্ষাৎকারই প্রায় পড়ে ফেলেছি।"

"তাহলে আপনি এরইমধ্যে জেনে ফেলেছেন যে সে তাদের সবাইকে একই কাতারে বোকা বানিয়েছে দীর্ঘসময়ব্যাপি। একই মন্তব্য তাদের কাছ থেকে যে কতবার শুনেছি আমি তার ইয়ত্তা নেই : "সহানুভূতিশীল ডাক্তার! এত ভদ্র স্বভাবের একজন মানুষ!"" ঘোঁতঘোঁত করে বলল সিঙ্গার।

"তাদের কোন ধারণাই ছিল না, তাই তো, ক্যাপরা আসলে কি ছিলো।"

সিঙ্গার আবার ল্যাপটপের প্রতি মনোযোগ দিলো। "কেউ কখনও জানতে পারে না সত্যিকারের দানবরা ঠিক কোন গোত্রের হয়ে থাকে।"

সময় এসেছে সর্বশেষ ভিডিওটেপটি দেখে ফেলার। মুর এটাকে সব শেষে দেখার জন্য রেখে দিয়েছিলো কারণ সে এতে থাকা ছবিগুলো সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে কিনা সন্দেহে রয়েছে। অন্যান্যগুলো সংযোগবিহীনভাবে দেখে গেছে সে, লিসা ফক্স, জেনিফার টরিগ্রোসা এবং রুথ ভুরহিসের বেডরুম পর্যবেক্ষণের সময় ছোট ছোট নোট করেছে। বারবার একই জিনিস ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছে, দেয়ালে রক্তের দাগের ধরণ, শিকারের কব্জিতে বাঁধা নাইলনের কর্ডের গিঁট, সর্বোপরি তাদের চোখে মৃত্যুর আবেশ। এই টেপগুলো দেখার সময় তার অনুভূতির খুব ক্ষুদ্র একটা অংশই নাড়া খেয়েছিলো কারণ সে এই মেয়েগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতো না এবং তার মাথাতে ঘটনাসংশ্লিষ্ট আর্তনাদের কোন স্মৃতি নেই। শিকারদের উপরে যতটা না মনোযোগ দিয়েছে সে, তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে মুর ঐ ঘরে একদা উপস্থিত অশুভ অনুপ্রবেশকারির অস্তিত্বের প্রতি। ভুরহিস ক্রাইম-সিনের টেপটি বের করে টেবিলের উপরে রেখে দিলো। অনিচ্ছাকৃতভাবে, বাকি থাকা টেপগুলোর একটি নিয়ে নিলো। লেবেলের উপরে তারিখ, কেস নম্বর এবং কিছু শব্দের সমন্বয়ে একটি ছোট বাক্য লেখা : "ক্যাথারিন কর্ডেল রেসিডেন্স।"

একবার ভাবলো এটি দেখবে না সে আগামিকাল সকাল অবধি, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটু তরতাজা অনুভব করছে আবারও। এখন নয়টা বাজে, এই ঘরে সে প্রায় সারাদিনব্যাপি বসে রয়েছে। টেপটি নিয়ে ভাবতে লাগলো সে, কি করবে এরপর।

সিঙ্গার যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হঠাৎ অনুভব করলো সে।

"আপনি এখনও এখানেই রয়েছেন," বলল সিঙ্গার।

"আমার এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে।"

"আপনি কি সবগুলো টেপ দেখে ফেলেছেন?"

BOIGHAR.COM

"প্রত্যেকটি দেখেছি শুধু এই একটি বাদে।"

সিঙ্গার লেবেলের দিকে তাকালো। "কর্ডেল।"

"হ্যা।"

"দেখেন, চালিয়ে। হয়ত এতে না থাকা কিছু তথ্য আমি নিজে বলেও সাহায্য করতে পারি।"

মুর ভিসিআর স্লটে টেপটি ঢুকিয়ে প্লে বাটন টিপলো।

তারা এখন ক্যাথারিনের বাড়ির সম্মুখ অংশ দেখছে। রাতের বেলা। বারান্দার আলোগুলো জ্বালানো রয়েছে এবং বাড়ির ভেতরের অংশও আলোকিত। অডিওতে, ভিডিওগ্রাফার তারিখ এবং সময় বলে দিলো–রাত ২: ০০ টা–এবং একই সাথে তার নাম। আবারও, স্পাইরো প্যাটাকি, হয়ত সে সবারই পছন্দের ক্যামেরাম্যান। মুর আশেপাশে অনেক শব্দ শুনতে পেলো–জোরে কারও চিৎকার, সাইরেনের শব্দ। প্যাটাকি আগের বারের মত এবারও পুরো জায়গা ঘুরে ঘুরে ধারণ করেছে এবং মুর দেখলো আশেপাশের বাড়ির প্রতিবেশিরা ভয়ার্ত চোখে ক্রাইম-সিন টেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশি ক্রুজারের আলোতে বিব্রতবোধ করছে। এটা তাকে অবাক করলো কিছুটা, রাতের জায়গাটির এরকম অবস্থা দেখে। অন্ততপক্ষে এত প্রতিবেশিদের রাতের বেলাতে বিরক্ত করার কোন মানে ছিলো না।

প্যাটাকি বাড়ির দিকে আবার ক্যামেরা ঘুরিয়ে সম্মুখ দরজার দিকে এগিয়ে আসলো।

"গুলির শব্দ," সিঙ্গার বলল। "আমরা প্রথমে এই রিপোর্টটি পেয়েই পৌছায় সেখানে। রাস্তার ঐ পাশের একজন মহিলা প্রথমবারের জন্য গুলির শব্দ পেয়েছিলো, এরপরে কিছুটা সময় বিরতির পরে আরও একটি গুলির শব্দ পায় সে। দেরি না করেই নয়-এক-এক এ ফোন দিয়েছিলো সে-ই। সাত মিনিটের মধ্যে জায়গাটিতে একজন অফিসার পৌছে যায়। তার দুই মিনিট পরে পৌছায় অ্যাম্বুলেন্স।"

মুর ওপারের রাস্তার মহিলাটিকে মনে করতে পারলো, যে তাকে জানালা দিয়ে দেখেছিলো।

"আমি সেই প্রতিবেশির জবানবন্দি পড়েছি," বলল মুর। "যার ভাষ্যমতে সে কাউকে বাড়িটির সম্মুখ প্রান্ত দিয়ে চলে যেতে দেখেনি।"

"ঠিক বলেছেন। শুধুমাত্র দুবার গুলির শব্দ পেয়েছিলো সে। প্রথমটা শোনার পর পরই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলো, জানালা দিয়ে দেখেছিলো। এরপর, হয়ত সেই ঘটনার পাঁচ মিনিট পরে, দ্বিতীয়বারের জন্য গুলির শব্দ পেয়েছিলো সে।"

পাঁচ মিনিট, ভাবলো মুর। কি কারণ থাকতে পারে এই সময় ব্যবধানের?

স্ক্রিনে, ক্যামেরা সম্মুখ দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেছে। একটি ক্লোজেট দেখা যাচ্ছে , দরজা খোলা থাকায় সেখানে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা কিছু কোট, ছাতা এবং ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখতে পেলো সে। দৃশ্যপট বদলে গেলো হঠাৎ, লিভিং রুম দেখা যাচ্ছে এখন। কাউচের পাশে থাকা কফি টেবিলে দুটো ড্রিঙ্কিং গ্লাস

দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে একটিতে বিয়ারের মত কিছু একটা দেখতে পেলো তারা।

"কর্ডেল তাকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলো," সিঙ্গার বলল। "তারা ড্রিঙ্কও করেছিলো বেশ কিছু সময়। বাথরুম থেকে ঘুরে আসার পর নিজের বিয়ার শেষ করেছিলো সে। এক ঘণ্টার মধ্যে রোহিপনোলের প্রভাব শুরু হতে থাকে তার মধ্যে।"

পিচ রঙা কাউচটির ফেব্রিক ফুলের কারুকাজ সম্পন্ন। মুর ক্যাথারিনের মধ্যে কখনও ফ্লোরাল-ফেব্রিক পছন্দ করা নারীবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেনি, যা এখন দেখছে। পর্দা, এন্ড চেয়ারের কুশন সবকিছু যেন ফুলে ফুলময় হয়ে রয়েছে। রঙ। সাভানাতে, সে অনেক রঙের সংস্পর্শে থাকতে ভালবাসতো। সে কল্পনা করছে ক্যাথারিন সেই কাউচে বসে রয়েছে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার সাথে, গভির মনোযোগ সহকারে তার পেশাগত কথাগুলো সংবেদনশীল মনস্তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করছে, সেই সময়ে রোহিপনোল তার রক্তের প্রবাহের সাথে নিবিড়ে মিশে গেলো। এভাবেই ওষুধের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুগুলো তার মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করলো। আস্তে আস্তে সম্মুখে বসে থাকা ক্যাপরার কণ্ঠস্বরও আবছা হয়ে যেতে থাকলো।

এখন তারা কিচেন দেখছে, ক্যামেরা বাড়িটির প্রত্যেকটি কোণা সুনিপুণভাবে ধারণ করার চেষ্টা করেছে। শনিবার দুপুর দুটোর সময় প্রত্যেকটি ঘর এভাবে ধারণ করা হয়েছে। কিচেনের সিঙ্কের উপরে একটি গ্লাস রাখা রয়েছে।

হঠাৎ মুর কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলো। "ঐ গ্লাস–আপনারা কি এটাতে প্রাপ্ত লালার ডিএনএ বিশ্লেষণ করেছিলেন?"

"কেন করবো আমরা?"

"আপনি জানেন না এই গ্লাসটা কে ব্যবহার করেছিলো?"

"প্রথম অফিসার যখন ফোন করেছিলো তখন বাসাটিতে শুধুমাত্র দুজন মানুষ ছিল। ক্যাপরা এবং কর্ডেল।"

"দুটো গ্লাস তো কফি টেবিলে রাখাই রয়েছে। তাহলে এই তৃতীয় গ্লাস ব্যবহার করেছিলো কে?"

"উফফ, সারাদিন হয়ত সেটা কিচেনের ঐ সিঙ্কের উপরে অমনভাবেই রাখা ছিলো সেদিন। ঘটনার সাথে কোন সামঞ্জস্য পায়নি আমরা সেই গ্লাসের।"

ক্যামেরাম্যান রান্নাঘর থেকে বের হয়ে হলওয়ের দিকে এগোল।

মুর রিমোট কন্ট্রোলটি নিয়ে রিওয়াইন্ড বাটন টিপলো। কিচেনের অংশটুকু আবার প্রথম থেকে দেখতে শুরু করলো সে।

"কি?" জিজ্ঞেস করলো সিঙ্গার।

মুর উত্তর দিলো না কোন। কাছে এগিয়ে গিয়ে, স্ক্রিনে চলতে থাকা একই ঘটনা আবারও দেখতে লাগলো সে। ফলের ম্যাগনেট স্টিকারে সজ্জিত, রেফ্রিজারেটর। কিচেন কাউন্টারে রাখা ময়দা এবং চিনির বোতল। সিঙ্ক, পানির গ্লাস সহকারে। এরপর ক্যামেরা কিচেনের দরজার পাশ দিয়ে হলওয়ের দিকে তাক করলো।

মুর আবারও রিওয়াইন্ড বাটন টিপলো।

BOIGHAR.COM

"কি দেখছেন আপনি?" জানতে চাইলো সিঙ্গার ।

আবারও টেপটি পানির গ্লাসের অংশে নিয়ে আসা হল। ক্যামেরা আস্তে আস্তে হলওয়েের দিকে ঘুরছে। পজ বাটন টিপলো মুর। "এটা," বলল সে। "কিচেনের দরজা। এটা কোন জায়গা উন্মুক্ত করে?"

"উহ-বাড়ির পেছনের অংশ। লনে যাওয়া যায় দরজাটি দিয়ে।"

"বাড়ির পেছনের অংশে আর কি রয়েছে?"

"সংলগ্ন আশেপাশের জায়গা। অন্যান্য বাড়িগুলো।"

"আপনি কি সংলগ্ন জায়গাটির বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলেছিলেন? সে কি গুলির শব্দ পেয়েছিলো?"

"কি পার্থক্য হবে তাতে?"

মুর উঠে দাঁড়িয়ে মনিটররের কাছে গেলো। "কিচেনের এই দরজা," বলল সে, স্ক্রিনের দিকে নখ দিয়ে দেখিয়ে। "এখানে একটি চেইন রয়েছে। যা আটকানো নেই।"

সিঙ্গার চুপ হয়ে গেলো। "কিন্তু দরজা তো লাগানো ছিলো। দেখুন দরজার নবের বাটনের দিকে?"

"ঠিক ধরেছেন। বাটনের এরকম অবস্থান তখনই হওয়া সম্ভব যখন জায়গাটি থেকে বের হওয়ার সময় দরজাটি লাগাবেন পেছন থেকে।"

"আপনি কি নির্দেশ করছেন তাহলে?"

"ক্যাথারিন বাটন পুশ করলেও চেইনটা লাগিয়েছিল না কেন দরজার? রাতের বেলায় মানুষ এটি বাধ্যগত কাজ হিসেবে করেই থাকে, দিনে একবারের জন্য। বাটন লাগিয়ে সবাই চেইন উঠিয়ে দেয়। সে দ্বিতীয় ধাপটি বাদই রেখে দিয়েছিলো সেদিন।"

"হয়ত ভুলে গিয়েছিলো সে।"

"সাভানাতে তিনজন মেয়ে আগেই খুন হয়ে গিয়েছিলো। সে এতটাই ভীত ছিলো যে নিজের বিছানার নিচের অংশে সবসময় একটি বন্দুক রেখে দিতো। আমার মনে হয় না সে এই সামান্য বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলো।" সিঙ্গারের দিকে তাকালো সে। "হয়ত কেউ কিচেনের দরজা দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিলো।"

"বাসাটিতে শুধুমাত্র দুজন মানুষ ছিল। কর্ডেল এবং ক্যাপরা।"

মুর কিছুক্ষণ থেমে কি বলবে ভেবে নিলো। সে জিতবে না হারবে বিষয়টি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু সত্যটা বলতে বদ্ধপরিকর সে।

সিঙ্গার জানে তাদের এই কথোপকথন ঠিক কোন দিকে ধাবিত হতে চলেছে। "আপনি বলতে চাইছেন ক্যাপরার একজন সহযোগি ছিলো।"

"হ্যা।"

"এটা কি চেইন না লাগানো সামান্য ঘটনার বিপক্ষে বিরাট একটা উপসংহার না।"

গভিরভাবে দম নিলো মুর। "এখানে আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে। যে রাতে ক্যাথারিন কর্ডেলের উপরে হামলা করা হয়েছিলো, সে তার বাড়িতে আরেকটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলো। ক্যাপরা আরেকজন মানুষের সাথে কথা বলছিলো।"

"সে আমাকে এই বিষয়টি একবারের জন্যও বলেনি।"

"এটা ফরেনসিক হিপনোসিস সেশনের সময় বেরিয়ে এসেছে।"

সিঙ্গার হাসিতে ফেটে পড়লো হঠাৎ। "আপনি কি তাহলে পাগলের ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত? এ কারণেই বিষয়টি আমাকে মেনে নিতে হবে।"

"সেটার মাধ্যমেই বেরিয়ে এসেছিলো কিভাবে 'সার্জন' ক্যাপরার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অবগত। তারা দু-জন সহযোগি ছিলো। সার্জনের যৌথভাবে শুরু করা সেই অভিযান এখন একাই সম্পন্ন করছে সে নিজস্ব ধরণে। তাদের দুজনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়া একমাত্র জীবিত মানুষের পেছনে হন্যে হয়ে লেগে রয়েছে সে প্রতিনিয়ত।"

"পৃথিবীতে তো অনেক মেয়ে রয়েছে। কর্ডেলই কেন?"

"অসমাপ্ত প্রতিশোধ।"

"আমার কাছে এর তুলনায় আরেকটা ভালো তত্ত্ব রয়েছে।" সিঙ্গার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। "কর্ডেল হয়ত তার কিচেনের দরজার চেইন লাগাতে ভুলে গিয়েছিলো। বোস্টনের ছেলেটি খবরের কাগজের লেখাগুলো অনুসরণ করে কাজগুলো করে চলেছে। আপনার ফরেনসিক হিপনোটিস্ট ভুয়া কোন স্মৃতি সামনে এনে ধরেছে।" মাথা নাড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চললো সে। কৌতুকের শেষাংশ বলার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো হঠাৎ: "সত্যিকারের খুনি যদি ধরতে পারেন, আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন ডিটেক্টিভ মুর।"

মুর কোনরকমে কথাগুলো হজম করে গেলো। সে জানে এই কেসে সিঙ্গার নিজের কাজের ভুলত্রুটির উপরে পর্দা দেয়ার চেষ্টা করবে শুধুমাত্র এবং তার এরকম কাজে দোষারোপও করতে পারছে না পুরোপুরি মুর। নিজের তত্ত্ব নিয়ে সে এখন কিছুটা টালমাতাল অবস্থাতে রয়েছে। সুদূর পথ পারি দিয়ে সাভানাতে এসেছে শুধুমাত্র নিজের সহযোগি তত্ত্বের সত্যতা বা অযথার্থতা যাচাই করতে এবং এই অবস্থান থেকে কিছুতেই পিছিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয় তার পক্ষে।

আবারও প্লে বাটনে চাপ দিয়ে টিভি স্ক্রিনে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো সে।

ক্যামেরা এখন রান্নাঘর পার করে হলওয়ে বরাবর এগোচ্ছে। কিছু সময় দাঁড়ালো তা বাথরুমের কাছে–গোলাপি রঙের টাওয়েল, রঙবেরঙের মাছের শাওয়ার কার্টেন রয়েছে সেখানে। মুরের হাত ঘামতে শুরু করেছে। ভয় পাচ্ছে সে কি দেখতে চলেছে সামনে এটা চিন্তা করে, কিন্তু স্ক্রিন থেকে কোনমতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। বাথরুম থেকে ক্যামেরাটি সরে গোলাপি পিয়োনিস ফুলের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটার পাশ কাটিয়ে আবার হলওয়ের দিকে গেলো। কাঠের তৈরি মেঝেটিতে,

BOIGHAR.COM

রক্তাক্ত পদচিহ্নের দাগ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা হয়ত প্রথমে উপস্থিত হওয়া অফিসার এবং প্যারামেডিকসদের দ্বারা হয়েছে বলে ধারণা করলো মুর। এখানে শুধুমাত্র রক্তের কিছু বিক্ষিপ্ত দাগ পড়ে রয়েছে। দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে, কাঁপা কাঁপা হাতের কারণে ক্যামেরার ধারণকৃত ছবি এখন কম্পমান দেখাচ্ছে।

এরপর ক্যামেরাটি বেডরুমে ঢুকে পড়লো।

মুর অনুভব করলো তার পেট মোচড় দিয়ে আসছে, এই কারণে সে এই পর্যন্ত একইরকম যত ক্রাইম-সিন দেখে এসেছে সবগুলোর তুলনায় এটা একটু বেশি হলেও মারাত্মক। না, এই লোমহর্ষক গভির অনুভূতির কারণ জানে সে এবং যে মেয়েটি এই জায়গায় শিকার হয়েছে তার জন্য গভির দায়িত্ববোধ অনুভব করে। এই ঘরের স্থিরচিত্র এর আগেও দেখেছে, কিন্তু ভিডিওটির মত ভীতিপ্রদ অনুভূতি তার মধ্যে জাগাতে পারেনি সেগুলো। যদিও ক্যাথারিন ভিডিওটিতে নেই–সেই সময়ের মধ্যে হয়ত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো–কিন্তু তার উপর হওয়া প্রত্যেকটি অত্যাচারের খুঁটিনাটি প্রমাণ যেন টিভি স্ক্রিনে দেখতে পেলো মুর। যে নাইলনের কর্ড দিয়ে তার হাতের কব্জি এবং পায়ের গোড়ালি বেঁধে রাখা হয়েছিলো তখনও পর্যন্ত বিছানার চার অংশের সাথেই ঝুলছে। মুর দেখতে পেলো নাইটস্ট্যান্ডের উপরে রাখা সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতিগুলো-স্কালপেল এবং রিট্রাক্টরস। সবকিছু দেখলো সে এবং এর প্রভাব এত গভিরভাবে পড়লো যে মুর নিজের চেয়ারে মুঠো শক্ত করে বসে রইলো একইভাবে।

যখন ক্যামেরার লেন্স ঘুরলো অবশেষে, মেঝেতে পড়ে থাকা অ্যান্ড্রু ক্যাপরার নিথর দেহটি দেখতে পেলো সে, কোন ভাবাবেগ কাজ করলো না মুরের দেহটিকে দেখে; এমনিতেই কিছু সেকেন্ড আগে সে যে জিনিসগুলো সচক্ষে দেখেছে তাতে যারপরনাই অসাড় হয়ে গেছে। ক্যাপরার পেটের জখম থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়ে সেখানে একটা ছোটখাটো রক্তের নদী হয়ে গেছে। দ্বিতীয় গুলি, চোখে করার দরুণ, সেখানে গভির জখমের সৃষ্টি হয়েছে। মনে করতে পারলো সে দুটো গুলির সময়ের ব্যবধান পাঁচ মিনিটের কথা। যে দৃশ্যটি দেখছে গেঁথে নিলো মুর নিজের টাইমলাইনে। রক্তের ধারার পরিমাণের উপর নির্ভর করে বলা যায় ক্যাপরা জীবন্ত অবস্থাতেই সেখানে পড়ে গিয়েছিলো এবং প্রায় পাঁচ মিনিট যাবত তার রক্তক্ষরণ ক্রমাগত হয়েছিলো।

ভিডিওটেপটি শেষ হয়ে গেলো।

শূন্য স্ক্রিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো মুর, এরপর নিজের অসাড় অবস্থা কাটিয়ে ভিসিআরটি বন্ধ করে রেখে আসলো। এতটাই হতভম্ব হয়ে পড়েছে যে চেয়ার ছেড়ে এই মুহূর্তে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না তার। অবশেষে জায়গাটি থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। অ্যাটলান্টার তদন্তের ডকুমেন্টের ফটোকপির বক্সটি নিয়ে আসলো। যেহেতু এগুলো আসল কাগজ নয়, বরং কপি করা সেহেতু সে জিনিসগুলোকে এই জায়গা বাদে অন্য কোথাও

বসেও দেখতে পারবে।

হোটেলে ফিরে, গোসল সেরে, রুম সার্ভিসের পাঠানো হ্যামবার্গার এবং ফ্রাইস খেয়ে নিলো। একটু স্থিতিপূর্ণ অবস্থায় আসার জন্য এক ঘণ্টা টিভি দেখলো সে। কিন্তু পুরোটা সময়ব্যাপি শুধু চ্যানেল উল্টে পাল্টেই চলে যেতে লাগলো, ইচ্ছে করছে তার ক্যাথারিনকে ফোন করতে। ক্রাইম-সিনের শেষ ভিডিওটেপটি দেখে সে ভালোভাবে বুঝতে সমর্থ হয়েছে ঠিক কোন ধরণের দানব পিছু নিয়েছে তার এবং মুর ভালো বোধ করছে না এটা ভেবে।

দুবার ফোন হাতে নিয়ে রেখে দিলো সে। আবারও ফোন নিয়ে ইচ্ছেমত ডায়াল করলো সে, যে নম্বরটি খুব ভালোভাবে মুখস্ত রয়েছে তার। চারবার রিং হওয়ার পরে ক্যাথারিনের অ্যানসারিং মেশিনে সংযোগ পেলো।

ফোনটি রেখে দিলো সে কোন মেসেজ রেখে দেয়া ছাড়ায়।

ফোনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে লজ্জিত হলো সে, কিভাবে নিজের পণ থেকে বিচ্যুত করছে সে। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে সে, সব কাজ ত্বরান্বিত গতিতে নিয়ে যাবে, মারক্যুয়েটের অনুরোধে সম্মতি জানিয়েছে যে এই তদন্তের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে ক্যাথারিনের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। যখন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, আমি নিজে আমাদের মধ্যে সব ভুল বোঝাবুঝি ঠিক করে নেবো।

অ্যাটলান্টার ডকুমেন্টের স্তুপের দিকে তাকালো সে। এখন মধ্যরাত এবং এখনও কাগজগুলো দেখার কাজই শুরু করেনি। হাঁফ ফেলে অ্যাটলান্টা বক্স থেকে একটি ফাইল বের করে নিলো মুর।

ডোরা চিক্কোনির কেস, অ্যান্ড্রু ক্যাপরার প্রথম শিকার, পড়ার মত মোটেও সুখপ্রদ কিছুই নাই এতে। এমনিতেই সে এর সাধারণ বিবরণ একাধিকবার শুনে ফেলেছে; সিঙ্গারের ফাইনাল রিপোর্টে সব লেখা রয়েছে। কিন্তু মুর অ্যাটলান্টা থেকে আগত আসল রিপোর্টটি তখনও পর্যন্ত পড়েনি এবং এখন তাই সময় থাকতেই অ্যান্ড্রু ক্যাপরার প্রথম জীবনের কাজ থেকেই পর্যবেক্ষণের কাজটা শুরু করতে চাইলো সে। এটাই সেই জায়গা যেখানে সবকিছুর সূচনা হয়েছিলো। অ্যাটলান্টা।

প্রাথমিক ক্রাইম রিপোর্ট পড়লো সে, এরপর সাক্ষাৎকারের ফাইলগুলোর দিকে এগোল। চিক্কোনির প্রতিবেশিদের জবানবন্দি, স্থানিয় বার যেখানে মেয়েটিকে শেষবারের মত জীবন্ত দেখা গিয়েছিলো সেখানকার বারটেন্ডার এবং যে গার্লফ্রেন্ডটি তার দেহ আবিষ্কার করেছিলো মৃত্যুর পর প্রথমবার সাক্ষ্য রয়েছে তারও। সেখানে আরও একটি ফাইল রয়েছে যেটা সন্দেহভাজনের তালিকা এবং সন্দেহভাজনদের ছবি সম্বলিত; ক্যাপরা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত।

ডোরা চিক্কোনি বিশ বছর বয়সি এমোরির গ্রাড লেভেলের শিক্ষার্থি ছিলো। মৃত্যুর রাতে, মধ্যরাতের দিকে শেষ দেখা গিয়েছিল তাকে লা ক্যান্টিনাটে মার্গারিটা পানরত অবস্থায়। ঘটনার চল্লিশ ঘণ্টা পরে, বাড়িতে তার লাশ পাওয়া যায় নগ্ন এবং নাইলনের কর্ড দিয়ে বেঁধে রাখা অবস্থায়। গর্ভাশয় বের করে নিয়ে গিয়েছিলো খুনি,

BOIGHAR.COM

আর গলা গভিরভাবে চিরে রেখে গিয়েছিলো।

পুলিশ টাইমলাইন খুঁজে পেলো সে। এটা শুধুমাত্র একধরণের লিখিত খসড়া দস্তাবেজ, অ্যাটলান্টা পুলিশ হয়ত নিজেদের মধ্যে কিছু মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই চেকলিস্ট বানিয়েছিলো। এই পৃষ্ঠাগুলো দেখে তাদের দুর্বলতাগুলো বুঝতে পারছে সে এবং পড়তে পারছে ডিটেক্টিভের হতাশাজনক লেখাগুলো। নিজেও এই ধরণের অনুভূতি পার করে এসেছে সে, কিভাবে চব্বিশ ঘণ্টা সপ্তাহে পরিণত হয়, তারপর সপ্তাহ মাসে গড়ায় এবং এর পরেও ততদিন পর্যন্ত শক্ত প্রমাণ ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। অ্যাটলান্টার ডিটেক্টিভদের হাতে শক্তপোক্ত কিছুই আসেনি। ডোরা চিক্কোনির খুনি অধরাই থেকে গিয়েছিলো।

অটোপসি রিপোর্ট খুলে দেখলো সে।

ডোরা চিক্কোনির উপরে যে হত্যালীলা করা হয়েছিলো সেটা সুদক্ষ হাতের এবং সুকৌশলি মানুষের কাজ ছিলো না, যা ক্যাপরার পরবর্তি হত্যাকাণ্ডগুলোতে পরিষ্কারভাবে দেখা গেছে। পেটের নিম্নাংশের ক্ষতস্থানের অমসৃণ অংশগুলো প্রমাণ করে ক্যাপরা সেই সময় ততটাও আত্মবিশ্বাসি ছিলো না কাজের প্রতি্। তার বদলে তার মধ্যে সংকোচ কাজ করেছিলো অনেক বেশি পরিমাণে, ব্লেড নড়ে যাওয়ায় চামড়া অমসৃণ হয়ে গেছে। চামড়ার স্তর ভেদ করে, অদ্ক্ষ হাতের প্রক্রিয়াটি দেহের অভ্যন্তরীণ অংশে চালনা করেছিলো সে, মূত্রাশয় এবং অন্ত্র ছিন্নভিন্ন করে ব্লেড তার পুরস্কারস্বরূপ স্মারক বের করে নিয়ে আসতো। তার প্রথম শিকারে, ধমনিগুলো আটকে রাখার জন্য কোন ধরণের সেলাইয়ের প্রয়োগও করেছিলো না সে। ফলশ্রুতিতে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়েছিলো শিকারের এবং ক্যাপরা অন্ধভাবেই করেছিল কাজটা, তার শরীরতত্ত্ববিদ্যার জ্ঞান রক্তের ধারায় ভেসে গিয়েছিলো।

শুধুমাত্র কোন কৌশল ছাড়ায় ক্যুপ ডি গ্রেসের বিষয়টি সুদক্ষভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলো সে। একবারেই গভিরভাবে চিরে ধরার কাজটি করেছিল সে বাম থেকে ডান দিকে কণ্ঠনালী বরাবর, যেন তার ক্ষুধা সেই সময় থিতু হয়ে এসেছিলো এবং উন্মত্ততা বিলীন হয়ে পড়েছিলো। অবশেষে নিয়ন্ত্রণে এসেছিলো তার এবং সুদক্ষ হাতে হিমশীতল ভঙ্গিতে নিজের শেষকাজটুকু সম্পন্ন করেছিলো।

মুর অটোপসি রিপোর্টটি পাশে রেখে তার এক দিকের ট্রে-তে রাখা ডিনারের শেষাংশটুকুর দিকে তাকালো। হঠাৎ করেই বমির উদ্রেক হলে, ট্রে-টিকে দরজার বাইরে হলে রেখে দিয়ে আসলো সে। এরপর আবার ডেস্কে ফিরে এসে নতুন আরেকটি ফোল্ডার খুলে ক্রাইম ল্যাব রিপোর্ট বের করে নিলো সে।

প্রথম সিট একটা মাইক্রোস্কোপিক টেস্টের শিকারের ভ্যাজাইনাল ভল্টের সোওয়াব থেকে স্পার্মাটোজোয়া পাওয়া গেছে।

সে জানে পরবর্তিতে বীর্যের ডিএনএ বিশ্লেষণ করা হলে তা অ্যান্ড্রু ক্যাপরার বলে প্রমাণিত হয়। ডোরা চিক্কোনিকে হত্যার আগে, ক্যাপরা ধর্ষণ করেছিলো।

পরবর্তি পৃষ্ঠা ওল্টালো মুর এবং হেয়ার ও ফাইবারের স্তুপাকার রিপোর্ট পেলো।

শিকারের পিউবিক অঞ্চল আঁচড়িয়ে পরিস্কার করে পরীক্ষা করা হয়েছিলো। নমুনাগুলোর মধ্যে থেকে একটি লালচে বাদামি রঙের যৌনকেশ পাওয়া গিয়েছিলো, যা অ্যান্ড্রু ক্যাপরার বলে প্রমাণিত হয়েছিলো পরবর্তিতে। হেয়ার ও ফাইবার রিপোর্টের পরের পৃষ্ঠায় গেলো সে যেখানে ক্রাইম-সিনে পাওয়া বিভিন্ন চুলের নমুনার পরীক্ষণের রিপোর্ট রয়েছে। বেশিরভাগ মাথার চুল এবং যৌনকেশ সেখানে শিকারের নমুনার সাথে মিলে গিয়েছিলো। কম্বল থেকে এ বাদেও আরেকটি ছোট আকারের ব্লন্ড চুল সংগ্রহ করা হয়েছিলো, পরে যেটিকে মানুষের চুল নয় বলে ধারণা করা হয় এতে বিদ্যমান মেডুলার জটিল গঠনগত দিকের বৈশিষ্ট্যটি মাথায় রেখে। হাতে লেখা একটি লাইন অনুসারে: "শিকারের মায়ের একটা পোষ্য গোল্ডেন রিট্রাইভার ছিলো। একই ধরণের চুলের নমুনা শিকারের গাড়িতেও মিলেছে।"

হেয়ার ও ফাইবার রিপোর্টের শেষ পৃষ্ঠাতে এসে পৌছলো সে এবং আটকিয়ে পড়লো। এখানে আরও একটি চুলের বিশ্লেষণী রিপোর্ট রয়েছে, এই একজন মানুষের পরিচয় কখনও উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। এই চুলের নমুনাটি বালিশের উপরে পাওয়া গিয়েছিলো। যে কোন বাড়িতে, এরকম ধরণের অনেক পড়ে থাকা চুল পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক একজন মানুষের প্রায় এক ডজনের মত চুল এমনিই পড়ে যায় এবং গৃহকর্তার খুঁতখুঁতে ধরণের উপরে নির্ভর করে এবং ভ্যাক্যুয়াম করা, কম্বল, কার্পেট এবং কাউচ নিয়মিত পরিস্কার অপরিস্কারের উপর নির্ভর করে বিষয়টি সেই বাড়িটিতে ঠিক কতজনের আনাগোনা হয়েছে এবং চুলের এই তন্তুগুলো মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষাতে সহজেই বেরিয়ে আসে। বালিশের উপরে যে চুলটি পাওয়া গিয়েছিলো হয় সেটা তার কোন প্রেমিকের অথবা কোন অতিথির অথবা কোন আত্মীয়ের। কিন্তু তাই বলে এটা অ্যান্ড্রু ক্যাপরার নয়।

মানুষের মাথার একটি চুল, হালকা বাদামি বর্ণের, এ০(বক্র), শ্যাফট লেন্থ ৫ সেন্টিমিটার। টেলোজেন পর্যায়ের।ট্রাইকোরহেক্সিস ইনভ্যাজিনাটা। উৎস অজ্ঞাত।

ট্রাইকোরহেক্সিস ইনভ্যাজিনাটা। ব্যাম্বু হেয়ার।

'সার্জন' এখানে ছিলো।

পেছনে হেলান দিয়ে বসলো সে। দিনের বেলায় ফক্স, ভুরহিস, টরিগ্রোসা এবং কর্ডেলের ল্যাব রিপোর্ট পড়েছিলো সে। কোন ক্রাইম-সিনেই ট্রাইকোরহেক্সিস ইনভ্যাজিনাটা সম্পন্ন চুল মেলেনি।

কিন্তু ক্যাপরার সহযোগি তার সাথে সর্বত্রই ছিলো। অদৃশ্যের মত, না সে নিজের বীর্যের নমুনা রেখে গেছে, না ডিএনএ। তার উপস্থিতির একমাত্র প্রমাণ চুলের এই একমাত্র তন্তু এবং ক্যাথারিনের তার স্বরের আবছায়া স্মৃতি।

তাদের পার্টনারশিপ প্রথম হত্যাকাণ্ড থেকেই তাহলে শুরু হয়েছিলো। অ্যাটলান্টাতে।

অ ধ্যা য় ২০

পিটার নিজের রক্তাক্ত হাতটি উঠিয়ে নিলো। ক্যাথারিন ট্রমা রুমে প্রবেশ করলে সে তার দিকে ঘুরে তাকালো। তাদের ভেতরে মানসিক টানাপোড়েন যাই সৃষ্টি হোক না কেন, যতই পিটারের উপস্থিতিতে ক্যাথারিন অস্বস্তিবোধকরুক না কেন, সবকিছু এই মুহূর্তে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলো তারা। যুদ্ধের উত্তপ্ত পর্যায়ে একই সাথে কাজ করার বৈষয়িকতার বিষয়টি এখনও ছাড়তে পারেনি তারা।

"আরেকটি আসছে!" বলল পিটার। "সব মিলিয়ে চারটা হলো। তারা এখনও তাকে গাড়ি কেটে বের করার চেষ্টা করছে।"

ইন্সিশনের ফলে রক্ত এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। ট্রে থেকে একটি ক্ল্যাম্প তুলে নিয়ে খোলা পেটটিতে আটকে দিলো।

"আমি সাহায্য করছি তোমাকে," ক্যাথারিন বলল এবং জীবাণুনাশক গাউনের টেপ সিল খুলে নিলো।

"না, আমি এটা সামলে নিতে পারবো। রুম টু তে কিম্বালের সাহায্যের প্রয়োজন।"

তার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন দেরি না করে অ্যাম্বুলেন্স পৌছে গেলো, আর দেয়াল ভেদ করে আসা তীক্ষ্ণ শব্দটি কানে এসে আসলো তাদেরও।

"এটা তোমার জন্য," ফ্যাঙ্কো বলল। "মজা পাবে আশা করি।"

ক্যাথারিন অ্যাম্বুলেন্স লোডিং ডকের দিকে এগোল। ইতিমধ্যে, ড. কিম্বাল এবং দুজন নার্স বাহনটির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কিম্বাল যখন অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খুলে ধরলো, রোগির আর্তনাদ শুনতে পেলো তারা।

তরুণটির হাত এবং কাঁধে উল্কি করা। মেডিকেলের কর্মিগুলো যখন তাকে স্ট্রেচারে উঠালো বারবার সে বাড়ি খেয়ে গালিগালাজ করলো। ক্যাথারিন তাকে শুইয়ে রাখা রক্তাক্ত সিটের দিকে দেখা মাত্রই বুঝতে পারলো কেন সে এতটা আর্তনাদ করছে।

"আমরা তাকে সিনে প্রায় টন খানেক মরফিন দিয়েছি," ট্রমা টু তে নিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে প্যারামেডিক জানালো। "মনে হচ্ছে কোন কাজে দেয়নি সেটা!"

"কতটুকু দিয়েছিলে?" ক্যাথারিন জানতে চাইলো।

"চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ মিলিগ্রাম আইভি। রক্তচাপ কমতে থাকলে আমি দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম।"

"আমার দিকে ঠেলো!" একজন নার্স বলল। "এক, দুই, তিন!"

"হে জিশু, কি যন্ত্রণা!"

"আমি জানি, সুইটি; আমি জানি।"

"আপনি ঘোড়ার ডিম জানেন!"

"আপনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো অনুভব করবেন। আপনার নাম কি?"

"রিক...ওহ্ গড, আমার পা-"

"রিক কি?"

"রোলান্ড!"

"আপনার কি কোন ধরণের অ্যালার্জি রয়েছে, রিক?"

"শালা আপনাদের সমস্যা কি বলুন তো?"

"আমাদের মেলা সমস্যা রয়েছে?" হাতে গ্লাভস পরে নেয়ার সময় ক্যাথারিন বলল।

"রক্তচাপ ১০২/৬০ এখন। হৃদস্পন্দন একশো ত্রিশ।"

"দশ মিলিগ্রাম মরফিন, আইভি পুশ," কিম্বাল নির্দেশ করলো।

"শিট! আমাকে একশো দিন!"

যখন সকল স্টাফরা রক্ত নিতে এবং আইভি ব্যাগ লাগাতে ব্যস্ত, ক্যাথারিন রক্তাক্ত সিটটি তুলে ফেললো এবং তার দম আটকে আসলো যখন এমার্জেন্সি ট্যুরনিক্যুয়েট ব্যান্ডেজ বাঁধা ভগ্নপ্রায় পায়ের মত অংশটি দেখতে পেলো সে। "ত্রিশ মিলিগ্রাম দাও," নির্দেশ দিলো ক্যাথারিন। ডান পায়ের নিচের অংশটা কিছু চামড়ার সাথে শুধু ঝুলে রয়েছে। প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পা-টি থেকে লাল রঙের পেশি বের হয়ে আছে, পেছনের দিকে ঘুরে গেছে তার গোড়ালির অংশ।

পায়ের আঙুলগুলো স্পর্শ করলে অনুভব করলো সে সেগুলো একেবারেই হিমশীতল হয়ে পড়েছে; কোন সন্দেহ নেই এই অংশে অসাড় হয়ে গেছে তার।

"তারা বলছে ধমনি দ্রুতবেগে রক্ত সঞ্চালন করছে," প্যারামেডিক বলল। "সিনে পৌছানো প্রথম পুলিশই তার পায়ে প্রথম ট্যুরনিক্যুয়েট ব্যান্ডেজ বেঁধেছিলো।"

"সেই পুলিশ তার জীবন রক্ষা করেছে।"

"মরফিন প্রবেশ করেছে দেহে!"

ক্যাথারিন ক্ষতের উপরে আলো এগিয়ে নিয়ে আসলো। "দেখে মনে হচ্ছে পপলিটিয়্যাল নার্ভ এবং ধমনি উভয় ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার পায়ে রক্তনালীর আর কোন সংযোগ নেই।" কিম্বালের দিকে তাকালো সে এবং উভয়েই বুঝতে পারলো কি করতে হবে তাদের।

"চল, একে ও.আর-এ নিয়ে যাওয়া যাক," বলল ক্যাথারিন। "সে কিছুটা স্থির পর্যায়ে এসেছে যাতে তাকে স্থানান্তর করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই ট্রমা রুমও খালি হবে তাহলে।"

"আবারও একটা আসলো," বাইরে পৌছানো অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ পেয়ে কিম্বাল বলে উঠলো। ঘুরে দাঁড়ালো সে যাওয়ার জন্য।

"হে, হে!" রোগিটি কিম্বালের হাত টেনে ধরলো। "আপনি কি ডাক্তার না? ব্যথা হচ্ছে আমার প্রচণ্ড! এই কুত্তিগুলোকে বলুন কিছু করতে!"

BOIGHAR.COM

কিম্বাল ক্যাথারিনের দিকে বাঁকাভাবে তাকালো। বলল, "তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন, বন্ধু। এই কুত্তিগুলোই হয়ত আপনাকে বাঁচানোর কাজটি করবে।"

পা কেটে ফেলার বিকল্প উপায়টি ক্যাথারিন সচরাচর গ্রহণ করে না। যদি কোন পায়ের ভাঙা অংশ কোনক্রমে বাঁচানো সম্ভব হয় তাহলে নিজের সর্বাত্মক দিয়ে তা জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু যখন সে ও.আর-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় আধা ঘন্টা পরে হাতে একটা স্কালপেল নিয়ে, রোগির পায়ের ভগ্নাংশের দিকে তাকিয়ে তার কাছে বিকল্প পন্থাটিই মূখ্য হয়ে দাঁড়ালো। হাঁটুর কাফের অংশ ক্ষয়ে গেছে তার এবং টিবিয়া ফিবুলা ভেঙে ছোট ছোট ধারাল খণ্ডে পরিণত হয়েছে। অক্ষত বাম পায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো সে একসময় এই পা-টিও পেশিবহুল এবং শক্ত ছিলো, সূর্যের তাপে যা তামাটে রঙ ধারণ করেছে। পায়ের নিম্নভাগের অংশটুকু বিকৃত কোণে চলে গেলেও তা বর্তমান রয়েছে এখনও–স্যান্ডেলের স্ট্রাপের দাগ রয়েছে তাতে এবং নখের মধ্যে ধুলো দেখা যাচ্ছে। এই রোগিকে তার পছন্দ হয়নি কোনভাবেই এবং ব্যথায় কাতর হয়ে তাকে এবং অন্যান্য মহিলা নার্সকে গালিগালাজ ও অভিশাপ দেয়ার বিষয়টিও ভালো নজরে দেখেনি সে। কিন্তু যখন তার স্কালপেল পেশি ভেদ করে চামড়া সরিয়ে রোগির ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া টিবিয়া ফিবুলা আলাদা করতে বাধ্য হলো, কেমন যেন নিজের মধ্যে একটা দুঃখ ভারাক্রান্তভাব অনুভব করলো ক্যাথারিন।

ও.আর নার্স টেবিল থেকে কেটে ফেলা পা-টা সরিয়ে নিলো এবং সেখানে একটি কাপড় প্যাঁচিয়ে দিলো। যে পা একসময় সৈকতের উষ্ণ বালুর পরশ নিয়েছে, এখন সময় এসেছে তার ভস্ম হওয়ার। হাসপাতালের প্যাথলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্যান্য যেসব অঙ্গ পাওয়া যায় সে সবকিছুর সাথেও এই পা-টিকেও সৎকার করে ফেলবে তারা।

অপারেশনের পর ক্যাথারিন বিষন্নতা অনুভব করলো। যখন সবশেষে নিজের গ্লাভস এবং গাউন খুলে ফেলে ও. আর থেকে বেরিয়ে আসলো, বাইরে অপেক্ষমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা জেন রিজোলির সাথে কথা বলার মত মানসিকতা আর অবশিষ্ট ছিলো না তার।

সিঙ্কের কাছে গিয়ে হাতে লেগে থাকা ট্যাল্ক এবং লেটেক্সের গন্ধ দূর করার জন্য হাত ধুয়ে নিলো সে। "এখন মধ্যরাত, ডিটেক্টিভ। আপনি কি ঘুমান না?"

"আমাদের ঘুমের সুযোগটুকুও ঠিক আপনাদের মত ডাক্তার। আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে।"

"আমি তো ভেবেছিলাম আপনি এই কেসের অংশ হিসেবে আর নাই।"

"আমি কখনও এই কেস থেকে বাদ পড়বো না। যার যা খুশি বলতে থাকুক।"

ক্যাথারিন নিজের হাত মুছে নিয়ে রিজোলির দিকে তাকালো। "আপনি আমাকে বিশেষ একটা পছন্দ করেন না তাইনা?"

"আমি আপনাকে পছন্দ করি বা না করি সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না।"

"এটা কি আমার বলা কোন কথার কারণে হয়েছে? কিছু করেছি কি আমি?"

"দেখুন, আজকের রাতে এখানে কি আপনার ডিউটি শেষ হয়েছে?"

"এটা মুরের কারণে, তাইনা? এই কারণে আপনি আমাকে অপছন্দ করেন।"

রিজোলির চোয়াল শক্ত হয়ে আসলো। "ডিটেক্টিভ মুরের ব্যক্তিগত জীবন তার একান্ত বিষয়।"

"কিন্তু আপনি সেরকম পছন্দ করেন না।"

"সে আমার কাছে কখনও এসব ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেনি।"

"আপনার বিষয় তো আমার কাছে অন্তত পরিস্কার।"

রিজোলি তার দিকে বিরক্তিসূচক দৃষ্টিতে তাকালো। "আমি মুরের অন্ধভক্ত ছিলাম। আমি ভাবতাম সে অন্য ধরণের মানুষ। এমন একজন পুলিশ যে কখনই নিজের সীমালঙ্ঘন করবে না। কিন্তু ঘটনা পুরো বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো, সে আর দশ জনের সাদৃশ্যপূর্ণ হিসেবেই প্রমাণিত হলো। আমি যে জিনিসটা বিশ্বাস করতে পারছি না কোনভাবেই কিভাবে সে একজন মেয়ের প্রতি এত বেশি দুর্বল হয়ে গণ্ডগোল করে ফেললো নিজেকেই।"

ক্যাথারিন তার ও.আর এর ক্যাপ খুলে নোংরা ফেলার বিনে ফেলে দিলো তা। "সে হয়ত জানে ভুল করেছে সে," এই কথা বলে ও.আর এর দরজা ঠেলে হলওয়ের দিকে এগিয়ে চললো সে।

রিজোলি তাকে অনুসরণ করে আসলো। "কখন থেকে?"

"যখন সে বিনা বাক্যব্যয়ে এই শহর ছেড়েছে। আমার ধারণা, আমি শুধু তার বিক্ষিপ্ত ভুলের কারণ ছিলাম।"

"সত্যি কি সে আপনার জন্য তা-ই? আপনার বিক্ষিপ্ত ভুল?"

ক্যাথারিন হলওয়েতে দাঁড়িয়ে পড়লো, চোখে পানি চলে এসেছে তার অকস্মাৎ। জানি না আমি। আমি জানিনা কি ভাবতে হবে।

"আপনি এসব কিছুর কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন, ড. কর্ডেল। আপনি মঞ্চে রয়েছেন এখন এবং আপনার উপরেই মনোযোগ প্রত্যেকটা মানুষের। মুরেরও। সার্জনেরও।"

ক্যাথারিন রিজোলির দিকে রাগান্বিত চোখে তাকালো। "আপনার কি মনে হয় আমি এগুলো মন থেকে চেয়েছিলাম? আমি কখনও শিকার হতে চাইনি!"

"কিন্তু ঘটনাগুলো তো আপনাকে কেন্দ্র করেই ঘটছে তাইনা? আপনার সাথে সার্জনের কোন না কোন একটা উদ্ভট যোগসূত্র তো রয়েছেই। আমি প্রথমে দেখতে পায়নি তা। আমি ভেবেছিলাম সে ঐ অন্যান্য মেয়েদের শিকার করেছে নিজের অসুস্থ কল্পনার অংশ হিসেবে। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সব কিছু আপনাকে কেন্দ্র করেই করেছে সে। সেই ধরণের বিড়ালের মত যে পাখি শিকার করে বাড়িতে মৃত পাখিটি নিয়ে এসে তার মালিকের উদ্দেশ্যে অর্পণ করে, শিকারি হিসেবে তার সার্থকতা প্রমাণের লক্ষ্যে। সেই শিকারগুলো হয়ত সে আপনাকেই নিবেদন করেছিলো। আপনি সেগুলো দেখে যতটা ভয় পাবেন, ততটাই বেশি নিজেকে শক্তিশালি অনুভব

করবে সে। এই কারণে সে নিনা পিটনকে হাসপাতালে হত্যা করার চিন্তা করেছিলো, যখন মেয়েটি আপনার তত্ত্বাবধানে ছিলো। সে চেয়েছিলো আপনি তার কৌশল সম্পর্কে অবগত হয়ে যান ভালোভাবেই। আপনি তার একমাত্র অবসেশন। এই কারণে আমি জানতে চাই ঠিক কি কারণে।"

"সেই একমাত্র মানুষ যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।"

"আপনার কোন ধারণা নেই তাহলে?"

"কিভাবে ধারণা থাকবে আমার? আমি তো এটাও জানিনা সে কে।"

"সে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার সাথে উপস্থিত ছিলো। হিপনোসিসের সময় বলা কথার যদি সত্যতা থাকে তো।"

"সেই রাতে আমি শুধু অ্যান্ড্রুকেই দেখেছিলাম। অ্যান্ড্রুকেই শুধু..." থেমে গেলো সে। "হয়ত আমি তার মূল অবসেশন নই ডিটেক্টিভ। আপনি কি সেই ব্যাপারটা নিয়েও কখনও ভেবেছেন? হয়ত তার অবসেশন অ্যান্ড্রু।"

রিজোলি ভ্রুকুটি করে তার এই কথাটি শুনে হঠাৎ অবাক হয়ে গেলো। ক্যাথারিন হঠাৎ বুঝতে পারলো সে সত্য বিষয়টার দিকেই আলোকপাত করে ফেলেছে। সার্জনের পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ক্যাথারিন নয় বরং অ্যান্ড্রু ক্যাপরা। যে মানুষটিকে অনুকরণ করতে চায় সে, হয়ত বন্দনা করে সে ক্যাপরার, যে সহযোগিকে ক্যাথারিন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে সারাজীবনের মত দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

হাসপাতালের অ্যাড্রেস সিস্টেমে যখন তার নাম শোনা গেল হঠাৎ সম্বিত ফিরলো তার।

"ড. কর্ডেল, স্ট্যাট, ই. আর। ড. কর্ডেল, স্ট্যাট, ই. আর।"

ঈশ্বর, তারা কি কখনও আমাকে একা ছাড়বে না?

এলিভেটরের ঢুকে নিচে যাওয়ার জন্য বাটনে চাপ দিলো সে।

"ড. কর্ডেল?"

"আপনার প্রশ্ন শোনার মত কোন সময় নেই আমার। রোগি অপেক্ষায় রয়েছে।"

"কখন সময় পাবেন তাহলে?"

এলিভেটরের দরজা খুললে ক্যাথারিন ঢুকে পড়লো তাতে, সৈনিকের মত ভঙ্গিতে পেছন ঘুরে বলল সে। "আমার রাত কেবল শুরু হলো।"

রক্তের মাধ্যমে আমি চিনতে পারি তারা ঠিক কেমন।

র‍্যাকে রাখা রক্তের টিউবগুলোর দিকে এমনভাবে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যায় যেমনটা কিছু মানুষ বক্সে রাখা চকলেটের প্রতি আকৃষ্টবোধ করে এবং ভাবে কোনটা বেশি সুস্বাদু হবে। আমাদের রক্ত আমাদের মতই অনন্য, আর আমি আমার বাহ্যিক চোখের সাহায্যেই রক্তের বিভিন্ন রঙের ধরণ বুঝতে সক্ষম, কখনও তা টকটকে লাল হয় আবার কখনও তা ব্ল্যাক চেরির মত। আমি পরিচিত সেই সব বিষয়ের সাথে যা রক্তের এই বিভিন্নতার জন্য দায়ি থাকে; আমি জানি হিমোগ্লোবিনের কারণে রক্ত লাল হয় এবং অক্সিজেনেশনের বিভিন্ন ধাপের উপর ভিত্তি করে সেটার রঙ বদলায়।

শুধুমাত্র রসায়ন এগুলো, আর বেশি কিছু নয়, কিন্তু হুম, এই রসায়নেরই ক্ষমতা থাকে অনেক সহজ বিষয় দিয়েই শিহরণ সৃষ্টি করার। সকলেই আমরা তাই রক্ত দেখলে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

প্রতিদিন দীর্ঘসময়ব্যাপি দেখার পরেও, এর শিহরণ ন্যূনতম কমেনি আমার ক্ষেত্রে।

আমি র‍্যাকের দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। টিউবগুলো পুরো বোস্টন শহরব্যাপি বিস্মৃত বিভিন্ন ডাক্তারের অফিস, ক্লিনিক এবং হাসপাতাল থেকে এসেছে। এই শহরে আমাদের ডায়াগনোস্টিক ল্যাবটিই সর্বাপেক্ষা বড়। বোস্টনের অন্য কোথাও, কেউ যদি ফ্লেবটোমিস্টের সূচের নিচে নিজের হাত সমর্পণ করে দেয় সেই রক্তের নমুনা রাস্তা খুঁজে খুঁজে আমাদের কাছে এসে পৌছাবেই। অন্তত আমার কাছে।

আমি প্রথম র‍্যাকের নমুনাগুলো পরীক্ষা করি। প্রত্যেক টিউবের লেবেলের উপরে রোগির নাম, ডাক্তারের নাম এবং তারিখ লেখা রয়েছে। র‍্যাকের পাশে স্তুপ করে তৎসংশ্লিষ্ট কিছু রিক্যুইজেশন ফর্ম রাখা। ফর্মগুলোর কাছে গিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম সেগুলো, নাম দেখছি সবার।

কাগজের স্তুপের এক জায়গায় এসে থেমে পড়লাম আমি। ৭৫৩৬ ক্লার্ক রোড, ব্রুকলিন নিবাসি পঁচিশ বছর বয়সি ক্যারেন সোবেলের রিক্যুইজেশন ফর্ম দেখছি এখন। ককেশিয়ান এবং অবিবাহিত সে। ফর্মে দেয়া তথ্য অনুসারে আমি জানি এগুলো, সাথে তার সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর, মালিকের নাম এবং ইনস্যুরেন্স ক্যারিয়ারের বিষয়টিও জেনে নিলাম।

ডাক্তার তার রক্তের দুটো টেস্ট করতে দিয়েছে: এইচআইভি স্ক্রিন এবং সিফিলিসের জন্য ভিডিআরএল পরীক্ষা।

পরীক্ষণের লাইনে ডাক্তার আরও লিখেছে: "যৌন নির্যাতন।"

র‍্যাক থেকে আমি ক্যারেন সোবেলের রক্তের টিউবটি নিয়ে নিলাম। গাঢ় এবং একইসাথে মলিনতা আছে রক্তের রঙে, রক্তটি জখমী প্রাণীর। হাতে নিয়ে রক্তটি গভিরভাবে দেখি, আমার স্পর্শে এটি উষ্ণতা লাভ করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করতে পারছি ক্যারেন নাম্নী মেয়েটিকে। ভগ্নপ্রায় এবং বিপর্যস্ত। অধিগ্রহণের অপেক্ষায় আছে যে।

এরপর আমি একটা কণ্ঠস্বর শুনে থতমত খেয়ে গেলাম এবং তাকালাম।

ক্যাথারিন কর্ডেল এসেছে আমার ল্যাবে।

এতটাই কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, আমি তার সংস্পর্শ অনুভব করতে পারছি খুব কাছ থেকেই। তাকে মধ্যরাত এবং ভোরের সন্ধিক্ষণে এখানে দেখে অনেক বেশি অবাক হয়েছি আমি। খুব কম সময়ই কোন ডাক্তার আমাদের এই পাতালপুরীতে এসে থাকে এবং তাকে দেখে এই মুহূর্তে এক অবর্ণনীয় শিহরণ অনুভব করছি আমি যেন পাতালরাজ হেডেসের কাছে পার্সিফোনি হেঁটে এসেছে।

ভেবে অবাক না হয়ে পারছি না ঠিক কি কারণে এসেছে ক্যাথারিন। এরপর

তাকে খড়-রঙা তরল সমৃদ্ধ টিউব পাশের বেঞ্চের টেকনিশিয়ানকে দিতে দেখলাম, কিছু শব্দ শুনতে পেলাম 'প্লিউরাল ইফিউশন,', বুঝতে পারলাম আমি কেন এসেছে সে এই জায়গায় । অন্যান্য অনেক ডাক্তারের মত, সে-ও হাসপাতালের ক্যুরিয়ার সিস্টেমের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না দেহের কিছু মূল্যবান তরল সংশ্লেষণের পাঠানোর মাধ্যম হিসেবে এবং নিজেই এই কারণে টিউবগুলো পিলগ্রিম হাসপাতাল এবং ইন্টারপ্যাথ ল্যাবস বিল্ডিং সংযোগকারি টানেলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে নিয়ে এসেছে সে।

আমি দেখতে পেলাম চলে যাচ্ছে সে। আমার বেঞ্চের পাশ দিয়েই বেরোল। ঘাড় কাঁপছে তার এবং হাল্কা টাল খেতে খেতে মৃদু পায়ে এগিয়ে যেতে থাকলো যেন নিজের সাথেই সংগ্রাম করছে। পরিশ্রম এবং ফ্লুরোসেন্ট আলোর কারণে তার মুখের চামড়া আরও অনেক বেশি ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে আজকে। হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে দরজার পেছনে, জানতেও পারলো না কোনভাবেই যে এতসময় তাকে দেখছিলাম এই আমি।

আবারও ক্যারেন সোবেলের টিউবের দিকে তাকালাম, শক্ত করে ধরে রাখলেও হঠাৎ আমার কাছে রক্তটি নিষ্প্রভ এবং প্রাণহীন মনে হলো। এমন একটা শিকার যার উপর আক্রমণ চালিয়ে মজা নেই। অন্ততপক্ষে তার সাথে তুলনা করে তো নাই যে কিছুক্ষণ আগেই আমার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলো।

আমি এখনও ক্যাথারিনের সুমিষ্ট গন্ধ পাচ্ছি।

কম্পিউটারে লগ ইন করে 'ডাক্তারের নাম' এর ঘরে লিখলাম 'সি.কর্ডেল।' স্ক্রিনে গত চব্বিশ ঘণ্টায় তার নির্দেশে আসা প্রত্যেকটি ল্যাব টেস্ট ভেসে উঠলো। আমি দেখতে পাচ্ছি সে হাসপাতালে প্রায় রাত ১০:০০ টা থেকে রয়েছে। এখন সকাল ৫:৩০ বাজে এবং শুক্রবার আজ। তার সামনে ক্লিনিকে একদিনের পূর্ণচিত্র রয়েছে ।

আমার কাজের সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে।

আমি যখন বিল্ডিং থেকে বের হলাম, তখন সকাল ৭:০০ বাজে, আর সকালের সূর্য এসে সোজাসুজি চোখে আঘাত করলো। সারাদিনের গরমের আভাস বোঝা যাচ্ছে এখনই । আমি মেডিকেল সেন্টার পার্কিং গ্যারেজে গিয়ে এলিভেটরে প্রবেশ করে পঞ্চম তলায় আসলাম এবং গাড়িগুলোর স্টল #৫৪১ এর দিকে অগ্রসর হলাম, যেখানে তার গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে। একটা সবুজাভ হলুদ রঙের মার্সিডিজ, এই বছরেই বেরিয়েছে এটা। ক্যাথারিন এটাকে একদম চকচকে করে রেখেছে।

পকেট থেকে চাবির রিংটি বের করে নিলাম যা আমি প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে সংরক্ষণ করে রেখেছি অত্যন্ত নিরাপদে এবং তার মধ্যে একটি চাবি তার গাড়ির ট্রাঙ্কে লাগালাম।

ট্রাঙ্কটি খুলে গেলো।

ভেতরে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পরীক্ষা করে দেখলাম আমি এবং ট্রাঙ্ক রিলিজ লিভার খুঁজে পেলাম সেখানে, ট্রাঙ্কের ভেতরে বাচ্চামানুষ আটকে পড়লে জিনিসটা

খুব ভালো কাজে দেয়।

গ্যারেজে আরেকটি গাড়ির শব্দ পেলাম হঠাৎ। মার্সিডিজের ট্রাঙ্ক দ্রুত আটকে হেঁটে চলে গেলাম আমি।

প্রায় দশ বছরব্যাপি বর্বরোচিত ট্রোজান যুদ্ধ ব্যাপ্ত হয়েছিলো। কুমারী ইফিজেনিয়ার রক্ত আউলিসের বেদিতে সমর্পণ করার ফলে হাজারো গ্রিক যুদ্ধজাহাজ অবশেষে ট্রয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু গ্রিকদের জেতার জন্য যুদ্ধটা ততটাও সহজ ছিলো না কারণ দেবতাদের রাজসভা অলিম্পাস দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো। ট্রয়ের দিকে ছিল আফ্রোদিতি এবং অ্যারেস, অ্যাপোলো এবং আর্টেমিস। গ্রিকদের দিকে ছিলো হেরা, অ্যাথেনা এবং পসেইডন। বিজয় এই কারণে কখনও ট্রয়ের দিকে যাচ্ছিলো তো কখনও গ্রিকদের দিকে, যেন বাতাসের বেগ পরিবর্তন। বীরযোদ্ধারা একে অপরকে হত্যাযজ্ঞে নেমে পড়েছিলো এবং কবি ভার্জিলের মতে সেই সময়ে পৃথিবীতে রক্তের ধারা দীর্ঘদিনব্যাপি বয়েছিলো।

অবশেষে, পরাক্রম নয় বরং চালাকির কারণেই ট্রয় হার মানে গ্রিকদের কাছে। ট্রয়ের শেষ দিনে, তার সৈনিকেরা বিরাট একটা কাঠের ঘোড়ার দর্শন পায়, স্ক্যায়িয়ান গেটের কাছে।

যখন আমি সেই ট্রোজান ঘোড়ার কথা ভাবি,ট্রয় সৈনিকদের বোকামোর কথা ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। যখন তারা মূর্তিটিকে গড়িয়ে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়েছিল, তারা কিভাবে জানতে পারলো না যে শত্রু সেখানে তাদের জন্য ওত পেতে বসে রয়েছে? কেন তারা সেটিকে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশের বিষয়টিও মাথায় আনতে পেরেছিল? কেন তারা সেই রাতটা স্ফূর্তি করে কাটিয়েছিল বিজয়ের উল্লাসে, কিভাবে তারা বিজয়ের নেশায় এত উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল? আমি চিন্তা করি আমি ঐ জায়গায় থাকলে ভালো কিছু ভাবতে পারতাম।

তারপরেও এটা তাদের সেই অভেদ্য দেয়াল ছিল যা তাদের কিছুটা প্রসন্ন অবস্থায় রেখেছিল। দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে এবং ব্যারিকেডগুলো শক্ত করে লাগালে, শত্রুরা কিভাবে হামলা করতে সফল হবে তাদের উপরে, বিশ্বাস ছিল এটাই? তারা দেয়ালের ওপারেই থেকে যাবে।

তাদের মধ্যে কেউ এই সম্ভাবনার কথা ভাবতেও পারেনি যে শত্রুপক্ষের কেউ দরজার এপাশেও থাকতে পারে। তাদের পাশেই বিচরণ করতে পারে সন্দেহের উদ্রেক না করে।

কফিতে ক্রিম আর চিনি মেশাতে মেশাতে আমি চিন্তা করছি সেই কাঠের ঘোড়াটিকে নিয়ে।

অবশেষে টেলিফোনটি তুলে নিলাম।

"সার্জারি অফিস; আমি হেলেন বলছি," রিসিপশনিস্ট উত্তর দিলো।

"আমি কি ড. কর্ডেলের সাথে আজকে বিকেলে দেখা করতে পারি?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

BOIGHAR.COM

"এমার্জেন্সি আছে কোন?"

"আসলে সেরকম কিছু নেই। পিঠে একটা নরম পিণ্ডের মত সমস্যা অনুভব করছি আমি। ব্যথা হচ্ছে না যদিও, কিন্তু আমি তার সাথে বিষয়টা একটু আলোচনা করতে চাইছিলাম।"

"তাহলে দু-সপ্তাহের মধ্যে আপনার সাক্ষাৎপর্ব তার সময়ের সাথে মিলিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি।"

"আমি কি তার সাথে আজকে বিকেলে দেখা করতে পারি না? তার শেষ সাক্ষাৎপর্বের পর?"

"আমি দুঃখিত, মি.–আপনার নামটা যদি দয়া করে জানাতেন?"

"মি.ট্রয়।"

"মি.ট্রয়। কিন্তু ড. কর্ডেল পাঁচটা পর্যন্ত আজকে ব্যস্ত থাকবে এবং এরপরে সে সোজা বাড়িতে যাবে। দুই-সপ্তাহের আগে আমি তার সাথে আপনার সাক্ষাৎপর্ব তৈরি করে দিতে পারব না।"

"তাহলে সমস্যা নেই। আমি অন্য ডাক্তারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে নেবো।"

রেখে দিলাম ফোনটি। আমি জানি এখন পাঁচটার কিছুসময় পরে, সে নিজের অফিস থেকে বের হবে। ক্লান্ত থাকবে সে; নিশ্চিতভাবে নিজের বাড়িতেই যাবে গাড়ি চালিয়ে।

এখন সকাল ৯: ০০ টা বাজে। আজকের দিনটা শুধু প্রতীক্ষার।

প্রায় রক্তাক্ত দশ বছর পর, গ্রিকরা দখল করে নেয় ট্রয়ের সাম্রাজ্য। দশ বছর ধরে তারা অধ্যবসায়ে লিপ্ত ছিলো শত্রুপক্ষের দেয়ালের এপারেই, তাদের ভাগ্যের উত্থান এবং পতন ঈশ্বরের হাতেই ন্যস্ত করে দিয়েছিলো তারা।

আমি তো শুধুমাত্র দুই বছর অপেক্ষা করেছি নিজের স্মারক লাভের জন্য।

যদিও অনেক দীর্ঘসময় এটুকুই।

অধ্যায় ২১

এমোরি ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুল অফিসের স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সেক্রেটারি একেবারে হলিউড সুন্দরি ডরিস ডে'র মত দেখতে, সোনালি রঙের ব্লন্ড চুলের বয়স্ক এই মহিলাটিকে দেখে দক্ষিণাঞ্চলবাসি বলেই মনে হলো মুরের। উইনি ব্লিস ছাত্রদের চিঠিপত্রের স্লটের কাছে একটি কফিপট এবং ডেস্কের উপরে বাটারস্কচ ক্যান্ডির একটা ক্রিস্টাল বাটি রেখেছে এবং মুর কল্পনা করলো মেডিকেলের পড়ার চাপে জর্জরিত একজন ছাত্র এখানে এসে কিভাবে একটা চমৎকার পরিবেশ লাভ করে। প্রায় বিশ বছর ব্যাপি উইনি এই অফিসে কর্মরত অবস্থায় আছে, আর যেহেতু তার নিজের কোন সন্তান নেই, মাতৃত্ববোধের সবটুকু সে তার অফিসে চিঠি নিতে আসা ছাত্র-ছাত্রিদের উপরেই জ্ঞাপন করে থাকে। তাদেরকে কুকিজ খেতে দেয় সে, অ্যাপার্টমেন্ট খালি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য দেয়, প্রেমের খারাপ প্রস্তাব ও ফেল করে যাওয়া পরীক্ষার বিষয়ে সচেতনের কাজটিও করে। প্রত্যেক বছর, গ্র্যাজুয়েশনের সময়ে, প্রচণ্ড পরিমাণে কান্নাকাটিও করে সে কারণ তার ১১০ জন সন্তান এখান থেকে সারাজীবনের মত বিদায় নিয়ে অন্যপথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। মুরকে কুকিজ এবং কফি এনে দেয়ার সময় এসব কথা একে একে নিজস্ব জর্জিয়া ধাঁচের উচ্চারণে বলে যেতে থাকলো সে এবং মুর বিশ্বাস কথাগুলো। উইনি ব্লিস ম্যাগনোলিয়ার ন্যায় মানুষ, ইস্পাতের মতো না।

"আমি বিশ্বাস করিনি ব্যাপারগুলো প্রথমে, যখন দু-বছর আগে সাভানা পুলিশ আমাকে ফোন করেছিলো," চেয়ারে আরাম করে বসে বলল সে। "আমি তাদেরকে বলেছিলাম নিশ্চয় তাদের কোন ভুল হয়েছে। আমি প্রতিদিন এই অফিসে অ্যান্ড্রুকে চিঠি নিতে আসতে দেখতাম এবং আমার দেখা মতে অনেক ভালো স্বভাবের ছেলে ছিলো সে। নম্র, কোন খারাপ কথা কেউ তার মুখ থেকে উচ্চারণ হতে শোনেনি কখনও। আমি মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে বুঝে নিতে চেষ্টা করি, ডিটেক্টিভ মুর, তাদেরকে বোঝায় তাদের দিকে সার্বক্ষণিক খেয়াল করছি আমি। আমি সত্যি অ্যান্ড্রুর মধ্যে ভালো একজন ছেলেকে দেখেছিলাম।"

একটা নমুনা আর কি, ভাবলো মুর, আমরা কিভাবে শয়তানের দ্বারা অতি সহজেই প্রতারিত হই।

"এখানে ক্যাপরার চার বছরের শিক্ষাজীবনে, আপনি কি মনে করতে পারেন তার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো কিনা?" জিজ্ঞেস করলো মুর।

"আপনি বলতে চাইছেন, কোন সুইটহার্ট?"

"আমি তার পুরুষ বন্ধুদের বিষয়ে জানতে আগ্রহি। আমি অ্যাটলান্টাতে তার ভূতপূর্ব বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলেছি। সে বলেছে একজন ছেলেকে মাঝেমধ্যেই ক্যাপরার সাথে দেখা করতে আসতে দেখতো সে। তার মতে সে-ও

BOIGHAR.COM

একজন মেডিকেল ছাত্র ছিলো।"

উইনি উঠে দাঁড়িয়ে ফাইলিং ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেলো, যেখান থেকে একটি কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট বের করে আনলো সে। "এটা অ্যান্ড্রুর বর্ষের ক্লাস রোস্টার। তাদের ঐ বছরে একশো দশ জন শিক্ষার্থি ভর্তি হয়েছিলো। যাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছেলে ছিলো।"

"এদের মধ্যে কেউ কি তার খুব কাছের বন্ধু ছিলো?"

তিন পৃষ্ঠা নাম দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "দুঃখিত আমি। আমি এই লিস্টের কারও কথা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না যার সাথে অ্যান্ড্রুর সখ্যতা সব থেকে ভালো ছিলো।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন তার কোন বন্ধুই ছিলো না?"

"আমি বলছি আমি তার কোন বন্ধুকে সেভাবে চিনি না।"

"আমি কি লিস্টটা দেখতে পারি একবার?"

মুরের হাতে লিস্টটা দিয়ে দিলো সে। পৃষ্ঠাটি ভালোভাবে দেখলো সে, কিন্তু ক্যাপরা বাদে কারও নাম তার চোখে সেরকম পরিচিতরূপে ধরা পড়লো না। "আপনি কি জানেন এই শিক্ষার্থিগুলো এখন কোথায় থাকে?"

"হ্যা। আমি তাদের ঠিকানা প্রাক্তন ছাত্রের নিউজলেটারের জন্য আপডেট করেছি।"

"কেউ কি এদের মধ্যে বোস্টনে থাকে এখন?"

"দাঁড়ান একটু দেখে নিয়ে বলি।" কম্পিউটারের দিকে ঘুরে পলিশ করা চকচকে নখের সাহায্যে কি-বোর্ডে টাইপ করতে লাগলো সে। উইনি ব্লিসের নিষ্পাপ আচরণ দেখে মুরের কাছে তাকে অনেক প্রাচীন যুগের বলে মনে হলেও কম্পিউটারের ফাইল খোঁজার দক্ষতার বিষয়টি দেখে যথেষ্ট অবাক হলো সে। "লিস্টের একজন ম্যাসাচুসেটসের নিউটনে থাকে। এটা কি বোস্টনের কাছে?"

"হ্যা।" মুর কাছিয়ে এসে বলল, তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছে হঠাৎ। "কি নাম ছেলেটার?"

"এটা মেয়ের নাম। ল্যাটিসা গ্রিন। খুব ভাল মেয়ে সে। আমার জন্য বড় ব্যাগ ভর্তি করে পেক্যান এনে দিতো। যদিও কিছুটা দুষ্ট প্রকৃতির ছিলো কারণ সে জানত আমি এতে মোটা হয়ে যাবো আরও বেশি, তারপরেও আমার মনে হয় সে মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতো খুব। এটা হয়ত তার কাজের ধরণ।"

"সে কি বিবাহিত? তার কি কোন বয়ফ্রেন্ড ছিলো?"

"ওহ, অনেক ভালো স্বামি পেয়েছে সে ! এত লম্বা মানুষ আমি এর আগে কখনও দেখেছিলাম না! ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সে, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ।"

"কৃষ্ণাঙ্গ," মুর আবার বলল।

"হ্যা। চামড়া চকচক করে তার।"

মুর হাঁফ ফেলে আবারও লিস্টের দিকে তাকালো। "এছাড়া ক্যাপরার ক্লাসের

আর কেউ নেই যে বোস্টন এলাকায় থাকে, আপনার জানামতে?"

"আমার লিস্ট অনুযায়ি তো নাই-ই।" মুরের দিকে ঘুরলো সে। "ওহ, আপনাকে বিষন্ন দেখাচ্ছে।" চিন্তিতভাবে বলল সে, যেন তার কারণেই মুরের এরকম অবস্থা হয়েছে।

"আমি আজকে অনেক বেশি শূন্য রান করছি," স্বীকার করলো মুর।

"একটা ক্যান্ডি খান তাহলে।"

"ধন্যবাদ আপনাকে, কিন্তু আজকের মত থাক।"

"আপনিও স্বাস্থ্যসচেতন?"

"আমার মিষ্টি খাওয়ার মত দাঁতের অবস্থা নেই।"

"তাহলে আপনি অবশ্যই দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ নন, ডিটেক্টিভ।"

মুর হাসতে লাগলো এই কথা শুনে। টানা টানা চোখের কোমল কণ্ঠের উইনি ব্লিসকে তার কেন জানি অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে, এভাবেই এখানকার শিক্ষার্থিদেরও অনেক পছন্দের একজন মানুষ হয়ত সে, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে যারা এই অফিসে আসে। উইনির বসার জায়গার পেছনের দেয়ালের দিকে তাকালো সে যেখানে অনেকগুলো ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। "এগুলো কি মেডিকেল স্কুল ক্লাসের ছবি?"

মাথা ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকালো সে। "আমার স্বামী প্রত্যেক গ্র্যাজুয়েশনের সময় এই কাজটি করে থাকে। তাছাড়া তো সব শিক্ষার্থিদের এক সাথে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না বছরের কোন সময়েই। আমার স্বামী বলে, এটা অনেকটা বিড়ালদের একত্রিত করার মত। কিন্তু আমি এই ছবিগুলোকে খুব পছন্দ করি এবং আমিই তাদেরকে একত্রিত করি এই ছবি তোলার সময়। দেখে কত সুন্দর লাগছে না এক গুচ্ছ তরুণ-তরুণীকে?"

"কোনটা অ্যান্ড্রু ক্যাপরার গ্র্যাজুয়েটিং ক্লাসের ছবি?"

"আমি আপনাকে বর্ষপঞ্জিকা দেখাচ্ছি। সেখানেও নামগুলো রয়েছে।" চেয়ার থেকে উঠে কাঁচের দরজাওয়ালা বুককেসের কাছে গেলো উইনি। নিষ্ঠার সাথে শেল্ফ থেকে ভলিউম একটা বই বের করলো এবং কাভারের উপরে নিজের হাত বোলাল, যেন ধুলো মুছে নিচ্ছে। "এটা অ্যান্ড্রু যে বছরে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করেছিলো সেই বর্ষের। এখানে তার প্রত্যেক সহপাঠির ছবি রয়েছে এবং তারা পরবর্তিতে কোথায় ইন্টার্নশিপের জন্য গিয়েছে সে তথ্যও রয়েছে।" কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিয়ে বইটি মুরের হাতে ধরিয়ে দিলো সে। "আমার কাছে এই একটি কপিই রয়েছে। তাই, আপনার যা কিছু প্রয়োজন এখানেই দেখে যাবেন এবং এটা নিয়ে যেতে পারবেন না কোনভাবেই।"

"আমি তাহলে ঐ কোণায় বসে দেখছি জিনিসগুলো। আপনি আমাকে চোখেচোখেও রাখতে পারবেন তাহলে। কেমন হবে তা?"

"ওহ, আমি তো বলছি না, আপনার উপরে আমার বিশ্বাস নেই!"

BOIGHAR.COM

"নাহ, থাকার কথা না," বলল মুখ চোখ পিটপিট করে। স্কুলে পড়ুয়া মেয়ের মত উইনির গালে রক্তিম আভা দেখা গেলো।

বইটি নিয়ে রুমের এক কোণায় রাখা একটি বসার জায়গায় চলে এলো সে যেখানে কফিপট এবং এক প্লেট কুকিজ রাখা আছে। নরম একটা ইজি চেয়ারে বসে এমোরি মেডিকেল স্কুলের বর্ষপঞ্জিকা খুলে ধরলো। দুপুরের সময় তাড়াতাড়িই গড়িয়ে এলো এবং সাদা কোট পড়া নতুন মুখের তরুণ-তরুণীরা সেই জায়গায় সমবেত হলো নিজেদের চিঠি নেয়ার জন্য। কবে থেকে বাচ্চা ছেলেরা ডাক্তার হচ্ছে? নিজেকে এসব তরুণ-তরুণীদের কাছে চিকিৎসা নেয়ার কথা কল্পনাতেও আনতে পারলো না। তাদের উৎসুক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে, উইনি ব্লিসের ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে : "বোস্টন থেকে এসেছে, হোমিসাইড ডিটেক্টিভ।" হ্যা, কোণায় বসে থাকা ঐ বয়স্ক মানুষটি।

মুর চেয়ারের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে বসে ছবিগুলো মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকলো। প্রত্যেক ছবির পাশে ছাত্র-ছাত্রিদের নাম, বাড়ির ঠিকানা এবং কোথায় তারা পরবর্তিতে ইন্টার্নশিপ করতে গেছে সব লেখা রয়েছে। যখন ক্যাপরার ছবিতে পৌছলো, কিছুক্ষণের জন্য থেমে পড়লো সে। ক্যামেরার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সে, মুখে মৃদু হাসি মাখা এক উচ্ছল তরুণের ছবি, কোন কিছু লুক্কায়িত নাই যার মধ্যে। এটা দেখেই মুরের ভিতরটা যেন নাড়া খেলো। শিকারি প্রাণী কিভাবে নিজেকে শিকার হওয়া প্রাণীর গোত্রের সাথে সূক্ষ্মভাবে মিলিয়ে ফেলে।

ক্যাপরার ছবির পাশে তার রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের কথা লেখা রয়েছে। সার্জারি, রিভারল্যান্ড মেডিকেল সেন্টার, সাভানা, জর্জিয়া।

ভাবতে থাকলো মুর ক্যাপরার বর্ষের আর কে তার সাথে সাভানাতে রেসিডেন্সি প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলো, আর কে সেই সময় সাভানাতে ছিলো যখন ক্যাপরা মেয়েদের হত্যা করে বেড়াতো। পৃষ্ঠা উল্টিয়ে পরের পৃষ্ঠাতে গিয়ে লিস্টের দিকে চোখ বোলাল সে এবং দেখলো তিনজন আরও মেডিকেল শিক্ষার্থি তার সাথে একই বর্ষে সাভানাতে ইন্টার্নশিপে গিয়েছিলো। যাদের মধ্যে দু-জন মেয়ে; তৃতীয়জন এশিয়ান একটি ছেলে।

আবারও অন্ধগলিতে এসে পড়লো মুর।

ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলো নিরাশ হয়ে। কোলের উপরে বইটি তখনও খুলে রেখেছে সে এবং মেডিকেল স্কুলের ডিনের হাস্যোজ্জ্বল ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ছবির নিচে তার গ্র্যাজুয়েশন মেসেজ প্রিন্ট করা "পৃথিবীর আরোগ্যলাভের সেবায় নিয়োজিত।"

আজকে, ১০৮ জন তরুণ-তরুণী সারা জীবনব্যাপি একটা দীর্ঘ এবং কঠিনতম যাত্রা অভিমুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। যে শপথ, ডাক্তার এবং আরোগ্যকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা, এটা সহজসাধ্য নয় তাদের জন্য, কারণ জীবনের শেষ সময়টুকু পর্যন্ত মানবসেবার লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকতে হবে তাদের...

মুর সোজা হয়ে বসে আবার ডিনের বক্তব্যটি পড়তে লাগলো।

আজকে, ১০৮ জন তরুণ-তরুণী...

উঠে দাঁড়িয়ে সে উইনির ডেস্কের দিকে গেল। "মিসেস ব্লিস?"

"হ্যা, ডিটেক্টিভ?"

"আপনি বলেছিলেন যে অ্যান্ড্রুর প্রথম বর্ষের ক্লাসে একশো দশজন শিক্ষার্থি ভর্তি হয়েছিলো।"

"হ্যা, আমরা প্রতিবছর একশো দশ জনের ভর্তিই নিয়ে থাকি।"

"এখানে, ডিনের বক্তব্যে তো একশো আটজনের কথা উল্লেখ করেছে। বাকি দু-জনের কি হয়েছিলো?"

দুঃখের সাথে নিজের মাথা ঝাঁকালো উইনি। "আমি এখনও ব্যাপারটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি, ঐ মেয়েটার সাথে ঘটেছিলো যা।"

"কোন মেয়ে?"

"লরা হাচিনসন। হাইতিতে সে একটি ক্লিনিকে কাজ করত। আমাদের একটা অতিরিক্ত কোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এই বিষয়। সেখানে যাওয়ার রাস্তা আমি শুনেছি ভীষণ বাজে। একটি ট্রাক খাদে উল্টে পড়ে গিয়েছিলো।"

"দুর্ঘটনা ঘটেছিলো তার সাথে।"

"সে ট্রাকের পেছনে বসে যাচ্ছিলো সেদিন। দশ ঘণ্টা পর্যন্ত তার দেহ বের করতে পেরেছিলো না উদ্ধারকর্মিরা।"

"অন্য জনের সাথে কি হয়েছিলো? এখানে তো আরও একজন রয়েছে যে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করতে পারেনি তার সমসাময়িক বর্ষের সহপাঠিদের সাথে।"

উইনি নিজের ডেস্কের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইলো, মুর দেখতে পেলো এই ব্যাপারে কথা বলতে হঠাৎ করেই অত্যন্ত উদ্বিগ্নবোধ করছে সে।

"মিসেস ব্লিস?"

"এটা হয়ে থাকে, খুব সহসা," বলল সে। "অপর শিক্ষার্থিটি স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলো এখান থেকে। আমরা তাদের প্রোগ্রামে বহাল থাকতে সাহায্য করে থাকি কিন্তু অনেকেই মেডিকেলের বিষয়গুলোকে অনেকসময় স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না।"

"তাহলে এই শিক্ষার্থির–নাম কি ছিলো?"

"ওয়ারেন হয়েট।"

"সে চলে গিয়েছিলো?"

"হ্যা, বলতে পারেন।"

"তার কি কোন অ্যাকাডেমিক সমস্যা ছিলো?"

"আসলে..." আশেপাশে সাহায্যের প্রতীক্ষায় তাকালো সে যেন পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছে এই ব্যাপারে। "আপনি বরং আমাদের প্রফেসর ড. কানের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন। সে হয়ত আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।"

BOIGHAR.COM

“আপনি এই প্রশ্নের কোন উত্তর জানেন না?”

“এটা কিছুটা...ব্যক্তিগত বিষয়। ড. কান আপনাকে এই বিষয়ে অবশ্যই অবগত করবে বলে আমার বিশ্বাস।”

মুর হাতঘড়ির দিকে তাকালো। আজকে রাতে সে সাভানা থেকে চলে যাওয়ার প্লেনটি ধরতে চায়, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে না এ কাজটা করতে পারবে সে আজ। “আমি ড. কানকে কোথায় পেতে পারি?”

“অ্যানাটমি ল্যাবে।”

হলওয়ে থেকেই মুর ফরম্যালিনের গন্ধ টের পেলো। অ্যানাটমি লেখা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো সে, চিন্তা করছে কি পেতে চলেছে সামনে। যদিও নিজের মতানুসারে সে তৈরি, তারপরেও যখন সে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলো ঘরের দৃশ্যটি দেখার জন্য যেন তার পূর্ণ প্রস্তুতি ছিল না। আঠাশটি টেবিল, চারটি সারিতে পুরো ঘর জুড়ে রয়েছে। টেবিলের উপর লাশ রাখা রয়েছে অ্যাডভান্স স্টেজে ব্যবচ্ছেদ করা অবস্থায়। মেডিকেল এক্সামিনারের ল্যাবে মুরের যেসব লাশ দেখতে হয় সেসবের তুলনায় এগুলো অনেক বেশি কৃত্রিম বলে মনে হলো তার, চামড়া শক্ত হয়ে গেছে ভিনাইলের মত, উন্মুক্ত শিরাগুলো উজ্জ্বল নীল অথবা লাল হয়ে রয়েছে। আজকে এখানকার শিক্ষার্থিরা মাথার অংশ নিয়ে পর্যালোচনা করছে, মুখের পেশি বিশ্লেষণে ব্যস্ত তারা। প্রত্যেক লাশ বরাদ্দ করা হয়েছে চারজনের কাছে এবং ঘরটিতে বই থেকে কিছু একটা পড়ে শোনানোর, প্রশ্ন করার, উপদেশ দেয়ার মত কথা ভেসে আসছে। যদি তাদের সামনে থাকা টেবিলে বীভৎস জিনিসগুলো না থাকতো, নিশ্চিতভাবে কোন ফ্যাক্টরি শ্রমিকের সাদৃশ্য টেনে আনা যেতো, যারা যান্ত্রিক জিনিস নিয়ে কোলাহল করে।

একজন তরুণী মুরের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালো, বিজনেস স্যুট পরে এই সময়ে তাদের জায়গায় কে এসে পড়েছে। “আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?” জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি, তার স্কালপেল লাশের গালের উপর স্থির হয়ে রয়েছে এই সময়।

“ড. কান।”

“সে এই ঘরের অন্য পাশে রয়েছে। ঐ যে বড় দাড়িওয়ালা লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন?”

“হ্যা দেখেছি, ধন্যবাদ।” টেবিলের সারিগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলো সে, প্রত্যেক মৃতদেহে অনিচ্ছাকৃতভাবেই চোখ পড়ছে তার। স্টিলের টেবিলের উপরে পা বিহীন মহিলাটিকে দেখে জীর্ণ কোন দণ্ড মনে হলো, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ একটা লোকের পায়ের ঊরুর অংশের পেশি উন্মুক্ত করে রাখা রয়েছে চামড়া উঠিয়ে। সারির শেষ প্রান্তে পৌঁছে, সে কিছু ছাত্র-ছাত্রিদেরকে সান্তা ক্লজের মত একজনের কাছ থেকে মুখের স্নায়ু বিশ্লেষণের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে দেখলো সে।

“ড. কান?” বলল মুর।

কান তার দিকে তাকালো এবং হঠাৎ যেন তার মধ্যেকার সান্তা ক্লজের ভাবখানা

উবে গেলো। মানুষটির চোখ গভির এবং গাঢ় বর্ণের, সেখানে হাস্যরসের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই। "হ্যা, বলুন?"

"আমি ডিটেক্টিভ মুর। স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের মিসেস ব্লিস পাঠিয়েছে এখানে।"

কান সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং হঠাৎ খেয়াল করলো মুর পর্বতসম একজন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তার বিরাট হাতের মধ্যে স্কালপেল ক্ষুদ্র একটা বস্তুর মত দেখাচ্ছে। যন্ত্রটিকে এক পাশে রেখে গ্লাভস খুলে নিলো সে। সিঙ্কে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেলার সময় মুর দেখতে পেলো কানের সাদা চুলগুলো পনিটেইল আকারে বেঁধে রাখা।

"তাহলে কি ব্যাপারে এসেছেন এখানে?" কান জিজ্ঞেস করলো, একটা পেপার টাওয়েল হাতে নিয়ে।

"আপনার কাছে সাত বছর আগেকার একজন শিক্ষানবিসের ব্যাপারে জানতে এসেছি। ওয়ারেন হয়েট নাম তার।"

কানের পিঠ হঠাৎ সোজা হয়ে পড়লো এবং মুর দেখতে পেলো সে তার বিশাল হাতটি সিঙ্কের উপরে রাখলো, পানির কাছে। এরপর আরেকটি পেপার টাওয়েল নিয়ে হাত মুছে নিলো সে।

"আপনি কি তার কথা মনে করতে পেরেছেন?"

"হ্যা।"

"ভালোভাবে মনে করতে পেরেছেন তার কথা?"

"সে স্মৃতিতে রাখার মতই শিক্ষার্থি।"

"আপনি কি তার ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে পারবেন?"

"সেরকম কিছু বলতে পারব না হয়ত।" কান হাতে থাকা পেপার টাওয়েলটি বিনে ফেলে দিলো।

"আমি একটা অপরাধির তদন্তের সুবাদেই কিন্তু এসেছি এখানে, ড. কান।"

সেই মুহূর্তে তাদের দিকে কিছু শিক্ষার্থি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। অপরাধি শব্দটি তাদের মনোযোগ কেড়েছে।

"চলুন আমার অফিসে যাওয়া যাক।"

মুর ল্যাবের সাথে থাকা তার অফিসের দিকে এগোল। কাঁচের পার্টিশন দেয়া থাকার কারণে এখান থেকেও ল্যাবটি এবং আঠাশটি টেবিল পরিস্কার দেখতে পেলো মুর। লাশের ছোট্ট গ্রাম।

কান দরজা বন্ধ করে তার দিকে এগিয়ে আসলো। "কেন আপনি ওয়ারেনের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন? কি করেছে সে?"

"আমাদের জানা মতে কিছু করেনি সে। আমি শুধুমাত্র তার সাথে অ্যান্ড্রু ক্যাপরার সম্পর্কের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।"

"অ্যান্ড্রু ক্যাপরা?" ঘোঁতঘোঁত করে নাকে শব্দ করলো কান। "আমাদের অনেক

BOIGHAR.COM

খ্যাতিমান গ্রাজুয়েট। মেডিকেল স্কুলগুলো এই কারণে ভালোবাসার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সাইকোদের কিভাবে কাটাকুটি শেখাতে হয়।"

"আপনার কি মনে হতো ক্যাপরার মধ্যে অস্বাভাবিক কোন বৈশিষ্ট্য ছিলো?"

"আমি ঠিক বলতে পারবো না ক্যাপরার মত মানুষদের উপরে আদৌ কোন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব কিনা।"

"তার সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?"

"আমি সাধারণের তুলনায় বেশি কিছু কখনই তার মধ্যে দেখিনি। অ্যান্ড্রুকে দেখে আমার স্বাভাবিকই মনে হতো।"

মুর যতবার এই একই বর্ণনা শুনছে ততবেশি তার মধ্যে হিমশীতল শিহরণ ভাবটা যেন বেড়েই যাচ্ছে।

"ওয়ারেন হয়েট কেমন ছিলো?"

"আপনি ওয়ারেনের ব্যাপারে জানতে চাইছেন কেন?"

"আমি শুধু জানতে চাই অ্যান্ড্রু এবং সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো কিনা।"

কান কিছু একটা ভেবে নিলো। "আমি জানিনা। আমি এই ল্যাবের বাইরের কোন ঘটনা জানি না এবং বলতেও পারবো না। আমি শুধু এই রুমের মধ্যকার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। এখানকার শিক্ষার্থিরা কিভাবে নতুন নতুন তথ্যের ভাণ্ডার তাদের স্মৃতিশক্তিতে ধারণ করে। অনেকে এই জিনিসের চাপ সহ্য করতে পারে না।"

"এটাই কি হয়েছিলো ওয়ারেনের সাথে? এই কারণে সে মেডিকেল স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল?"

কান কাঁচের পার্টিশনের উপর দিয়ে অ্যানাটমি ল্যাবটিকে একবারের জন্য দেখে নিলো। "আপনি কি জানেন মৃতদেহগুলো কোথায় থেকে আসে?"

"দুঃখিত?"

"কিভাবে মেডিকেল স্কুল সেগুলোকে পায়? তাদের পরিণতি কি দাঁড়ায় ঐ টেবিলে আর কিভাবে তাদের কাটা হয়?"

"আমার ধারণা কিছু কিছু মানুষ নিজেদের দেহ মেডিকেল স্কুলে স্বেচ্ছায় দান করে যায়।"

"হ্যা, ঠিক বলেছেন। প্রত্যেক ক্যাডাভারে একমন কিছু মানুষের লাশ রয়েছে যারা নিজেদের জীবনকালে একটা মহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তারা আমাদের কাছে নিজেদের দান করে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করেছেন। রোজউড কাঠের বানানো কোন কফিনে চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার তুলনায়, নিজেদের অবশিষ্টাংশ কোন মহৎ একটি উদ্যোগে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তাদের মাধ্যমেই আমাদের সামনের প্রজন্মের আরোগ্যকর্তারা নিজেদের জায়গায় পৌছাচ্ছে। সত্যিকারের মৃতদেহ ছাড়া যা সম্ভব নয় মোটেও। মানবদেহের সব কিছু শিক্ষার্থিদের ত্রিমাত্রিকভাবে পরীক্ষা করতে হয়। খুঁজতে হয় তাদের, স্কালপেলের সাহায্যে ক্যারোটিড ধমনি উন্মুক্ত করতে হয়, কখনও মুখের পেশি দেখতে হয়। হ্যা, কিছু কিছু জিনিস কম্পিউটারের

মাধ্যমে দেখে নেয়া সম্ভব, কিন্তু তার সাথে আসল চামড়ার অভ্যন্তরীণ অংশের কিছুটা পার্থক্য থেকেই যায়।সুন্দর একটা স্নায়ু খুঁজে বের করার বিষয় আছে। এই কারণে, মানবদেহের প্রয়োজন। এমন কিছু মহৎ মহৎ মানুষের প্রয়োজন যারা নিজেদের একান্ত জিনিস সমর্পণ করতেও পিছপা হয় না–নিজেদের দেহ। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ক্যাডাভারে থাকা লাশগুলো একসময় অনেক অসামান্য ব্যক্তি ছিল। আমি তাদের প্রতি সবসময় গভির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং আমি চাই আমার শিক্ষার্থিরাও ঠিক একই কাজ করুক। রুম জুড়ে আপনি কোথাও তাদেরকে নিয়ে ইয়ার্কি বা বিরক্তিকর কিছু পাবেন না। তাদের সবাইকে প্রত্যেক অঙ্গের প্রত্যেক অংশ সসম্মানে কাজে লাগানোর শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যখন ব্যবচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, বাকি অংশটুকু পুড়িয়ে ফেলা হয়, নাহলে সশ্রদ্ধচিত্তে দাফন করে ফেলা হয়।" মুরের দিকে তাকালো সে। "আমার ল্যাবে সবকিছু এভাবে হয়ে থাকে।"

"এটার সাথে ওয়ারেন হয়েটের সম্পর্ক কোথায়?"

"এটার সাথেই তার গভির সম্পর্ক রয়েছে।"

"যার কারণেই কি সে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলো?"

"হ্যা।" জানালার দিকে তাকালো সে।

মুর চিন্তা করে, প্রফেসরের বিরাট দেহটার দিকে তাকিয়ে, সঠিক শব্দ বেছে নিতে লাগলো।

"ব্যবচ্ছেদ," কান বলল "এটা একটা দীর্ঘসময়ের প্রক্রিয়া। কোন কোন শিক্ষার্থি নিজেদের অ্যাসাইনমেন্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারে না। কিছু কিছু শিক্ষার্থির অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন পরে তাই অ্যানাটমির কঠিন বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে। তাই আমি তাদেরকে এই ল্যাবে সারাদিনে যে কোন সময়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছি। তাদের প্রত্যেকের কাছে বিল্ডিংয়ের এই অংশটির চাবি থাকে এবং তারা মধ্যরাতেও এখানে এসে নিজেদের কাজ করতে পারে, যদি তারা প্রয়োজনবোধ করে তো। কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রি এরকম করেও।"

"ওয়ারেন করতো?"

কিছুসময়ের জন্য বিরতি নিয়ে বলল কান। "হ্যা।"

লোমহর্ষক একটা সন্দেহের আভাসে মুরের ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে পড়লো।

কান ফাইলিং ক্যাবিনেটের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খুলে বিভিন্ন এলোমেলো জিনিসের মাঝে কিছু একটা খুঁজতে লাগলো। "রবিবার ছিলো সেদিন। আমি শহর থেকে বাইরে গেছিলাম এবং রাতে ফিরে আসার কথা ছিলো আমার কারণ সোমবারের ক্লাসের জন্য একটা নমুনা প্রস্তুত করার কথা ছিলো। আপনি তো চিনেন না এসব ছেলেমেয়েদের, তাদের মধ্যে অনেকেই অগোছালো প্রক্রিয়াতে ব্যবচ্ছেদ করে থাকে এবং তাদের নমুনাকে মাংসের কিমা বানিয়ে দেয়। তাই আমার একটা ভালো নমুনার দরকার ছিলো তাদের দেখানোর জন্য, তারা লাশের যে ক্ষতি করে নমুনা বের করে থাকে, অ্যানাটমির এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় আমার তাদেরকে দেখানোর খুব ইচ্ছে ছিলো।

BOIGHAR.COM

আমরা প্রজনন তন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলাম এবং তারা তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ব্যবচ্ছেদ করে ফেলেছিলো অনেক আগেই। আমার মনে পড়ে প্রায় মধ্যরাত হয়ে গিয়েছিলো সেদিন যখন আমি ক্যাম্পাসে এসে পৌছেছিলাম।ল্যাবে আলো জ্বলতে দেখেছিলাম আমি জানালার মাধ্যমে এবং ভেবেছিলাম কোন উদ্যমী ছাত্র হয়ত তার সহপাঠির সাথে পাল্লা দেয়ার জন্য এত রাতেও ল্যাবে পর্যালোচনার কাজ করছে।বিল্ডিংয়ে ঢুকে পড়েছিলাম আমি। হলে এসে দরজা খুলেছিলাম।"

"ওয়ারেন হয়েট কি ছিলো এখানে," মুর জানতে চাইলো।

"হ্যা।" কান ফাইলিং ক্যাবিনেটে এতক্ষণ ধরে যা খুঁজছিলো তা পেয়ে গেলো। ফোল্ডারটি বের করে সে মুরের দিকে এগিয়ে দিলো। "যখন আমি দেখেছিলাম তার কর্মকাণ্ড, আমি–আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজের রাগের উপরে। আমি তার শার্টের কলার ধরে সিঙ্কের কাছে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিলাম। তার সাথে ভদ্র আচরণ করেছিলাম না, আমি জানি, কিন্তু আমি এতটাই রাগান্বিত ছিলাম যে কোনভাবেই নিজেকে সামলাতে পারিনি নিজেকে। আমার এখনও সে কথা ভেবে রাগ হচ্ছে।" গভির দম নিলো সে, কিন্তু আজ প্রায় সাত বছর পরেও নিজেকে শান্ত রাখতে ব্যর্থ হলো সে। "তাকে বকাঝকা করার পরে, আমি তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম, আমার এই অফিসে।তাকে বসিয়ে তার কাছ থেকে জবানবন্দিতে একটি স্বাক্ষর নিয়েছিলাম যা অনুসারে তাকে সকাল আটটার মধ্যে এই মেডিকেল স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি তার কাছে কোন ব্যাখ্যা শুনতে চাইনি কেন তাকে বের করে দেয়া হলো স্কুল থেকে সেই ব্যাপারে, বরং বিপরীত কিছু ঘটলে আমি তার বিরুদ্ধে আমার লিখিত রিপোর্টে ল্যাবে দেখা ঘটনাটি উল্লেখ করবো বলে কথা দিয়েছিলাম। তাতেই সে রাজি হয়ে গিয়েছিলো। কারণ তার কাছে আর কোন বিকল্প পথ ছিলো না। তাকে দেখে মনেও হচ্ছিলো না যে এই ব্যাপারটি তার উপরে গভির প্রভাব ফেলেছে। তার ব্যাপারে আমার যে বিষয়টি সবথেকে বেশি বিস্ময়কর লেগেছিলো–তার কাছে বিষয়গুলো হাল্কা ছিলো। শান্তভাবে এবং যৌক্তিকভাবে বিষয়টিকে মেনে নিয়েছিলো সে। সেটা ওয়ারেনই ছিলো। প্রচণ্ডমাত্রার যৌক্তিক। কোন কিছুই তাকে যেন বিষন্ন করেনি। যেন সে..." কান কিছুসময় চুপচাপ থাকার পর বলল। "যান্ত্রিক।"

"কি দেখেছিলেন আপনি? ল্যাবে কি করছিলো সে?"

কান মুরের হাতে ফোল্ডারটি ধরিয়ে দিলো। "সবকিছু এখানে লেখা রয়েছে।বিগত বছরগুলো থেকে বিষয়টি ফাইলে বদ্ধ অবস্থাতেই রয়েছে, যদি কখনও ওয়ারেন আমাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আপনি হয়ত জানেন, আজকালকার দিনে শিক্ষার্থিদের অভিযোগ তুলতে কোন কারণ লাগে না। যদি সে কখনও এই মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে, আমার তরফ থেকেও তো একটা বিপক্ষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।"

মুর ফোল্ডারটি নিয়ে নিলো। সেখানে সরল অক্ষরে দুটো শব্দ লেখা রয়েছে: হয়েট, ওয়ারেন। ভেতরে তিনটি টাইপ করা পৃষ্ঠা পেলো মুর।

"ওয়ারেনকে একটা নারীর লাশের ক্যাডাভার দেয়া হয়েছিলো," কান বলল। "সে এবং তার ল্যাব পার্টনার পেলভিক অংশ ব্যবচ্ছেদের কাজ শুরু করেছিলো, মূত্রাশয় এবং গর্ভাশয় উন্মুক্ত করার প্রয়োজনে। অঙ্গগুলো তাদেরকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে বলা হয়েছিলো না, শুধুমাত্র দেহ থেকে বাইরে উন্মুক্ত করে রাখতে বলা হয়েছিলো। রবিবারের রাতে, ওয়ারেন নিজের কাজ সম্পূর্ণ করতে এসেছিলো। কিন্তু যত্নশীল ব্যবচ্ছেদের জায়গায় সে বিকৃত মানসিকতায় কাটাকুটি করেছিলো। তার হাতে স্কালপেল এসে পড়াতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলো নিজের উপর। সে শুধুমাত্র অঙ্গগুলোকে বের করেছিলো না। সে কেটে আলাদা করে ফেলেছিলো অঙ্গগুলোকে দেহ থেকে। প্রথমে সে মূত্রাশয় কেটে ক্ষতবিক্ষত করেছিলো এবং লাশের পায়ের কাছে ফেলে রেখেছিলো তা। এরপর গর্ভাশয় বের করে এনেছিলো। কাজগুলো করেছিলো সে হাতে গ্লাভস না পরেই যেন অঙ্গগুলোর অনুভূতি নিতে চেয়েছিলো খোলা চামড়ায়। এভাবেই আমি তাকে পেয়েছিলাম। এক হাতে রক্তাক্ত অঙ্গটিকে ধরে রেখেছিলো সে। অপর হাত দিয়ে..." কানের কণ্ঠস্বরে ঘৃণা ফুটে উঠলো।

কান যা মুখ ফুটে বলতে পারলো না মুরের হাতের কাগজটিতে পরিস্কারভাবে লেখা রয়েছে তা। মুর কানের হয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে দিলো। "হস্তমৈথুন করছিলো সে।"

কান ডেস্কের কাছে ফিরে এসে চেয়ারে বসে পড়লো। "এই কারণে আমি তাকে গ্র্যাজুয়েশন পাশ করতে দেয়নি। ঈশ্বর, কিরকম ডাক্তার হতো সে? যদি সে লাশের সাথে ওরকম কাজ করতে পারে, সে জীবন্ত মানুষের সাথে কি করে বসবে?"

আমি জানি সে কি করেছে। আমি নিজের চোখে তার কৃতকর্ম দেখেছি।

মুর হয়েটের ফাইলের তৃতীয় পৃষ্ঠায় গেলো এবং ড. কানের লেখা শেষ অনুচ্ছেদটি পড়লো।

মি. হয়েট রাজি হয়েছে স্বেচ্ছায় সে স্কুল ছেড়ে চলে যাবে, আগামিকাল সকাল ৮:০০ টা বাজার আগেই। বিনিময়ে, আমি এই ঘটনার গোপনীয়তা রক্ষা করবো। মৃতদেহের ক্ষতির কারণে, তার ল্যাব পার্টনারদের ১৯ নম্বর টেবিলে স্থানান্তর করা হলো।

ল্যাব পার্টনার।

মুর কানের দিকে তাকালো। "ওয়ারেনের সাথে কয়জন ল্যাব পার্টনার ছিলো?"

"একেকটা টেবিলের জন্য চারজন করে থাকে।"

"অন্য তিনজন কে ছিলো তার সাথে?"

কান ভ্রুকুটি করলো। "মনে করতে পারছি না তো। সাত বছর আগের ঘটনা।"

"আপনার কাছে অ্যাসাইনমেন্টের কোন রেকর্ড থাকে না?"

"না," চুপচাপ থাকলো সে। "কিন্তু আমি তার একজন পার্টনারের নাম বলতে পারবো।একজন মেয়ে।" কম্পিউটারের দিকে ঘুরে বসলো সে এবং তার মেডিকেল

স্কুলের শিক্ষার্থিদের নামের তালিকা বের করলো। ওয়ারেন হয়েটের বর্ষের ক্লাস লিস্ট ভেসে উঠল স্ক্রিনে। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে কান গভিরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলল।

"এই তো সেই। এমিলি জনস্টন। আমার তাকেই মনে আছে শুধু।"

"কেন?"

"কারণ, প্রথমত সে অনেক মিষ্টি চেহারার ছিলো। ঠিক মেগ র‍্যায়ানের মত। দ্বিতীয়ত কারণ ওয়ারেনের মেডিকেল স্কুল ছেড়ে যাওয়ার পরে সেই একমাত্র ছিলো যে সংশ্লিষ্ট কারণ জানতে এসেছিলো আমার কাছে। আমি তাকে কিছুই বলেছিলাম না। আমার কাছে জানতে চেয়েছিলো সে কোন নারীঘটিত বিষয় কিনা। আমার মনে হয়েছিলো ওয়ারেন এমিলিকে ক্যাম্পাসে অনুসরণ করতো এবং বোঝা যাচ্ছিলো মেয়েটা খুব বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, স্কুল ছেড়ে যাওয়ার পরে মেয়েটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো।"

"আপনার কি মনে হয় সে তার আর দুই পার্টনারের নাম মনে রেখেছে?"

"হতে পারে।" ফোন নিয়ে সে স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিভাগে ডায়াল করলো। "হে, উইনি? তোমার কাছে কি এমিলি জনস্টনের বর্তমান যোগাযোগের নম্বর আছে?" পেন নিয়ে নম্বরটি কিছু সময়ের মধ্যে লিখে নিয়ে, ফোনটি রেখে দিলো সে। "হিউস্টনে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে সে এখন," আবারও ফোন করতে করতে বলল সে। "এখন তার জায়গাতে রাত ১১ টা বাজে, তাহলে তার...হ্যালো, এমিলি?...আমি তোমার অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন বলছি। এমোরি থেকে ড. কান...হ্যা, অ্যানাটমি ল্যাব। পুরাকালের ইতিহাস, হ্যা?"

মুর ঝুঁকে এগিয়ে এসেছে তার দিকে, হৃদপন্দন কিছুটা বেড়ে গেছে।

যখন কান অবশেষে ফোনটি রেখে তার দিকে তাকালো, মুর তার চোখেই যেন উত্তরটি দেখতে পেলো।

"মনে করতে পেরেছে সে তার অ্যানাটমি ল্যাবের দুই পার্টনারের নাম," কান বলল। "তাদের মধ্যে একজন মেয়ে ছিল যার নাম বার্ব লিপম্যান। অপরজন..."

"ক্যাপরা?"

কান মাথা নেড়ে সায় দিলো। "চতুর্থ পার্টনার ছিলো অ্যান্ড্রু ক্যাপরা।"

অধ্যায় ২২

পিটারের অফিসের দরজার কাছে এসে ক্যাথারিন দাঁড়িয়ে পড়লো। পিটার নিজের ডেস্কে বসে, চার্টে পেন দিয়ে কিছু একটা করছে, খেয়াল করলো না যে ক্যাথারিন তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। এর আগে ক্যাথারিন কখনও তাকে গভিরভাবে পর্যবেক্ষণ করেনি এবং যা দেখতে পেলো সে তাতে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। খুব মনোযোগের সাথে পিটার কাজ করছে, নিজেকে পেশার প্রয়োজনে উৎসর্গকৃত ডাক্তার মনে হচ্ছে এখন তাকে শুধুমাত্র একটা হাস্যকর জিনিস ছাড়াঃ এখনও তার ঘরের মেঝেতে কাগজের প্লেন গড়াগড়ি খাচ্ছে। পিটার এবং তার খেলনা মেশিন।

দরজার ফ্রেমে নক করলো সে। চশমার উপর দিয়ে দেখলো সে ক্যাথারিনকে, অবাক হলো কিছুটা।

"আমি কি তোমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"হ্যা, অবশ্যই। ভেতরে এসো।"

ডেস্কের সামনে থাকা একটি চেয়ারে পিটারের অভিমুখে বসে পড়লো সে। কিছুই বলল না সে, অপেক্ষা করছে ক্যাথারিনের দিক থেকে কোন কিছু শোনার। তার মধ্যে এমন একটা ভাব রয়েছে, যত সময়ই সে নিক না কেন, সে থাকবে ক্যাথারিনের জন্য অপেক্ষারত।

"বিষয়গুলো আসলে...গণ্ডগোল হয়ে পড়েছে আমাদের মাঝে," বলল সে।

মাথা নাড়ালো পিটার।

"আমি জানি বিষয়গুলো তোমাকে ঠিক ততটাই বিরক্ত করে, যতটা আমাকে। বিষয়গুলো আমাকে ইদানিং বড়ই বেশি বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। কারণ আমার তোমাকে সর্বদাই ভালো লাগে, পিটার। হয়ত সেটা বোঝাতে পারি না, কিন্তু আমি পছন্দ করি তোমাকে মানুষ হিসেবে।" গভির দম নিয়ে, সঠিক শব্দগুলো মনে মনে চয়ন করে নিলো সে। "আমাদের মধ্যে সমস্যাগুলো যেসব ব্যাপারে হয়েছে, সেগুলোর জন্য তুমি দায়ি নও। দায়ি আমিই। আমার জীবনে এখন সবকিছু বিশৃঙ্খলভাবে চলছে। আমি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো না ঠিক কি রকম।"

"ব্যাখ্যা করার দরকার নেই তোমার।"

"এটার কারণে আমাদের মধ্যে অনেকবেশি দূরত্ব চলে এসেছে। শুধুমাত্র আমাদের পার্টনারশিপেই নয়, আমার বন্ধুত্বেও। কি হাস্যকর না, আমি কখনও বুঝতে পারিনি আমাদের মধ্যে এই সম্পর্কটি রয়েছে। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টা বুঝতে পারিনি যতক্ষণ না জিনিসটা আমার হাত থেকে ফসকিয়ে যেতে শুরু করলো।" দাঁড়িয়ে পড়লো ক্যাথারিন। "যাই হোক, আমি দুঃখিত পিটার। এটা বলার

BOIGHAR.COM

জন্যই এসেছিলাম আমি।" এই বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে।

"ক্যাথারিন," কোমলস্বরে পেছন থেকে ডাক দিলো পিটার, "আমি সাভানার ঘটনাটা জানি।"

মুখ ঘুরিয়ে পিটারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে।

"ডিটেক্টিভ ক্রো বলেছে আমাকে সব," বলল সে।

"কবে?"

"কিছুদিন আগে, যখন আমি তার সাথে আমাদের হাসপাতালে খুনির অনুপ্রবেশের ব্যাপারে জানতে গেছিলাম। সে মনে করেছিলো বিষয়গুলো আমি আগে থেকেই জানি।"

"তুমি তো কিছু বলোনি আমাকে।"

"এটা আমার কথা তোলার মত বিষয় নয় ক্যাথারিন। আমি চেয়েছিলাম যখন নিজেকে তৈরি করে নিতে পারবে অবশ্যই তুমি নিজেই জানাবে আমাকে। আমি জানতাম তোমার কিছুটা সময়ের প্রয়োজন এবং আমি অপেক্ষা করেছিলাম সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তুমি আমার উপরে নিজের একান্ত বিষয়গুলো বলার মত আস্থা ফিরে পাও।"

হাঁফ ফেলল সে। "আচ্ছা, তাহলে। তুমি আমার সবথেকে খারাপ অংশটি সম্পর্কে জেনে ফেলেছো।"

"না, ক্যাথারিন।" দাঁড়িয়ে পড়লো ক্যাথারিনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। "আমি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ অংশটি জানি! আমি জানি তুমি কতটা শক্ত মনোবলের মানুষ, কতটা সাহসী। আগে আমার ধারণা ছিলো না তুমি প্রতিদিন কিভাবে স্বাভাবিক ভাবে চলছো। তুমি আমাকে বলতে পারতে সবকিছু। তুমি আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে পারতে।"

"আমি মনে করেছিলাম আমাদের মধ্যে সম্পর্কে এটার কারণে প্রভাব পড়বে।"

"কিভাবে?"

"আমি চাইনি কখনও পিটার তুমি আমার জন্য দুঃখবোধ করো। আমি কখনও করুণার পাত্র হতে চাইনি।"

"করুণা কিসের জন্য? জীবনযুদ্ধের জন্য? অসম্ভব অবস্থা কাটিয়ে জীবন্ত অবস্থায় প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য? কেন আমি তোমার প্রতি করুণা দেখাবো বলতে পারো?"

ক্যাথারিনের চোখে পানি চলে আসলো। "অন্য পুরুষেরা তাই তো করে থাকে।"

"তাহলে তারা তোমাকে ভালোভাবে চিনে না। আমি যেভাবে চিনি অন্তত সেভাবে তো নাই-ই।" ডেস্ক থেকে বের হয়ে আসলো সে, যেন তারা বেশিক্ষণ একে অপরের থেকে দূরে না থাকতে পারে। "তুমি কি মনে করতে পারো সেই দিনের কথা যেদিন তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো ক্যাথারিন?"

"আমি এখানে সাক্ষাৎকার দিতে এসেছিলাম যেদিন।"

"তুমি কি মনে করতে পারো ঐ দিন সংশ্লিষ্ট কিছু?"

মাথা অকস্মাৎ ঝাঁকিয়ে বলল সে। "আমরা নিজেদের প্রাকটিসের ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। কিভাবে আমি এখানে নিজের নতুন যাত্রা শুরু করতে পারি, এই তো এসব ব্যাপারে।"

"ওহ, তাহলে তুমি এটাকে শুধুমাত্র একটা বিজনেস মিটিং হিসেবেই দেখেছিলে?"

"হ্যা, সেটাই তো ছিলো।"

"হাস্যকর। আমি জিনিসটা ভিন্নভাবে চিন্তা করি বুঝেছো। আমি খুব কম প্রশ্নই মনে করতে পারি যা আমি সেদিন তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম অথবা তুমি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছিলে। আমি যা মনে করতে পারি তা হলো আমি ডেস্ক থেকে তোমাকে হেঁটে নিজের অফিসে ঢুকতে দেখেছিলাম। প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ হয়েছিলাম তোমাকে দেখে। আমি কখনও ভাবিনি তোমার সামনে এমন কোন কথা বলবো যাতে আমাকে তোমার মামুলি, বোকা অথবা আর দশটা সাধারণের মত মনে হয়। আমি অন্তত কখনও তোমার কাছে সাধারণ হতে চাইনি। আমি ভেবেছিলাম, এই মেয়েটির মধ্যে সব গুণ রয়েছে। সে স্মার্ট, সুন্দরি। আমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে সে।"

"ওহ ঈশ্বর, কত ভুল ছিলে তুমি, পিটার। আমি সর্বগুণে গুণান্বিতা নয়।" চোখের পানির গাল বেয়ে পড়লো তার। "কখনও আমি ছিলাম না তা। আমি শুধু নিজেকে সামলানোর চেষ্টা..."

কোন কথা না বলেই পিটার নিজের কাছে টেনে নিলো তাকে। স্বাভাবিকভাবেই ঘটে গেল ব্যাপারগুলো এবং সরলভাবে, প্রথম আলিঙ্গনের বিরূপভাব লাগলো না কোনভাবেই। সে সাধারণভাবে তাকে ধরে রেখেছে শুধু এবং কোন উচ্চবাচ্য করছে না। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে শুধু।

"বলো আমাকে কিভাবে সাহায্যে আসতে পারি তোমার," পিটার বলল। "যে কোন কিছু বলতে পারো।"

হাঁফ ফেললো সে। "আমি খুব ক্লান্ত, পিটার। তুমি কি আমাকে আমার গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারবে?"

"শুধু এটুকুই?"

"এটুকুই আমার এই মুহূর্তে প্রয়োজন। আমি যার সাথে নির্বিঘ্নে কিছু সময়ের জন্য হাঁটতে পারি।"

ক্যাথারিনকে ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো সে। "তাহলে আমিই হয়ত তোমার সেই আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ।"

হাসপাতালের পার্কিং গ্যারেজের পঞ্চমতলা কেমন যেন জনশূন্য মরুভূমির মত লাগছে এখন, ভূতের উপস্থিতির মত তাদের দু-জনের পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে বারবার। সে কি একা এখন, পুরো রাস্তাতে ঘাড় ঘুরিয়ে সে বার বার পেছনে তাকিয়েছে। কিন্তু পিটার তার সাথে থাকাতে কোন ভয় অনুভব করেনি। ক্যাথারিনকে

BOIGHAR.COM

তার মার্সিডিজ পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসলো সে। দাঁড়ালো কিছু সময় যতক্ষণ না ক্যাথারিন গাড়িতে ঢুকলো। এরপর তার গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলো সে এবং দরজার তালা আটকে নেয়ার সংকেত দিলো।

মাথা নাড়িয়ে, লক বাটনে চাপ দিলে কিছু সময় পরে দরজাগুলো লক হওয়ার শব্দে নিজেকে সুরক্ষিতবোধ করলো সে।

"আমি তোমাকে পরে ফোন করবো," বলল পিটার।

ড্রাইভ করে চলে যাওয়ার সময় সে নিজের গাড়ির রেয়ারভিউ মিররে দেখলো পিটার তাকে উদ্দেশ্য করে হাতছানি দিচ্ছে। এরপর গাড়ি মোড় ঘুরতেই তাকে আর দেখতে পেলো না সে।

ব্যাক বে তে যাওয়ার পথে নিজের মুখের হাসির রেখা বুঝতে পেলো সে।

কিছু পুরুষ মানুষ বিশ্বাসযোগ্য হয়, মুর বলেছে তাকে।

হ্যা, কিন্তু ঠিক কোনগুলো? আমি ঠিক জানি না।

তুমি এই ব্যাপারটি ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না তুমি বিপদে পড়বে। তোমার পাশে সেই সময়ে যে মানুষটি থাকবে হয়ত সেই তোমার বিশ্বাসযোগ্য হবে।

বন্ধুর মত হোক আর প্রেমিকের মত হোক, পিটারের মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

কমনওয়েলথ অ্যাভিনিউয়ের কাছে এসে সে নিজের গাড়িটিকে বিল্ডিংয়ের ড্রাইভওয়ের দিকে ঘোরাল এবং গ্যারেজ রিমোট টিপলো। সিকিউরিটি গেটটি খুলে গেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। রেয়ারভিউ মিররের সাহায্যে দেখতে পেলো পেছনের গেটটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র তখনই গাড়িটিকে স্টলের দিকে নিয়ে চললো সে। সতর্কতা তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে এবং এই ছোট-খাট রীতিগুলো সে কখনও বাদ দেয় না প্রাত্যহিক জীবনে। এলিভেটরে প্রবেশের আগে ভেতরের পরিবেশ দেখে নিলো ক্যাথারিন। আবার হলওয়েটি দেখলো নজর বুলিয়ে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করার পরে তালাগুলো সব লাগিয়ে দিলো। এখন তার দুর্গটিও নিরাপদ। এই সময়টুকুতে তার মধ্যে থেকে উদ্বিগ্নতাগুলো সম্পূর্ণ কেটে গেলো।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আইস-টিতে চুমুক দিতে দিতে নিজের ঠাণ্ডা অ্যাপার্টমেন্টের মোহনীয় পরিবেশে রাস্তায় হেঁটে চলা পথচারিদের দেখছে সে, মাথা থেকে ঘাম ঝরছে তাদের। গত ছত্রিশ ঘণ্টায় মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমাতে পেরেছে সে। আমি শুধু এই সময়টুকু একটু আরামের সুযোগ পেয়েছি, নিজের গালের সাথে আইস-টি'র গ্লাসটা ঠেকিয়ে ভাবতে লাগলো সে। আমি এক রাত অন্তত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়ার মত সুযোগ পাবো, দুটো ছুটির দিন যখন হাতে কোন কাজই থাকবে না। মুরের কথা ভাবতেই চাইলো না সে। আর কোন ব্যথা অনুভব করতে চায় না ক্যাথারিন। অন্তত এই মুহূর্তে তো নয়ই-ই।

গ্লাসটি শেষ করে কিচেনের কাউন্টারের উপরে রাখতে যাবে কেবল এমন সময়ে

তার বিপার বেজে উঠলো। হাসপাতাল থেকে পেজ এসেছে তার। যখন সে পিলগ্রিম হাসপাতালের অপারেটরকে ফোন দিলো, তার কণ্ঠে বিরক্তির সুর প্রকাশ পেলো।

"আমি ড. কর্ডেল বলছি। আমি জানি তুমি এই মুহূর্তে আমাকে পেজ পাঠিয়েছো, কিন্তু আজকে রাতের ডিউটিতে আমি নেই। এমনকি, এই মুহূর্তেই আমি আমার বিপার বন্ধ করে দেবো।"

"বিরক্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, ড. কর্ডেল, কিন্তু হারম্যান গোয়াডস্কির ছেলের তরফ থেকে ফোন এসেছিলো। আজকে বিকেলে সে আপনার সাথে দেখা করতে চায়।"

"অসম্ভব। আমি বাড়িতে চলে এসেছি।"

"হ্যা, আমি বলেছি তাকে, আপনি ছুটিতে আছেন দুদিন। কিন্তু সে বলল আজকের দিনই শহরে রয়েছে সে, কাল চলে যাবে। নিজের অ্যাটর্নির সাথে দেখা করার আগে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চায়।"

"অ্যাটর্নি?"

ক্যাথারিন কিচেনের কাউন্টারের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঈশ্বর, এখন তার কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই এসবের মুখোমুখি হওয়ার। এখন নয়। অন্তত এখন তো নয় যখন সে পরিস্কারভাবে কোন কিছু ভাবার অবস্থাতেও নেই।

"ড. কর্ডেল?"

"মি. গোয়াডস্কি কি বলেছেন কখন দেখা করবেন?"

"সে বলেছে সে আপনার জন্য হাসপাতালের ক্যাফেটেরিয়াতে বিকাল ছয়টার সময় চলে আসবে।"

"ধন্যবাদ তোমায়।" ফোন রেখে দিয়ে ক্যাথারিন দুর্বলভাবে কিচেনের টাইলসের দিকে চেয়ে রইলো। সে এই টাইলসগুলোকে সর্বদা পরিস্কার রাখার ব্যাপারে কতটা খুঁতখুঁতে! কিন্তু নিজের জীবনের বিভিন্ন অংশকে সে যতই ঘষে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করুক না কেন, ইভান গোয়াডস্কির মত মানুষের হস্তক্ষেপ তার জীবনযাত্রা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবে না।

নিজের পার্স আর গাড়ির চাবিটা নিয়ে ক্যাথারিন নিজের অভয়ারণ্য ত্যাগ করলো।

এলিভেটরে হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলো সে, ৫:৪৫ বাজছে এখন। হাসপাতালে তাহলে সঠিক সময়ের মধ্যে পৌছাতে পারবে না সে এবং মি. গোয়াডস্কিকে তার কারণে হয়ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।

তাড়াতাড়ি মার্সিডিসের ভেতরে প্রবেশ করে কার ফোনটি থেকে পিলগ্রিম হাসপাতালের অপারেটরকে ফোন করলো সে।

"আমি ড. কর্ডেল বলছি। মি. গোয়াডস্কিকে জানিয়ে দিতে চাই, আমার পৌছতে কিছুটা দেরি হতে পারে। তুমি কি বলতে পারবে কোন এক্সটেনশন থেকে সে ফোন করেছিলো?"

BOIGHAR.COM

"একটু অপেক্ষা করুন, আমি বলছি আপনাকে ফোন লগ দেখে...এই তো পেয়েছি। এটা তো হাসপাতালের কোন এক্সটেনশন না।"

"তাহলে কোন সেল ফোনের কি?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে বলল সে। "ব্যাপারটা কিছুটা অদ্ভুত।"

"কি হয়েছে?"

"আপনি এখন যে নম্বর থেকে কথা বলছেন, সেও এই একই নম্বর ব্যবহার করেছিলো।"

ক্যাথারিন স্থির হয়ে গেলো, ভয় তার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছে। আমার গাড়ি। আমার গাড়ি থেকে ফোনটি করা হয়েছিলো।

"ড. কর্ডেল?"

এবং তখনই তার সাথে চোখাচোখি হলো ক্যাথারিনের, রেয়ারভিউ মিররে যেন কোবরা সাপকে উঠে বসতে দেখছে সে। আর্তনাদ করার জন্য শ্বাস নিতে গেলে হঠাৎ খেয়াল করলো ক্লোরফর্মের কারণে তার কণ্ঠনালী আগুনের সংস্পর্শে আসার মত জ্বলে যাচ্ছে।

হাত থেকে পড়ে গেলো ফোনের রিসিভার।

জেরি স্লিপার তার জন্য এয়ারপোর্টের ব্যাগেজ নেয়ার জায়গাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মুর ক্যারি-অন ব্যাগটি পেছনের সিটে রেখে গাড়ির ভেতরে ঢুকলো এবং দরজা আটকে নিলো।

"পেয়েছ তোমরা তাকে?" প্রথম প্রশ্ন মুর তাকে এটাই করলো।

"না, এখনও তার সন্ধান মেলেনি," ফুটপাতের উপরে দাঁড়িয়ে বলল সে। "তার মার্সিডিজও সেখানে নেই এবং তার অ্যাপার্টমেন্টে বিক্ষিপ্ত কোন ঘটনার লক্ষণ মেলেনি। যাই ঘটে থাকুক না কেন, সেটা খুব দ্রুত এবং তার গাড়ির আশেপাশে বা মধ্যেই ঘটেছিলো। পিটার ফ্যাল্কোর সাথে তার শেষবারের জন্য দেখা হয়েছিলো, পাঁচটা বেজে পনের মিনিটে হাসপাতালের গ্যারেজে। আধ ঘণ্টা পরে, পিলগ্রিম হাসপাতালের অপারেটর পেজ পাঠিয়েছিলো, ফোনে কথাও বলেছিলো তার সাথে। কর্ডেল আবার তার গাড়ির ফোন থেকে আবারও হাসপাতালের অপারেটরকে ফোন দেয়। সেই কথোপকথন হঠাৎ মাঝখানেই থেমে গিয়েছিলো। অপারেটর বলছে হারম্যান গোয়াডস্কির ছেলে তাকে পেজ করেছিলো ক্যাথারিনের সাথে দেখা করার জন্য।"

"এ ব্যাপারের কোন সত্যতা মিলেছে কি?"

"ইভান গোয়াডস্কি দুপুর বারোটার সময় ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার প্লেনে উঠেছে। সে কোন ফোন করেনি।"

তাদের আর একে অপরকে বলার প্রয়োজন হলো না পেজটা কে পাঠিয়েছিলো। তারা উভয়েই জানে। মুর উৎকণ্ঠার সাথে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সারিবদ্ধ গাড়ির টেল লাইটের দিকে তাকিয়ে রইলো, রাতের অন্ধকারে যেন গাঢ় লাল বর্ণের মালার মত

দেখাচ্ছে সেগুলো।

সে ক্যাথারিনকে ৬টার সময় নিয়ে গেছে। এই চার ঘণ্টায় সে তার সাথে কি কি করেছে?

"আমি দেখতে চাই ওয়ারেন হয়েট কোথায় থাকে," মুর বলল।

"এখন সেখানেই যাচ্ছি। আমরা জানতে পেরেছি তার ইন্টারপ্যাথ ল্যাবের শিফট আজকে সকাল সাতটাই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সকাল দশটায়, নিজের সুপারভাইজারকে ফোন করে বলে জরুরি ছুটি নেবে সে পরিবারের কারণে, প্রায় এক সপ্তাহব্যাপি কাজে আসতে পারবে না। এরপর আর কেউ তাকে দেখেনি। না অ্যাপার্টমেন্টে, না ল্যাবে।"

"কি সেই পারিবারিক জরুরি প্রয়োজন?"

"তার তো কোন পরিবারই নেই। ফেব্রুয়ারি মাসে তার বেঁচে থাকা একমাত্র খালাও মারা গেছে।"

টেল লাইটের সারি আবছা আলোতে পরিণত হতে থাকলো আস্তে আস্তে। মুর চোখের পলক ফেলে মুখ ঘুরিয়ে ফেললো যেন স্লিপার তার চোখের কোণায় এসে জমা হওয়া পানি না দেখতে পায় কোনভাবেই।

ওয়ারেন হয়েট নর্থ এন্ডে বাস করে, বোস্টনের সব থেকে প্রাচীন শহরতলির মধ্যে একটি যেখানকার বৈশিষ্ট্য চিকন গলির রাস্তা এবং লাল রঙের পুরনো বিল্ডিং। এই অঞ্চলটিকে শহরের সব থেকে নিরাপদ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যার জন্য সেখানকার স্থানিয় ইটালিয়ান জনবসতিকে বাহবা দিতে হয়, যারা অনেক ধরণের ব্যবসা চালিয়ে থাকে এখানে। এখানে, এই রাস্তায় যেখানে পর্যটক এবং স্থানিয়রা অপরাধের কম ভয় করে, নির্বিঘ্নে একটু চলাফেরা করতে পারে, সেখানেই দানবটি বসবাস করে চলেছে সুদীর্ঘ সময় থেকে।

হয়েটের অ্যাপার্টমেন্ট একটি বড় বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায়। কয়েক ঘণ্টা আগেও, এই জায়গাটি তাদের টিম এসে নমুনা সন্ধানের জন্য তল্লাশি করে গেছে এবং যখন মুর ঢুকলো সেই জায়গাতে, হাল্কা ধরণের গৃহসজ্জা, প্রায় খালি বইয়ের শেল্ভ দেখে অনুভব করতে পারলো যে এই ঘরে বদ্ধ আত্মাটিকে তার আসার আগেই পরিস্কার করে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে। এখানে সে কোনকিছুর সম্বন্ধেই আর কোন প্রমাণ পাবে না আদৌ ওয়ারেন হয়েট মানুষটা কিরকম।

ড. জুকার বেডরুম থেকে বের হয়ে এসে মুরকে বলল, "এখানে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে।"

"হয়েট কি আমাদের খুনি, কি না?"

"আমি জানিনা তা।"

"কি পেয়েছি আমরা?" মুর ক্রো'র দিকে তাকালো, দরজায় দেখা হয়েছিলো তাদের।

"আমরা জুতোর মিল পেয়েছি। আট দশমিক পাঁচ, অর্টিজের ক্রাইম-সিনে

BOIGHAR.COM

পাওয়া পায়ের ছাপের সাথে যা মিলে গেছে। বালিশ থেকে আমরা অনেক চুলের তন্তুও পেয়েছি–ছোট, হাল্কা বাদামি রঙের, আরও একটা মিল। সাথে বাথরুমের মেঝেতে আমরা একটি লম্বা কালো চুল পেয়েছি। কাঁধ অবধি লম্বা।"

ভ্রুকুটি করলো মুর। "এখানে একজন মেয়েও থাকে নাকি?"

"হয়ত কোন বন্ধু।"

"অথবা অন্য কোন শিকার," জুকার বলল। "যার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি।"

"আমি এই বিল্ডিংয়ের মালিকের সাথে কথা বলেছিলাম, যে নিচতলায় থাকে," ক্রো বলল। "সে আজকে সকালেই হয়েটকে কাজ থেকে ফিরে আসার পর পরই এখানে দেখেছে। তার কোন ধারণা নেই কোথায় যেতে পারে সে। একটু বলুন তো সে ওয়ারেনকে কেমন মানুষ বলেছে। ভালো ভাড়াটিয়া। শান্ত মানুষ, কোন সমস্যা করেনি সে।"

মুর জুকারের দিকে তাকালো। "এখানে কোন সমস্যা রয়েছে বলতে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?"

"এখানে খুন করার কোন যন্ত্রপাতি মেলেনি। কোন কিছুই নাই এখানে। তার গাড়ি বাইরে পার্ক করে রাখা রয়েছে এবং সেখানেও যন্ত্রপাতি নেই কোন।" জুকার প্রায় খালি থাকা লিভিং রুমের দিকে এগোল। "এই অ্যাপার্টমেন্টটি দেখে শুধু তার সাময়িক অবস্থানের জায়গা বলেই মনে হচ্ছে আমার। রেফ্রিজারেটরেও অল্পকিছুই জিনিস পাওয়া গেছে। বাথরুমে সাবান, টুথব্রাশ এবং একটা রেজর রয়েছে। যেন কোন হোটেলের ঘর। শুধুমাত্র ঘুমাতে আসার জায়গা, এর বেশি কিছু নয়। এটা সেই জায়গা নয় যেখানে সে নিজের কল্পনার রাজ্য তৈরি করেছে।"

"এটা সেই জায়গা যেখানে সে বাস করে," ক্রো বলল। "তার মেইল এখানে আসে। তার কাপড়চোপড় ও রয়েছে এখানে।"

"কিন্তু এই জায়গায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটিই নেই," জুকার বলল। "তার ট্রফি। এখানে তার কোন ট্রফি পাওয়া যায়নি।"

মুরের হাড়ের মধ্যে দিয়ে আতঙ্ক হঠাৎ নিজের উপস্থিতির জানান দিলো। জুকার ঠিকই বলেছে। 'সার্জন' তার প্রত্যেকটি শিকারের দেহ থেকে নিজের ট্রফিটিকে বের করে নিয়ে এসেছে; তার তো সেগুলো আশেপাশেই রাখার কথা, নিজেকে নিজের কাজ স্মরণ করানোর লক্ষ্যে। আরও শিকারের জন্য উজ্জীবিত করতে।

"আমরা সম্পূর্ণ ছবিটা দেখতে পাচ্ছি না," জুকার বলল। মুরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সে। "আমি দেখতে চাই ওয়ারেন হয়েটের কাজের জায়গা। আমি তার ল্যাব দেখতে চাই।"

ব্যারি ফ্রস্ট কম্পিউটারের কি-বোর্ড নিয়ে একটা রোগির নাম টাইপ করলো: নিনা পিটন। অনেক তথ্য সম্বলিত একপৃষ্ঠা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা গেলো।

"এই টার্মিনালই তার মাছ শিকারের জায়গা," ফ্রস্ট বলল। "এখান থেকে বসেই সে নিজের শিকারগুলোকে বেছে নিতো।"

মুর মনিটরের দিকে তাকালো এবং তথ্যগুলো দেখে যারপরনাই অবাক হলো। ল্যাবের অন্যান্য জায়গা থেকে মেশিন চলার শব্দ এবং ফোন বাজার শব্দ ভেসে আসছে। মেডিকেল টেকনিশিয়ানরা রক্তের টিউব নিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কাজ সম্পাদন করছে। এখানে, স্টেইনলেস স্টিল এবং সাদা কোটের জীবাণুনাশক রাজ্যে, যে সাম্রাজ্য আরোগ্য দানের প্রয়োজনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই 'সার্জন' প্রশান্তচিত্তে নিজের শিকার বেছে নেয়ার কাজ করতো। এই কম্পিউটার টার্মিনালে বসেই সে যে কোন মেয়ের নাম বের করে নিয়ে আসতো যাদের রক্ত অথবা দেহের অন্যান্য ফ্লুইড ইন্টারপ্যাথ ল্যাবে পাঠানো হতো বিশ্লেষণের প্রয়োজনে।

"এটা এই শহরের প্রধান ডায়াগনস্টিক ল্যাব।" ফ্রস্ট জানালো। "বোস্টনের যে কোন ডাক্তারের কাছে অথবা ক্লিনিকে কোন রক্তের নমুনা নেয়া হলে, এই ল্যাবে বিশ্লেষণের জন্য আসার সম্ভাবনাটাই বেশি থাকে।"

এখানে, ওয়ারেন হয়েটের কাছে।

"তার কাছে তার বাড়ির ঠিকানাও ছিলো," নিনা পিটনের তথ্যগুলোর দিকে নজর বুলিয়ে বলল মুর। "তার নিয়োগকর্তার নাম। তার বয়স এবং বিবাহিত অবস্থা–"

"তার ডায়াগনোসিস রিপোর্টও।" জুকার বলল। স্ক্রিনে ভেসে থাকা দুটো শব্দের দিকে দেখালো সে: যৌন নির্যাতন। "'সার্জন' যে সকল শিকার বেছে নেয় এখানে তাই রয়েছে। এটার মাধ্যমে সে তাদের খুঁজে পেতো। মানসিকভাবে ভগ্নদশার মেয়ে। যেসব মেয়েরা যৌন আক্রমণের শিকার হয়েছে।"

মুর জুকারের কণ্ঠের উদগ্রিব ভাবটা বুঝতে পারলো। এটা এমন একটা খেলা যেটা জুকারকে রোমাঞ্চিত করছে প্রচুর, বুদ্ধির খেলা যা। অবশেষে সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বির চাল বুঝতে পেরেছে, আর তার বুদ্ধিদীপ্ত ভাবের প্রশংসা না করে পারলো না কোনভাবেই।

"এই যে এখানে সে," জুকার বলল। "তাদের রক্ত নিয়ে খেলা করতো সে। তাদের গুপ্ত লজ্জাজনক সত্যটা জানতো।" সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে ল্যাবের আশেপাশে দেখে নিলো যেন এই ধরণের কোন ল্যাব জীবনে প্রথমবারের জন্য দেখছে। "আপনারা কি জানেন একটা মেডিকেল ল্যাব আমার আপনার মত সাধারণ মানুষদের ঠিক কি ধরণের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে অবগত?" প্রশ্ন করলো। "আপনি যখন হাত প্রসারিত করে তাদেরকে সূচের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেন আপনারা কি জানেন কোন ধরণের ব্যক্তিগত তথ্য নিজেদের অজান্তেই তাদেরকে দিয়ে ফেলছেন? মানুষের রক্ত সব থেকে অন্তরঙ্গ বিষয়গুলো উন্মুক্ত করতে সক্ষম। আপনি কি লিউকেমিয়াতে মারা যেতে চলেছেন নাকি এইডসে? কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনি কি ধূমপান করেছেন নাকি মদ খেয়েছেন? আপনি কি প্রোজ্যাক গ্রহণ করছেন নিজের

BOIGHAR.COM

বিষন্নতার সমস্যার কারণে নাকি ভায়াগ্রা গ্রহণ করছেন কারণ সঠিক সময় স্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত হতে পারেন না আপনি? সে সেই মেয়েগুলোর সব থেকে অনন্য অংশটি নিজের কাছে রেখেছিলো। তাদের রক্ত পরীক্ষা করতো সে, স্পর্শ করতো আর ঘ্রাণ নিতো সেগুলোর। ঘুণাক্ষরেও এই মেয়েগুলো জানতে পেতো না এর কোনকিছুই। তারা এটাও জানতো না তাদের দেহের একটা অংশ কোন একজন অপরিচিত মানুষের ছেলেখেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছে।"

"শিকারগুলো তাকে চিনতোই না," মুর বলল। "কখনও দেখাও হয়নি তাদের সাথে তার।"

"কিন্তু 'সার্জন' তাদেরকে চিনতো। খুব কাছ থেকে ভালোভাবেই চিনতো।" জুকারের চোখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এখন। " 'সার্জন' অন্যান্য সিরিয়াল কিলারদের মত শিকার করে না আমি যতটুকু জানি। সে আর সবার থেকে আলাদা। সে চোখের অগোচরেই সব কাজ করে ফেলতো কারণ সে শিকারকে না দেখেই বেছে নেয়ার কাজটি করে নিতো।" কাউন্টারটপের উপরে রাখা র‍্যাকের টিউবগুলোর দিকে তাকালো সে। "এই ল্যাব তার শিকার খোঁজার জায়গা। এখানেই সে তাদেরকে খুঁজে বের করতো। তাদের রক্তের মাধ্যমে। তাদের কষ্টের মাধ্যমে।"

* * *

মুর যখন মেডিকেল সেন্টার থেকে বের হয়ে এলো, সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মধ্যে রাতের বাতাসটিকে তার তুলনামুলকভাবে ঠাণ্ডা এবং ঝরঝরে বলে মনে হলো। বোস্টন জুড়ে, খুব কম জানালায় হয়ত এই সময় খুলে রাখা হয়েছে, খুব কম মেয়েই নিজেদের সুরক্ষিত মনে করছে রাতটিতে।

কিন্তু আজকে রাতে, 'সার্জন' শিকারে নামবে না। আজকের রাতটা নিজের নতুন ধরা শিকারটি নিয়েই মত্ত থাকবে সে।

মুর গাড়ির পাশে ছোট্ট একটি জায়গায় গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলো, হতাশা কাজ করছে তার মধ্যে এখন। এই পর্যন্ত, ওয়ারেন হয়েট নিজের স্কালপেল নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে হয়ত। কিন্তু এখনও...

পায়ের শব্দ পেলো সে। নিজের সবটুকু শক্তি জড়ো করে মাথা উঁচু করে কিছুদূরে ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির দিকে তাকালো।

"সে তাকে নিয়ে গেছে, তাইনা?" পিটার ফ্যাল্কো বলল।

সম্মতিতে মাথা নাড়ালো মুর।

"ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর।" ফ্যাল্কো যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিতে রাতের আকাশের দিকে তাকালো। "আমি তাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এসেছিলাম। সে সেখানে আমার সাথেই তো গিয়েছিলো এবং আমি তাকে বাড়িতে একাই যেতে দিয়েছিলাম। আমি তাকে নিজে রেখে আসতে পারতাম..."

"আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি তাকে খুঁজে পেতে।" এটা যেন একটা সংরক্ষিত প্রবাদ। কথাটি বললেও, নিজের শব্দগুলোর ফাঁপা ভাবটা নিজেও বুঝতে পারলো সে। এই কথাটি তখন বলতে হয় যখন বিষয় অনেক বেশি বিগড়ে পড়ে, যখন তুমি বুঝতে পারো তোমার সর্বাত্মক চেষ্টাও কোন কাজে আসবে না।

"কি করছেন আপনি?"

"আমরা জানি সে কে।"

"কিন্তু আপনারা তো এটা জানেন না যে, সে তাকে কোথায় নিয়ে গেছে।"

"কিছুটা সময় লাগবে তাকে খুঁজে বের করতে।"

"আমাকে বলুন আমি আপনাদের কি ধরণের সাহায্যে আসতে পারি। যে কোন কাজ হোক না কেন, তাতেও চলবে।"

মুর নিজেকে শান্ত রাখতে ব্যর্থ হলো, নিজের ভয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না সে। "আমি জানি কত কঠিন লাগে এই বিষয়গুলো এক দিকে দাঁড়িয়ে থেকে নির্বিকারভাবে অন্যদেরকে করতে দেখতে। কিন্তু আমরা এটাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।"

"ওহ্, হ্যা, তাই তো, আপনারা দক্ষ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত! তাহলে কিভাবে এতকিছু ঘটে গেলো বলতে পারবেন কি?"

মুরের জবাব দেয়ার মত কিছুই নেই।

উত্তেজনায় ফ্যাঙ্কো মুরের দিকে এগিয়ে এসে পার্কিং লটের ল্যাম্পের নিচে দাঁড়ালো। সোজাসুজিভাবে আলো পড়লে মুখের উদ্বিগ্নভাবটা পরিস্কার দেখা গেলো। "আমি জানি না আপনাদের দুজনের ভেতরে কি হয়েছিলো," বলল সে। "কিন্তু আমি জানি সে আপনাকে প্রচণ্ড পরিমাণে বিশ্বাস করতো। আমি বিশ্বাস করি তার কাছে আপনার কিছুটা প্রাধান্য তো ছিলোই। আমি মনে করি তার ঘটনা কিছুটা আলাদা, অন্য কেসের তুলনায়। লিস্টের আরেকটা নামও ছিলো হয়ত সে।"

"হ্যা, সে তাই," বলল মুর।

মানুষ দুজন একে অপরের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, নীরবতার মাধ্যমে প্রকাশ করলো তাদের জানা অংশটুকু। তারা কি অনুভব করছে এ মুহূর্তে সেটাও।

"আমি তার প্রতি অনেক বেশি যত্নশীল পিটার আপনার হয়ত জানা নেই তা," বলল মুর।

পিটার কোমলস্বরে তার প্রত্যুত্তর করলো, "আমিও ঠিক তাই।"

BOIGHAR.COM

বইঘর.কম

অধ্যায় ২৩

"খুনি তাকে কিছু সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখবে," ড. জুকার বলল। "ঠিক যেভাবে সে নিনা পিটনকে প্রায় একদিনব্যাপি বাঁচিয়ে রেখেছিলো। এখন পারিপার্শ্বিকতা তার নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। নিজের ইচ্ছেমত সময় নিতে পারবে সে এখন।"

রিজোলির মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি বয়ে চলে গেলো যখন সে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে থাকলো, নিজের ইচ্ছেমত সময় নিতে পারে সে। ভাবছে সে ঠিক কতগুলো স্নায়ু অচল হয়ে পড়লে একটা মানবদেহ পুরোপুরি সমাপ্তির পথে পৌছবে এবং এটা ভেবেও অবাক হচ্ছে কত যন্ত্রণা তাকে ভোগ করা লাগতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু করুণার অংশ হিসেবে আসে তার কাছে। কনফারেন্স রুমের অপরপাশে তাকালে দেখতে পেলো সে হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে মুর বসে রয়েছে। অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে, বিধ্বস্ত। মধ্যরাতের কিছু পরে টেবিলে বসে থাকা মানুষগুলোর চেহারার মধ্যে ফ্যাকাশে এবং হতাশা ভাব দেখতে পেলো সে। রিজোলি সেই সার্কেলের বাইরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এখানে যেন অদৃশ্য মানবী, তার কথা শোনার মত কেউ নাই, এখানে তাকে অংশ বানানো হয়েছে শুধুমাত্র ঘটনাগুলো শোনার জন্য। প্রশাসনিক কোন কাজে তার উপরে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সার্ভিসের অস্ত্র তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে, এখন এই কেসটি অন্যান্যদের তুলনায় কিছুটা ভালোভাবে জানার পরেও সে এখানে শুধুমাত্র একজন দর্শক বৈ আর কিছু নয়।

রিজোলি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুর তাকালো সেই দিকে, তাকে পাশ কাটিয়ে, লক্ষ্য করে নয়। যেন মুর, তাকে দেখতেই চায় না।

ড. জুকার সংক্ষেপে বলে গেলো ওয়ারেন হয়েট সম্পর্কে কি কি তথ্য জানতে পাওয়া গেছে। আমাদের 'সার্জন' যে।

"সে এই একই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ব্যাপি কাজ করে চলেছে," বলল জুকার। "যখন অবশেষে সে নিজের লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছে, সেই এই বিষয়টির মজাও দীর্ঘক্ষণব্যাপি নেবে।"

"তাহলে কর্ডেলই তার সব সময়কার সেই লক্ষ্য ছিলও?" ফ্রস্ট বলল। "অন্যান্য শিকারেরা–তারা শুধু অনুশীলনের জন্য?"

"না, তাদের মাধ্যমেও সে মজা পেয়েছে। তারা তাকে মৃত্যুখেলার এই স্রোতে ভেসে থাকতে সাহায্য করেছে, পুরস্কার বের করে নেয়ার মাধ্যমে সে নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষাগুলোও পূর্ণ করেছে। যে কোন শিকারেই, শিকারির উৎসাহ গভির থেকে গভিরতর হয় যখন শিকারের বস্তুটি কঠিনতম অবস্থানে থাকে। কর্ডেল একমাত্র মেয়ে যার আশেপাশে সে যে কোন সময়ে ইচ্ছে করলে পৌছাতে পারতও না। সতর্ক

থাকতো সে সবসময়, নিরাপত্তার ব্যাপারে যত্নশীল ছিলো। নিজেকে তালা এবং অ্যালার্ম সিস্টেমের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করে রেখেছিলো সে। যে কোন আন্তরিক সম্পর্ক পাশ কাটিয়ে চলতো। খুব কম সময়ই রাতে বের হতো, শুধুমাত্র হাসপাতালের কাজ ছাড়া। পিছু ধাওয়া করা শিকারের মধ্যে কর্ডেল তার কাছে সব থেকে কঠিনতম ছিলো এবং এই কারণে সে তাকেই হয়ত এতটা মরিয়া হয়ে চেয়েছিলো। নিজের শিকারের প্রক্রিয়াকে আরও একটু কঠিন অবস্থায় ফেলে কর্ডেলকে বারবার অবগত করে যে সে তাকে লক্ষ্য করেই এগোচ্ছে। আতঙ্কের মধ্যে তাকে সবসময়ের জন্য রাখাকে সে নিজের খেলার একটা অংশ বানিয়েছিলো। সে চেয়েছিলো কর্ডেল অনুভব করুক সে তার কাছাকাছিই রয়েছে। অন্যান্য মেয়েরা শুধুমাত্র সাজানো বিষয় ছিলো। কর্ডেল-ই ছিলো তার অভীষ্ট লক্ষ্য।"

"সত্যি," মুর বলল, তার কণ্ঠস্বর রাগে কঠিন হয়ে পড়েছে। "সে তাহলে এখনও মারা যায়নি।"

রুমটিতে হঠাৎ স্তব্ধতা বিরাজ করলো, মুরের দিক থেকে সবাই অন্য দিকে তাকালো।

জুকার মাথা নাড়াল, বরফশীতল নীরবতা ভেঙে ফেললো সে। "আমাকে সংশোধন করে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

মারক্যুয়েট বলল, "আপনি কি তার ব্যাকগ্র্যাউন্ড ফাইলটি দেখেছেন?"

"হ্যা," জুকার বলল। "ওয়ারেন তার বাবা-মার একমাত্র সন্তান। খুব আদরের সন্তান ছিল সে, হিউস্টোনে জন্ম তার। বাবা রকেট সায়েন্টিস্ট ছিল (আমি ইয়ার্কি মারছি না কিন্তু) এবং মা তেল ব্যবসায়ির পরিবার থেকে এসেছিলো। উভয়েই মারা গেছে তারা। সুতরাং ওয়ারেনের ভেতরে স্মার্ট জিন এবং পরিবার থেকে প্রাপ্ত অঢেল সম্পত্তি দুটোই রয়েছে। ছেলেবেলায় তার কোন অপরাধ সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পাওয়া যায়নি। কোন অ্যারেস্ট নয়, ট্র্যাফিক টিকিট সংশ্লিষ্ট সমস্যা নয়, এমন কিছুই করেনি সে যাতে তাকে লক্ষ্য করে লাল পতাকা দেখানো যায়। মেডিকেল স্কুলের অ্যানাটমি ল্যাবের সেই ঘটনাটা ছাড়া, আমি তার মধ্যে বিরূপ কোনকিছু দেখতে পায়নি। এমন কোন সূত্র অন্তত পায়নি যা তাকে শিকারিরূপে উপস্থাপন করবে। সব কিছু বাদ দিলে, তাকে দেখে আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতোই মনে হচ্ছে আমার। নম্র স্বভাবের, বিশ্বস্ত একজন।"

"গড়পড়তার মতো," কোমলস্বরে বলল মুর। "সাধারণ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জুকার। "এমন একজন মানুষ সে যে কখনও নিজের স্বরূপে আসেনি কারো সামনেই, সতর্ক করেনি নিজের ব্যাপারে। আমার দেখা ভয়ঙ্কর খুনিদের একজন এই মানুষ কারণ তার কোন প্যাথলজিক্যাল সমস্যা নেই, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের রেকর্ডও নেই। সে অনেকটা টেড বান্ডির মত। বুদ্ধিমান, সুশৃঙ্খল এবং সর্বোপরি দক্ষ। কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের একটা সমস্যা রয়েছে সে মেয়েদের উপরে নির্যাতন করতে অনেক বেশি ভালবাসে। এই ধরণের অনেকের সাথেই আমাদের

BOIGHAR.COM

প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। যখন তারা আমাদের দিকে তাকায় অথবা মুচকি একটা হাসি দেয় ঘুণাক্ষরেও আমাদের মধ্যে সন্দেহের কোন বিষয় সৃষ্টি হয় না কিন্তু তারা এসময়ে হয়ত সাধারণ কাজের পাশাপাশি নতুন কারও পেট ফাঁসানোর কথা অভিনব উপায়ে ভেবে চলেছে।"

জুকারের কণ্ঠস্বরের হিসহিসানি শুনে ভয় পেয়ে রিজোলি ঘরের আর সবার দিকে তাকালো। সে যা বলছে তা একেবারে ঠিক। আমি ব্যারি ফ্রস্টকে প্রতিদিন দেখছি। তাকে দেখে আমার ভালোই মনে হয়। সুখি বিবাহিত জীবন রয়েছে তার। কখনও মেজাজ খারাপ অবস্থায় তাকে দেখিনি আমি। কিন্তু আমার তো কখনও ধারণাতেও আসেনি সে আসলেই কি ভাবে।

হঠাৎ তার দিকে তাকালো ফ্রস্ট, লাল হয়ে গেলো সে।

জুকার বলে যেতে থাকলো। "মেডিকেল স্কুলের ঐ ঘটনার পরে, হয়েটকে বাধ্য করা হয়েছিলো সে যেন স্বেচ্ছায় স্কুল ছেড়ে চলে যায়। এরপর একটি মেড টেক ট্রেনিং প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছিলো সে এবং অ্যান্ড্রু ক্যাপরার সাথে সাভানাতে এসেছিলো। দেখে মনে হয়েছে তাদের পার্টনারশিপ অনেক বছরব্যাপি দীর্ঘায়িত হয়েছিলো। এয়ারলাইন এবং ক্রেডিট কার্ড রেকর্ড অনুসারে তারা মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় একসাথেই ঘুরতে যেতো। গ্রিস এবং ইটালি। মেক্সিকো, যেখানে তারা উভয়েই একটা স্থানিয় ক্লিনিকে সেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিলো। দুজন শিকারির মধ্যে মৈত্রির সম্পর্ক ছিলো। এমন দুই রক্ত সম্পর্কিয় ভাই যারা নিজেদের লোমহর্ষক কল্পনাগুলো একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করে চলতো।"

"ক্যাটগাট সেলাই," রিজোলি বলল হঠাৎ।

জুকার বিভ্রান্তিসূচক দৃষ্টিতে তাকালো রিজোলির দিকে। "কি?"

"তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, সার্জারির ক্ষেত্রে এখনও ক্যাটগাট ব্যবহার করে থাকে। এভাবেই সে নিজের জিনিস যোগাড় করতো।"

মারক্যুয়েট মাথা নাড়ালো। "ঠিক বলেছে হয়ত রিজোলি।"

আমি ঠিকই বলেছি, ভাবলো সে, তীব্র বিরক্তির সাথে।

"যখন কর্ডেল অ্যান্ড্রু ক্যাপরাকে খুন করেছিলো," বলল জুকার, "সে নিখুঁত খুনের মৈত্রির সম্পর্কটাকেও নষ্ট করে দিয়েছিলো একেবারে। সে এমন একটা মানুষকে খুন করেছিলো হয়েটের সাথে যার সম্পর্ক অন্তরঙ্গ ছিলো। এই কারণে কর্ডেলই তার মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। তার মূখ্য শিকার।"

"ক্যাপরা যেদিন খুন হয়েছিলো যদি হয়েট সেই বাড়িতে সেসময় উপস্থিত থেকেই থাকে, তাহলে সে কর্ডেলকে তখনই খুন করেনি কেন?" মারক্যুয়েট জানতে চাইলো।

"জানি না আমি। সাভানার ঐ রাতে যে সকল ঘটনা ঘটেছিলো সেগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র ওয়ারেন হয়েটের কাছেই রয়েছে। আমরা তার সম্পর্কে যা জানি তা হলো, দুই বছর আগে সে বোস্টনে এসেছিলো, ক্যাথারিন কর্ডেল আসার পর পরই। এর

এক বছরের মাথাতে, ডায়ানা স্টার্লিংকে মৃত অবস্থায় পাই আমরা।”

সবশেষে মুর নিজের মুখ খুললে, ভয়াবহ শোনালো তার কণ্ঠস্বরঃ “আমরা কিভাবে তাকে পেতে পারি?”

“আপনারা তার অ্যাপার্টমেন্টটিকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখুন, কিন্তু আমার মনে হয় না সেখানে সে শীঘ্রই ফিরবে। এটা তার আস্তানা নয়। সেটা তার সেই কল্পনার রাজ্যও নয়।” জুকার নিজের জায়গায় হেলান দিয়ে বসে থাকলো এলোমেলো দৃষ্টিতে। ওয়ারেন হয়েটের সম্পর্কে সে যা জানে সেই শব্দগুলোকে চিত্রে কল্পনা করতে চাইছে যেন। “তার আসল আস্তানা এমন এক জায়গায় যেটাকে সে নিজের প্রাত্যহিক জীবন থেকে কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়। এমন এক জায়গা যেটিকে বেনামে রেখেছে সে, হয়ত তার অ্যাপার্টমেন্টের এই অঞ্চল থেকে অনেক দূরেই। আর কিছু হলেও সেটা তার আসল নামে কিনেনি অথবা ভাড়া নেয়নি সে।”

“যদি আপনি একটা জায়গা ভাড়াতে নেন অথবা কিনেন, আপনাকে অবশ্যই সেটার মূল্য পরিশোধ করতে হবে,” ফ্রস্ট বলল। “আমরা তাহলে এভাবে তার অর্থের সূত্র ধরেই এগোতে পারি।”

মাথা নাড়ালো জুকার। “আপনি যখন খুঁজে পাবেন তার আস্তানা একমাত্র তখনই বুঝতে পারবেন সেটা তারই কিনা, যখন সেখানে তার ট্রফিগুলো থাকবে। তার প্রত্যেকটা খুনের ঘটনা থেকে সে যে স্মারকগুলো নিয়ে যায়। এটাও হতে পারে সে এই আস্তানাটি বানিয়েছে তার শিকারগুলোকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার কাজেই। টর্চার চেম্বার যা। এটা এমন একটা জায়গা যেখানে তার একান্ত বিষয়গুলো যথেষ্ট গুপ্তভাবে থাকে, যেখানে কেউ বিরক্ত করতে পারে না তাকে। একটা একাকি বিল্ডিং ধরে নিন। অথবা এমন একটি অ্যাপার্টমেন্ট যা শব্দ নিরোধক।”

তাহলে কর্ডেল আর্তনাদ করলেও কেউ শুনতে পাবে না, ভাবলো রিজোলি।

“সে স্থানে, নিজের আসল সত্ত্বাটিকে উন্মুক্ত করতে পারে সে। স্বস্তি অনুভব করে এবং সুরক্ষিত। সে কোন ক্রাইম-সিনে নিজের বীর্যের কোন নমুনা ফেলে আসেনি, যা আমাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে নিজের যৌনতুষ্টি সে নিয়ে থাকে কোন নিরাপদ অবস্থানে পৌছেই। এই আস্তানা সেই জায়গা তার। হয়ত সে মাঝেমধ্যেই সেখানে ঘুরতে যায়, খুনের শিহরণগুলো আবার অনুভবের জন্য। খুনের মধ্যে নিজের পরিপূর্ণতা খুঁজতে যায় সে।” জুকার ঘরে উপস্থিত সবার দিকে তাকালো। “সেখানেই সে ক্যাথারিন কর্ডেলকে নিয়ে গেছে।”

গ্রিকরা গলা বা কণ্ঠের অংশটিকে অনেক মূল্যবান হিসেবে অভিহিত করতো এবং এটাই নারীদেহের সব থেকে সুন্দর ও শঙ্কিত অংশও। কণ্ঠের সেই অংশটাতে জীবন এবং শ্বাসের এক অদ্ভুত স্পন্দন দেখা যায় এবং ইফিজেনিয়ার দুধের মত সাদা চামড়া ভেদ করে নীল রঙের শিরাগুলো যখন শক্ত হয়ে পড়েছিলো, তার পিতা ছুরি হাতে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। ইফিজেনিয়াকে বেদির উপরে টানটান করে শোয়ানো হয়েছিলো যখন তখন কি আগামেনন তার কন্যার কণ্ঠের সূক্ষ্ম

BOIGHAR.COM

রেখাগুলো প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে দেখেছিলো? নাকি সে দাঁড়িয়ে থেকে একবারের জন্যও ভেবেছিলো চামড়ার কোন অংশ বরাবর ছুরি বিদ্ধ করবে সে? এই যন্ত্রণাদায়ক উৎসর্গ ব্যাতিরেকে, যখন প্রথমবার সে ছুরিটি তার কণ্ঠদেশে বসিয়েছিলো তখন তার কটিদেশ বেয়ে কোন শিহরণের স্রোত কি বয়ে যায়নি, যখন ব্লেডটি গেঁথে দিয়েছিলো সে ইফিজেনিয়ার মাংসের মধ্যে, কোন রকমের যৌন উত্তেজনা কি কাজ করেছিলো না তার?

প্রাচীনকালে গ্রিকরা, নিজেদের গুপ্তকথাগুলোতে পিতামাতা কর্তৃক নিজের সন্তানদের গ্রাসের বিষয় উল্লেখ করেছে এবং ছেলে সন্তানরা অনেক সময় তাদের মায়ের সাথে থাকতো। যদিও এসব বিকৃতাচারের কথা তারা বিস্তরভাবে বর্ণনা করে যায়নি কখনও। তাদের তো দরকারও ছিল না তা; এগুলো এমন কিছু সত্য যেগুলো আমরা অতিবাক্য ব্যয়ে স্বল্প শব্দে বুঝে নিতে সক্ষম। যেসব যোদ্ধারা প্রস্তরের মত অভিব্যক্তি নিয়ে, আর একজন মেয়ের আর্ত চিৎকারে শক্ত হয়ে যাওয়া মন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, যারা ইফিজেনিয়াকে নগ্ন হয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখেছিলো এবং রাজহংসীর মত যার কণ্ঠ ছুরির ফলার কাছে উন্মুক্ত হয়েছিলো তাদের অভিমুখে, এসব দেখে ঠিক কতজন সৈনিক নিজেদের মধ্যে উষ্ণ একটা অনুভূতির স্রোত অনুভব করেছিলো সেসময়? কতজন তারা নিজেদের উত্তেজিত অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলো?

তাদের মধ্যে কতজনের কোন মেয়ের কণ্ঠের দিকে তাকানোর পরে তাতে ছুরি বসানোর কথা মনে হয়েছে?

*

তার কণ্ঠও যেন ইফিজেনিয়ার মত। নিজেকে সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করেছে সে, লাল চুলের যে কারোরই এই কাজটি করা উচিত বলে মনে করি আমি এবং অ্যালাবাস্টারের মত স্বচ্ছ চামড়াতে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ রয়েছে তার। এই দুই বছরে, নিজের কণ্ঠ আরও বেশি সুন্দরভাবে রক্ষা করেছে সে, শুধু আমার জন্য। আমি সাধুবাদ জানায় তাকে এ কারণে।

আমি তার জ্ঞান ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছি। আমি জানি এখন জেগে পড়েছে সে, সচেতন আমার উপস্থিতির ব্যাপারে কারণ হৃদস্পন্দন আগের তুলনায় বেড়ে গেছে তার।তার কণ্ঠদেশে হাত বুলিয়ে দেখছি আমি, ব্রেস্টবোনের ফাঁপা অংশটার কিছু উপরে, গভিরভাবে দম ফেলছে ক্যাথারিন। সে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্বাস ফেলছে না যতক্ষণ না আমার হাত তার গলার এক পাশে চলে যাচ্ছে, ক্যারোটিড ধমনির সন্ধানে। তার হৃদস্পন্দন বাড়ছে ক্রমাগত, ভয়ার্ত ভাবটা চামড়াতে ফুটে উঠেছে পরিস্কার। আমার নখের উপরে তার ঘামের ফোঁটা এসে পড়লো। চামড়াতে ঠিক যেন কুয়াশার মত জমা হয়েছে সেগুলো, আর চেহারাতে এই কারণে অন্য

ধরণের একটা দীপ্তি ফুটে উঠেছে। আমি যখন তার চোয়ালের এক অংশে নিজের নখ ছোঁয়ালাম, আবারও দম ফেললো সে; গোঙানির মত শোনালো যা, মুখে লাগানো টেপের উপর দিয়ে। এটা তো আমার ক্যাথারিন নয়, যে এভাবে গোঙাচ্ছে। অন্যরা তো নাহয় গ্যাজেলার মত প্রাণী ছিলো, কিন্তু ক্যাথারিন তো বাঘিনী, যে একটু সুযোগ পেলেই ঘুরে বসে ঘাড় মটকে ফেলতে সক্ষম।

চোখ খুললো সে, তাকালো আমার দিকে। বুঝতে পারলাম আমি, ঘটনাগুলো বুঝেছে সে পুরোপুরি। আমি জিতেছি অবশেষে। সবার মধ্যে যে সবথেকে বেশি মূল্যবান ছিলো, তাকেও জয় করে ফেলেছি আমি।

আমি আমার যন্ত্রপাতিসমূহ সাজাচ্ছি। বিছানার পাশে মেটাল ট্রে-তে রাখার সময় সেগুলো এক মোহনীয় শব্দ তুলছে। আমি অনুভব করতে পারছি ক্যাথারিন আমাকে দেখছে এবং আমি জানি তার নজরও স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি এই জিনিসগুলোর তীক্ষ্ণ প্রতিফলনের উপরে রয়েছে। সে ভালোভাবে জানে, কোন কাজে কোন জিনিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেহেতু বহুবার সে এগুলো ব্যবহার করেছে নিজেই। রিট্রাকটর ব্যবহার করা হয় ক্ষতস্থানকে বিস্তৃত করার কাজে। হেমোস্ট্যাট ব্যবহৃত হয় টিস্যু এবং রক্তনালীগুলো আটকে রাখার কাজে। স্কালপেল–আমরা উভয়েই হয়ত এর ব্যবহার সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জ্ঞাত, তাইনা।

আমি ক্যাথারিনের মাথার কাছে ট্রে-টা এনে রাখলাম, যাতে সে ভালোভাবে সেগুলো দেখতে পায় এবং ভাবতে থাকে নিজের ভবিতব্য নিয়তির কথা। আমার কোন কিছু বলার নেই তাকে; যন্ত্রপাতিগুলোর প্রতিফলিত রশ্মি বাকি কথাগুলো তার সাথে সেরে ফেলবে আশা করি।

আমি তার নগ্ন পেটে হাত বোলাচ্ছি, হঠাৎ পেটের নিম্নাংশের পেশি শক্ত অবস্থায় পেলাম। এটা একটা অক্ষত পেট, কোন দাগ নেই মসৃণ তলের উপরে। ব্লেড একেবারে মাখনের মত চামড়া ভেদ করে ভেতরের দিকে এগোবে।

আমি একটি স্কালপেল নিয়ে পেটের উপরে সেটার প্রান্তভাগ দিয়ে আলতো একটা চাপ দেই। তার নিঃশ্বাস গভির হতে থাকে এবং চোখ প্রশস্ত।

একবার, আমি একটা জেব্রার ছবি দেখেছিলাম, সিংহ তার কণ্ঠনালীতে দাঁত বসাচ্ছে এমন অবস্থায়। জেব্রার দৃষ্টিতে অপার্থিব আতঙ্ক ফুটে উঠেছিলো। এটা এমন একটা ছবি ছিলো যা আমি কখনই ভুলতে পারবো না। সেই একই অবস্থা এখন,ক্যাথারিনের চোখেও দেখতে পাচ্ছি আমি।

ওহ ঈশ্বর, ওহ ঈশ্বর, ওহ ঈশ্বর।

ক্যাথারিনের শ্বাস জোরে জোরে পড়তে লাগলো যেন ফুসফুস ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, নিজের চামড়াতে যখন স্কালপেলের স্পর্শ টের পেলো সে। ঘামে সিক্ত অবস্থায়, চোখ বন্ধ করে রেখেছে সে সম্মুখে আসা ব্যথা মোকাবেলা করতে।

গলার কাছে এসে কান্না আটকে গেলো তার, শেষ মুহূর্তটুকুতে পার্থিব ভুলগুলোর জন্য কান্না, তাড়াতাড়ি মৃত্যু চেয়ে দাবি, এভাবে মরতে চায় না সে।

BOIGHAR.COM

অন্ততপক্ষে নিজের দেহের মাংস কাটা দেখে।

এরপর স্কালপেল তুলে নিলো সে।

চোখ খুললো ক্যাথারিন এবং মুখের দিকে তাকালো তার। কত সাধারণ তার চেহারা, সহজেই ভুলে যাওয়া যায় যা। যে মানুষটিকে হয়ত সে ডজনখানেক বার দেখেছে, কিন্তু মনে রাখার মত কোন কারণ পায়নি। এরপরেও মানুষটি তাকে চিনে। সে তার পারিপার্শ্বিকতার সাথে সবসময়েই সংশ্লিষ্ট ছিলো ঠিক ছায়ার মত, নিজের কল্পনার পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে ক্যাথারিনকে জায়গা করে দিয়েছিলো, ক্যাথারিনকে পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে বারবার অদৃশ্য হয়ে গেছে যে।

আমি কখনও জানতেও পারিনি যে সে সবসময় আমার আশেপাশেই ঘুরছে।

স্কালপেলটিকে ট্রে-র উপরে রেখে দিলো সে। মুচকি হাসি দিয়ে বলল, "এখন না।"

যখন সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো, একমাত্র তখনই নিশ্চিত হতে পারলো ক্যাথারিন যে তার যন্ত্রণাগুলোর সময় কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে সে, আর এই চিন্তা করে শান্তির দম নিলো।

সুতরাং এটাই তার খেলা। আতঙ্ক বাড়িয়ে নিজের উদ্দীপনাও তার সাথে সমানুপাতিক হারে বাড়ানো। এখনকার মত সে তাকে বাঁচিয়ে রেখে, তাকে সময় করে দিয়েছে ভবিতব্য ঘটনাগুলো ভেবে নিমগ্ন থাকার।

এক মিনিট বেশি বেঁচে থাকার অর্থ হলো, জীবন রক্ষার সুযোগও এক মিনিট করে বাড়ছে।

ক্লোরোফর্মের কার্যক্ষমতা আস্তে আস্তে মিইয়ে যেতে শুরু করেছে এবং পরিস্কারভাবে অবগত সে এখন প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে, তার মন যেন আতঙ্কের জ্বালানীতে জ্বলছে। স্টিল বেডে দুই পা বিস্তৃত করে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পোশাক খুলে নেয়া হয়েছে তার; কব্জি এবং গোড়ালি বেড ফ্রেমের সাথে ডাক্ট টেপ দিয়ে শক্ত করে আটকানো রয়েছে। হাত মোচড় খাওয়ানোর চেষ্টা করতেই পেশিগুলোতে যেন কিছুক্ষণেই ক্লান্তি এসে ভর করলো, নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না সে। চার বছর আগে, সাভানাতে ক্যাপরা তার কব্জি বেঁধে রাখার জন্য নাইলনের কর্ড ব্যবহার করেছিলো এবং এই কারণে সে নিজের এক হাত মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলো; 'সার্জন' একই ভুলের পুণরাবৃত্তি করতে চায় না হয়ত।

ঘামে সিক্ত ক্যাথারিন নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা ছেড়ে দিলো শেষ মুহূর্তে, চারিদিকের পরিবেশ বুঝে নিতে চেষ্টা করছে এখন।

বেডে তার মাথার উপরে একটি বাল্ব লাগানো রয়েছে। মাটি এবং নুড়ি পাথরের সোঁদা গন্ধে বুঝতে পারলো সে যে তাকে কোন সেলারে আটকে রাখা হয়েছে। মাথা কিছুটা ঘুরিয়ে, দেখার চেষ্টা করলো, আলোর অপরপাশে পাথরের তৈরি করা জায়গাটিতে কি রয়েছে।

মাথার উপরে কারও হাঁটাচলা এবং চেয়ার টানার শব্দ শুনতে পেলো সে। কাঠের

মেঝে। পুরনো বাড়ি। উপরতলায়, টিভি চলছে। মনে করতে পারছে না সে কিভাবে এই রুমে এসে পৌছেছে বা তাকে ঠিক কত সময় ড্রাইভ করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। হয়ত তারা এখন বোস্টন থেকে মাইল খানেক দূরে রয়েছে, যেখানে কেউ খুঁজতে আসার চিন্তাও করবে না।

চকচক করা ট্রে-টিতে চোখ পড়লো তার। সাজিয়ে রাখা যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকালো সে, প্রত্যেকটি জিনিসকে কাজের প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসারে সাজানো হয়েছে। অগণিত বার ক্যাথারিন নিজে এগুলো হাতে নিয়েছে, আরোগ্য করার অংশস্বরূপ। স্কালপেল দিয়ে তো সে ক্যান্সার কোষ এবং বুলেট অভ্যন্তর থেকে কেটে আনার কাজ করেছে, ছিঁড়ে যাওয়া ধমনি আর রক্তে ভেসে যাওয়া বক্ষগহ্বরের রক্তক্ষরণ কমাতে ব্যবহার করেছে ক্ল্যাম্প। যে যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে জীবন বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করতো সে এগুলো, এখন এগুলোই তার মৃত্যুকে ডেকে আনতে চলেছে। এগুলোকে খুনি তার বেডের মাথার কাছে রেখে গেছে যাতে খুব কাছ থেকে জিনিসগুলো আবারও দেখতে পারে সে এবং স্কালপেলের ব্লেডের ধার, হেমোস্ট্যাটের স্টিলের দাঁত নিরীক্ষা করে মনে মনে।

আতঙ্কিত হয়ে পড়ো না। ভাবো। একটু ভাবো।

চোখ বন্ধ করলো সে। ভয় যেন প্রাণীর মত নিজের কর্ষিকার ন্যায় অংশ দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছে।

তুমি তাদের আগের বার হারিয়েছিলে। তুমি এবারও তা পারবে।

তার বুক থেকে এক ফোঁটা ঘাম ঘর্মাক্ত ম্যাট্রেসে গিয়ে পড়লো। কোন তো রাস্তা থাকবে বাঁচার। কোন রাস্তা এখানে তো অবশ্যই রয়েছে, অথবা লড়ে যেতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। বিকল্প পথটি যথেষ্ট ভয়াবহ বলে মনে হলো তার কাছে।

চোখ খুলে, মাথার উপরে থাকা লাইটবাল্বের দিকে তাকালো সে এবং স্কালপেলের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে ভাবতে থাকলো তার পরবর্তি পদক্ষেপ কি হবে। মনে করতে পারছে সে মুরের কথাটি যে, 'সার্জন' নিজের শিকারকে আতঙ্কিত দেখতে ভালবাসে। সে সেই মেয়েদের উপরেই আক্রমণ করে যারা মানসিকভাবে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, যারা আগে থেকেই কোন কিছুর শিকার থাকে। এমন মেয়েদেরই আক্রমণ করে সে যাদের কাছে নিজেকে সুপিরিয়র হিসেবে পায়।

সে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে মারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নিজে তার বশ্যতা স্বীকার করি।

গভিরভাবে দম নিয়ে ভাবতে থাকলো সে খেলাটি কিভাবে খেলতে হবে তাকে। ভয়কে জয় করো ক্যাথারিন। ক্রোধের খেলায় স্বাগতম তোমাকে। দেখাও তাকে সে তোমার সাথে যাই করুক না কেন, তুমি এত সহজে হেরে যাওয়ার বান্দা নও।

এমনকি মৃত্যু মেনে নিতে হলেও, তাই করবে তুমি।

BOIGHAR.COM

অধ্যায় ২৪

রিজোলি মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়লো। ঘাড়ের অংশ তার ছুরিবিদ্ধের মত ব্যথা করছে। হে ঈশ্বর, পেশি ব্যথার ঘটনা যেন না ঘটে ভাবলো যখন সে মাথা উঠিয়ে অফিসের জানালা দিয়ে আসা সূর্যালোকের দিকে ফিরে চোখের পলক ফেললো। তার পড়ের অন্যান্য ওয়ার্কস্টেশনে কেউ নেই এখন; একাই নিজের ডেস্কে এখন বসে রয়েছে সে। সকাল ছয়টা বাজছে ঘড়িতে কেবল, ক্লান্তিতে নিজের মাথাটি আবারও ডেস্কের উপরে রাখলো রিজোলি, ছোট্ট একটা ঘুম দিতে হবে আবারও। নয়টা ত্রিশ বাজলো। যেসব কম্পিউটার প্রিন্ট-আউটকে বালিশ বানিয়ে মাথা রেখে শুয়েছিলো সে, লালায় আলুথালু অবস্থা হয়ে গেছে সেগুলোর।

ফ্রস্টের ওয়ার্কস্টেশনের দিকে তাকিয়ে দেখলো চেয়ারের সাথে জ্যাকেটটি ঝুলছে তার। ক্রো'র ডেস্কের উপরে ডোনাটের একটি ব্যাগ রাখা রয়েছে। তাহলে টিমের সবাই চলে এসেছে এরইমধ্যে যখন সে ঘুমাচ্ছিলো এবং নিশ্চয় তারা তার লালাকাণ্ডও দেখে ফেলেছে। দেখার মত কত মনোরঞ্জক জিনিসই না পেলো তারা।

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে নিলো সে, ঘাড় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে পেশি টান ধরে থাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইলো কিছুটা, কিন্তু কোন উপকার হলো না। এক দিকে মাথা ক্যাত করে পুরোটা দিন কাটাতে হবে বলে ধারণা করলো সে।

"হেই, রিজোলি। ঘুম ভেঙেছে তোমার?"

ঘুরে দাঁড়াতেই অন্য টিমের ডিটেক্টিভকে দেখতে পেলো সে যে পার্টিশন দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"দেখে মনে হচ্ছেনা তোমার?" রাগে ফুঁসে উঠে উত্তর দিলো রিজোলি। "কোথায় সবাই?"

"আটটা থেকে তোমার টিমের কনফারেন্স চলছে তো।"

"কি?"

"আমার মনে হয় মিটিং কেবল শেষ হয়েছে।"

"কেউ আমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।" হলের দিকে এগিয়ে গেলো সে, ঘুমঘুম ভাবটুকুও যেন রাগে পরিণত হলো। ওহ, সে জানে কি হতে চলেছে। এভাবেই তোমাকে তারা এখান থেকে বের করে দেবে, সামনাসামনি তারা কিছু বলবে না এখন তোমাকে, পুরো অপমান করে বের করে দেবে একসময়। এখন মিটিং থেকে বাদ দিয়েছে তোমাকে, এরপর এই টিম থেকেই বাদ দেবে। তোমাকে নিজের তরফ থেকে কিছু ব্যাখ্যা করার মত কোন সুযোগ দেবে না তারা।

কনফারেন্স রুমে ঢুকে পড়লো সে। শুধুমাত্র ব্যারি ফ্রস্ট রয়েছে এখন, টেবিলে

নিজের কাগজগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। তাকালো সে, রিজোলির দিকে চোখ পড়তেই মুখে মুচকি হাসি দেখা গেলো।

"আমাকে মিটিংয়ের ব্যাপারে জানানোর জন্য ধন্যবাদ তোমায়," বলল রিজোলি।

"তোমাকে অনেক বেশি ক্লান্ত লাগছিলো। তাই ভেবেছিলাম পরে তোমাকে জানিয়ে দেবো সব।"

"কবে, সামনে সপ্তাহে?"

ফ্রস্ট মাথা নিচু করে তার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। তারা দীর্ঘসময়ব্যাপি একে অপরের সাথে কাজ করছে এবং রিজোলি বুঝতে পারলো ফ্রস্টের মধ্যে দোষীভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

"আমাকেই বঞ্চিত করা হলো কেন বাইরে রেখে," বলল সে, "মারক্যুয়েটের সিদ্ধান্ত ছিলো কি এটা?"

ফ্রস্ট অখুশিজনক অভিব্যক্তি নিয়ে বলল। "আমি এই ব্যাপারে তার সাথে তর্কও করেছি। আমি বলেছি তাকে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু সে বলল, শুটিংয়ের সেই ঘটনার পরে এবং..."

"সে কি বলেছে আর?"

সহসা ফ্রস্ট বাকি কথাগুলো বলল: "তুমি আর এই ইউনিটের সম্পদ নও।"

সম্পদ নই। তর্জমা করলে যা দাঁড়ায় : ক্যারিয়ার কি তাহলে শেষ?

ফ্রস্ট ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। খাদ্যের কমতি এবং ঘুম উভয়ে কারণেই রিজোলি হঠাৎ দুর্বল অনুভব করলো, পাশের একটি চেয়ারে বসে পড়লো সে শূন্য টেবিলটির দিকে তাকিয়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন নিজের নয় বছর বয়সের পুরনো দিনগুলোতে ফিরে গেলো, অবহেলিত বোন যে সবসময় নিজেকে ছেলেদের সমপর্যায়ের দেখতে চাইতো। কিন্তু ছেলেরা সবসময় তাকে হেয় করতো, যেমনটা আজকে করলো সবাই। সে জানে প্যাচিকোর মৃত্যু কোন কারণ না তাকে তার জায়গা থেকে বঞ্চিত করার। ভুলক্রমে গুলি করা ঘটনার কারণে অনেক পুলিশেরই পেশাগত জীবনে কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু নারী পুলিশের ক্ষেত্রে জিনিসটা ভিন্ন হবে, যখন তুমি আর দশজন ছেলের তুলনায় কাজে কিছুটা পারদর্শী হবে এবং তোমার তাদেরকে সেই জিনিসটা বুঝিয়ে দেয়ার মত ক্ষমতা থাকবে, প্যাচিকোর ঘটনার মত ন্যূনতম ভুলও বিরাট বড় হয়ে দাঁড়াবে।

যখন সে নিজের ডেস্কে ফিরে এলো, ওয়ার্কপড জনমানবহীন অবস্থায় পেলো। ফ্রস্টের ঝুলন্ত জ্যাকেটটিও আর নেই; যেমনটা ক্রো'র ডোনাটব্যাগও নেই। তাকেও এই জায়গা ছেড়ে এখন চলে যেতে হবে। নিজের ডেস্ক পরিষ্কার করতে করতে ভাবলো সে, এখানে হয়ত তার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই।

ড্রয়ার খুলে সে পার্সখানি নিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়লো। এলিনা অর্টিজের একটা অটোপসির ছবি কাগজের স্তুপের মধ্যে থেকে উঁকি মেরে রয়েছে। আমিও তার

BOIGHAR.COM

শিকার হলাম, ভাবলো রিজোলি। নিজের সহকর্মিদের উপরে যতই সে বিরক্তিভাব নিয়ে আসুক না, সত্য এটাই তার পেশাগত জীবন ডুবানোর জন্য 'সার্জন'ই মূখ্যত দায়ি। 'সার্জন' এমন একজন যে বারবার তাকে খেলো বানানোর কাজটি করেই চলেছে।

সজোরে ড্রয়ার লাগিয়ে দিলো সে। এখনই নয়। আমি এত সহজে ক্ষান্ত হবো না।

ফ্রস্টের ডেস্কের দিকে ঘুরে তাকালে স্তূপ করা কাগজ দেখতে পেলো সে যা কনফারেন্স টেবিলে গোছাচ্ছিলো। আশেপাশে দেখে নিলো রিজোলি, কেউ তাকে খেয়াল করছে কিনা। রুমের একেবারে শেষ প্রান্তের একটি পড়ে আরেকজন ডিটেক্টিভ রয়েছে, যদিও তার থেকে এই মুহূর্তে মেলা দূরে অবস্থান করছে সে।

ফ্রস্টের ডেস্কে গিয়ে কাগজগুলো নিয়ে নিজের ডেস্কে চলে আসলো সে এবং পড়ার জন্য বসলো।

এগুলো ওয়ারেন হয়েটের আর্থিক বিষয় সম্বলিত রিপোর্ট। এই মুহূর্তে কেসটি এখন এই পর্যায়ে এসে পড়েছে কাগুজে তদন্ত। অর্থের সন্ধানে নেমে পড়লেই, হয়েটকে পাওয়া যাবে। ক্রেডিট কার্ড চার্জ, ব্যাংক চেক, অর্থ জমা দেয়া এবং উত্তোলনের বিষয়টি দেখছে। অনেকগুলো বড় সংখ্যা। হয়েটের বাবা-মা সন্তানকে সম্পদশালি করেই রেখে গেছে এবং প্রত্যেক শীতে সে ক্যারিবিয়ান নয়ত মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সে আর কোন আবাসস্থলের ব্যাপারে তথ্য পেলো না, কোন বাড়ি ভাড়ার চেকও নাই, কোন বাঁধাধরা মাসিক ভাড়া দেয়ার বিষয়টিও চোখে পড়লো না তার।

অবশ্যই থাকবে না এসব। সে এতটাও পাগল নয়। যদি নিজের একটি আলাদা আস্তানা থাকে তার, সেটাও নগদ অর্থ দিয়েই কিনেছে সে।

নগদ অর্থ। কেউ কখনও ধারণা করতে পারে না আগে থেকে যে কখন সে অর্থ সংকটে পড়বে। এটিএম থেকে অর্থ উত্তোলনের বিষয়টি তখন পুরোপুরি বিনাচিন্তায় এসে পড়ে এবং প্রক্রিয়াটা অনেক স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে যায়।

সে ব্যাংকের রেকর্ড আবার দেখলো, প্রত্যেক এটিএম থেকে অর্থ উত্তোলন সংশ্লিষ্ট তথ্য দেখতে থাকলো সে এবং আলাদা একটা কাগজে লিখলো। হয়েটের অ্যাপার্টমেন্ট অথবা হাসপাতালের আশেপাশেই বেশিরভাগ সময়ে এটিএম থেকে ডলার নেয়ার কাজ করেছে সে, যেখানে তার প্রাত্যহিক জীবনের চক্র চলে। সে এমন একটা অর্থ উত্তোলনের অবস্থান খুঁজতে চাইছে, যা তার প্রাত্যহিক জীবন থেকে অনেকটাই অস্বাভাবিক এবং ভিন্নতর।

এরকম ধরণের দুটো জায়গার নাম পেল সে। একটা ২৬ শে জুন নাশুয়া, নিউ হ্যাম্পশাইয়ারের একটি ব্যাংক। আরেকটা, মে মাসের ১৩ তারিখে লিথিয়া, ম্যাসাচুসেটসে হব'স ফুডমার্টের এটিএম।

পেছনে হেলান দিয়ে বসে ভাবতে লাগলো সে, মুর এই দুটো জায়গায় খোঁজ

করতে এরইমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে কিনা। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সাথে হয়েটের সহকর্মিদের সাথে ল্যাবে সাক্ষাৎকারের বিষয়টি এবং এটিএম থেকে একগাদা অর্থ উত্তোলনের তথ্য হয়ত এরইমধ্যে টিমের নজরে চলে এসেছে।

পায়ের শব্দ পেলো সে, ফ্রস্টের কাগজ পড়ার সময় ধরা পড়ে গেছে কিনা দেখার জন্য মাথা এগোল। কিন্তু ল্যাব থেকে একজন ক্লার্ক এসেছে পড়ে। রিজোলির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে, মুরের ডেস্কে একটি ফোল্ডার রেখে চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে, রিজোলি নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে মুরের ডেস্কে গিয়ে দেখতে লাগলো ফোল্ডারের ভেতরে কি রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠা হেয়ার অ্যান্ড ফাইবার রিপোর্ট, ওয়ারেন হয়েটের বালিশ থেকে যে হাল্কা বাদামি রঙের চুল পাওয়া গেছে সেটার বিশ্লেষণ।

ট্রাইকোরহেক্সিস ইনভ্যাজিনাটা, এলিনা অর্টিজের ক্ষতস্থানে যে চুলের তন্তুটি পাওয়া গিয়েছিলো তার সাথে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। বিঙ্গো। এটা নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, হয়েটই তাদের সেই শিকারি।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উল্টে দেখলো সে। এটাও হেয়ার অ্যান্ড ফাইবার রিপোর্ট, কিন্তু এই নমুনাটি হয়েটের বাথরুমের মেঝে থেকে পাওয়া গেছে। এই বিষয়টা কিছুটা ধোঁয়াশাজনক। এটা তার সাথে মিলেনি।

সে ফোল্ডারটি বন্ধ করে ল্যাবের উদ্দেশ্যে চলে গেলো।

এরিন ভলোচকো গ্যামাটেক প্রিজমের সামনে বসে রয়েছে, অনেকগুলো ফটোমাইক্রোগ্রাফ উল্টে পাল্টে দেখছে। রিজোলি যখন ল্যাবে প্রবেশ করলো, এরিন একটি ছবি উচিয়ে ধরে তার কাছে জানতে চাইলো: "তাড়াতাড়ি এসো! কি এটা?"

রিজোলি সাদা কালো আঁশ ধরণের ব্যান্ড সম্পন্ন ছবির দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করলো। "উহ, জঘন্য।"

"হ্যা, কিন্তু কি এটা?"

"মনে হয় জঘন্য কোন জিনিস থেকে এসেছে। তেলাপোকার পা জাতীয় কিছু হবে।"

"এটা একটা হরিণের লোম। ভালো, তাইনা? এটা মানুষের চুলের মত অন্তত দেখতে নয়।"

"মানুষের চুলের ব্যাপারে বলছো," রিজোলি তার হাতে রিপোর্টটি দিলো যেটা সে কিছু সময় আগেই পড়েছে। "তুমি কি এটার ব্যাপারে আমাকে আরও কিছু বলতে পারবে?"

"ওয়ারেন হয়েটের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে প্রাপ্ত?"

"হ্যা।"

"হয়েটের বালিশ থেকে যে ছোট ছোট চুলগুলো পাওয়া গেছে তা ট্রাইকোরহেক্সিস ইনভ্যাজিনাটা সম্পন্ন। সে তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত সেই খুনি।"

"না, ঐ আরেকটা চুল। বাথরুমের মেঝে থেকে প্রাপ্ত কালো রঙের চুলটি।"

BOIGHAR.COM

"আমাকে তাহলে একটা ছবি দেখাতে দাও," এরিন ফটোমাইক্রোগ্রাফের স্তুপের কাছে এগিয়ে গেলো। কার্ডের মত সেগুলোকে অদলবদল করে একটি ডেকের কার্ড বের করে নিলো। "এটা বাথরুম থেকে প্রাপ্ত সেই চুলের নমুনা। তুমি কি এর নিউমেরিক্যাল স্কোর দেখতে পাচ্ছো?"

রিজোলি এরিনের নিখুঁত হাতের লেখা সিটটার দিকে তাকালো। এ০০–বি০০–সি০৫-ডি৩৩। "হ্যা। কি বলতে চায় এই নম্বরগুলো?"

"প্রথম দুটো স্কোর অর্থাৎ, এ০০ এবং বি০০ বলতে চুলের তন্তুটি সোজা এবং কালো বোঝানো হয়েছে। কমপাউন্ড মাইক্রোস্কোপের নিচে বাকি বর্ণনাগুলো মিলিয়ে দেখতে পারবে।" এরিন রিজোলির হাতে একটি ছবি ধরিয়ে দিলো। "শ্যাফটের দিকে তাকাও। এটা কিছুটা স্থুল গঠনের। দেখো এর ক্রস-সেকশনাল আকার একদম গোলাকার।"

"মানে?"

"এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা আমাদের জাতিগত বিভিন্নতা বোঝাতে সাহায্য করে থাকে। আফ্রিকান কারও চুলের নমুনা এই ক্ষেত্রে একদম সমতল হয়ে থাকে, ফিতার মত। এখন পিগমেন্টেশনের দিকে একটু খেয়াল করে দেখলে বুঝতে পারবে তা কতটা গভির। দেখেছো স্থুল কিউটিকলের অংশটি? এই সবগুলো বৈশিষ্ট্য সবকিছুর পরিসমাপ্তি টানছে একটি নির্দিষ্ট দিকে।" এরিন রিজোলির দিকে তাকালো। "এই চুল পূর্ব এশিয়ার গোত্রভুক্ত কোন মানুষের।"

"পূর্ব এশিয়া বলতে কি বোঝাতে চাইছো?"

"চাইনিজ অথবা জাপানিজ। অথবা ভারতীয় উপমহাদেশ। হয়ত নেটিভ আমেরিকানও হতে পারে।"

"এটা কি নিশ্চিত করা যাবে? এখানে কি ডিএনএ টেস্টের জন্য যথেষ্ট পরিমাণের মূল রয়েছে?"

"দুর্ভাগ্যক্রমে, নাই। দেখে মনে হচ্ছে চুল কেটে নেয়া হয়েছে, প্রাকৃতিকভাবে ঝরে পড়েনি। চুলের তন্তুতে কোন ফলিক্যুলার টিস্যু নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিত এটা এমন একজনের মাথা থেকে এসেছে যে মানুষটি ইউরোপিয়ানও নয় আবার আফ্রিকানও।"

এশিয়ান মেয়ে, হোমিসাইড ইউনিটে প্রবেশের সময় ভাবলো রিজোলি । এটা কোথায় থেকে কেসের মধ্যে এসে পড়লো? উত্তর দিকের উইংয়ে যাওয়া কাঁচে ঘেরা করিডরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে পড়লো সে, রক্সব্যারির আশেপাশের বাড়ি দেখার সময় সূর্যালোক তার ক্লান্ত চোখে এসে যেন তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করলো। আরও কি কোন শিকার রয়েছে যার লাশ এখনও পর্যন্ত পায়নি তারা? হয়েট কি তার চুল কেটে নিয়ে গিয়েছিলো নিজের স্মারকরূপে, যেমনটা সে ক্যাথারিন কর্ডেলের ক্ষেত্রে করেছিলো?

ঘুরে তাকালে দেখতে পেলো সে মুর তার পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে, দক্ষিণ

উইংয়ের দিকে। মুর হয়ত তার দিকে ফিরেও তাকাতো না যদি রিজোলি তাকে না ডাকতো।

ঘুরে দাঁড়ালো মুর রিজোলির ডাকে সাড়া দিয়ে।

"হয়েটের বাথরুমে যে লম্বা কালো চুলটি পেয়েছিলে," বলল সে, "ল্যাবের মতে এটা কোন পূর্ব এশিয়ার মানুষের। আরও একটা শিকার হয়ত রয়েছে যাকে আমরা এখনও পর্যন্ত পায়নি।"

"আমরা সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি এরইমধ্যে।"

"কখন?"

"আজকে সকালের মিটিংয়ে।"

"গড ড্যাম ইট, মুর! আমাকে এই টিম থেকে বিচ্ছিন্ন করো না!"

তার হঠাৎ রাগ দেখে মুর নীরব হয়ে পড়লো।

"আমারও তাকে চাই," বলল সে। ধীরে ধীরে কিছুটা নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করলো সে। সরাসরি বলে ফেললো তাকে। "তোমার মত আমিও এই খুনিকে ধরতে আগ্রহি মুর। আমাকে তোমাদের সাথে নাও।"

"এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। মারক্যুয়েটের।" চলে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হলো সে।

"মুর?"

কিছুদূর গিয়ে আবারও দাঁড়ালো সে।

"আমার এটা একদম সহ্য হচ্ছে না," বলল রিজোলি, "আমাদের বৈরীতা।"

"এখন এসব কথা বলার সময় নেই আমার।"

"দেখো, দুঃখিত আমি। প্যাচিকোর ঘটনায় তোমার উপরে যথেষ্ট বিরক্ত ছিলাম। আমি জানি আমি যা করেছি তার কাছে এটা খুব অগুরুত্বপূর্ণ একটা অজুহাত। আমি মারক্যুয়েটকে কর্ডেল এবং তোমার সম্পর্কের কথা বলেছিলাম।"

ঘুরে দাঁড়ালো মুর তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। "কেন করলে তুমি এসব?"

"আমি কিছুক্ষণ আগেই সে জিনিসটা তোমাকে বলে দিয়েছি মুর। আমি তোমার উপর ভীষণ বিরক্ত ছিলাম।"

"না, প্যাচিকো একটা অজুহাত ছিলো তোমার কাছে, মূল ঘটনা আরও গভির। ক্যাথারিন নিজেই তোমার সমস্যা ছিলো, তাই না? সেই প্রথম দিন থেকেই তুমি তাকে অপছন্দ করতে। তুমি এই সত্যটা মেনে নিতে পারোনি যে–"

"তুমি তার প্রেমে কিভাবে পড়লে?"

দীর্ঘক্ষণ তাদের মধ্যে নীরবতা রইলো, না বলা অনেক কথারই।

এরপর যখন রিজোলি কথা বলল নীরবতা ভেঙে তার কণ্ঠে বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠলো। "তুমি জানো, মুর, তোমার উচ্চমনস্ক কথা ভাবলেই আমার এখন হাসি লাগে, মেয়েদের শ্রদ্ধা করো, তাদের ক্ষমতার প্রশংসা করো, যেখানে আর দশটা পুরুষ মানুষের সাথে তোমার নিজের চিন্তার কোনই পার্থক্য নেই। টিটস অ্যান্ড

অ্যাস।”

প্রচণ্ড রাগে ফ্যাকাশে লাগলো মুরকে। “তুমি তার সুন্দর চেহারার কারণে তাকে ঘৃণা করো তাইনা? এবং আমার উপরে তুমি এই কারণেই বিরক্ত যেহেতু আমাকে তার সেই সৌন্দর্যই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানো রিজোলি? পুরুষ মানুষ তোমাকে কি দেখে পছন্দ করবে, যেখানে তুমি নিজেকেই কখনো পছন্দ করতে পারো না?”

হতভম্ব হয়ে রিজোলি মুরের চলে যাওয়া দেখতে লাগলো। সপ্তাহখানেক আগেও, সে ভাবতো মুর হয়ত পৃথিবীতে একমাত্র মানুষ হবে যে তাকে কোন রূঢ় কথা বলবে না। অন্য কারও কাছ থেকে এই কথাটা শুনলেও তার এত খারাপ লাগতো না, যতটা মুরের মুখ থেকে শোনার পর মন খারাপ হলো তার।

হয়ত সে সত্যি কথাটাই বলেছে যা রিজোলি কখনও ভেবে দেখার অবকাশই পায়নি।

নিচের তলায়, লবি দিয়ে যাওয়ার সময়, বোস্টন পিডির আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত পুলিশদের স্মৃতিশালার দিকে তাকালো। দেয়ালে নামগুলো সময়ের ক্রম ধরে সাজানো রয়েছে, ১৮৫৪ সালের এজেকিয়েল হাডসনকে দিয়ে যা শুরু হয়েছে। স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ একটা ফুলদানিতে ফুল রাখা রয়েছে গ্রানাইটের তৈরি মেঝেটির উপরে। কর্তব্যরত অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে শহীদ হবে তুমি। কত সাধারণ, কত স্থায়ি একটা ব্যবস্থা। সে এই মানুষগুলোর ব্যাপারে কোন কিছু জানে না যাদেরকে দেয়ালে স্থান দেয়া হয়েছে। যেটুকু সে জানে তা হলো, কেউ কেউ এদের মধ্যে বদ চরিত্রের পুলিশও ছিলো, কিন্তু মৃত্যু তাদের নাম এবং সম্মান কিছুটা হলেও উন্নীত করেছে আকাশচূড়ায়। সেখানে দাঁড়িয়ে, কোন কারণ ছাড়ায়, হিংসা হলো তার এই মানুষগুলোর প্রতি।

গাড়ির কাছে চলে আসলো সে। গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে সে নিউ ইংল্যান্ডের একটি ম্যাপ খুঁজে বের করে নিলো। সিটে মেলে ধরে নিজের দুটো বিকল্প পথের কথা ভাবলো   নাশুয়া, নিউ হ্যাম্পশায়ার অথবা লিথিয়া, ম্যাসাচুয়েটসের পশ্চিমাংশ। ওয়ারেন হয়েট উভয় অবস্থানেই এটিএম থেকে অর্থ উত্তোলনের কাজটি করেছে। এখন পুরোটা ধারণার উপর ভিত্তি করে এগোতে হবে তাকে। কয়েনে টস করলো।

গাড়ি চালালো রিজোলি। দশটা ত্রিশ বাজে এখন; দুপুর হওয়ার আগ অবধি লিথিয়া শহরে পৌছাতে পারবে না সে।

পানি। ক্যাথারিন শুধু এটুকুর কথায় ভাবতে পারলো, মুখে পানির ঠাণ্ডা এবং পরিস্কার ছোঁয়া। ভাবতে লাগলো সে সব ঝর্ণার কথা যেগুলো থেকে একসময় পানি পান করেছে, এমনকি হাসপাতালের করিডরে থাকা স্টেইনলেস স্টিলের ওয়েসিস থেকে ঠাণ্ডা পানি উঠে এসে তার গালে, ঠোঁটে এসে ছিটা মারার কথাও মনে আসলো তার। ভাবতে লাগলো সে ঠাণ্ডা টুকরো টুকরো বরফের খণ্ডের কথাও, আর যেভাবে অপারেশনের পরে রোগিরা তাদের ঘাড় উঠিয়ে শুকিয়ে যাওয়া মুখ খুলে ছোট্ট পাখির

মত পানির আর্তি জানায় সেই কথাও মনে পড়লো তার।

এবং তার মাথায় আসলো নিনা পিটনের কথা, বিছানায় বেঁধে থাকা অবস্থায় ক্যাথারিন বুঝতে পারছে যে সে মরে যেতে চলেছে খুব শীঘ্রই, তারপরেও এত কিছুর মধ্যে শুধুমাত্র পিপাসাটাই যেন মনের চিন্তার ফোকরের সবটুকু জুড়ে ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে।

এভাবেই সে আমাদেরকে যন্ত্রণা দিয়েছে। এভাবেই সে আমাদেরও প্রতিহত করেছে। সে চায় আমরা যেন তার কাছে একটু পানি খেতে চায়, জীবনের ভিক্ষা চায়। সে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের আশা করে। সে চায় আমরা যেন তার শক্তির কাছে হার মেনে যায়।

সারা রাত সে এই ঝুলে থাকা লাইটবাল্বের দিকে তাকিয়েই কাটিয়েছে। অনেকবার তার মধ্যে ঝিমুনি ভাব কাজ করেছিলো, শুধুমাত্র জেগে থাকার তাগিদে পেট আতঙ্ক মুচড়ে উঠেছিলো তার। কিন্তু আতঙ্কের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে কার এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলে দেহের সমস্ত শক্তি লাগিয়েও নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না সে। সব চেষ্টা করার পরে মনে হলো তার যেন হাওয়াতে ভাসছে সে। ভাসছে এমন এক রাজ্যে যেখানে বাস্তব এবং নিজের সমস্ত কষ্ট অস্বীকারের গোধূলি লগ্নে মনোযোগ শুধুমাত্র একটি জিনিসের উপরেই নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, পানি।

পায়ের শব্দ শুনতে পেলো সে। এরপর দরজা খোলার শব্দও।

পুরোপুরি জেগে উঠলো সে। তার হৃদপিণ্ড হঠাৎ প্রাণীর মত লাফাতে লাগলো যেন তা বুক বিদীর্ণ করে বের হতে আসতে চাইছে। শুষ্ক বায়ু শুষে নিলো তার নিঃশ্বাস, ঠাণ্ডা সেলারের বাতাসে সোঁদা মাটি এবং পাথরের গন্ধ পাচ্ছে সে। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবল হয়ে উঠছে তার যখন সে পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুনলো এবং পৌছে গেলো সে। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে এখন, বাল্বের আলোর কারণে মুখের ছায়া শুধু দেখতে পেলো ক্যাথারিন, শূন্য কোটরের চোখে একটা মানবখুলি হাসছে যেন।

"তুমি কিছু পান করতে চাও, তাইনা?" বলল সে। কি শান্ত তার কণ্ঠ। কত প্রকৃতস্থ সে।

কোন কথা বলতে পারলো না সে কারণ তার মুখের উপরে টেপ লাগিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু তার উত্তর ব্যাকুল চোখ দুটোতে ফুটে উঠলো।

"দেখো আমি কি নিয়ে এসেছি, ক্যাথারিন।" একটি টাম্বলার ধরে রয়েছে যেখানে কিছু বরফের টুকরো শব্দ করছে এবং ঠাণ্ডা পানির কণা গ্লাসের গা বেয়ে চুইয়ে পড়ছে। "এক চুমুক দেবে কি এতে?"

মাথা নাড়ালো সে, তার চোখ টাম্বলারের উপরে স্থির হয়ে গেছে, মানুষটির উপরে নয়। পিপাসায় যেন সে পাগল হয়ে গেছে, কিন্তু এরমধ্যে আরও কিছু চিন্তা করে ফেলেছে সে, এক চুমুক পানি খাওয়ার চিন্তা ছাড়া। নিজের চলার পথের নতুন ছক আঁকছে, নিজের সুযোগ মেপে দেখতে চেষ্টা করছে।

গ্লাসটিকে ঘোরালে, ভেতরে থাকা বরফের টুকরোগুলো শব্দ করে উঠলো। "যদি তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত থাকো তো।"

থাকবো আমি, অসহায় চোখ দুটো তাকে শপথ দিলো যেন।

টেপ মুখ থেকে উঠানোর সময় মুখের অংশটুকু তার জ্বলে গেলো। স্থিরভাবে শুয়ে থাকলে, একটা স্ট্র দিয়ে তাকে পানি খাইয়ে দিলো সে। গ্রাস করলো যেন সে পানির বিন্দুগুলো, কিন্তু ভয়ঙ্কর পিপাসার তুলনায় এটা যেন সামান্যতম পানি। আবারও পান করলে হঠাৎ কাশি উঠলো তার, মুখ থেকে পানির অমূল্য কণাগুলো ছিটকে চলে গেলো।

"শুয়ে থেকে পানি পান করতে পারছি না–" হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। "দয়া করে, আমাকে উঠে বসাও। দয়া করো।"

গ্লাসটিকে রেখে সে ক্যাথারিনকে পরীক্ষা করে নিলো, চোখ অন্ধকারেই ঢেকে রেখেছে সে। সে এমন একজন মেয়েকে দেখছে এখন, যে কোন মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা কাল্পনিক বস্তু নয় যার ক্ষেত্রে। মেয়েটিকে পুণরুজ্জীবিত করতে হবে , যদি সে নিজের আতঙ্কের খেলার মজা পরিপূর্ণভাবে নিতে চায় তো।

টেপটি কেটে বেডফ্রেম থেকে তার ডান হাত মুক্ত করে ফেললো।

ক্যাথারিনের হৃদপিণ্ড জোরে জোরে কাজ করছে এখন এবং ভাবছে সে তার শিকারিটিও নিশ্চয় তার হৃদপিণ্ডের এই খেলা বুকের পিঞ্জরে ঠিকই দেখতে পেয়েছে। ডান হাত মুক্ত হয়ে গেলো, তার হাতটি যেন অসাড় হয়ে দেহের এক পাশে পড়ে রইলো। একটা পেশিও নিজের ইচ্ছেতে সে নড়াতে পারছে না।

অসীম সময়ের জন্য নীরবতা নেমে আসলো তাদের মাঝে। কই। আমার বাম হাতের বাঁধন খুলে দাও। তাড়াতাড়ি কেটে দাও!

অনেক দেরিতে খেয়াল করলো নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে রেখেছে সে এবং লোকটি খেয়াল করছে এসব। সে নতুন ডাক্ট টেপের রোল খোলার শব্দ পেলো।

হয় এখনই করতে হবে তোমার, নাহলে সবকিছু শেষের অপেক্ষা করতে থাকো।

অন্ধভাবে সে যন্ত্রপাতির ট্রে-র দিকে হাত বাড়ালো, এর ফলে গ্লাসের পানি মেঝেতে পড়ে ভেসে গেলে বরফের টুকরোগুলো শব্দ করে উঠলো। হাতের কাছে স্টিলের কিছু একটার ছোঁয়া পেলো সে। স্কালপেল!

যখন সে ক্যাথারিনকে লক্ষ্য করে সম্মুখদিকে ঝাঁপ দিলো ক্যাথারিন স্কালপেলটি তুলে ধরলো এবং বুঝতে পারলো ব্লেডটি তার মাংসে গেঁথে গেছে।

এক ঝটকায় পেছনে সরে গেলো সে, আর্তনাদ করে, নিজের হাতটা চেপে।

এক দিকে বেঁকিয়ে ঘুরে নিজের বাম-হাতের বাঁধনটাও কেটে ফেলল। আরেকটা হাতও মুক্ত করে ফেললো সে!

বিছানার উপরে তাকাতেই তার চোখের সামনে সবকিছু যেন আবছা হয়ে আসতে থাকলো। একদিনের তৃষ্ণার্ত ভাব তাকে অনেকবেশি দুর্বল করে ফেলেছে,

নিজের মনোযোগ ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালালো সে, ডান পায়ের গোড়ালির টেপটি কাটার জন্য অগ্রসর হলো ক্যাথারিন। অন্ধভাবে স্কালপেল চালালো সে এবং ফলশ্রুতিতে চামড়াতে আঘাত পাওয়া ব্যথা অনুভূত হলো তার। শক্ত ঝটকা দিয়ে গোড়ালি মুক্ত করে ফেললো সে।

এরপর সে নিজের শেষ বন্ধনের দিকে এগোল। ভারি রিট্রাক্টর তার হাতের মুঠোর এসে পড়লো এমনভাবে, চোখের সামনে অন্ধকার নেমে আসলো অকস্মাৎ।

দ্বিতীয় আঘাতটি করা হলো তার গালে, ক্যাথারিন নিজের হাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পেলো এবার। মনে করতে পারলো না সে, স্কালপেলটি কিভাবে এবং কখন তার হাত থেকে পড়ে গেছে।

যখন সে আবার জ্ঞান ফিরে পেলো, তার মুখ প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা করছে এবং ডান চোখের সাহায্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে সামনের কিছু। পা দুটো নড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো সে কারণ আবারও তার কব্জি এবং গোড়ালি বেডফ্রেমের সাথে বেঁধে রেখেছে লোকটি। কিন্তু সে তার মুখে টেপ লাগায়নি এবার, এখনও সে তাকে নীরব রাখার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

মাথার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। শার্টে ঘন কিছুর দাগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার রক্ত, বুঝতে পারলো ক্যাথারিন, মনে মনে সন্তুষ্ট হয়ে। শিকারির রক্ত ঝরাতে সমর্থ হয়েছে সে। আমাকে পরাজিত করা এতটাও সহজ নয়। ভয়কে গ্রাস করে এগোয় সে নিজের শিকারের দিকে; আমি ভয় পাবো না।

ট্রে থেকে স্কালপেল তুলে নিয়ে ক্যাথারিনের দিকে এগোল সে। যদিও তার হৃদপিণ্ড বক্ষপিঞ্জরে জোরে জোরে বাড়ি দিচ্ছে তারপরেও সে স্থির হয়ে শুয়ে রইলো, লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে। বিরক্ত করতে চাইছে তাকে, বিদ্রূপ করছে। ক্যাথারিন এখন বুঝতে পেরেছে তার মৃত্যু অবধারিত এবং এই চিন্তায় যেন তাকে মুক্তির কাঙ্ক্ষিত স্বাদ এনে দিলো। নিন্দা করার সাহস যোগাচ্ছে সে। গত দুই বছর সে জখম হওয়া প্রাণীর মত নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলো। দুই বছর, অ্যান্ড্রু ক্যাপরার আতঙ্কের ভূত তার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। আর নয়।

আসো জলদি, কেটে ফেলো আমাকে। কিন্তু কোনভাবেই জিততে পারবে না তুমি। তুমি আমাকে হেরে যাওয়া অবস্থায় মরতে দেখতে পাবে না।

ক্যাথারিনের পেটে সে স্কালপেলের ব্লেড চেপে ধরলো। পেশিগুলো শক্ত হয়ে গেলো তার ব্লেডের স্পর্শে। তার চেহারায় ভয়ার্তভাব দেখতে চাইছে সে।

কিন্তু ক্যাথারিন তাকে শুধুমাত্র প্রতিবাদী একটা চেহারা দেখালো। "তুমি কোনকিছুই অ্যান্ড্রুর সাহায্য ছাড়া করতে পারো না, পারো কি?" বলল সে। "এমনকি তোমার তো উত্তেজিত হওয়ার মত ক্ষমতাও নেই। অ্যান্ড্রু তোমার হয়ে সেই কাজটাও করে দিত। তুমি শুধু তার কাজ দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে।"

ব্লেড আরও চেপে ধরলে, তার চামড়া উঠে আসলো। ব্যথা সহ্য করে, রক্তের প্রথম ফোঁটা বের হয়ে যাওয়ার পরেও, সে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

BOIGHAR.COM

কোনরূপ ভয়ের লেশমাত্র দেখা গেলো না সেখানে, তাকে সন্তুষ্ট হতে দেবে না সে, ক্যাথারিন আজ বদ্ধপরিকর।

"তুমি তো কোন মেয়ের সাথে সঙ্গম পর্যন্ত করতে সক্ষম নও, পারো কি? নাহ, তোমার নায়ক অ্যান্ড্রু ক্যাপরা তোমার হয়ে এই কাজটাও করে দিতো। সেও একটা ব্যর্থ মানুষ ছিলো।"

স্কালপেল নড়ে উঠলো, অস্বস্তিবোধ করছে যেন সে। তুলে ফেললো সে চামড়া থেকে স্কালপেল। ডিম লাইটের আলোতে দেখতে পেলো, লোকটির হাত কাঁপছে।

তার একমাত্র চাবিকাঠি এই অ্যান্ড্রু, যে মানুষটি তার কাছে পূজনিয়।

"হতভাগ্য। অ্যান্ড্রু খুবই হতভাগ্য ছিলো," বলল সে। "তুমি কি জানো সে আমার সাথে সেই রাতে কথা বলতে এসেছিলো কেন, জানো না তাইনা তুমি? ভিক্ষা চাইতে আমার কাছে।"

"না।" ফিসফিসানির স্বরে বলে উঠলো কণ্ঠটি।

"সে আমাকে অনুরোধ করেছিলো আমি যেন তাকে চাকরি থেকে বের না করে দেয়ার ব্যবস্থা করি। সে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলো।" সজোরে হেসে ফেললো ক্যাথারিন, কর্কশ এবং ভীতিপ্রদভাবে, মৃত্যুর এই পাতালরাজ্যে। "খুবই দুঃখজনক ঘটনা, তাই না? এটাই তোমার অ্যান্ড্রু ছিলো তাহলে, তোমার নায়ক। আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলো যেন আমি তাকে সাহায্য করি।"

স্কালপেলের উপর হাতটা শক্ত হয়ে এসেছে তার। আবারও সে ব্লেডটি পেটের উপর চেপে ধরলো এবং তাজা রক্ত অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে যেতে থাকলো ঠিক ঝর্ণাধারার মত। শিউরে উঠার বা ভয়ে কেঁদে ফেলার ভাবটা সে খুব কষ্ট করে মাথা থেকে সরিয়ে রাখলো। তার বদলে কথা বলতেই থাকলো সে, কঠোর এবং আত্মবিশ্বাসি কণ্ঠে, যেন স্কালপেলটি ক্যাথারিনের হাতে রয়েছে।

"সে আমাকে তোমার ব্যাপারেও বলেছিলো। তুমি তো সেই ব্যাপারেও জানোনা, তাইনা? সে বলেছিলো তুমি তো কোন মেয়ের সাথে কথাও বলার সাহস রাখো না, তুমি ভীতু কাপুরুষ। সে তাদেরকে তোমার জন্য খুঁজে এনে দিতো শুধু এই কারণে।"

"মিথ্যুক।"

"তুমি তার কাছে কিছুই ছিলে না। শুধুমাত্র একটা পরজীবী প্রাণী ছাড়া। একটা কীট।"

"মিথ্যুক।"

ব্লেড তার চামড়ার আরও গভিরে গেঁথে যেতে থাকলো এবং নিজের সাথে যুদ্ধ করার মত তার কণ্ঠ থেকে হাল্কা কয়েকটা শব্দ ভেসে আসলো। তুমি কখনও জিততে পারবে না, বাস্টার্ড। কারণ, আমি তোমাকে ভয় পায় না। আমি কোনকিছুতেই ভীত হবো না আর।

দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো তার, নিয়ন্ত্রণের বাধা না মেনেই তা জ্বলে যেতে লাগলো, যখন ওয়ারেন তার পেটের পরবর্তি স্তরটিও ভেদ করে ফেললো।

অধ্যায় ২৫

কেক মিক্সের জিনিসপত্রের সারির দিকে তাকিয়ে রিজোলি ভাবছে এই বাক্সগুলো ঠিক কি পরিমাণ মিলিবাগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। হব'স ফুডমার্ট এমন এক ধরণের মুদি দোকান যেখানকার পরিবেশ অন্ধকার এবং দুর্গন্ধময়, চিরচেনা সেই পরিবারের দুই তিনজন লোক দিয়ে চালানো মম অ্যান্ড পপ এস্টাব্লিসমেন্ট, যদি মম অ্যান্ড পপকে নিচু মনের লোক হিসেবে চিত্রিত করা যায় কারণ তারা স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের কাছে নষ্ট হয়ে যাওয়া দুধ বিক্রি করার কাজ করে থাকে। এখানকার 'পপের' নাম ডিন হবস, বুড়ো ইয়াঙ্কি সে, সন্দিগ্ন দৃষ্টিতে যে এই মুহূর্তে একজন ক্রেতার উপরে নজর বুলিয়ে নিচ্ছে তার কাছ থেকে অর্থ নেয়ার সময়। রাগান্বিতভাবে সে দুটো পেনি ফেরত দিলো তাকে খুচরো হিসেবে, এরপর রেজিস্টার বন্ধ করে রাখলো।

"সেই সব মানুষের কথা জিজ্ঞেস করবেন না যারা এটিএম থিং-এ-ম্যাজিক ব্যবহার করে থাকে," রিজোলিকে বলল সে। "ব্যাংক সেটিকে এখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে, আমার গ্রাহকদের সুবিধার্থে। আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই এর সাথে।"

"মে মাসে এখান থেকে ক্যাশ তুলে নেয়া হয়েছিলো। দুইশো ডলার। আমার কাছে সেই লোকটার একটা ছবিও রয়েছে যে–"

"আমি স্টেট পুলিশকে যে কথাগুলো বলেছি আবারও বলছি, সেটা মে মাস ছিলো। এখন আগস্ট মাস চলছে। আপনার কি মনে হয় অত পুরনো কোন ক্রেতার কথা আমার মনে থাকার কথা?"

"স্টেট পুলিশ এসেছিলো এখানে?"

"হ্যা, আজকে সকালেই এসেছিলো, আপনার মত একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে গেছে। আপনারা পুলিশেরা কি একে অপরের সাথে কথা বলে নিতে পারেন না?"

তাহলে এটিএম থেকে অর্থ উত্তোলনের বিষয়টিকে গভির গুরুত্ব দিয়েই দেখা হয়েছে, কিন্তু বোস্টন পুলিশের জায়গায় এখানে স্টেট পুলিশ এসেছে। শিট, এখানে সে নিজের সময় নষ্ট করতে এলো কেন তাহলে?

মি. হবসের দৃষ্টি হঠাৎ করে একটা কিশোর বালকের উপরে পড়লো যে ক্যান্ডি সিলেকশনের জায়গাতে দাঁড়িয়ে দেখছে সেগুলো গভিরভাবে। "হেই, স্নিকারস বারের জন্য অর্থ দিতে পারবে তুমি?"

"উহ...ইয়া।"

"তাহলে পকেট থেকে দেরি না করে বের করে ফেলো, বের করছো না কেন?"

ছেলেটি ক্যান্ডি বারটি শেল্ফে রেখে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেলো।

ডিন হবস শান্তির নিঃশ্বাস ফেললো। "এই ছেলেটি মাঝে মধ্যেই বিরক্ত করে।"

"আপনি কি এই ছেলেটিকে চেনেন?" জানতে চাইলো রিজোলি।

"আমি তার পরিবারের লোকজনকে চিনি তো।"

BOIGHAR.COM

"আপনার অন্যান্য ক্রেতার ক্ষেত্রেও কি একই নিয়ম খাটে? আপনি কি তাদের বেশিরভাগকেই চেনেন?"

"আপনি কি শহরটা ঘুরে দেখেছেন?"

"হ্যা, দ্রুত এক চক্কর দিয়েই তো আসলাম।"

"তাহলে একটা দ্রুত চক্করেই লিথিয়া ভ্রমণ শেষ হয়ে যায়। বারশো মানুষ বাস করে এখানে। কিছুই দেখার নেই।"

রিজোলি ওয়ারেন হয়েটের ছবিটা বের করলো। এটাই তাদের খুঁজে পাওয়া সব থেকে ভালো ছবি, দু-বছর আগেকার ড্রাইভার লাইসেন্স থেকে সংগ্রহ করেছে এটা। ক্যামেরার দিকে সোজা তাকিয়ে রয়েছে সে, ছোট ছোট করে কাটা চুলের চিকন চেহারার মানুষ, মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে রেখেছে সে। ডিন হবস যেহেতু এর আগেই তাকে দেখে ফেলেছে, তারপরেও তার সামনে ছবিটিকে ধরেই রাখলো একভাবে। "এই মানুষটির নাম ওয়ারেন হয়েট।"

"হ্যা, দেখেছি আমি। স্টেট পুলিশ আমাকে দেখিয়েছে এই ছবি।"

"আপনি কি তাকে চেনেন?"

"আজকে সকালে তো তাকে চিনতে পারিনি। এখনও তাকে চিনতে পারছি না।"

"আপনি কি নিশ্চিত?"

"আমার কথা শুনে মনে হচ্ছেনা তা?"

হ্যা, তা লাগছে। এই মানুষটা হয়ত এমন, যে নিজের কথা কোনকিছুর ব্যাপারেই আর দ্বিতীয়বার বদলাতে চায় না।

দরজা খোলার সময় বেল টুংটাং শব্দ করে উঠলে দুজন কিশোরি মেয়ে ঢুকে পড়লো, সামার ব্লন্ড তারা আর লম্বা পা দুটো উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে শর্টস ভেদ করে। চামড়া সূর্যের তাপে কিছুটা তামাটে হয়ে গেছে তাদের। ডিন হবস তাদের দেখে কিছু সময়ের জন্য মনোযোগ ভ্রষ্ট হয়ে পড়লো, দোকানের পেছনের দিকে তাদের ঘুরে বেড়ানো দেখতে লাগলো।

"সত্যিই বড় হয়ে গেছে এরা," নিজের ঘোরেই বিড়বিড় করে বলতে থাকলো সে।

"মি. হবস?"

"হাহ?"

"যদি আপনি কখনও ছবির এই লোকটিকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পান, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন দেবেন," নিজের কার্ডটি হবসকে দিয়ে দিলো সে। "আমাকে দিনের যেকোন সময়েই ফোন দিতে পারেন। পেজারে অথবা সেল ফোনে।"

"হ্যা, হ্যা।"

মেয়ে দুটো এক ব্যাগ পটেটো চিপস আর ছয় বোতল ডায়েট পেপসি নিয়ে

রেজিস্টারে আসলো। তারা নিজেদের কৈশোরের মোহনীয় গঠনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্লিভলেস টি শার্ট ভেদ করে স্তনগুলো দেখা যাচ্ছে তাদের। ডিন হবস তাকিয়ে আছে তাদের দিকে একদৃষ্টে, ভুলেই গেছে রিজোলিও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার জীবনের চিরাচরিত গল্প। সুন্দর মেয়ের আগমন ঘটলেই, আমি যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

সে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে আসলো এবং গাড়িতে উঠে পড়লো। এটুকু সময়ের মধ্যেই সূর্যের প্রখর তাপে গাড়ির ভেতরের পরিবেশ প্রচণ্ড গরম হয়ে পড়েছে। দরজা খুলে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো গরম বাতাস গাড়ির মধ্যে থেকে বের হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। লিথিয়ার মূল রাস্তায়, সবকিছুই যেন স্থবির হয়ে পড়েছে। একটি গ্যাস স্টেশন, হার্ডওয়ার স্টোর, একটি ক্যাফে, কিন্তু কোন মানুষ নেই তাতে। তাপের কারণে কেউ এখানে বাড়ি ছেড়ে হয়ত বেড়াতেই পারে না, আর রাস্তার এদিকে ওদিকে থাকা জায়গাগুলোর এয়ার কন্ডিশনারের ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকার এরকম একটি ছোট শহরেও কেউ পাখা নিয়ে বাতাস খেতে পছন্দ করে না। এয়ার কন্ডিশনিংয়ের বদৌলতে সামনের বারান্দা পর্যন্ত ঠাণ্ডা রাখতে পারে সবাই।

মুদি দোকানের দরজা লাগানোর টুংটাং শব্দ পেলো আবারও এবং দেখলো মেয়ে দুটো ধীর গতিতে সূর্যের এই প্রখর তাপে বেরিয়েছে, তারাই একমাত্র প্রাণী এখানে হয়ত। যখন রাস্তায় উঠলো তারা রিজোলি দেখতে পেলো একটি বাড়ির জানালাতে পর্দা নামিয়ে দিলো কেউ। ছোট শহরগুলোতে মানুষ সবকিছু খেয়াল করার চেষ্টা করে। বিশেষ করে যদি সুন্দরি কোন মেয়ে দেখে তো।

"কেউ যদি হারিয়ে যায় তারা কি সেটা বুঝতে পারবে?"

গাড়ির দরজা বন্ধ করে সে আবার মুদি দোকানে এসে ঢুকলো।

মি. হবস সবজির শেল্ফের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখন, চালাকি করে ফ্রেশ লেটুসের পাতাগুলো কুলার বিনের ও পাশে লুকিয়ে রাখছে, মুষড়ে পড়া পাতাগুলো সামনে।

"মি. হবস?"

ঘুরে দাঁড়ালো সে। "আবারও এসেছেন আপনি?"

"আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে।"

"আমার কাছে যে সব প্রশ্নের উত্তর আছে ভুলেও তা মনে করবেন না।"

"এই শহরে কি কোন এশিয়ান নারী থাকে?"

এই প্রশ্নটাকে সে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলো না এবং বিহ্বল অবস্থায় রিজোলির দিকে তাকালো। "কি?"

"চাইনিজ অথবা জাপানিজ কোন নারী। অথবা নেটিভ আমেরিকান।"

"আমাদের এখানে দুই-একটা কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার রয়েছে," বলল সে, যদি সেই ক্ষেত্রে তারা এই বিষয় বুঝে নিতে পারে তো।

"একজন মেয়ের কথা জানতে চাইছি হয়ত নিখোঁজ সে। লম্বা কালো চুল তার, সোজা, কাঁধ অবধি।"

"আপনি বলতে চাইছেন সে এশিয়ান, তাই তো?"

"অথবা নেটিভ আমেরিকান।"

সজোরে হেসে ফেললো হবস। "আমার মনে হয় সে এগুলোর কোনটায় নয়।"

রিজোলির মনোযোগ ঘনীভূত হলো। সবজির তাকের কাছে গিয়ে পুরনো জুক্কিনিগুলোকে নতুন সবজিগুলোর উপরে রেখে দিলো।

"সে কে, মি. হবস?"

"সে পূর্বের কোন দেশ থেকে তো আসেনি, এটা নিশ্চিত। ভারতীয়ও নয় সে।"

"আপনি চিনেন তাকে?"

"এখানে দেখেছি তাকে, দু-একবার। গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর জন্য স্টার্ডি ফার্ম ভাড়াতে নিয়েছে। লম্বা করে মেয়েটি। দেখতে একটুও ভালো নয়।"

হ্যা, আমরা শেষের কথাটুকুতে গুরুত্বারোপ করবো।

"আপনি শেষবার তাকে কবে দেখেছিলেন?"

ঘুরে চিৎকার করে একজনকে ডাকতে লাগলো লোকটি : "হেই, মার্গারেট!"

পেছনের ঘরের দরজাটি খুলে মিসেস হবস বেরিয়ে এলো। "কি?"

"তুমি গত সপ্তাহে স্টার্ডির ঐ জায়গাটিতে ডেলিভারি দিয়ে এসেছিলে না কিছু জিনিস?"

"হ্যা।"

"ওখানে যে মেয়েটি থাকে তাকে দেখে তোমার ঠিকঠাক মনে হয়েছিলো?"

"সেই তো আমার প্রাপ্য ডলার দিয়েছিলো।"

রিজোলি জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি এরপরে আর তাকে দেখেছেন, মিসেস হবস?"

"দেখার প্রয়োজন পড়েনি তো।"

"এই স্টার্ডি ফার্মটি কোথায়?"

"ওয়েস্ট ফর্ক থেকে কিছুটা দূরে। এই রাস্তা ধরে চলে গেলেই পৌছে যাবেন।"

রিজোলি দেখলো তার বিপার বন্ধ হয়ে গেছে। "আমি কি আপনার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি?" জিজ্ঞেস করলো সে। "আমার সেল ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে।"

"অনেক দূরে ফোন করবেন কি?"

"বোস্টন।"

বিরক্তিসূচক চেহারা নিয়ে ঘুরে আবারও জুক্কিনি সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। "পে ফোন বাইরে রয়েছে।"

মনে মনে অভিশাপ দিতে দিতে, রিজোলি বাইরে তাপের মধ্যে এদিক ওদিক খুঁজে পে-ফোনটি পেয়ে গেলে স্লটে কয়েন দিলো।

"ডিটেক্টিভ ফ্রস্ট।"

"তুমি কি আমাকে কিছুক্ষণ আগেই পেজ পাঠিয়েছিলে?"

"রিজোলি? তুমি পশ্চিম দিকে জনাঞ্চলে কি করতে গেছো?"

সে বিষয়টি ভুলেই গিয়েছিলো কলার আইডির বদৌলতে সে তার অবস্থান সম্পর্কে এমনিই জানতে পারবে। "আমি একটা ছোট্ট ড্রাইভে বেরিয়েছি।"

"তুমি এখনও এই কেসের কাজই করছো, তাই না?"

"আমি শুধু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে এসেছি। খুব বড় বিষয় তো না এটা।"

"শিট, যদি–" ফ্রস্টের কণ্ঠ হঠাৎ ক্ষীণ শোনাল। "যদি মারক্যুয়েট জানতে পারে–"

"তুমি তাকে কিছু জানাবে না, জানাবে কি?"

"নাহ, অবশ্যই না। কিন্তু এখানে চলে এসো তাড়াতাড়ি। সে তোমাকে খুঁজে না পেলে ভীষণ রেগে যাবে।"

"আমার আরেকটা জায়গা একটু দেখতে যেতে হবে।"

"রিজোলি, আমার কথা শোন। যেতে দাও এগুলোকে, নাহলে ইউনিটে তোমায় যে সম্ভাবনাটুকু বাকি রয়েছে সেটাও হারিয়ে ফেলবে তুমি।"

"তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না? আমাকে এরইমধ্যে ইউনিট থেকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে! আমি এমনিতেই শালাদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছি!" চোখে অশ্রুবিন্দু নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে এবং শূন্য রাস্তার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকালো, যেখানে ধূলাও যেন ভস্ম হয়ে যাচ্ছে তাপে। "সেই এখন একমাত্র যার প্রতি আমার সমস্ত মনোযোগ রয়েছে। 'সার্জন'। আমার কাছে আর কিছুই বাকি নেই শুধুমাত্র তাকে পাকড়াও করা ছাড়া।"

"স্টেট পুলিশ এরইমধ্যে এগুলো কাজে বেরিয়ে পড়েছে। তারা শূন্য হাতে ফিরেও এসেছে।"

"জানি আমি।"

"তাহলে তুমি কি করছো সেখানে?"

"তারা যে প্রশ্নগুলো বাকি রেখে গিয়েছে, আমি সেই প্রশ্নগুলোই করতে এসেছি।" ফোন রেখে দিলো সে।

গাড়িতে উঠে কালো চুলবিশিষ্ট সেই রহস্যময়ী নারীর খোঁজে রওয়ানা দিলো রিজোলি।

BOIGHAR.COM

অধ্যায় ২৬

লম্বা চলে যাওয়া রাস্তাটির শেষ প্রান্তেই অবস্থিত একমাত্র বাড়ি এই স্টার্ডি ফার্ম। পুরনো ধাঁচের বাড়িটির বাইরের অংশ সাদা রঙের, বাড়ির সামনের বারান্দার মাঝখানে জ্বালানির কাঠ জমা করে রাখা রয়েছে।

রিজোলি কিছু সময়ের জন্য নিজের গাড়িতে বসে থাকলো, খুব ক্লান্ত লাগছে তার কেন জানি। নিজের পেশাগত জীবন নিয়েও হতাশাটাও আজকে তাকে গ্রাস করেছে, কোন রাস্তায় এসে পড়েছে সে আজ। একাকি এই ভাঙাচোড়া রাস্তায় বসে কয়েক ধাপ ভেঙে সেই দরজায় কড়া নাড়ানোর মত দায়িত্ব এসে বর্তেছে তার ঘাড়ে। এমন একটা উদ্ভট মেয়ের সাথে তাকে কথা বলতে হবে এখন যার কালো চুলের উৎস ধরেই এসেছে সে এখানে। এখন এড গিজার, আরেকজন বোস্টন পুলিশের কথা ভাবছে সে, যে তারই মত একদিন এরকম শূন্য একটি রাস্তায় নিজের গাড়ি পার্ক করে রেখে, ঊনপঞ্চাশ বছরের জীবনকালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো শেষ পরিণতির । রিজোলি প্রথম ব্যক্তি ছিলো যে সেই ক্রাইম-সিনে প্রথমবারের জন্য পৌছেছিলো। যেখানে অন্যান্য পুলিশেরা তার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রক্তের দাগবিশিষ্ট উইন্ডশিল্ড দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে এডের সাথে ঘটে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক কথা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলো। রিজোলির সেই পুলিশের নিজের খুলি উড়িয়ে দেয়ার জন্য কিছুটা হলেও সেদিন দুঃখবোধ হয়েছিলো।

কত সোজা ব্যাপারগুলো তাই না, ভাবলো সে, হঠাৎ খেয়াল করলো তার কোমরে সেই অস্ত্র এখনও রয়েছে। এটা তার সার্ভিসেরটা নয় যা মারক্যুয়েটের হাতে দিয়ে এসেছে অনেক আগে বরং তার নিজের, যেটা সে বাড়িতে রাখে। একটা বন্দুক তোমার সব থেকে ভালো বন্ধু অথবা শত্রু দুটোই হতে পারে। কখনও কখনও বৈশিষ্ট্য দুটো একই সাথে ধারণ করে সে।

কিন্তু সে এড গিজার নয়, সে হার মেনে যাওয়া মানুষ নয়, যে নিজের বন্দুকের গুলি নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতেই ব্যয় করবে। ইঞ্জিন বন্ধ করে বদ্ধপরিকর রিজোলি নিজের কাজ করার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসলো।

রিজোলি তার সমগ্র জীবন শহরে কাটিয়েছে এবং এই জায়গার নিস্তব্ধতা তার কাছে অনেক বেশি লোমহর্ষক মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠলো সে, সিঁড়ির কাঠের শব্দ অনেক গুরুত্ব বহন করলো এই থমথমে পরিবেশে। ভনভনিয়ে মাছি উড়ছে তার মাথার উপরে। দরজায় কড়া নাড়িয়ে অপেক্ষা করলো সে। পরীক্ষামূলকভাবে দরজার হাতল ঘুরিয়ে দেখতে গেলে, সেটিকে বন্ধ অবস্থায় আবিষ্কার পেলো সে। আবারও দরজায় কড়া নাড়ালো সে, এরপর জোরে জোরে ডাকলো, চিৎকারের কারণে তার স্বর যেন চারিদিকে ছড়িয়ে গেলো : "হ্যালো?"

মুহূর্তের মধ্যে মশাও কোথায় থেকে এসে আক্রমণ করলো তার উপরে। মশা মারার জন্য নিজের মুখে চাপড় দিলে হাতের তালুতে রক্তের দাগ দেখতে পেলো সে। গ্রাম্য জীবনের গুষ্টি কিলাই; শহরে অন্তত রক্তখেকো জিনিস পায়ে হেঁটে সামনে আসে এবং কেউ তাদের সামনাসামনি দেখেই সতর্ক থাকতে পারে।

আবারও দরজায় জোরে জোরে বাড়ি দিয়ে, আরও কয়েকটা মশা চাপড় দিয়ে মারলো সে, তারপর হাল ছেড়ে দিলো। বাড়িতে কেউ নেই বলে মনে হচ্ছে।

বাড়িটির আশেপাশে ঘুরতে লাগলো সে, দেখতে থাকলো ভেতরে অনুপ্রবেশের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, কিন্তু সবগুলো জানালা বন্ধ করে স্ক্রিন নামিয়ে রাখা রয়েছে। পুরো বাড়িটি পাথরের একটি ভিতের উপর তৈরি হওয়ায়, জানালাগুলো অনেক বেশি উঁচুতে এটার, কোন অনুপ্রবেশকারি মই জাতীয় জিনিসের সাহায্য ছাড়া সেখানে কোনভাবেই ঢুকতে পারবে না।

বাড়িটি এদিক ওদিক দেখা বাদ দিয়ে সে পেছন দিকে গেলো। সেখানে একটি পুরনো গোলাবাড়ি, পুকুরের মত জলাশয় নোংরায় সবুজ হয়ে গেছে। একটি বুনোহাঁস পানির উপর নিজের মনে ভেসে বেড়াচ্ছে–হয়ত নিজের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাগানে কোন অসঙ্গতির লক্ষণ পেলো না সে–হাঁটু সমান লম্বা আগাছা, ঘাস আর মশাতে ভরপুর জায়গাটা। প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার তাদের।

টায়ারের দাগ চলে যেতে দেখলো সে গোলাবাড়ির দিকে। সাম্প্রতিক কোন গাড়ি আসার কারণে ঘাসগুলো কিছুটা মসৃণ হয়ে পড়েছে।

এই শেষ জায়গা দেখেই চলে যাবে সে।

বসে যাওয়া ঘাসের উপরে টায়ারের চিহ্ন লক্ষ্য করে এগোতে থাকলে অস্বস্তিবোধ করলো সে নিজের অজান্তেই। তার কাছে এই মুহূর্তে কোন সার্চ ওয়ারেন্ট নেই, কিন্তু কেই বা সেটা দেখতে আসবে? সে শুধুমাত্র এক ঝলক দেখবে সেখানে কোন গাড়ি রয়েছে কিনা।

হাতল ধরে গোলাবাড়ির ভারি দরজাটি খুলে ফেললো সে।

সূর্যালোক ভেতরে ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে আসার ফলে, গোলাবাড়িটির অভ্যন্তরের অংশটি আলোছায়ার মধ্যেই রয়েছে এবং বাতাসের চাপে ধুলোবালি কিছুটা উড়ে যেতে লাগল সেখানে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে, সামনে থাকা গাড়িটির দিকে তাকিয়ে।

সবুজাভ হলুদ রঙের মার্সিডিজ এটা।

ঠাণ্ডা বরফ থেকে জমে থাকা পানিবিন্দুর মত ঘাম তার মুখের উপর পড়লো। কি নিস্তব্ধ এই জায়গা; শুধুমাত্র ছায়ার মধ্যে কোথাও একটি মাছি উড়ার শব্দ পাচ্ছে সে, তাছাড়া অনেক বেশি নিস্তব্ধ এখানকার পরিবেশ।

মনে করতে পারলো না সে কখন নিজের হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল করলো অস্ত্রটি সে হাতেই রেখেছে, যখন গাড়িটির দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। ড্রাইভারের সিটের জানালা দিয়ে ভেতরের অংশ দেখে নিলো সে,

BOIGHAR.COM

নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে ভেতরে কেউ আছে কিনা। এরপর কয়েক সেকেন্ড পরে, অভ্যন্তরের দিকে সে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে রইলো। তার চোখ পড়লো সামনে প্যাসেঞ্জারের সিটে পড়ে থাকা গাঢ় রঙের জিনিসটির উপর। পরচুলা তো এটা।

বেশিরভাগ কালো পরচুলা তৈরির জন্য চুল কোথায় থেকে আসে? পূর্বের দেশ অথবা প্রাচ্য থেকেই তো।

কালো চুলের মেয়ে।

মনে করতে পারলো সে হাসপাতালের সার্বক্ষণিক নজরদারির ক্যামেরার ভিডিওটার কথাও যেদিন নিনা পিটন খুন হয়েছিলো। কোন টেপেই তারা ফাইভ ইস্টে ওয়ারেন হয়েটকে দেখেনি।

কারণ সে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে মেয়ের ছদ্মবেশে এসেছিলো, পুরুষের বেশে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

একটা চিৎকার হলো হঠাৎ।

দৌড়ে সে গোলাবাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসলো, বুক ধড়ফড় করছে তার। কর্ডেল?

সেখান থেকে হাঁটু অবধি লম্বা আগাছা কাটিয়ে দৌড়ে বাড়িটির পেছনের দরজার কাছে চলে আসলো।

আটকানো।

হাঁপরের মত তার শ্বাস উঠানামা করছে এখন, পেছনের দিকে গিয়ে সে দরজার ফ্রেমটি দেখে নিলো। লাথি মেরে দরজা মারার কাজটি যতটা না বেশি পেশিশক্তি করে থাকে তার থেকে বেশি অ্যাড্রেনালিনের ক্রিয়ার প্রয়োজন পড়ে এতে। নব্য পুলিশ সদস্য হিসেবে এবং তার টিমের একমাত্র নারী সদস্য হওয়ার দরুণ, রিজোলিকে একবার একটি সন্দেহভাজনের দরজা লাথি দিয়ে ভাঙ্গতে বলা হয়েছিলো। এটা তার একটা পরীক্ষাই ছিল সেসময় এবং অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা আশা করেছিলো, এমনকি চেয়েছিলো সে যেন হার মেনে যায় এই কাজে। যখন সে অপেক্ষা করছিলো তাকে অপমানিত করার জন্য, রিজোলি তার সমস্ত মনোযোগ এবং রাগ কেন্দ্রিভূত করে সেদিন দরজাতে লাথি দিয়েছিলো। দুই লাথিতেই দরজাটি ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছিলো এবং তাসমানিয়ান ডেভিলের মত নিজের অভ্যন্তরে আবারও শক্তি লাভ করে সে।

এখনও সেই একই অ্যাড্রেনালিন তার মধ্যে ক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে যখন সে দরজার ফ্রেমের দিকে বন্দুক তাক করে তিনটা গুলি করলো। সজোরে পা দিয়ে দরজাতে বাড়ি দিলো সে। কাঠের ফ্রেম ভেঙে ছোট ছোট টুকরো হয়ে গেলো। আবারও লাথি দিলো সে। এইবার সেই জায়গাটি খুলে পুরো হা হয়ে পড়লো, গুটিসুটি মেরে নিজের অস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে এবং দেখতে লাগলো বাড়িটি। একটি কিচেন। ছায়া পড়ে রয়েছে সেখানে, কিন্তু পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে

সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। সিঙ্কের উপরে নোংরা প্লেট রাখা রয়েছে। রেফ্রিজারেটর ঘড়ঘড় শব্দ করছে।

সে কি এখানে রয়েছে? সে কি পাশের রুমেই রয়েছে, আমার জন্য অপেক্ষা করে?

হে ঈশ্বর, তার একটি ভেস্ট পরে আসা উচিত ছিলো। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যে পড়বে সে, এটাও তো আশা করেনি।

বুকের খাঁজ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়লো, স্পোর্টস ব্রা শুষে ফেললো তা নিমিষেই। দেয়ালে একটি ফোন দেখতে পেলো সে। তার দিকে এগিয়ে হুক থেকে রিসিভার তুলে নিলো সে। কোন ডায়াল টোন শুনতে পেল না। ব্যাকআপ ডাকারও বুদ্ধি নেই কোন।

সেটিকে ঝুলন্ত অবস্থাতে রেখেই দরজার কাছে এগিয়ে আসলো সে। পরবর্তি রুমের দিকে এগোলে একটি পুরনো কাউচ, কয়েকটি চেয়ারসহ একটি লিভিং রুমের মত অংশ দেখতে পেলো সে।

হয়েট কোথায় তাহলে? কোথায় সে?

লিভিং রুমে ঢুকে পড়লো সে। অর্ধেক রাস্তায় তার বিপার হঠাৎ ভাইব্রেট করে উঠলো। শিট। সেটিকে বন্ধ করে সে লিভিং রুমের দিকে এগিয়ে গেলো।

হলঘরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

সম্মুখ দরজা খোলা রয়েছে।

পালিয়েছে সে।

বারান্দায় চলে আসলো সে। যখন সে সম্মুখ বাগান দেখতে লাগলো, নোংরা ড্রাইভওয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো যেখানে নিজের গাড়িটিকে পার্ক করে রেখেছে সে এবং লম্বা ঘাস এবং তার আশেপাশের আগাছাবেষ্টিত এলাকা দেখতে থাকলে মাথার উপরে মশা এসে জমায়েত করতে লাগলো। সেখানে অনেক জায়গা রয়েছে পালিয়ে গিয়ে লুকানোর মত। যখন সে ক্ষেপাটে বুনো ষাঁড়ের মত বাড়ির পেছনের অংশ হন্তদন্ত হয়ে খুঁজছিলো, সামনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছে হয়ত সে জঙ্গলের মধ্যে।

কর্ডেল বাড়ির মধ্যেই রয়েছে। খুঁজে বের করো তাকে।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে উপরের ঘরগুলো দেখার জন্য তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে চলে গেলো সে। ঘরগুলো অনেক বেশি গরম, বাতাসশূন্য আর তিনটা বেডরুম, বাথরুম, ক্লোজেট খোঁজার সময় নেয়েঘেমে একাকার হয়ে গেলো সে। কিন্তু কর্ডেলকে পেল না।

ঈশ্বর, এখানে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে মনে হচ্ছে তার।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়লো সে। বাড়িটির অভ্যন্তরের অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় তার ঘাড়ের রোমগুলো হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে পড়লো।মুহূর্তের জন্য ভাবলো সে, কর্ডেল মারা গেছে।

BOIGHAR.COM

গোলাবাড়ি থেকে হয়ত যে আর্তনাদ পেয়েছিলো সেটা হয়ত তার প্রাণ যাওয়ার আগের শেষকান্না।

কিচেনের কাছে চলে আসলো সে। সিঙ্কের উপরে যে জানালাটি রয়েছে সেটা দিয়ে গোলাবাড়ির অংশটা ভালোভাবেই দেখা যায়।

সে আমাকে ঘাসগুলো কাটিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছে, গোলাবাড়িতে যেতে। সে দেখেছে আমাকে দরজাটি খুলতে। সে জানতো আমি মার্সিডিজটি পেয়ে গেছি। সে এটাও জানতো যে তার সময় এখানেই শেষ হতে চলেছে আজ।

তাই সে কোনরকমে নিজের কাজ শেষ করে পালিয়ে গেছে।

রেফ্রিজারেটর বেশ কিছু সময় ঘড়ঘড় শব্দ করে থেমে পড়লো। নিজের হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে ঠিক যেন ড্রামের মত।

ঘুরে দাঁড়ালো সেলারের একটি দরজা দেখতে পেলো সে। একমাত্র জায়গা যেখানে এখনও যায়নি সে।

দরজা খুলে বুঝতে পারলো যে নিচে কালিগোলা অন্ধকার বিরাজ করছে। ওহ ঈশ্বর, সে ঘৃণা করে এই ধরণের জিনিস, আলোবিহীন জায়গা অনেক বেশি অপছন্দ তার। এমন একটা জায়গায়, এই পরিবেশের মধ্যে তাকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে যেখানে সে জানে লোমহর্ষক কিছু অপেক্ষা করছে। ভালো লাগছে না তার কেন জানি নিচে যেতে, কিন্তু কর্ডেল নিচেই কোথাও রয়েছে।

রিজোলি নিজের পকেট হাতড়ে ছোট ম্যাগলাইট বের করে নিলো। সরু আলো ফেলে একে একে ধাপ ফেলতে লাগলো সে। বাতাস অনেক বেশি ঠাণ্ডা এখানে আর আর্দ্রও।

রক্তের গন্ধ পেলো সে।

কিছু একটা তার মুখের পাশ দিয়ে চলে গেলো, ভয় পেয়ে একধাপ সরে গেলো সে। গভির দম নিয়ে যখন খেয়াল করলো শুধুমাত্র একটা লাইটের চেইন পেলো সে, সিঁড়ির উপরের অংশ থেকে ঝুলছে। উপর থেকে আসা চেইনটি ধরে টান মারলো সে। কিছুই ঘটলো না।

পেনলাইট নিয়েই সামনে অগ্রসর হতে হবে।

আবারও সে সিঁড়ির দিকে লাইটটি তাক করে ধরলো নিচে নেমে যাওয়ার সময়, শরীরের খুব কাছে সে অস্ত্রটি চেপে ধরেছে এই মুহূর্তে। উপরতলার বিরক্তিকর গরমের তুলনায়, এখানকার বাতাস হিমশীতল ঘাম এনে দিলো তার মধ্যে।

সিঁড়ির একেবারে নিম্নাংশে এসে পৌছলো সে, তার পা মাটি ছুঁয়েছে। আরও বেশি ঠাণ্ডা পরিবেশ বিরাজ করছে এই জায়গায়, রক্তের গন্ধও যেন আরও বেশি গভির। বাতাস ভারি এবং ভ্যাপসা এখানে। নীরবতা, ভীষণ নীরবতা চারিদিকে। নিজের শ্বাসের শব্দই বেশি জোরে শুনতে পাচ্ছে সে, ফুসফুস থেকে যেন তোরজোড়ে বের হচ্ছে।

কোণার দিকে আলোটিকে তাক করে ধরলো, প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিলো ডানে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখে। অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে রইলো সে, প্রচণ্ড পরিমাণে বুক ধড়ফড় করছে তার যখন সে আলো প্রতিফলিত হওয়া জিনিসগুলো দেখতে পেলো।

কাঁচের জার। বড় আকারের অ্যাপোথেকারি জার, একটা শেল্ফের উপরে সারি করে রাখা রয়েছে। বেশি গভিরভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ করা লাগলো না জারের মধ্যে ভেসে থাকা জিনিসগুলো আদৌ পক্ষে কি।

স্মারক।

সেখানে ছয়টি জার রয়েছে, প্রত্যেকটিতে একটা করে নামের লেবেল মারা রয়েছে। তাদের জানার তুলনায় অনেক বেশি শিকারের অঙ্গ এখানে রয়েছে।

শেষের জারটি শূন্য অবস্থায় রয়েছে এখনও, কিন্তু লেবেলের উপরে নাম লিখে রাখা হয়েছে, যেন পাত্রটিকে তার পুরস্কারের জন্য আগেভাগেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। সর্বোত্তম পুরস্কার।

ক্যাথারিন কর্ডেল।

রিজোলি নাড়া খেলো যেন ভিতর থেকে, তার ম্যাগলাইট সেলারে এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে লাগলো, বড় বড় দেয়ালগুলোর পাশ কাটিয়ে, ভিতের পাথরগুলোতে এবং অবশেষে দূরের এক কোণায় আলো ফেললো। দেয়ালে গাঢ় রঙের কিছু একটা লেগে রয়েছে।

রক্ত।

সে আলো সরিয়ে নিলো এবং কর্ডেলের দেহে এসে পড়লো এবার আলোর রেখা, কব্জি এবং গোড়ালি তার ডাক্টটেপ দিয়ে বিছানার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। রক্ত বের হচ্ছে দেহ থেকে, তাজা এবং একপাশ ভিজে গেছে তার। সাদা ঊরুতে সে লাল রক্তের হাতের ছাপ দেখতে পেলো যেখানে 'সার্জন' গ্লাভস পড়ে হয়ত তার পেশিতে চাপ দিয়েছিলো, যেন নিজের চিহ্ন রেখে দিতে চেয়েছে সে। বিছানার একপাশে এখনও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি রয়েছে, অত্যাচারীর অত্যাচারের উপকরণ।

ওহ ঈশ্বর। আমি আপনার জীবন রক্ষার জন্য কত কাছেই চলে এসেছিলাম...

রাগে অন্ধ হয়ে সে আলোর রেখা আস্তে আস্তে বুকের অংশে নিয়ে এলো যতক্ষণ না সেটি কণ্ঠের কাছে পৌছলো। কোন কাটা দাগ নেই সেখানে, কোন ক্যুপ ডি গ্রেস নেই।

আলো নড়ে উঠলো হঠাৎ। না, নাহ, ঠিক আলো নয়; কর্ডেলের বুকে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখতে পেলো সে।

সে শ্বাস নিচ্ছে এখনও।

রিজোলি কর্ডেলের মুখ থেকে ডাক্ট টেপ তুলে ফেললে তার গরম শ্বাসের আভাস নিজের হাতের উপরে পেলো। দেখতে পেলো কর্ডেলের চোখের পাতা নড়ছে।

BOIGHAR.COM

হ্যা!

বিজয়ী হওয়ার খুশির পাশাপাশি কিছু একটা ভয়াবহ সমস্যা থাকার বিষয়টি তার মাথায় হঠাৎ ঘুরতে লাগলো। যদিও এখন আর চিন্তা করার কোন সময় নেই তার। এখান থেকে কর্ডেলকে নিয়ে বের হতে হবে তার।

দাঁতের সাহায্যে ম্যাগলাইট ধরে, দক্ষতার সাথে কর্ডেলের উভয় হাত মুক্ত করে তার হৃদস্পন্দন দেখতে লাগলো। পেয়েও গেলো সে–অনেক দুর্বল, কিন্তু আছে।

এরপরেও, সে নিজের মাথা থেকে এই বিষয়টি ঝারতে পারলো না কোন একটা সমস্যা তো রয়েছেই এখানে। যখন সে কর্ডেলের ডান পায়ের গোড়ালি অবমুক্ত করে, বাম পা খুলতে গেলো সেই একই চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খেতেই থাকলো। এরপর সে বুঝতে পারলো ঠিক কেন।

চিৎকার। সে কর্ডেলকে চিৎকার করতে শুনেছে গোলাবাড়ি থেকে।

কিন্তু সে যখন কর্ডেলকে পেলো তার মুখ টেপ দিয়ে আটকিয়ে রাখা ছিলো।

সে টেপটি তুলে ফেলেছিলো তাহলে। সে চেয়েছিলো কর্ডেল চিৎকার করুক। সে চেয়েছিলো আমি যেন তার চিৎকার শুনি।

এটা একটা ফাঁদ ছিলো।

হঠাৎ বন্দুক খুঁজে নেয়ার জন্য সে নিজের দেহ হাতড়াতে লাগলো, যা সে এই কাজের সময় বিছানার উপরে রেখেছিলো। কিন্তু হাতের কাছে সেটি পেলো না।

তার মুঠোর উপরে টু-বাই-ফোর দিয়ে সজোরে আঘাত করা হলো, যা সে সহ্য করতে না পেরে মুখ থুবড়ে মেঠো মেঝেতে পড়ে গেলো। নিজের হাত এবং হাঁটুর উপর ভর করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো সে।

আবারও টু-বাই-ফোরের আঘাত করা হলো তার এক পাশে। শুনতে পেলো সে নিজের বুকের হাড় ফেটে যাওয়ার শব্দ এবং দীর্ঘশ্বাস। পিঠের দিকে ফিরে শুয়ে পড়লো সে অত্যন্ত কষ্ট করে, ব্যথাতে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঠিকভাবে নিতে পারছে না রিজোলি।

মাথার উপরে আলো জ্বলে উঠলো হঠাৎ।

মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, আলোর এক পাশে থাকায় তার চেহারা কালো ডিম্বাকৃতি দেখাচ্ছে তীব্র আলোতে। 'সার্জন' নিজের নতুন পুরস্কারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন।

নিজের অক্ষত অংশের দিকে ভর দিয়ে মাটি থেকে উঠে পড়ার চেষ্টা করলো রিজোলি।

লাথি মারলো সে সজোরে তার হাতে এবং আবারও চিৎ হয়ে পড়লো আঘাতের দরুণ, তার বুকের হাড়গুলো আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই আঘাতে। ব্যথায় কাঁদতে লাগলো সে, নড়তে পারলো না কোনভাবেই। এমনকি যখন সে তার কাছে এগিয়ে আসলো তখনও। নিজের মাথার উপরে টু-বাই-ফোর যখন ঝুলতে দেখলো রিজোলি।

তার কব্জির উপর বুট দিয়ে আঘাত করলো সে, যেন মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।

চিৎকার করে উঠলো রিজোলি।

নিজের যন্ত্রপাতির ট্রে-র কাছে পৌছে একটি স্কালপেল তুলে নিলো।

না। ঈশ্বর, না।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো 'সার্জন', বুট দিয়ে এখনও রিজোলির কব্জি ধরে রেখেছে সে এবং এরপরেই স্কালপেল উচিয়ে ধরলো। খোলা থাকা হাতের দিকে লক্ষ্য করে দয়াহীনভাবে খোঁচাতে লাগলো।

নড়ে উঠলো রিজোলির দেহ, যখন স্টিলের ব্লেড তার পেশি ভেদ করে মাটির মেঝেতে আঘাত করলো, মাটির সাথে বিদ্ধ করে রাখলো।

ট্রে থেকে আরেকটি স্কালপেল তুলে নিলো সে। ডান হাত ঠেসে ধরে সেটাকেও টান করার চেষ্টা করলো সে। বুট নামিয়ে তার কব্জির উপরে চাপ দিলো এবারও। স্কালপেল তুলে ধরলো সে। আবারও, সেটিকে নামিয়ে পেশি মাটির সাথে বিদ্ধ করে রাখলো।

এবার তার চিৎকার ক্ষীণতর হয়ে পড়লো। ঠিক হেরে যাওয়া মানুষের মত।

উঠে দাঁড়িয়ে খুনি তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখে নিলো, যেন কোন সংগ্রাহক তার নতুন প্রাপ্ত প্রজাপতিকে বোর্ডে আটকে আগ্রহের দৃষ্টিতে দেখছে।

আবারও যন্ত্রপাতির ট্রে-র দিকে এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় স্কালপেলটি নিয়ে নিলো। দু-হাত টেনে রেখে বিদ্ধ থাকা অবস্থায় রিজোলি শুধুমাত্র নিজের উপর ঘটতে যাওয়া সর্বশেষ দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শি মাত্র। মাথার পেছনের দিকে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো লোকটি। মাথার পেছনের অংশের এক মুঠো চুল নিয়ে সে টেনে ধরলো শক্তভাবে, ঘাড় পেছনের দিকে নিয়ে আসতে চাইছে যেন। তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে, এখনও তার মুখ শুধুমাত্র অন্ধকারের একটা ডিম্বাকৃতি অংশ বৈ আর কিছুই নয়। কৃষ্ণগহ্বরের মত, যেখানে সব ধরণের আলো হারিয়ে গেছে। অনুভব করতে পারছে সে কণ্ঠের ক্যারোটিডগুলো শক্ত হয়ে আসছে তার, প্রত্যেক হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে যেন সে। রক্তই জীবন, যা তার ধমনি এবং শিরা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ভাবছে সে ব্লেডের কাজ হওয়ার পরে ঠিক কতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান থাকবে। মৃত্যুটা কি ঠিক অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার মত। সে যেন নিজের দিকে এই পরিণতি এগিয়ে আসতে দেখছে। সারাজীবন ধরে যুদ্ধ করে বেঁচে থেকেছে রিজোলি, সারাজীবন প্রতিঘাতের মোকাবেলা করেছে সে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আর যেন পারছে না। কণ্ঠ উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে তার, ঘাড় পেছনের দিকে হেলে রয়েছে। দেখতে পাচ্ছে সে ব্লেডের অত্যুজ্জ্বল অংশ, বন্ধ করে ফেললো চোখ যখন সে তার চামড়ার কাছে নিয়ে আসলো তা।

ঈশ্বর, আমার মৃত্যু যেন তাড়াতাড়ি হয়।

BOIGHAR.COM

খেয়াল করলো সে তাকে কাজের আগে গভির শ্বাস নিতে, চুল আরও বেশি শক্ত করে ধরলো সে।

গুলির শব্দ হঠাৎ অবাক করলো তাকে।

চোখের পাতা খুললো সে। তখনও তার মাথার কাছেই হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে সে, কিন্তু মাথার চুল ছেড়ে দিয়েছে। স্কালপেল তার হাত থেকে পড়ে গেলো। মুখে উষ্ণ কিছু একটা জিনিসের বিন্দু এসে পড়লো তার। রক্ত।

রিজোলির নয় সেটা, বরং সার্জনের।

পেছনের দিকে পড়ে গেলে দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলো সে।

সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে রিজোলি এখন এই ভেবে অবাক হচ্ছে সে বেঁচে রয়েছে এত কিছু পরেও। সে পুরো ঘটনা আবার নিজের মাথায় আনার চেষ্টা করলো। দেখতে পেলো লাইটবাল্বটি মাথার উপরে উজ্জ্বল চাঁদের মত জ্বলছে। দেয়ালে ছায়া পড়ছে ঝুলে থাকা তারটির। মাথা ঘুরিয়ে, সে দেখলো ক্যাথারিন কর্ডেলের দুর্বল হাতটি আবারও বিছানার উপরে পড়ে রয়েছে।

কর্ডেলের ধরে থাকা বন্দুকটি পড়ে গেলো মেঝেতে।

অনেক দূরে, সাইরেন বেজে উঠল হঠাৎ।

অধ্যায় ২৭

রিজোলি হাসপাতালের বিছানায় বসে টিভির দিকে তাকিয়ে আছে। হাতে ব্যান্ডেজ এমনভাবে লাগানো হয়েছে যেন বক্সিং গ্লাভস পরানো হয়েছে তাকে। মাথার এক পাশের চুল কেটে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে যেখানে ডাক্তাররা মাথার খুলির ক্ষতের উপরে সেলাই করেছে। টিভি রিমোট হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে পড়ছে সে, খেয়াল করলো না এই বিষয়ে যে মুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দরজায় নক করলো সে। ঘুরে তাকালে যখন সে মুরকে দেখতে পেলো যে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে হঠাৎ করে কিছুটা শঙ্কাবোধ খেলে গেলো তার মধ্যে। পুরনো রিজোলির প্রতিরোধ ভাবটা ফিরে এলো তার মধ্যে, সতর্কভাবে ঘরে প্রবেশের পর বিছানার পাশের চেয়ারে বসার ঘটনা দেখলো।

টিভিতে বিরক্তিকর একটা সোপ অপেরার ব্যাকগ্রাউন্ড থিম বাজছে।

"তুমি কি ঐ ঘোড়ার ডিমের জিনিসটি একটু বন্ধ করে দিতে পারবে?" হতাশাগ্রস্তভাবে নিজের ব্যান্ডেজ লাগানো হাতে থাকা রিমোটের দিকে তাকিয়ে বলল সে। "আমি একটা বাটনও টিপতে পারছি না। তারা হয়ত ভেবেছে এটাকে হয় আমি নাক অথবা অন্য কিছু দিয়ে চালাতে সক্ষম হবো।"

রিজোলির হাত থেকে রিমোটটি নিয়ে অফ বাটনে চাপ দিলো।

"ধন্যবাদ তোমায়," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে। কিছুটা ঘুরতে গিয়ে তিনটা বুকের হাড় ভাঙার ব্যথায় ককিয়ে উঠলো সে।

টিভি বন্ধ করার পরে, তাদের মধ্যে দীর্ঘস ময়ের নীরবতা বিরাজ করলো। খোলা দরজা দিয়ে তারা শুনতে পেলো একজন ডাক্তারের নামে পেজ করা আর হলে খাবারের কার্টের চাকার শব্দ।

"তারা কি তোমার ভালোভাবে খেয়াল রাখছে এখানে?" জিজ্ঞেস করলো মুর।

"হ্যা ঠিক আছে, গ্রাম্য হাসপাতাল হিসেবে। শহরের তুলনায় তো ভালো আছি এখানে।"

যেখানে ক্যাথারিন এবং হয়েট উভয়কেই বোস্টনের পিলগ্রিম হাসপাতালে বিমানের সহায়তায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে গভির জখম হওয়ায়, সেই জায়গায় রিজোলিকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে ছোট্ট এই স্থানিয় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। শহর থেকে এই জায়গাটা কিছুটা দূরে হওয়া সত্ত্বেও বোস্টনের হোমিসাইড ইউনিটের প্রায় প্রত্যেকটি ডিটেক্টিভ একবারের জন্য হলেও রিজোলিকে দেখে গেছে।

তারা সবাই ফুল নিয়ে এসেছিলো তাকে দেখতে। মুরের গোলাপের তোড়াটি ট্রে-টেবিল, নাইটস্ট্যান্ড, এমনকি মেঝের উপরে থাকা আর বাকি সব ফুলের রাজ্যে যেন হারিয়েই গেছে।

BOIGHAR.COM

"ওয়াও," বলল মুর। "তুমি তো অনেক শুভাকাঙ্ক্ষি তৈরি করে ফেলেছো।"

"হ্যা, বিশ্বাস হচ্ছে বলো তোমার? এমনকি ক্রো পর্যন্ত আমার জন্য ফুল পাঠিয়েছে। ঐ যে লিলিগুলো। আমার মনে হয় সে আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করেছে। দেখে মনে হচ্ছেনা তোমার আমার শেষকৃত্যের মতো? দেখো ঐ যে সুন্দর অর্কিডগুলো? ফ্রস্ট এনেছে সেগুলো। আহা, পশ্চাৎদেশ বাঁচানোর জন্য আমারই উল্টো তাকে ফুল পাঠানো উচিত ছিলো।"

ফ্রস্টই সেই মানুষ যে স্টেট পুলিশের সাহায্য চেয়ে ফোন দিয়েছিলো। যখন রিজোলি তার পেজের কোন উত্তর দেয়নি, ফুডমার্টের ডিন হবসের সাথে যোগাযোগ করে তার খবরাখবর পায় এবং জানতে পারে সে স্টার্ডি ফার্মের দিকে এগিয়েছে কালো চুলের একজন মেয়ের সাথে কথা বলতে।

রিজোলি তার ফুলসজ্জার তালিকা বর্ণনা করতে থাকলো। "ঐ বড় ফুলদানিতে যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফুল দেখা যাচ্ছে সেগুলো আমাকে এলিনা অর্টিজের পরিবার পাঠিয়েছে। কার্নেশনগুলো মারক্যুয়েট ছ্যাঁচড়া পাঠিয়েছে। স্লিপারের স্ত্রী ঐ হিবিসকাসের গাছটা নিয়ে এসেছিলো।"

মুর শুনে আশ্চর্য হয়ে মাথা নাড়ালো। "তুমি প্রত্যেকটার কথা মনে রেখেছো কি করে?"

"হ্যা, কারণ, কেউ কখনও আমাকে ফুল পাঠায়নি। তাই আমি এই ঘটনাকে স্মৃতিতে গেঁথে নিতে চেয়েছিলাম।"

আবারও সে রিজোলির মধ্যে এক ধরণের শঙ্কাবোধের আভাস পেলো তার সাহসিকতার মুখোশের পেছনে। সে এমন কিছু জিনিস দেখতে পেলো তার মধ্যে যা এর আগে কখনও খেয়াল করেনি, গাঢ় চোখের দীপ্তি। সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে, ব্যান্ডেজ করা হয়েছে তাকে, মাথার এক পাশ টা ন্যাড়াও করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সেই সব ত্রুটির অগোচরে চৌকো মুখের, চতুর্ভুজাকার কপালের অধিকারিণী জেন রিজোলির চোখ দুটো ভীষণ সুন্দর দেখালো কেন যেন।

"আমি কিছুক্ষণ আগেই ফ্রস্টের সাথে কথা বলেছি। সে পিলগ্রিমেই রয়েছে," মুর বলল। "সে বলেছে ওয়ারেন হয়েট হয়ত সেরে উঠবে।"

কিছুই বলল না সে।

"ওয়ারেন হয়েটের কণ্ঠ থেকে শ্বাস নেয়ার জন্য টিউব আজকে সকালে বের করে ফেলা হয়েছে। তার বুকে যদিও এখনও একটি টিউব লাগিয়ে রাখা হয়েছে কারণ তার ফুসফুস দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই শ্বাস নিতে পারছে সে।"

"সে কি জেগে রয়েছে?"

"হ্যা।"

"কথা বলছে কি?"

"আমাদের সাথে কথা বলছে না। তার অ্যাটর্নির সাথে বলছে।"

"ঈশ্বর, আমি যদি কুত্তার বাচ্চাটাকে একেবারে শেষ করে দেয়ার কোন সুযোগ পেতাম–"

"তুমি পারতে না তা।"

"তোমার মনে হয় তা?"

"আমার মনে হয় একই ভুল দুবার করার মত পুলিশ নও তুমি।"

সে মুরের দিকে গভিরভাবে তাকালো। "তুমি বুঝবে না কখনও আমাকে।"

তুমিও না। আমরা কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের মধ্যেকার পশুটা আমাদের মুখের দিকে তাকায়।

"আমি মনে করেছিলাম তোমার এই খবরটা জানা উচিত," এই কথা বলে উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো সে।

"হেই মুর?"

"হ্যা।"

"তুমি কর্ডেলের ব্যাপারে কিছু বললে না তো?"

সে আসলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ক্যাথারিনের কথা পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছিলো। রিজোলি এবং তার মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ সে-ই, এমন এক বিষয় যা তাদের পার্টনারশিপে জখমের সৃষ্টি করেছে।

"আমি শুনলাম সে ভালো আছে," রিজোলি বলল।

"তার সার্জারি ভালোভাবেই হয়েছে।"

"সে কি–হয়েট কি–"

"না। সে নিজের কাটাকুটির কাজ শেষ করতে পেরেছিলো না। সে কিছু করার আগেই তুমি পৌছে গিয়েছিলে সেখানে।"

পেছনের দিকে হেলান দিয়ে কিছুটা স্বস্তিবোধ করলো সে।

"আমি এখান থেকে এখন পিলগ্রিমে যাবো তাকে দেখতে," বলল মুর।

"এরপর কি হবে?"

"এরপর, আমরা তোমাকে কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো যাতে তুমি তোমার বিরক্তিকর ফোনগুলো নিজেই রিসিভ করতে পারো।"

"না, মানে, তোমার আর কর্ডেলের কি হবে?"

চুপচাপ জানালার দিকে তাকালো সে, যেখান থেকে সূর্যালোক এসে ফুলদানিতে রাখা লিলি ফুলগুলোর উপরে পড়ায় পাঁপড়িগুলোকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। "জানি না আমি।"

"মারক্যুয়েট কি এখনও এগুলো নিয়ে ত্যাদরামো করছে তোমার সাথে?"

"সে আমাকে সতর্ক করেছে আমি যেন তার সাথে বেশি জড়িয়ে না পড়ি। হয়ত সেই ঠিক। আমার উচিত হবে না সেটা। কিন্তু নিজেকে আর সংযতও করতে পারবো না আমি। এটা আমাকে অবাক করবে যদি..."

BOIGHAR.COM

"তুমি তো আর সেইন্ট টমাস নাই তাই না?"

দুঃখের হাসি হেসে মাথা নাড়ালো সে।

"নৈপুণ্যতার মত বিরক্তিকর জিনিস আর কিছু হতে পারে না, মুর।"

সায় দিলো সে। "অনেক কিছু ভাবার আছে। কঠিন বিষয় সেগুলো।"

"গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সবসময়েই কঠিন হয়ে থাকে।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য ভেবে বলল। "হয়ত এটা আমার পছন্দের ধর্তব্যের বিষয় নাও হতে পারে," বলল সে, "বরং ক্যাথারিনের বিষয় এটা।"

দরজার দিকে এগোতে গেলে রিজোলি তাকে আবারও ডাক দিলো: "কর্ডেলের সাথে দেখা হলে, তুমি কি আমার হয়ে তাকে একটি কথা বলে দিতে পারবে?"

"কি বলতে হবে আমাকে?"

"পরবর্তিবার গুলি করলে, যেন একটু উঁচু অবস্থানে লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেটির।"

* * *

আমি জানি না সামনে কি হতে চলেছে।

বোস্টনের পূর্বের রাস্তা ধরে এগোতে লাগলো গাড়ির জানালাগুলো খুলে দিয়ে, এই পুরো সপ্তাহের মধ্যে আজকের বাতাসটা অনেক বেশি ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে তার। ক্যানাডিয়ান ফ্রন্ট রাতের বেলায় রাস্তার কাজ করছে যেন সকালবেলা রাস্তা পরিস্কার থাকে। মেরির চিন্তা করলো সে, তার মিষ্টি মেরি এবং যে বন্ধন আজীবন বেঁধে রাখবে তাদের। বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে, তাদের অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে। শেষ রাতের ফিসফিসানি, একান্ত কৌতুক, ইতিহাস। হ্যা, ইতিহাস। একটা বিয়ে তৈরি হয় পুড়ে যাওয়া রাতের খাবার এবং মধ্যরাতের সাঁতারের বিভিন্নতা দিয়ে, এরপরেও দুটো জীবনকে এক করে রাখে ছোট্ট ছোট্ট কিছু জিনিস। তারা একইসাথে তরুণ বয়সে পদার্পণ করেছিলো, মধ্য বয়সেও পড়েছিলো একইসাথে। কেউ না বরং মেরির কাছেই তার অতীত সমর্পিত রয়েছে।

এটা তার এমন এক আসবাব যার অধিকর্ত্রি শুধু মেরিই।

আমি জানিনা এরপরে কি হবে। কিন্তু আমি জানি আমাকে কি সুখি করতে পারে। আমি জানি সেও আমার সাথে সুখি হবে। আমাদের জীবনের এরকম একটা ক্রান্তি সময়ে, এর থেকে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে?

প্রত্যেক মাইল ড্রাইভ করে এগোনোর সাথে সাথে, সে যেন একটা অনিশ্চয়তার দিকে এগোচ্ছে। যখন সে সবশেষে পিলগ্রিম হাসপাতালে পা রাখলো একজন সুনিয়ন্ত্রিত মানুষের মত তার পায়ের ধাপ ফেলতে লাগলো মুর, যে জানে সঠিক সিদ্ধান্ত কি হতে পারে।

পাঁচ তলায় যাওয়ার জন্য এলিভেটরে উঠে গেলো সে, নার্সিং স্টেশনে চেক ইন

করিয়ে লম্বা হোল দিয়ে হেঁটে রুম ৫২৩ এর দিকে এগোল। আস্তে করে দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকে পড়লো।

পিটার ফ্যাঙ্কো ক্যাথারিনের বিছানার একপাশে বসে রয়েছে।

এই রুমটি, একেবারে রিজোলির মতই, ফুলের গন্ধে ম ম করছে। জানালা দিয়ে সকালের আলো পড়ছে ঘরটিতে আর বিছানায়। শুয়ে থাকা মানুষটি সূর্যের আলোতে সোনালী আভা দিচ্ছে। ঘুমিয়ে আছে সে। বিছানার পাশে আইভির বোতল লাগানো রয়েছে এবং স্যালাইন তরল হীরকখণ্ডের মত পাইপের মাধ্যমে তার দেহে প্রবেশ করছে।

মুর ফ্যাঙ্কোর থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে রইলো এবং অনেকক্ষণ ব্যাপি দুজন কোন কথায় বলল না।

ফ্যাঙ্কো এগিয়ে গিয়ে ক্যাথারিনের কপালে আলতো করে চুমু খেলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মুরের দিকে তাকালো সে। "খেয়াল রাখবেন সবসময়।"

"রাখবো।"

"এই দায়িত্ব আমি আপনাকে দিচ্ছি," কথাটি বলে ফ্যাঙ্কো রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

মুর তার স্থলে ক্যাথারিনের বিছানার পাশে গিয়ে বসে হাত ধরলো তার। কিছুক্ষণ পর হাতটিতে চুমু খেলো সে। আবারও বলল কোমলকণ্ঠে : "খেয়াল রাখবো সর্বদা।"

টমাস মুর এমন একজন মানুষ যে নিজের কথা রাখতে বদ্ধপরিকর; সে যে কোনভাবে হলেও কথা রাখবেই রাখবে।

BOIGHAR.COM

প রি শি ষ্ট

আমার জেলের কামরাটি অনেক ঠাণ্ডা। বাইরে ফেব্রুয়ারি মাসের রুক্ষ বাতাস বইছে, আমাকে বলা হয়েছে অনেক বছর পরে এখানে এ বছর তুষারপাতের লক্ষণ দেখা গেছে। আমি আমার ছোট্ট বিছানাটিতে বসে আছি কাঁধে কম্বল জড়িয়ে, মনে করছি সেই সব দিনের কথা যখন লিভিডিয়ার রাস্তাতে আমরা গরমের সুস্বাদু স্বাদ উপভোগ করতাম। সেই গ্রিক শহরের উত্তর দিকে, দুটো ঝর্ণা ছিলো যাদেরকে প্রাচীনকালে লেথে এবং নেমোজিনি হিসেবে অভিহিত করা হতো। বিস্মৃতি এবং স্মৃতির দিনগুলো। উভয় ঝর্ণা থেকেই পানি পান করেছিলাম তুমি এবং আমি। এরপর আমরা অলিভ বাগানের মধ্যে ছায়ার নিচে ঘুমিয়েছিলাম সেদিন।

আমি এখন সেসব কথা ভাবছি কারণ আমার ঠাণ্ডা আবহাওয়া ভালো লাগে না। চামড়া শুষ্ক হয়ে ফেটে যায় এই সময় এবং শীতের এই প্রতিক্রিয়া ঠেকাতে আমি পরিমিত পরিমাণে ক্রিমও ব্যবহার করতে পারি না। আমার শুধু মনে পড়ছে লিভিডিয়ার সেই মিষ্টি রোদের কথা, যখন তুমি আমি হেঁটে যেতাম, গরমে তপ্ত পাথরের উষ্ণতা আমাদের স্যান্ডেল ভেদ করে পায়ে এসে লাগত, এখন সেসব কথা ভেবে কিছুটা আরাম অনুভব করছি আমি।

দিনগুলো খুব ধীরে কাটে এখানে। আমি আমার জেলের এই কামরাতে একাই থাকি, আমার কাছ থেকে জেলের অন্যান্য আসামীদের দূরে রাখা হয় আমার অপকীর্তির কারণে। শুধুমাত্র সাইকিয়াট্রিস্ট কথা বলতে আসে আমার সাথে, কিন্তু আস্তে আস্তে তারাও আমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে কারণ আমি তাদেরকে নিজের ব্যাপারে কোন ধারণাই দেয় না। ছোটবেলায় আমি কোন প্রাণীদের উপরে নির্যাতন করিনি, কোথাও আগুন ধরায়নি এবং আমি কখনও নিজের বিছানা রাতের বেলা প্রস্রাব করে ভিজায়নি। আমি চার্চে নিয়মিতই যেতাম। আমার থেকে বড় মানুষদেরকে শ্রদ্ধা করতাম, বিনম্রভাবে ছাড়া কেউ আমাকে কখনও দেখিনি।

সানস্ক্রিন মাখতাম আমি অনেক আগে থেকেই।

আমি তাদের মতই স্বাভাবিক মানুষ, তারা খুব ভালোভাবে বু.ঝে গেছে এটা।

আমার কল্পনার রাজ্য এটা যা আমাকে বাকি সবার থেকে আলাদা করে, আমার কল্পনাগুলো আমাকে এই শহরের জেলের ঠাণ্ডা কামরাটিতে এনেছে যেখানে বাতাসের সাথে তুষার বয়ে যায়।

আমি কম্বলটিকে ভালোভাবে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিই, এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে পৃথিবীতে এমনও কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে স্বর্ণালী ঘর্মাক্ত দেহ উষ্ণ বালুর উপরে শুয়ে থাকে, আর বিচের ছাতাগুলো সমুদ্রের বাতাসে উড়ে নিজেদের তালে। এরকম কোন জায়গাতেই হয়ত সে গেছে এসময়।

আমি আমার ম্যাট্রেসের নিচে হাত ঢুকিয়ে আজকে খবরের কাগজ থেকে ছিঁড়ে আনা অংশটুকু দেখি, যা আমাকে এখানকার গার্ড দিয়ে গেছে কিছু অর্থের বিনিময়ে।

এখানে একটি বিয়ের ঘোষণা রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ১৫ তারিখে বেলা তিনটার সময় ড. ক্যাথারিন কর্ডেল টমাস মুরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

কনেকে তার বাবা কর্নেল রবার্ট কর্ডেল নিয়ে এসেছে। ক্যাথারিন ফটফটে সাদা রঙের গাউন পরে রয়েছে এম্পায়ার ওয়েস্টের সাথে। বর কালো পোশাকে সজ্জিত।

এরপরে ব্যাক বের কোপলি প্লাজাতে তাদের বিবাহোত্তর অভ্যর্থনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ক্যারিবিয়ানে দীর্ঘদিন ব্যাপি মধুচন্দ্রিমা সেরে আসার পরে বোস্টনে ফিরবে তারা।

আমি খবরের কাগজের ছেঁড়া অংশটুকু ছোট্ট বিছানাটির ম্যাট্রেসের নিচে রেখে দেয়, যেখানে সেটি সুরক্ষিত থাকবে।

ক্যারিবিয়ানে দীর্ঘদিনব্যাপি মধুচন্দ্রিমা।

এখন সেখানেই রয়েছে সে।

আমি দেখতে পাচ্ছি তাকে, সৈকতের উপরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রয়েছে, কিছু কিছু বালুকণা চিকচিক করছে তার চামড়ায়। তার চুলগুলো লাল সিল্কের মত টাওয়েলের উপরে বিছানো রয়েছে। আবহাওয়ার উষ্ণতায় তার ঘুমঘুম ভাব আসছে, হাড়বিহীন হাত দুটো দুপাশে নিশ্চিতভাবে রেখে শুয়ে রয়েছে সে।

তারপর, হঠাৎ, ভয় পেয়ে জেগে উঠলো সে। চোখ ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে, বুক ধড়ফড় করছে। ভয় তার ভেতরে একটা হিমশীতল পরশ এনে দিয়েছে।

আমাকে নিয়ে ভাবছে সে এখন। যেমন আমি ভাবছি তার কথা।

আমরা সর্বদা বন্ধনে যুক্ত থাকবো, যেমনটা অন্তরঙ্গভাবে প্রেমিক-প্রেমিকারা থাকে। সে আমার কল্পনাগুলোর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি, সেগুলো অবিরাম তাড়া করে ফিরবে তাকে। সে মুক্ত হতে পারবে না কখনও সেগুলো থেকে।

আমার এই ঠাণ্ডা কামরার আলো হঠাৎ চলে গেলো; দীর্ঘরাত পড়ে রয়েছে সামনে, আশেপাশের কামরা থেকে প্রতিধ্বনি ভেসে আসবে অন্যদের ঘুমের, নাক ডাকা, কাশি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের। ঘুমের সময় তাদের বিড়বিড় করে বলা কথা। কিন্তু রাত যত নিস্তব্ধ হবে, ক্যাথারিন কর্ডেলের কথা মনে পড়বে না আমার, বরং তুমি আসবে সেই জায়গায়। তুমি, আমার গভিরতম ব্যথাগুলোর উৎস।

এই কারণে, আমি বিস্মৃতির সেই পানি খেতে চাই যাতে সাভানায় আমাদের শেষ রাতের স্মৃতি আমি নিজের স্মৃতিভাণ্ডার থেকে মুছে ফেলতে পারি। যে রাতে সর্বশেষবারের জন্য জীবন্ত দেখেছিলাম তোমাকে।

ছবিগুলো আমার সামনে ক্রমাগত ভাসতে থাকে, আমার অন্ধকার কামরাতে রেটিনার সামনে তা জ্বলজ্বল করে ভাসে।

আমি তোমার কাঁধের অংশ দেখতে পাই, প্রশংসা না করে পারি না তার চামড়ার তুলনায় তোমার গাঢ় চামড়া কত সুন্দর দেখাচ্ছিলো, তোমার পিঠের পেশিগুলো

BOIGHAR.COM

সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো কত সুন্দরভাবে যখন তুমি বারবার ধাক্কা মারছিলে তার দেহে। আমি সেই রাতে তোমাকে দেখেছিলাম তাকে নিয়ে যেতে যেমনটা তুমি আগের মেয়েগুলোর সাথেও করেছিলে। যখন তোমার কাজ শেষ হয়ে যেতো এবং নিজের বীজ তার মধ্যে দিয়ে আসতে তুমি, আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে।

বলতে : “ঐ দেখো। তোমার জন্য তৈরি এখন সে।”

কিন্তু ওষুধের ক্রিয়া তখনও না কাটায় আমি যখন তার পেটে ব্লেড প্রথমবারের জন্য ছুঁইয়েছিলাম সে অনুভূতিহীনভাবে দু-একবার চোখের পাতা চেপে ধরেছিলো।

কোন ব্যথা না পেলে কোন মজাও তো পাবো না আমি।

“আমাদের কাছে সারা রাত রয়েছে,” বলেছিলে তুমি। “একটু অপেক্ষা করো।”

আমার গলা শুকিয়ে এসেছিলো।কিচেনে গিয়ে এক গ্লাস পানি নিয়েছিলাম। রাত শুরু হয়েছিলো কেবল, আমার হাত উৎসাহে কেঁপে উঠছিলো থেকে থেকে। সামনে কি হতে চলেছে এই ভেবে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম আমি, যখন আমি পানি পান করলাম নিজেকে মনে করালাম দীর্ঘসময়ব্যাপি নিতে হবে মজাটা। আমাদের কাছে সারারাত রয়েছে এবং আমাদের তাকে ভালোভাবেই শেষ করতে হবে।

একজনকেই দেখো, একজনের উপরেই কাজটি করো এবং শেখাও একজনকেই, আমাকে বলেছিলে তুমি। আজরাতে, তুমি আমাকে কথা দিয়েছো, স্কালপেল আমার হাতেই থাকবে।

কিন্তু আমি তৃষ্ণার্তবোধ করছি প্রচণ্ড এবং কিচেনে পেছনে পড়ে গেছি তোমার, যখন তুমি দেখতে গিয়েছিল সে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে কিনা। সিঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, যখন বন্দুকের শব্দ পেলাম।

সেখানেই যেন সময় থেমে পড়েছিলো। আমি মনে করতে পারছি সেই নীরবতা। কিচেনের ঘড়ির সেই টিকটিক শব্দ। আমার নিজের হৃদস্পন্দন শোনার অনুভূতি। আমি শুনতে পাচ্ছি, এগোচ্ছি তোমার পায়ের শব্দ শোনার জন্য। শোনার জন্য যে চলো যেতে হবে তাড়াতাড়ি। আমি ভয় পাচ্ছি এখান থেকে নড়তে।

সবশেষে নিজেকে একটু শক্ত করে আমি হল থেকে এগিয়ে আসলাম, তার বেডরুমে। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কয়েক মুহূর্ত নিয়েছিলাম আমি সেই লোমহর্ষক ঘটনা গলাধঃকরণ করতে।

ক্যাথারিন বিছানার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, কোনভাবেই নিজেকে আর ম্যাট্রেসে তুলে ধরতে পারছে না। তার হাত থেকে একটি বন্দুক পড়ে আছে। বিছানার কাছে গিয়ে নাইটস্ট্যান্ড থেকে একটা সার্জিক্যাল রিট্রাক্টর তুলে নিয়ে তার হাতের উপরে বাড়ি দিলাম। স্থির হয়ে পড়লো সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে মনোযোগ দিলাম আমি।

চোখ খোলা রয়েছে তোমার, চিৎ হয়ে পড়ে আছো আমার দিকে তাকিয়ে। তোমার আশেপাশে রক্তের ধারা জমা হয়েছে। ঠোঁট নড়তে দেখা যাচ্ছে তোমার,

কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেলাম না আমি। পা নড়াচড়া করতে পারছো না তুমি এবং তখন আমি বুঝলাম গুলি তোমার মেরুদণ্ড ভেদ করে গেছে। আবারও তুমি কথা বলার চেষ্টা করেছিলে, আর এবার আমি বুঝতে পারলাম কি বলতে চাইছো তুমি :

মেরে ফেলো। শেষ করো বাকি কাজ।

তুমি ক্যাথারিনের ব্যাপারে বলছিলে না কথাটা, বরং নিজের জন্য বলেছিলে।

আমি মাথা ঝাঁকায় একথা শুনে, তোমার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। আমি পারব না তা। আমার কাছে এরকম কোন কিছু চেয়ো না! আমি তোমার উন্মত্ত অনুরোধ আর নিজের জীবন নিয়ে পালানোর উৎকণ্ঠার মধ্যে আটকা পড়ে গেছি।

এখনই করো, তোমার চোখ দুটো অনুরোধ করছে আমায়। তাদের আসার আগে।

আমি তোমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি তা আর কোনভাবেই সচল হবে না। বেঁচে থাকলেও তোমার ভয়াবহ জীবনের চিত্রটা চোখের সামনে দেখতে পায়। আমিই পারি এখন তোমাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে।

দয়া করো।

আমি মেয়েটির দিকে তাকায়। নড়াচড়া করছে না সে, বুঝতে পারছে না আমার উপস্থিতি। আমার খুব ইচ্ছে করছে তার মাথার চুল পেছনের দিকে টেনে ধরে কণ্ঠদেশ উন্মুক্ত করে সেখানে ব্লেডের ধারালো অংশ গেঁথে দিতে, তোমার সাথে সে যা করেছে তার প্রতিহিংসাস্বরূপ। কিন্তু তাদের এই মেয়েটিকে জীবন্ত অবস্থাতে পাওয়া প্রয়োজন। সে জীবন্ত থাকলেই শুধুমাত্র আমি এখান থেকে পালাতে সক্ষম হবো, কোন সন্দেহের উদ্রেক না করেই।

লেটেক্সের গ্লাভসের মধ্যে আমার হাত ঘেমে ঝিপঝিপে হয়ে পড়েছে এবং যখন আমি বন্দুক তুলে নিলাম বিষয়টি আমার গোলমেলে এবং অচেনা মনে হলো।

রক্তের ধারার এক পাশে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে তাকালাম আমি। চিন্তা করলাম সেসব জাদুকরি সন্ধ্যার কথা যখন তুমি আর আমি আর্টেমিসের মন্দিরে বেড়াতে গেছিলাম। চোখের সামনে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলো সেদিন সবকিছু এবং গোধূলির মধ্যে আমি তোমার দ্রুত চলে যাওয়ার ঘটনা দেখেছিলাম গাছের পাশে। হঠাৎ থেমে সেই টিমটিমে আলোতেই দাঁড়িয়ে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলে। আমাদের একে অপরের দিকে তাকানোতে পার্থিব এবং অপার্থিব পৃথিবীর দূরত্বটুকু যেন চলে এসেছিলো।

আমি সেই সীমানার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছি এখন এবং তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

সবকিছু তোমার জন্যই করলাম অ্যান্ড্রু, আমার মনে হয়। আমি তোমার জন্যই করেছিলাম সব।

আমি তোমার চোখে কৃতজ্ঞতা দেখলাম যেন। ঠিক তখনই কম্পমান হাতে বন্দুক উঠিয়ে নিলাম আমি, টেনে ধরলাম ট্রিগার।

তোমার রক্ত ছিটে এসে আমার মুখে গরম অশ্রুর মত লাগলো।

সেই মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম এবার, যে এখনও অজ্ঞান হয়ে রয়েছে তার বিছানার পাশে। আমি তার হাতে বন্দুকটি ধরিয়ে দিলাম।স্কালপেলের সাহায্যে তার ঘাড়ের কাছ থেকে কিছু অংশ চুল চেঁছে তুলে নিলাম, যেখানে অনুপস্থিতি কেউ বুঝবে না সহজে। এভাবে আমিও তাকে মনে রাখতে পারবো। এই গন্ধের মাধ্যমেই আমি তার ভয়ার্ত হওয়ার অনুভূতি বুঝতে পারবো, ঠিক রক্তের গন্ধের মত। এটা আমাকে উজ্জীবিত করবে সেসময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তার সাথে আমার আবারও দেখা হয়।

আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, রাতের কালিগোলা অন্ধকারেই।

আমার কাছে এখন সেই মূল্যবান চুলের গুচ্ছের অংশটুকুও নেই। আমার এখন প্রয়োজনও নেই তা কারণ আমি তার গন্ধ ভালোভাবেই চিনতে পারবো যেমনটা আমি নিজের গন্ধ চিনি। আমি তার রক্তের স্বাদ পর্যন্ত জানি এখন। আমি তার চামড়ার ঘামের ফোঁটা অনেক কাছ থেকেই দেখেছি। এগুলো আমি নিজের স্বপ্নে সাজিয়ে রাখবো যেখানে উৎফুল্ল ভাবটা ঠিক যেন রক্তাক্ত পায়ে হেঁটে আসা সেই মেয়ের মত। প্রত্যেকটা স্মারক শুধুমাত্র হাতের নাগালে রাখা সম্ভব নয় অথবা সেগুলোর মজা স্পর্শের মাধ্যমে নেয়া সম্ভব হয়ে উঠে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণ আমরা নিজেদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত থাকে, আমাদের এমন একটি অংশে, যেখানে আমরা মনের মত বহুরূপে সেটিকে সাজিয়ে নিতে পারি।

আমাদের ভেতরের এই সত্ত্বাটিকে আমরা অনেকেই অস্বীকার করে থাকি।

আমি কখনও করিনি তা। আমি আমার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য সবসময় স্বীকার করে থাকি; আমি সেটাকে আলিঙ্গনও করি। স্রষ্টা আমাকে যেমনভাবে তৈরি করেছে, আমি ঠিক তেমনই।

যেমনভাবে তার আশীর্বাদের ভাগিদার ভেড়া হয়ে থাকে, সিংহও কিন্তু বঞ্চিত হয় না সেই একই জিনিস থেকে।

সেরকম শিকারিও বঞ্চিত হবে না।

জন্মস্থান রাজশাহী হলেও বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করেছেন সান্তা রিকি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব এবং খনিবিধ্যা বিভাগ থেকে ২০১০ সালে স্নাতক এবং ২০১১ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন তিনি। সামহোয়্যাইন ব্লগসহ আরও কিছু জায়গায় লেখালেখি করে থাকেন। ছোটবেলা থেকেই বই পড়তে ভালোবাসেন। ক্রাইম-থৃলার, ফিকশন, সাসপেন্স, মিস্ট্রি, অ্যাডভেঞ্চার এবং অনুবাদ জগতের প্রতি এক অন্য ধরণের ভালো লাগা কাজ করে। ত্রৈমাসিক একটি ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখালেখি করেন চলচ্চিত্র বিভাগে।

BOIGHAR.COM